Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Bengali
2005

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মা আনন্দময়ী

অমৃত বার্তা

VOL.-9 JANUARY, 2005 NO. 1

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

SHREE SHIREE ANANDAMAYEE SANGHA

❁ Branch Ashrams ❁

1. AGARPARA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram.
P.O. Kamarhati Calcutta-700058 (Tel : 25531208)
2. AGARTALA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram.
Palace Compound P.O. Agartala- 799001.
West Tripura (Tel : 0381-2208618)
3. ALMORA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
Patal Devi. P.O. Almora-263602,
(Tel : 05962-233120)
4. ALMORA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
P.O.Dhaul-China. Almora-263881,
(Tel : 05962-262013)
5. BHIMPURA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
Bhimpura. P.O. Chandod, Baroda- 391105,
(Tel : 02663-233208+ 233782)
6. BHOPAL : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
P.O. Bairagarh. Bhopal-462030, M.P.
(Tel : 0755-2641227)
7. DEHRADUN : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
Kishenpur.P.O. Rajpur, Dehradun-248009
(Phone : 0135-2734271)
8. DEHRADUN : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
Kalyanvan, 176, Rajpur Road, P.O. Rajpur,
Dehradun-248009, (Phone : 0135-2734471)
9. DEHRADUN : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
P.O. Raipur Ordnance Factory, Dehradun-248010
10. JAMSHEDPUR : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
Near Bhatia Park, Kadma, Jamshedpur-831005
11. KANKHAL : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
P.O. Kankhal.Hardwar-249408,
(Tel : 01334-246575)
12. KEDARNATH : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
Near Himlok. P.O. Kedarnath, Chamoli-246445,
13. NAIMISHARANYA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
Puran Mandir.P.O. Naimisharanya,
Sitapur-261402, U.P. (Tel : 05865-251369)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মা আনন্দময়ী — অমৃতবার্তা

শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ীর দিব্য জীবন
ও
অমূল্যবাণী সম্বলিত ত্রৈমাসিক পত্রিকা

বর্ষ ৯ | জানুয়ারী ২০০৫ | সংখ্যা ১

সম্পাদকমন্ডল

★ ব্রহ্মচারী শিবানন্দ
★ ডঃ শুকদেব সিংহ
★ কুমারী চিত্রা ঘোষ
★ কুমারী গীতা ব্যানার্জী
★ ব্রহ্মচারিণী গুনীতা

কার্য্যকরী সম্পাদক
শ্রী পানু ব্রহ্মচারী

☆

বার্ষিক চাঁদা (ডাক ব্যয়সহ)
ভারত – ৬০ টাকা
বিদেশে – ১২ ডলার অথবা ৪৫০ টাকা
প্রতি সংখ্যা – ২০ টাকা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মুখ্য নিয়মাবলী

❋ ত্রৈমাসিক পত্রিকা বাংলা, হিন্দী, গুজরাতী ও ইংরাজী এই চার ভাষায় পৃথক পৃথকভাবে বৎসরে চারবার জানুয়ারী, এপ্রিল, জুলাই এবং অক্টোবর মাসে প্রকাশিত হইয়া থাকে। পত্রিকার বর্ষ জানুয়ারী সংখ্যা হইতে আরম্ভ হয়।

❋ প্রধানতঃ শ্রী শ্রী মায়ের দিব্য জীবন ও অমূল্যবাণী বিষয়ক প্রবন্ধাদি প্রকাশনই এই পত্রিকার মুখ্য উদ্দেশ্য। অবশ্য দেশ-কাল-ধর্ম্ম ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে যে কোন আধ্যাত্মিক বা দার্শনিক হৃদয়গ্রাহী প্রবন্ধ এবং বিশিষ্ঠ মহাপুরুষদের জীবনী ও উপদেশ সম্বলিত লেখা সাদরে গৃহীত হইবে। নিতান্ত ব্যক্তিগত অনুভব ব্যতীত শ্রী শ্রী মায়ের দিব্যলীলা বিষয়ক লেখাও শ্রী শ্রীমায়ের অগণিত ভক্তবৃন্দের নিকট হইতে আশা করা যাইবে।

❋ প্রতিটি লেখা সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় সুস্পষ্ঠ অক্ষরে লিখিত থাকা বিশেষ আবশ্যক। কোনও কারণবশতঃ লেখা পত্রিকায় প্রকাশিত না হইলে লেখকের নিকট ফেরৎ পাঠান অসুবিধাজনক।

❋ অগ্রিম বার্ষিক চাঁদা কেবলমাত্র মনি অর্ডার বা ডিমান্ড ড্রাফ্ট দ্বারা **"Shree Shree Anandamayee Sangha - Publication A/C"** এই নামে পাঠাইবার নিয়ম।

❋ পত্রিকা সম্পর্কিত যোগাযোগ নিম্নলিখিত ঠিকানায় করিতে হইবে —

Managing Editor,
Ma Anandamayee - Amrit Varta
Mata Anandamayee Ashram
Bhadaini, Varanasi - 221 001

❖ ❖ ❖ ❖ ❖

পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিবার নিয়ম ঃ-
সম্পূর্ণ পৃষ্ঠা — ২০০০/- বাৎসরিক
অর্দ্ধেক পৃষ্ঠা — ১০০০/- "
১/৪ পৃষ্ঠা — ৫০০/- "

বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু সহ অগ্রিম টাকা উপরোক্ত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

শ্রীশ্রী আনন্দময়ী সংঘের পক্ষে মুদ্রক ও প্রকাশক শ্রী পানু ব্রহ্মচারী দ্বারা শ্রী শ্রী আনন্দময়ী সংঘ, ভাদাইনী, বারাণসী - ২২১ ০০১ উঃপ্রদেশ হইতে প্রকাশিত এবং রত্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস, বি ২১/৪২ কামাচ্ছা, বারাণসী - ১০ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক — শ্রী পানু ব্রহ্মচারী।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিষয়-সূচী

১.	মাতৃ-বাণী	—	১
২.	শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী প্রসঙ্গ – শ্রী অমূল্য কুমার দত্তগুপ্ত	—	৩
৩.	মায়ের পূজা (কবিতা) – শ্রী চিত্তরঞ্জন পাত্র	—	৫
৪.	শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী লীলা মাধুরী – স্বামী নির্ম্মলানন্দ গিরি	—	৬
৫.	মা (কবিতা) – শিপ্রা দত্ত	—	১১
৬.	একটি বিশেষ চিঠি	—	১২
৭.	মালা (কবিতা) – ডা০ চিত্ততোষ চক্রবর্ত্তী	—	১৩
৮.	শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী লীলাকথা – ডা০ বীথিকা মুখার্জী	—	১৪
৯.	সমকালীন দৃষ্টিতে মা আনন্দময়ী – ডা০ নিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী	—	১৬
১০.	মায়ের কথা – শ্রী নিগমকুমার চক্রবর্ত্তী	—	২২
১১.	মাতৃ-স্বরূপামৃত – শ্রী প্রিয়ব্রত ভট্টাচার্য	—	২৬
১২.	মাতৃ-কৃপা – শ্রী চিন্ময় মুখোপাধ্যায়	—	৩০
১৩.	স্বর্ণজয়ন্তী মহোৎসব প্রসঙ্গ – শ্রীমতী অঞ্জলি চ্যাটার্জী	—	৩৩
১৪.	আবেদন (কবিতা) – আনন্দস্বরূপা	—	৩৪
১৫.	শ্রদ্ধাঞ্জলি- (১) শ্রী নারায়ণ দাসজী মহারাজ (২) শ্রীমতী শুভলক্ষ্মী	—	৩৫
১৬.	আশ্রম সংবাদ	—	৩৮

☆

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নূতন প্রকাশন

শ্রদ্ধেয় অমূল্য কুমার দত্তগুপ্ত লিখিত "শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী প্রসঙ্গ" অনবদ্য গ্রন্থের পঞ্চম ভাগ সদ্য প্রকাশিত হয়েছে। শ্রীশ্রীমায়ের দিব্য জীবন কাহিনী ও অমূল্য বার্তালাপের বিবরণ এবং সম্পূর্ণ অজ্ঞাত সব ঘটনা সমূহের অপূর্ব বর্ণন এই ভাগে স্থান পেয়েছে।

ভাল বাঁধানো ৩২৬ পৃষ্ঠার বই। মূল্য মাত্র ৫০ টাকা রাখা হয়েছে। শ্রীশ্রীমার অধিকাংশ আশ্রমেই শীঘ্র উপলব্ধ হবে। অসুবিধা হলে নীচের ঠিকানায় জানাতে অনুরোধ করা হচ্ছে। রেজিস্টার্ড ডাক ব্যয় অতিরিক্ত ৪০ টাকা।

সেক্রেটারী

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী আশ্রম

ভাদাইনী, বারাণসী–২২১০০১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Ma standing in the Varanasi ashram compound in early fifties.
Printed in the first issue of the Sangha journal "Ananda Varta" in January, 1952

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাতৃ-বাণী

পেতে হলে যা কিছু পেতে হয়, যে ভাবেই হোক, তাঁহার কাছেই পেতে হয়। মানুষ মাত্রেরই তাঁহার চরণে শরণ লওয়া কর্তব্য। দিন ত থাকেনা। অনেক কাটিয়ে এসেছে ত? ধৈর্যের আশ্রয়ে বাকীটুকু কাটাবার চেষ্টা।

☆ ☆ ☆

যাঁকে ভাবলে সব ভাবনা থেকে মুক্ত হওয়া যায়, এক মাত্র তাঁকেই ভাবা উচিত। সর্বদা ভগবানের ধ্যান করা, তাঁর নাম নিতে চেষ্টা করা। তাঁর নাম ভজনে সর্বরোগ আরোগ্য হয়।

☆ ☆ ☆

সকলিত তাঁর বিধানে, তাঁর বিধান বলে যারা নিতে পেরেছে তাদের কি আর এত কষ্ট হয়? কর্তব্য কিন্তু সব কিছু তাঁর ভাবা। তিনি যা কিছু করুন তাঁকে ভেবেই শান্ত থাকতে চেষ্টা করা।

☆ ☆ ☆

অভাব বোধটা নিজের চাওয়া জিনিষটা না পেয়ে ত? যেখানে নিজের চাওয়া অপূর্ণ, চাওয়ার মত ফল প্রসব করে না, বারবার তাঁরই জন্য চাওয়া ও দুঃখ করা ব্যর্থ নয় কি? চাওয়া থাকলেই অভাব দুঃখ পাওযা জগতের হিসাবে স্বাভাবিক। জগৎ কি না, জগতের যা কিছু চাইবে তা দুঃখ দায়ক, সাময়িক সুখ কখনও পেলেও। যাহা পেলে দুঃখ থাকে না, সব পাওয়া হয় তাঁকে চাওয়া মানুষের একমাত্র কর্তব্য।

☆ ☆ ☆

জোর করে ঔষধ খাওয়া, ইচ্ছা না হলেও ভগবৎ চিন্তার আশ্রয় নেওয়া মানুষ মাত্রেরই কর্তব্য।

☆ ☆ ☆

যাতে মনটা তাঁকে নিয়ে থাকে তাহাই মানুষ মাত্রের কর্তব্য। তাঁর হাতের যন্ত্রবৎ নিজেকে তাঁর চরণে ফেলে রাখা।

☆ ☆ ☆

গার্হস্থ্য আশ্রমের আশ্রয় না নিয়ে পরমার্থ জীবন যাপন করা কঠিন। পারলে ভাল। বিশেষ ভেবে দেখা ভিতর থেকে যা আসে। তাঁরই ইচ্ছা পূর্ণ হয়ে থাকে।

☆ ☆ ☆

সংসার যিনি দিয়েছেন, ধন, মান, যৌবন, তাঁর জন্য তাঁকে ডাকা। পারবে না কেন? পারতে হবে। মানুষ সব পারে। কে জানে কিসের ভিতর দিয়ে তিনি কাকে কি দিবেন? তাঁরইত সর্বস্ব। কি নিয়ে জন্ম? খালি হাতে ত? আর এসব পাওয়া কি নিজের? সব তাঁর। তিনি যা ইচ্ছা করেন—এই ভাবটা রাখার চেষ্ঠা।

☆ ☆ ☆

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমার বলে সব আকড়িয়ে রেখেছ–এ সব দুঃখ পাবার চেষ্টা। তাঁর সব বলে তাঁকে ডাকা। তাঁর তাই তাঁকে ডাকা। ঐটাই বড় ডাক। জগতের এসব পেয়ে কি হয়? এতদিন ত দেখলে। এ সবের পরিণামত এই। ধন, জন, যৌবন যেখানে, জরা, মৃত্যু, ব্যাধি, দরিদ্রতা এ সব তাঁর ভান্ডারে। এ সব ভোগ করতেই হবে। এই জায়গায় নিরাময় আরামের স্থান নাই। ব্যারামের স্থান পদে পদে দেখলে? এখনও মনে জাগে না – কে কার? এই যে এত বড় রোগ, কেউ কি ভুগছে? তার থেকে কেউ কি অংশ নিচ্ছে? কেন এসবের চিন্তা?

☆ ☆ ☆

সব তাঁর, সব তিনি, তাঁর উপর ছেড়ে দিতে কেবল চেষ্টা। তাঁর নাম, তাঁর চিন্তা, শুধু তাঁরই স্মরণ। সংসারের কিছুর জন্য প্রার্থনা না জানিয়ে শুধু নিজে তাঁর হয়ে যাবার চেষ্টা। যেখানে কোন অভাব থাকে না, দুঃখ থাকে না, জ্বালা থাকে না–সব পাওয়া পরিপূর্ণ, আরাম! আরাম!! আরাম!!!

☆ ☆ ☆

ইচ্ছাময়ের ইচ্ছাই পূর্ণ হয়ে থাকে। মঙ্গলময় সময় মত সব করেন। যা নিত্য সত্য সেই দিকেই সকলের যাওয়া উচিত।

☆ ☆ ☆

হরি কথাই কথা আর সব বৃথা ব্যথা।

☆

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী প্রসঙ্গ

নবমখণ্ড—পূর্ব্বার্দ্ধ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

— *শ্রী অমূল্য কুমারে দত্তগুপ্ত*

২৫শে ফাল্গুন, মঙ্গলবার (ইং ১০।৩।৫৩)

কর্ম্মফল ও নিয়ন্ত্রণের মূলসূত্র

পরমশ্রদ্ধেয় গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের বক্তব্য

"মনে রাখিতে হইবে এই আদি স্রষ্টা ও আমারই একরূপ। উহা আমি ভিন্ন আর কেহ নহে। একরূপে আমি নিয়ম্য অর্থাৎ নিয়মের অধীন, এবং অপররূপে আমি নিয়ামক। আমার সঙ্কল্পই যেখানে নিয়তি, অর্থাৎ সঙ্কল্প ও আমার এবং সেই সঙ্কল্পের পাত্র ও আমি এবং সেই সঙ্কল্প ও বস্তুতঃ আমারই শক্তি। আমিই নিয়ামক, আমিই নিয়ন্ত্রিত এবং আমার ইচ্ছাই নিয়ম। বস্তুতঃ সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলে দেখিতে পাওয়া যায় এই ইচ্ছা একপ্রকার প্রাক্তন কর্ম্মসংস্কারের বিপক্ক অবস্থায় সমষ্টিভাবের স্ফূর্ত্তি মাত্র। সুতরাং যাহাকে আদি কারণ বলিয়া ধরা হইল তাহাও বাস্তবিক আদি নহে। কারণ তাহারও একটা প্রাক্তন অবস্থা আছে। কল্পান্তরের সংস্কার ঐ আদি সংকল্পের বীজ রূপ বলা যাইতে পারে। এই প্রকার এক কল্প, হইতে অন্যকল্পে মূল কারণের অন্বেষণের চেষ্টা চলিতে থাকে। সুতরাং এই অনাদি আবর্ত্তের মধ্যে ও মূল সূত্রের সন্ধান পাইবার উপায় নাই। এই বিরাট আবর্ত্ত কালেরই আবর্ত্ত। সুতরাং মূলসূত্র অন্বেষণ করিতে হইলে কালের মধ্যে না খুঁজিয়া কালাতীত মহাসত্তাতে দৃষ্টিপাত করিতে হইবে।"

"কালের অতীত সত্তা নিত্য বর্ত্তমান; কারণ সেখানে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এই প্রকার কাল বিভাগ নাই। বাস্তবিক পক্ষে তাহা স্বয়ং প্রকাশ বলিয়া সেখানে অতীত ও ভবিষ্যৎ বলিয়া কিছু থাকিতে পারে না। সেখানে শুধু নিত্য বর্ত্তমান প্রকাশ খণ্ডিত না হইলে অতীত ও ভবিষ্যৎ রূপ বিভাগ সম্ভবপর হয় না। অখণ্ড প্রকাশ এত মহাক্ষণ মাত্র। সেখানে পূর্ব্ব ও পর কিম্বা দূর ও নিকট, কিম্বা এক ও অন্য জাতীয় ভেদ নাই। সবই আপনিই আপনি। একমাত্র স্বাতন্ত্র্যের উল্লাস। সেই দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে নিয়তি বলিয়া কোন বস্তুই নাই। নিয়ন্ত্রণ বা পরাধীনতা অস্তিত্বহীন শব্দমাত্র। একমাত্র স্বাতন্ত্র্যের খেলা নিত্য লীলারূপে প্রকাশ পাইতেছে। কিন্তু দ্রষ্টার দিক হইতে, সাক্ষীর দিক হইতে লীলাই বা কোথায়? এক বহু হইয়া নিজের সঙ্গে নিজেই খেলা করে ইহাই ত লীলা? কিন্তু এমন একটি স্থিতি আছে যেখানে এই অনন্ত লীলার মধ্যেও অনিমেষ স্থির দৃষ্টির ন্যায় লীলাতীত পরম প্রকাশ আপনাতে আপনি প্রকাশমান রহিয়াছেন।"

"সুতরাং এই দৃষ্টিতে নিয়তি বলিয়া কোন পদার্থই নাই—ইহাও যেমন সত্য তেমন কর্ম্ম ও কর্ম্মফল বলিয়া কোন পদার্থই নাই ইহাও তেমনি সত্য। কারণ আদি সঙ্কল্পের দৃষ্টিকোণ হইতে যাহা নিয়তি,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কর্ত্তৃত্বাভিমান সম্পন্ন জীবের দৃষ্টিকোণ হইতে তাহাই কর্ম্ম ও কর্ম্মফল। কিন্তু যে মহা স্থিতির কথা বলিতেছি সেখানে আদি সঙ্কল্পের কেন্দ্র স্বরূপ ঈশ্বরভাব নাই এবং কর্তৃত্বাভিমানের কেন্দ্র স্বরূপ জীবভাব নাই। জীবও ঈশ্বর উভয়ের অতীত অথচ উভয়ে আত্মভূত অখণ্ড চৈতন্য মাত্র বিরাজমান। এই জন্য ঐ স্থিতিটি নিয়তি ও কর্ম্মফল উভয়ের মূলভূত চিদানন্দময় লীলা হইয়াও পরম শক্তির সহিত অভিন্ন।"

"পূর্ণের মধ্যে এই সবগুলির স্থিতিই আপন আপন বৈশিষ্ট্য সহকারে বিদ্যমান থাকিয়া ও একও অখণ্ডভাবে বিরাজমান।"

"কোন কর্ম্মফলের জন্য দায়িত্বের প্রশ্ন ততক্ষণ উঠে যতক্ষণ দ্বৈত ভাব বিদ্যমান থাকে। যতক্ষণ কর্ত্তাতে কর্ত্তৃত্বাভিমান থাকে, যতক্ষণ গন্ডিবদ্ধ ভাব থাকে, ইহা হইতে বুঝা যায় যে ঘটনা পরম্পরা এক পক্ষে পূর্ব্ব হইতে সাজান থাকিলেও কর্ত্তার ও ভোক্তার আপন আপন সীমাবদ্ধ অভিমান অনুসারে কর্ম্ম ও কর্ম্মফল রূপে প্রকাশিত হয়। যে নিজকে কর্ত্তা মনে করে তাহার সেই মনে করার দরুণই তাহাকে কর্ম্ম করিতে হয় অর্থাৎ কৃত কর্ম্মের জন্য দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হয় এবং তদনুসারে ভোক্তা সাজিয়া সুখদুঃখ রূপ ফল গ্রহণ করিতে হয়। প্রকৃতির কার্য্যে উদাসীন থাকিতে পারিলে নিজের অভিমান থাকে না বলিয়া কর্ম্মও কর্ম্মফলের সহিত নিজের কোন যোগই থাকেনা। দ্রষ্টা হইয়া প্রকৃতির খেলা দেখিতে পারা যায়।"

"কাহারো কাহারো মনে প্রশ্ন উঠিতে পারে যাহা নিয়ত বা নিয়ন্ত্রিত তাহা বদলান যায় কিনা। ইহার উত্তর এই, বদলান যায় ইহাও সত্য এবং বদলান যায়না ইহাও সত্য। যে স্থিতি হইতে সঙ্কল্প উঠিয়া নিয়তিরূপ ধারণ করে সেই স্থিতি হইতে অভিনব সঙ্কল্পের উদয়ে পরিবর্ত্তন অসম্ভব নহে। বদ্ধজীবের দিক হইতে ইহা বলা হইতেছে না। ঐ আদি সঙ্কল্পের দিক হইতে এই পরিবর্ত্তন পরিবর্ত্তন রূপে গৃহীত হইবে না কারণ স্থিতি ত একই। এইজন্য ইহাও আদি সঙ্কল্পরূপে গৃহীত হইবে। কারণ যে স্থিতিতে আদি সঙ্কল্পের উদয় হয় সেখান হইতে দ্বিতীয় সঙ্কল্পের উদয় হইতেই পারে না। সহস্রবার নূতন নূতন সঙ্কল্পের উদয় হইলেও উহা সেই আদি সঙ্কল্পের রূপ বলিয়াই গ্রহণ করিতে ইহবে। তাই একদিক হইতে যাহা পরিবর্ত্তন রূপে গৃহীত অপর দিক হইতে সেখানে পরিবর্ত্তন হইতেই পারে না। একদিক হইতে যেখানে ত্রিকালের খেলা অন্যদিক হইতে সেখানে নিত্য বর্ত্তমান স্বাতন্ত্র্যের উল্লাস। দৃষ্টিভেদের সঙ্গে সঙ্গে প্রতীতির ভেদ হইয়া থাকে। কিন্তু অখণ্ড পূর্ণের মধ্যে তাহাই বা কোথায়? সেখানে অনন্তভেদ ও অভেদের বিলাস মাত্র।"

স্বাতন্ত্র্যের উল্লাস–

২৮শে ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার (ইং ১২।৩।৫৩)

আজ সকাল বেলা গীতাপাঠ ইত্যাদির পর ডাঃ পান্নালাল মাকে বলিলেন, "মাতাজী, আপনার সহিত আমাদের কথাবার্ত্তার সময় বড় কম হইতেছে, তাই আমি প্রস্তাব করিতেছি যে সকাল বেলা ১০॥টা হইতে ১১॥টা পর্য্যন্ত এবং বিকাল বেলা ৫টা হইতে ৫॥টা পর্য্যন্ত আপনার সহিত কথাবার্ত্তার বলার সময় নির্দ্দিষ্ট থাকুক।" ডাঃ পান্নালালের কথা শুনিয়া মা হাসিয়া বলিলেন, "পিতাজী, কিছু করিতে হইবে বলিয়া কেহ যদি কথনও এই শরীরকে বলিয়াছে, তবে এই শরীর তাহা ঘড়ি ধরিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে করিয়াছে। এইরূপ যে দুই একদিন হইয়াছে তাহা নয়, মাসের পর মাস, এমনকি বৎসরের পর বৎসর ঐরূপই চলিয়াছে। আবার এই শরীরের এমন ও হইতে পারে যেমন পিতাজীকে বলিলাম, "পিতাজী তোমরা বস, আমি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আসিতেছি,'' এই বলিয়াই যে চলিয়া গেলাম আর ফিরিয়া আসিলাম না। অথবা বলিলাম, "পিতাজী, চল বেড়াইয়া আসি,'' ইহা শুনিয়া পিতাজী কাপড় জামাদি লইতে গেল, এদিকে কিন্তু এই শরীর পিতাজীর জন্য অপেক্ষা না করিয়াই মোটর লইয়া বেড়াইতে চলিয়া গেল। কাজেই পিতাজীকে পূর্ব্বেই বলিয়া রাখিতেছি যে এই শরীরের সঙ্গে সময়ের বাঁধা বাঁধি করিলে সকল সময় যে সেই অনুসারে কাজ হইয়া যাইবে এমন কথা বলা যায় না। কোন কোন দিন হয়ত এমনও হইতে পারে এই শরীর পাঠের স্থানে আসিলই না।''

ডাঃ পান্নালাল। আচ্ছা সেরকম যদি কখনও হয় তবে হইবে। তবুও কথা বলার একটা নির্দ্দিষ্ট সময় থাকুক।

(ক্রমশঃ)

☆

মায়ের পূজায় হয়ে যাব হারা

—শ্রী চিত্তরঞ্জন পাত্রে

এসো মা দুর্গা শরতের মাঝে
তোমার মূরতি হৃদি মাঝে মাঝে।
তোমায় জানাব শ্রদ্ধা ভক্তি
যতটুকু আছে মোদের শক্তি।
এসো তুমি মা মোদের সকাশে
শুনি তব বাণী সুনীল আকাশে।
বাজে হেথা শঙ্খ, ঘন্টা, ঢাক
চারিদিকে ছুটে আনন্দের ডাক
তুমি এসো মাগো ভাইবোন সাথে
শান্তি বার্তা দাও সব হাতে।
শিউলি, কমলে পূজিব তোমায়
আগামী গানের মধুর ভাষায়
তোমার মধুর মূরতি গড়িয়া
পূজার অর্ঘ্য শ্রদ্ধা ভরিয়া।
পূজিব গো মা তোমার চরণ
তোমাকে করিব হৃদয়ে বরণ।
জানি মা তুমি দুঃখ নাশিনী
জানি মা তুমি মধুর ভাষিনী।
দুঃখ কষ্ট শোক তাপ হর
সব অশান্তি নিজে শিরে ধর।
আমরা পাইব আনন্দের ধারা
তোমার মাঝারে হয়ে যাব হারা॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী লীলামাধুরী

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—স্বামী নির্ম্মলানন্দ গি

পিতৃদেবো ভব

শ্রীশ্রী আনন্দময়ী মায়ের অবির্ভাব পরম পবিত্র কুলিন বংশে হয়েছিল। জাগতিক বর্ণনা প্রসঙ্গে মান বুদ্ধি ও মানব মন যেখানে ধরা–ছোঁয়া ও বোঝার স্তরে থাকে সেখানে যখন ভাগবতী শক্তি করুণাঘন বিগ্র ধারণ করে ধরাধামে নেমে আসেন তখন তাঁদেরও মাতা–পিতারূপ আধারকে স্বীকার করতে হয়। তাই জাতীয় প্রত্যেক পিতামাতাই এই ভাগবতী শক্তি অবতরণের পিছনে অলৌকিক ভাবে আধার ও আশ্রয়রূপে নিজেদেরকে প্রকাশ ও প্রতিভাত করে থাকে। শ্রীকৃষ্ণের মাতা-পিতা দেবকী ও বসুদেব, ভগবান রামচন্দ্রে পিতা–মাতা কৌশল্যা ও দশরথ, ভগবান বুদ্ধের মাতা-পিতা শুদ্ধোধন ও মায়াদেবী, যীশুরখৃষ্টের মাতা-পিতা যোশেফ ও মেরী, যুগবতার রামকৃষ্ণের মাতা-পিতা রামকুমার ও চন্দ্রমনির জীবনে সন্তানলাভে অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ, প্রভাব ও প্রতিপত্তি দেখা যায়। এই ভাবে নানাদেশের নানাজাতির আধ্যাত্মি ইতিহাস বিচার করলে দেখা যায়–যে সমস্ত করুণাঘন মহা-মহাপুরুষগণ যখন এ জগতে অবর্তীন হয়েছ তখন তাঁরা সাধারণের ন্যায় শরীর ধারণ করেও দিব্যরূপ নিয়ে দিব্যভাব নিয়ে অবতীর্ন হয়েছেন এবং স সঙ্গে জাগতিক মাতা-পিতাকেও স্বীকার করেছেন। লৌকিক অলৌকিকের এইভাবে সাধারণীকরণ প্রায় দেখা যায়। আমাদের আনন্দময়ী মার বেলাতেও তাই। শরীর ধারণের মহাখেয়াল যখন তাঁর হয় তখ জগতদৃষ্টিতে আদর্শ মাতা-পিতা ও কুলীন কুল গ্রহণ করলেন।

স্বক্রিয়স্বরসামৃত গ্রন্থে মায়ের পিতৃকুল ও মাতৃকুলকে গঙ্গা ও যমুনার ধারার সঙ্গে তুলনা ক হয়েছে। স্বয়ং মা আনন্দময়ীকে ব্রাহ্মবিদ্যারূপিনী সরস্বতীর গুপ্ত ধারার সহিত বর্ণনা করা হয়েছে। এ যে ত্রিবেণী সঙ্গম। আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে প্রত্যেক মানবের ভ্রুযুগলের মধ্যস্থানে ইড়াপিঙ্গলা ও সুষুম্না স্রোতে সম্মেলনের বা সঙ্গমের কথা বলা হয়ে থাকে। যোগীরা যোগসিদ্ধির দ্বারা এর সন্ধান ও অনুভব ক থাকেন। কুল (বংশ) বর্ণনা প্রসঙ্গে একটি শাস্ত্রীয় শ্লোকের বর্ণনা না করে পারছি না।

শ্লোকটি নিম্নরূপ –

আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠাতীর্থ দর্শনম্

নিষ্ঠাবৃত্তি স্তপো দানং নবধা কুল লক্ষণম্।

আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা (কুল সাধনধারা) তীর্থ দর্শন, নিষ্ঠা (ইষ্ট নিষ্ঠা, গুরু নিষ্ঠা), বৃ (উপার্জনের উপায়) তপ ও দান—এই নয়টি গুণের দ্বারা কুল ও বংশ মর্যাদার পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রী আনন্দময়ী মার পিতৃকুলের ও মাতৃকুলের এই গুণগুলি বা লক্ষণগুলি যথাযোগ্য পরস্ফুট হয়েছিল। বিষয়ে বিশদভাবে আলোকপাত করা হচ্ছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীমায়ের পিতৃবংশের ধারাটি খুবই প্রাচীন ঋষিকল্পধারা। যতদূর জানা যায় যুগ যুগ ধরে সাধক ও তপস্বীগণের তপস্যাপূত, জ্ঞানসমৃদ্ধ অনুভবসিদ্ধ এই ধারাটি গঙ্গার পবিত্র নিত্য ধারার ন্যায় অক্ষুন্ন ও অকুণ্ঠভাবে প্রবাহিত হয়ে এসেছে। কাশ্যপ গোত্রীয় কুলীন ব্রাহ্মণের বংশ এটি। শোনা যায় এই বংশে বহু সুপ্রসিদ্ধ সিদ্ধ যোগী তপস্বীগণ আবির্ভূত হয়েছিলেন। এই বংশেরই একজন সিদ্ধ মহাপুরুষ নারায়ণের উপাসনা করে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। তাঁরই দ্বারা সুপূজিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীরাজরাজেশ্বর নামে শালগ্রাম শিলা বংশ পরম্পরায় পূজিত হয়ে আসছেন (বর্তমানে এই রাজরাজেশ্বর নারায়ণ শিলাটি কাশীধামে শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী আশ্রমে অন্নপূর্ণা মন্দিরে নিত্য সেবা গ্রহণ করছেন)। এই রাজরাজেশ্বর নারায়ণ শিলা মায়ের জন্মস্থান খেওরা গ্রামে শিশুরূপিনী মায়ের সঙ্গে শিশুরূপ ধারণ করে নানা লীলা খেলা খেলতেন। একথা আমরা মায়ের মুখ থেকেই শুনেছি।

মায়ের পিতৃবংশের এই ধারাটিকে বৈষ্ণবীয় ধারা বললেও অনুচিত হবে না। এই বংশ গুরুবংশ ও আচার্যকুলরূপেও পরিচিত ছিল। কুলগুরুগণ ও আচার্যগণ শিক্ষা দীক্ষা দান করতেন এবং মন্ত্রসাধনার ধারা শিষ্যদের মধ্যে প্রচার করতেন। অখন্ড সচ্চিদানন্দরূপে পূর্ণ তত্ত্বের এঁরা ধারক ও বাহক ছিলেন। এখানেই তাঁদের আচার্য্যত্ব ও গুরুত্বের মহিমা।

মায়ের পিতার নাম ছিল শ্রীযুক্ত বিপিন বিহারী ভট্টাচার্য। আর পিতামহের নাম ছিল শ্রীযুক্ত ত্রিলোচন ভট্টাচার্য। শ্রীযুক্ত ত্রিলোচন ভট্টাচার্য দেখতে উজ্জ্বল সুপুরুষ, সুগঠিত দেহধারী, ললাটদেশ প্রশস্ত, আয়ত চক্ষু, বদন মন্ডল দিব্য আভামন্ডিত, গলায় শিখাসূত্র ধারণ করে প্রতিদিন প্রত্যুষে গ্রামের পুষ্করিণীতে স্নান করে 'নারায়ণ, নারায়ণ' শব্দ গম্ভীর ভাবে উচ্চারণ করে যখন নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তন করতেন তখন সমস্ত গ্রামবাসীরা জেগে উঠে তাঁর প্রতি সম্ভ্রম সহ সম্মান জ্ঞাপন করতেন। শ্রীযুক্ত ত্রিলোচন ভট্টাচার্য মহাশয় ধনী, মানী ও খুব গুণী ব্যাক্তি ছিলেন। প্রচুর জমিজমা ও চাষবাস ছিল। প্রজারা খাজনাও দিত, তিনি দান--ধ্যানও খুব করতেন। শিক্ষা-দীক্ষার উৎসাহ দেবার জন্য পাঠশালাও খুলেছিলেন। তদানীন্তন পূর্ব-বঙ্গের ত্রিপুরা জেলার বিদ্যাকুট গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। (অধুনা বাংলাদেশের ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার অন্তর্গত)। বিদ্যাকুট গ্রামটির নাম সর্ব দিক দিয়েই সার্থক ছিল। যদিও গ্রাম, তথাপি এখানে বহু সাধক, তপস্বী, পন্ডিত শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ বসবাস করতেন। গ্রামটির সুনাম ও সুযশ সর্বত্র বিস্তৃত ছিল। গ্রামটি বর্দ্ধিষ্ণুও ছিল।

ত্রিলোচন বাবুর অল্প বয়সে পত্নী বিয়োগ হওয়ায় সেকালের কুলীন প্রথা অনুয়ায়ী ত্রিপুরা জেলারই খেওরা নামে অন্য একটি গ্রামের বাসিন্দা, পিতামাতার একমাত্র কন্যা বহু সম্পত্তির অধিকারিণী শ্রীমতী ত্রিপুরাসুন্দরী দেবীর সঙ্গে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। ইনিই মায়ের পিতামহী (ঠাকুরমা)। শ্রীমতী ত্রিপুরাসুন্দরীর একমাত্র পুত্র সন্তানের নাম শ্রী বিপিনবিহারী ভট্টাচার্য-ইনি মায়ের পিতা। মায়ের পিতামহী ত্রিপুরাসুন্দরী দেবী শান্ত স্বরূপা, গৃহকর্মে নিপুণা ও আত্মভোলা স্বভাবের ছিলেন। সংসারে থেকে সকল কর্ত্তব্য যথাযথ পালন করেও সব কিছুর মধ্যে তাঁর একটি নির্লিপ্ততার ভাব সদাই পরিস্ফুট থাকত।

এই বিবাহের কয়েক বছর পর একবার ত্রিলোচন বাবু জ্বরে আক্রান্ত হলেন। ভাগ্যের বিড়াম্বনা সেই জ্বরই মহাজ্বরে পরিণত হল। অল্প বয়স্কা স্ত্রী ও পুত্র কন্যাদের আকুল শোকসাগরে ভাসিয়ে সকল মায়া পরিত্যাগ করে পরমধামে যাত্রা করেলেন।

কনিষ্ট পুত্র বিপিনবিহারীর বয়স তখন অল্প। মায়ের আদরের দুলাল তিনি, ব্রাহ্মণ সন্তান তার ওপর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জমিজমাও আছে। নিজ গৃহেতো রাজরাজেশ্বর আছেনই। কাজেই চিন্তা কিসের? মহা আনন্দে নির্বিঘ্নে স্বচ্ছলতা ও প্রাচুর্যের মধ্যে বিপিনবিহারীর শৈশব ও কৈশোরের দিনগুলি বেশ আনন্দেই কেটে গেল নিজের মাতৃদেবীর সেই আত্মভোলা স্বভাবটি পুত্র বিপিনবিহারীর মধ্যেও প্রকাশ পেতে লাগল। সংসারে কাজে, জমিজমা, খেত–খামার প্রভৃতি সম্পত্তি রক্ষার ব্যাপারে কোন উদ্যোগই নিলেন না। অন্য বৈমাত্রে ভাইগণ বিষয়–পরায়ণ হওয়ায় বিপিনবিহারীর আর্থিক অবস্থা ধীরে ধীরে অস্বচ্ছলতার দিকে, দরিদ্রতার দিকে এগিয়ে গেল।

একটি ব্যাপারে বিপিনবিহারীর সহজাত আকর্ষণ ছিল সেটি হল ভগবানের নামগান। হরিগুণ গানে তিনি শিশুকাল থেকেই মাতোয়ারা ছিলেন। আপনাতে আপনি ভোলা। কীর্ত্তন তাঁর প্রিয় ছিল। নানাস্থানে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে এই কীর্ত্তন–প্রেমী বিপিনবিহারী যেতেন এবং সকলকে নামগানে মাতিয়ে রাখতেন মাঝে মাঝে বহুদিন নিজ গৃহছাড়া হয়ে অন্যত্র নামগানে মেতে থাকতেন। পুত্রের এইসব আনমনা ভাব দেখে ত্রিপুরাসুন্দরী দেবী পুত্রের বিবাহের ব্যবস্থা করলেন এবং সেই অনুয়ায়ী দিনক্ষণ স্থির করে ত্রিপুরা জেলার গ্রাম সুলতানপুরের শ্রীযুক্ত রমাকান্ত ভট্টাচার্য মহাশয়ের কন্যা মোক্ষদাসুন্দরী দেবীর সঙ্গে বিবাহ দিলেন। এই মোক্ষদাসুন্দরী দেবী আনন্দময়ী মার মা। তাঁর অপর নাম ছিল বিধুমুখী। তাঁর অপরূপ মুখমন্ডলে ছিল চাঁদের সৌন্দর্য আর স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে ছিল জ্যোৎস্নার শ্রভ্রতা। এ বিয়ে যেন হল হর–গৌরীর মিলন। ছেলের বৌকে নিয়ে ত্রিপুরাসুন্দরীর দিন আনন্দেই কাটতে লাগল। কিন্তু বিপিনবিহারীর স্বভাব সেই আগেরই মত সংসারের কোন কাজেই মন নেই। জমি-জমা, বিষয় সম্পত্তি, উপার্জন এসবে কোনই খেয়ালই নেই এদিকে খেওরায় ত্রিপুরাসুন্দরীর একমাত্র কন্যার সূত্রে উত্তরাধিকারী হয়ে যেটুকু জমি-জমা ছিল সেটুকু রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদির, প্রয়োজন, আবার বিদ্যাকূটের তদানীন্তন পরিস্থিতির প্রয়োজনেও তাঁরা বিদ্যাকূট ছেড়ে সকলে খেওরা চলে এলেন। সঙ্গে আনলেন রাজরাজেশ্বর শিলাকেও। দারিদ্র্য কিন্তু সঙ্গ ছাড়ল না রইল আভূষণ হয়ে।

বিপিনবিহারী মহাশয় শুধুমাত্র হরি কীর্ত্তনেই পারদর্শী ছিলেন না। বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রেও তাঁর দক্ষতা ছিল একই রকম। একতারা, বীণা, বেহালা, সরোদ, সেতার ইত্যাদি তারের যন্ত্রেও তিনি ছিলেন বিশেষভাবে পরিচিত। অথচ এইসব যন্ত্রের বাজনায় তাঁর ছিল না কোন শিক্ষাগুরু। তিনি ছিলেন শ্রুতিধর। যখন যা শুনতেন তখনই তা যন্ত্রে এবং কন্ঠে তুলে নেবার ঈশ্বরদত্ত এক প্রতিভা ছিল তাঁর মধ্যে। কীর্ত্তন গানবাজনা নিয়ে তাঁর দিন কাটতে লাগল। নিজেও আনন্দে ছিলেন, অন্যকেও আনন্দ দিতেন। নিজে মেতে যেতেন। অন্যকেও মাতিয়ে দিতেন। পাড়ায় পাড়ায়, গ্রামে গ্রামে, যেখানে এমনকি মুসলমানদের বাড়ীতেও নাম-গান করতেন এবং সকলকে করে রাখতেন তন্ময়, বিভোর। তিনি সুকন্ঠী ছিলেন। তাঁর কন্ঠে সুর ভাব, ভাষার অপূর্ব সংযোগ দেখা যেত। যখন যে রস, যে ভাব, যে ভাষা প্রয়োজন তখন সেই রস, সেই ভাব, সেই ভাষা স্বতঃই প্রবাহিত হত তাঁর থেকে, তা সে রামের ভজনই হোক, কৃষ্ণের গান হউক বা দেবী দুর্গার স্তুতিই হোক। সব সম্প্রদায়ের গানেতেই তাঁর দখল ছিল অসাধারণ। মাঝে মাঝে যখন কীর্ত্তন গানের মধ্যে স্বরচিত আখর দিয়ে পদাবলী গাইতেন তখন এক অপূর্ব্ব ভাবরসের সঞ্চার হত। মুসলমান ওস্তাদগণও তাঁর গান শুনে মোহিত হতেন। তাঁর দিনচর্য্যা এই ধারায় চলতে থাকায় ধীরে ধীরে দারিদ্র্যের প্রভাব সংসারে পড়তে লাগল। কিন্তু তিনি নিজে সে বিষয়ে উদাসীন। এই দারিদ্র্য যেন হয়ে গেল তাঁর বিভূতিস্বরূপ স্বাভাবিকভাবে যা আসে তাতেই তিনি আনন্দিত। বস্ত্রাদি জীর্ণ হলেও সদা পরিষ্কার–পরিচ্ছন্ন, কথাবার্তা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চালচলন বংশ মর্য্যাদার অনুরূপ। ব্রাহ্মণ হয়েও দান নেবার দিক, হাত পাতার দিক একেবারেই ছিল না। বরং যতটুকু পারতেন দান করতেন। ঘরে এই দারিদ্র্য কিন্তু বাইরের লোক বুঝতে পারত না। আর বুঝতে পারলেও ব্রাহ্মণের ঘরে এটাই স্বাভাবিক বলে মনে করত। গায়ের রং ফরসা ছিল না তবে ময়লাও নয়, সুগঠিত সুপুরুষ চেহারা। চোখ দুটি বড় বড় এবং আয়ত। শরীর তেমন মোটা সোটা নয়, একটু পাতলা দোহারা চেহারা। প্রথম বয়সে দাড়ি গোঁফ রাখতেন না। শেষ বয়সে যখন দাড়ি গোঁফ রাখতে আরম্ভ করলেন, চেহারাটি তখন প্রাচীন যুগের মুনি-ঋষির মত দেখাত। প্রতিদিন দীর্ঘ ও সুস্পষ্ট স্বরে রাজরাজেশ্বরের পূজাভিষেক মন্ত্র উচ্চারণ সৃষ্টি করত এক অপরূপ আধ্যাত্মিক পরিবেশের।

তিনি ছিলেন স্বল্পাহারী ও স্বল্প নিদ্রাসম্পন্ন। আহারের ব্যাপারে ইচ্ছা অনিচ্ছার কোন প্রশ্নই ছিল না। ঘরে নারায়ণের প্রসাদ যা হত তাই তাঁর আহার্য। তবে আহারের সময়টি ছিল অনিয়মিত। দিনের বেলা তিনটার আগে আহারে বসা তাঁর পক্ষে সম্ভব হত না। বিধুমুখী দেবী খাবার নিয়ে দীর্ঘ সময় বসে থাকতেন।

পরিহাসচ্ছলে গ্রামের লোকেরা বিপিনবিহারীর বাড়ীর নাম দিয়েছিল "তিন প্রহরিয়া"। হরিগুনগানে এতই মত্ত থাকতেন যে তাঁর কাছে সময়ের কোনও মাপ থাকত না। রাত্রিতে কখনও কখনও তাঁর বাড়ী ফিরতে আড়াইটে তিনটেও বাজত। সেইজন্য বহির্বাটিতে তাঁর রাত্রে থাকা ও শোওয়ার ব্যবস্থা থাকত। মোক্ষদা সুন্দরী দেবী স্বল্পাহারী স্বামীর রাত্রের সামান্য আহার বাইরের বাড়ীতেই ঢেকে রাখতেন। বিছানা করে, লন্ঠন জ্বালিয়ে, ঘরের এক কোণে রেখে দিয়ে ভেতরে এসে শাশুড়ী ও সন্তানদের সাথে শুয়ে পড়তেন। এইভাবে চলত দিনের পর দিন। বিপিনবিহারী ফিরে এসে যৎসামান্য আহার শেষ করে বাতি নিবিয়ে শুয়ে পড়তেন। কিন্তু ঘুম কোথায়? নামগানের গুঞ্জন হৃদয়তন্ত্রীতে অনুরণিত হচ্ছে যে! শোবার সময় পাশে একতারা যন্ত্রটী থাকত। ঘুম না এলে বিছানায় বসে বসেই যন্ত্রটী বাজিয়ে নাম গাইতেন। চোখ দুটি জলে ভরা, হৃদয়টি ভাবরসে ভরপুর। বাহ্যজ্ঞান প্রায় লুপ্ত। এই প্রসঙ্গে একদিনের ঘটনা মোক্ষদাসুন্দরীর কাছ থেকে শোনা গেছে। একবার খেওড়া গ্রামে শীতের রাত। শেষরাতে বিপিনবিহারী মহাশয় লেপ গায়ে দিয়ে চিরসাথী একতারাটি নিয়ে একান্তমনে শ্রীকান্তের নামে মাতোয়ারা হয়ে উঠলেন। এদিকে বাইরে খুব ঝড়বৃষ্টি আরম্ভ হল। ঝড়ের দাপটে টিনের চাল কোথায় উড়ে গেল। কিন্তু বিপিনবিহারীর কোনও হুঁসই নেই। মোক্ষদাসুন্দরী এসে স্বামীকে এ অবস্থায় দেখে অবাক হয়ে গেলেন। বিপিনবিহারী বাজনা বন্ধ করলেন, তাঁর চৈতন্য ফিরে এল। হাসতে হাসতে স্ত্রীকে বললেন-"কোথায় যেন চলে গিয়েছিলাম, কিছু মনে পড়ছে না"। এমনই ছিল বিপিনবিহারীর কীর্ত্তনে তন্ময়তা।

বিপিনবিহারী খুবই চরিত্রবান মহাপুরুষ ছিলেন। একবার তার দুর সম্পর্কের জমিদার ভাগ্নের জমিদারীতে তহশীলদার হয়ে কাজে যোগ দিলেন। অন্নবস্ত্রের সংস্থানের প্রয়োজনে তাঁকে এই কাজ নিতে হয়। ভাগ্নে তাঁকে খুব আদর ও সম্মানের দৃষ্টিতে দেখত। একদিন তার কোনও এক কর্মচারী বিপিনবিহারীর সম্বন্ধে তাকে কিছু বলে। বিপিনবিহারীর কানে কথাটা আসে। তিনি ভাগ্নেকে কিছু বললেন না। পরের দিনই চাকুরী ছেড়ে বাড়ী চলে এলেন। চিঠি লিখে ভাগ্নেকে জানালেন-"এক পয়সার হিসেবের গন্ডগোলের জন্য আমার ওপর তোমার সন্দেহ হয়েছে। এই পয়সার হিসেবটি যে খাতায় আছে সেটা তোমার বসবার গদির নীচে রাখা আছে। দেখে নিও, তোমার ভুল ভাঙ্গবে"। হিসেব মিলে গেলে পরে ভাগ্নে অত্যন্ত লজ্জিত, দুঃখিত ও মর্ম্মাহত হয়েছিল। বারবার অনুরোধ সত্ত্বেও তিনি আর কাজে যোগ দেননি। তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন, নীতিপরায়ণ ও স্পষ্টবক্তা ছিলেন। তবে শান্ত ও শিষ্টাচার সম্পন্ন ছিলেন। ব্যবহারে ব্যক্তিত্ব ও আভিজাত্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বজায় রাখতেন। নিজে দীক্ষাদি দিতেন না। গুরুগিরি করা, শিষ্যবাড়ী যাওয়া, ধনসম্পত্তি সংগ্রহ, এমনকি গুরুভাব ও প্রতিষ্ঠার দিকেও তার কোনও আকর্ষণ দেখা যেত না। তাঁর প্রতিটি ক্রিয়ার মধ্যে ভাবখানা যেন–ভগবান যতটুকু করিয়ে নিলেন, ততটুকুই করা। তবে তাই বলে যে তার অবস্থাপন্ন শিষ্য ছিল না, তা নয়। কিন্তু তিনি তাদের প্রতি ছিলেন উদাসীন। সংসার ত্যাগ করে কামনা বাসনা নির্মূল করে, বনে জঙ্গলে কুটীর বেঁধে দীর্ঘকাল ত্যাগ, তপস্যা ও বৈরাগ্য সহকারে নিয়মিত সাধন ভজন করেও মানুষ সহজে যে স্থিতিলাভ করতে পারে না, এই গুপ্তযোগী বিপিনবিহারী গৃহে থেকেও সেই পরমানন্দ সহজ স্থিতি লাভ করেছিলেন। সকলের মধ্যে হেসে খেলে থাকতেন। সহজ ব্যাবহার করতেন। কিন্তু ছিলেন মহান গুপ্তযোগী।

বিদ্যাকূটে থাকাকালীন খুব জাঁকজমক করে বারোমাস দোল দুর্গোৎসবাদি হত। তাঁর উদাসীনতা ও আর্থিক অস্বচ্ছলতায় ধীরে ধীরে এই সব উৎসবাদি বন্ধ হয়ে যায়। দারিদ্র্য তার লীলাখেলা দেখাতে আরম্ভ করে।

বিয়ের চার বছর পরে (খুব সম্ভবতঃ সেটি ১৩০০ সাল হবে) প্রথম একটি কন্যা সন্তানের জন্ম হয়। মেয়েটির নাম ছিল সর্বমঙ্গলা। অপরূপ রূপলাবন্য নিয়ে সে এসেছিল। কিন্তু কয়েকমাস পরেই সর্বমঙ্গলা মায়ের কোল শূন্য করে অন্যলোকে চলে গেল।

বাংলা ১৩০৩ সালের ১৯শে বৈশাখ বৃহস্পতিবার কৃষ্ণা চতুর্থী তিথির ব্রাহ্ম মূহুর্তে খেওরা গ্রামে মাটির ঘরে ভাঙ্গা চালের নীচে মোক্ষদাসুন্দরীকে আশ্রয় করে ভূমিষ্ঠ হলেন এক পরমাসুন্দরী কন্যা। নাম তার নির্মলাসুন্দরী। ইনিই পরবর্ত্তীকালে শ্রীশ্রী আনন্দময়ী মা। পিতা বিপিনবিহারীর দ্বিতীয় সন্তান।

কন্যাদান মহাদান। এই মহান কর্ত্তব্য বিপিনবিহারী মহাশয় সম্পন্ন করেছিলেন ১৩১৫ সালে মাঘ মাসে। ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের আটপাড়া গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত রমনীমোহন চক্রবর্ত্তীর হাতে সুপুত্রী নির্মলাসুন্দরীকে (আনন্দময়ী মাকে) সম্প্রদান করেছিলেন। দুঃখ সন্তপ্ত দারিদ্র্যপীড়িত সংসারে এই শুভকর্ম। কিন্তু মেয়ের বিয়ের টাকা কোথায়? বাধ্য হয়ে জমি বিক্রি করতে হয়। বড়ই অদ্ভূত ব্যাপার। বিপিন বিহারী সবই মেনে নিয়েছিলেন। যদিও ত্রিপুরার মহারাজা তাঁকে খুব শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন এবং এই বিবাহে যথাসাধ্য সাহায্য করেছিলেন।

নির্মলাসুন্দরীর বিবাহের পর সুদীর্ঘ কয়েক বছর তিনি খেওড়া এবং বিদ্যাকুটে কাটিয়েছিলেন। এরপর নির্মলাসুন্দরী যখন শাহবাগের নবাব বাগানে স্বামীর সঙ্গে এসে বসবাস আরম্ভ করলেন তখন পুত্রীর সঙ্গলাভের কামনায় এবং ভগবানের নামগানে ও কীর্ত্তনরসের আনন্দ পাওয়ার জন্য মায়ের আকর্ষণ শক্তির প্রভাবে বিপিনবিহারী ও বিধুমুখীদেবী বিদ্যাকুট ও খেওড়ার পাট চিরতরে উঠিয়ে দিয়ে ঢাকায় চলে এলেন এবং শাহবাগের কাছে ঈশ্বর ঘোষের বাগিচায় বাসা ভাড়া করে থাকতে আরম্ভ করলেন। গুরুপ্রিয়া দেবী নিজে এবং তার পিতা শ্রীযুক্ত শশাঙ্ক মোহন মুখোপাধ্যায় এঁদের থাকা খাওয়া সুখ-সাচ্ছন্দ্যের প্রতি বিশেষ নজর দেওয়ায় আনন্দময়ী মা একদিন গুরুপ্রিয়া দেবীকে বলেছিলেন–'বেশী বেশী করো না কিন্তু। এরা এরূপে এভাবে থাকতে এসেছেন। বেশী বেশী করতে থাকলে কিন্তু এদের সইবে না। তাদের বেশী সময় পাবে না"। বিপিনবিহারী মহাশয়ের সপরিবারে ঢাকা বসবাসের উদ্দেশ্য আরাম উপভোগ নয় মাতৃরসের রসাস্বাদন। ঢাকায় থাকাকালীন বিপিনবিহারী মহাশয় সস্ত্রীক মায়ের সঙ্গে কালীঘাট, কাশীধাম, হরিদ্বার ঋষিকেশ, লছমনঝোলা, মথুরা, বৃন্দাবন নানা তীর্থ ভ্রমণ করেছিলেন। শেষ বয়সে আবার একবার মায়ের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সঙ্গে খেওড়া গিয়েছিলেন এবং মায়ের জন্মস্থানটি মুসলমানদের থেকে পুনরায় ক্রয় করিয়েছিলেন।

সুদীর্ঘ বার বছর ঢাকা বসবাসের পর ১৩৪২ সালে বিপিনবিহারী ঢাকা ত্যাগ করে কলকাতায় আসেন এবং সালকিয়াতে বসবাস করেন। কারণ তাঁদের ছোট ছেলে শ্রীমান যদুনাথ ভট্টাচার্য কলকাতায় একটি চাকরি করতেন। কিন্তু দাদামহাশয়ের কলকাতায় বেশীদিন থাকা হল না। ১৩৪৩ সালের ১লা পৌষ ৭৮ বৎসর বয়সে দাদামহাশয় কলকাতায় গঙ্গার ধারে দেহত্যাগ করেন। সংসারে থেকে আজীবন যিনি ছিলেন সংসারের বাইরে এবার তিনি চলে গেলন চিরকালের মত সকলের ধরা ছোওয়ার বাইরে। দাদামহাশয় যদিও সারাজীবন আনন্দময়ী মাকে কন্যারূপেই দেখতেন কিন্তু অন্তিমকালে তিনি লোকচক্ষুর আগোচরে অস্ফুটস্বরে 'মা মা' বলে অন্তিম নিঃশ্বাস ফেলেছেন। তিনি চিন্ময়ী মায়ের চিন্ময় দেহে প্রবেশ করে বিদেহ মুক্তিলাভ করেছেন। এজাতীয় কথা আমরা মায়ের মুখ থেকে পরবর্ত্তীকালে শুনতে পেয়েছি। সত্যই বিপিনবিহারী মহাশয় ধন্য। এমন পুত্রীর পিতা হয়ে পিতার লীলাখেলাটি সুনিপুণভাবে গোপনে গোপনে করে গেলেন। শ্রীশ্রীমায়ের লীলামাধুরীর বর্ণনার প্রাক্‌কালে তাঁর পিতা বিপিনবিহারী ভট্টাচার্য মহাশয়কে আমরা শ্রদ্ধা সহকারে স্মরণ করছি।

☆

মা

—শিপ্রা দত্ত

কত লীলা কত খেলা,
মাগো তুমি করে গেলা,

কত কত জনম ধরে,
ডেকেছি শুধু মা মা করে।

শিশুর ডাকে দিয়েছ সাড়া
তাই তোমায় পেয়েছি মোরা।

অসময়ে কেন গেলে চলে
অবোধ সন্তানদের রেখে ফেলে—

তারা যে এখনও বোঝেনা কিছু
ছুটে যায় আলেয়ার পিছু পিছু।

আমাদের তরে রেখে গেছ শুধু,
তোমার মধুর হাসিটুকু।

তুমিই মোদের প্রাণের মা
তুমি তো আমার আত্মা।

☆

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একটি বিশেষ চিঠি

স্বাধীন বাংলাদেশে ভারতের প্রথম হাইকমিশনার শ্রী সুবিমল দত্ত, আই০সি০এস০, ভারতের অবসর-প্রাপ্ত বিদেশ সচিবের শ্রীশ্রীমায়ের নিকট স্বহস্ত লিখিত চিঠি।

[কুমারী চিত্রা ঘোষের সৌজন্যে]

Indian Embass

DACCA

25th February, 1972

শ্রীচরণেষু মা,

আপনার শ্রীচরণে শতকোটি প্রণাম। আমি এখানে এসেছি ১৬ই ফেব্রুয়ারী, মোটে ৯ দিন আগে। কি মনে হচ্ছে যেন ৯ মাস হয়ে গেল। কাজের ভীষণ চাপ। সকাল থেকে রাত্রি এক মুহূর্তের বিশ্রাম নেই। বয়সে এই গুরু দায়িত্ব নেওয়া কতটা সমীচীন হয়েছে, তাই মাঝে মাঝে ভাবি, দিল্লীতে বেশ ছিলাম। জীব একভাবে চলে যাচ্ছিল। সেদিন যখন দিল্লী আশ্রম ছাড়ি, তখন দেখছিলাম আপনি ছাদের উপর দাঁড়ি আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। আপনার আশীর্ব্বাদই সম্বল। আমার কতটুকু বা শক্তি?

অথচ দেখছি আমি আসাতে কত জানা আজানা লোক খুশী, আমার কাছে প্রতিদিন কতচিঠিই আসছে। আমি যদি এদের মধ্যে কারও উপকার করতে পারি, তাতেই আমার পুরস্কার। অথচ এদে অগণিত লোকের এত দুর্দ্দশা যে না দেখলে বিশ্বাস হয় না। একমাত্র ভরসা সরকার যথাসাধ্য চেষ্টা কর দুঃস্থ লোকের সাহায্যার্থে তবে ৫০ বছর যেভাবে হিন্দু বিদ্বেষ বপন করা হয়েছে, ৫০ দিনে তাকে নির্মূ করা অসম্ভব।

পাকিস্তানীরা প্রায় সব মন্দির ধ্বংস করে দিয়েছে। আজ ৮।১০ দিন ভাইজীর মাতৃদর্শন, বীথিকাজী ইংরেজীতে লেখা মাতৃজীবনী ও দিদির বইয়ের প্রথম খণ্ড পড়ছি। এই সব বইতে রমণা আশ্রমের বিস্তৃ বিবরণী আছে। অথচ আজ ঐ জায়গায় গেলে মনে হয় না, এককালে কোন ঘর, মন্দির, গাছপালা ছি ঐ জায়গায় গিয়ে মনে শুধু বিতৃষ্ণাই হল, ভীষণ দুর্গন্ধ। আমি পানুদাকে বলেছি ঐ জায়গার পবিত্র এমনভাবে নষ্ট হয়েছে যে ওখানে নতুন আশ্রমের পরিকল্পনা না করাই ভাল। তারচেয়ে বরং সিদ্ধেশ্বরী ছোট একটি আশ্রম রাখা, ভাল হবে। সিদ্ধেশ্বরী কালীবাড়ী বর্ব্বরদের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে, কি সিদ্ধেশ্বরী আসনের শিব নষ্ট হয়েছেন। এমনি ভাবে ঢাকেশ্বরীবাড়ী অটুট আছে—কোন জিনিষ সড়ান হয়নি ওখানকার পুরোহিত ও সেবাইত ঐ কয়েকমাস ওখানেই ছিলেন। পাকিস্তানীরা অনেকবার এসেছে, কি মায়ের কৃপায় গর্ভগৃহে প্রবেশ করেনি কিম্বা অন্য কোন অনিষ্ট করেনি।

এখনও ঢাকা শহর ঘুরে দেখার সময় হয়ে ওঠেনি। আমি ২৮।২৯শে দিল্লী যাব, ওখান থেকে বা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গুটিয়ে কিছুদিন পরে ফিরে আসব।

মানুষের মায়ার বন্ধন কি বিচিত্র, ১৯৬২ সালে একমাত্র ছেলে যখন চলে যায় (মারা যায়), মস্কো থেকে ফিরে আসি। মনে হয়েছিল সংসারের সব বন্ধন ছিঁড়ে গেছে। আর ৯ বছর পরে গত ৮।১০ মাস বড় মেয়ের ছেলে সুমিত আমার সঙ্গে ছিল। আজ এত কাজের মধ্যেও রাত্তিরে শোবার সময় তার কথাই মনে পড়ে। নিজেও দেশ ছেড়ে আবার বাইরে এলাম; আর পুরান আমলের কাপড় চোপড়, সাজ সরঞ্জাম আবার গুছিয়ে নিচ্ছি–যে গুলিকে এত বছর অযত্নে দূরে ফেলে রেখেছিলেম। মূর্খ মানব, আমরা নিজের ছলনা নিজেই বুঝি না।

প্রগলভতা মার্জনা করিবেন।

ইতি

শ্রীচরণাশ্রিত

সুবিমল

☆

মালা

—ডাঃ চিত্তলেখ চক্রবর্তী

তোমার বাগান হতে মাগো
মালা গাঁথার ফুল তুলেছি
ছুঁচ সুতোটা রইল হাতে
নিজেকে নিয়েই মেতে আছি॥
কতো স্মৃতি কুসুম মাগো
কালের স্রোতে হারিয়ে গেল
শেষ হলনা মালা গাঁথা
জীবন সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল॥
জ্ঞানের বোঝা বুঝতে গিয়ে
কালের কথা ভুলে আছি
জ্ঞানের বোঝা ভাবের বোঝা
দুটো থেকেই দূরে আছি॥
তোমার স্মৃতি স্মরণ করে
দুনয়নে জল ঝরে
ঝাপসা চোখে কথার মালা
গাঁথবো আমি কেমন করে?
মালা গাঁথার স্বপ্ন নিয়ে
ঘুমিয়ে যেদিন পড়বো ঢুলে
খেয়াল করে ছুঁচ সুতোটা
হাত থেকে মা নিও তুলে॥

☆

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী লীলা কথা

—ডঃ বীথিকা মুখার্জ

(ডঃ কৃষ্ণা ব্যানার্জী দ্বারা ইংরাজী হইতে রূপান্তরিত)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

শুভবিবাহান্তে শ্রী রমণীকান্ত ভট্টাচার্য মহাশয় এবং নববধূবেশিনী নির্মলাকে সঙ্গে নিয়ে বরকর্তা বরযাত্রিগণ যথাকালে আটপাড়ার উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। রেল পথে যাত্রার পূর্বমূহুর্তে সেদিন এমন এক ঘটনা ঘটে যা প্রত্যক্ষদর্শীরা কখনও ভুলতে পারেননি। সাধারণ পরিস্থিতির মধ্যে অসাধারণত্বের বিদ্যুৎপ্রকাশ যা পরবর্তীকালে শ্রীশ্রীমায়ের মর্ত্যলীলার বৈশিষ্ট্যরূপে সর্বজনবিদিত হয়েছিল। তারই একটুখানি আভা পেয়ে কুশারী মহাশয় সেদিন চমকিত হয়েছিলেন। স্টেশনে পৌঁছে সকলের সঙ্গে একটি কামরায় উঠে বড়দের নির্দেশানুসারে নির্মলা তার স্থান গ্রহণ করে পর্বত প্রমাণ জিনিসপত্র দ্বারা পরিবেষ্ঠিত হয়ে চুপচাপ বসে ছিল। এমন সময় সহসা জানতে পারা গেল, উক্ত কামরাটি তাঁদের জন্য নয়। অবিলম্বে কামরা বদল করতে হবে, কারণ গাড়ি ছাড়তে আর দেরি নেই। নির্মলাকে কামরা থেকে নেমে আসতে বলে কুশারী মহাশয় জিনিষপত্র নামাতে আরম্ভ করলেন। এমন সময় দেখেন কি, যে বিয়ের চেলী ও নানা সাজসজজা সজ্জিতা ক্ষুদ্র, কৃশাঙ্গী বালিকা বধূটি নিজেই বড় বড় বাক্স বিছানা নামিয়ে ফেলেছে আর মূহুর্তমধ্যে নূতন কামরায় নিয়ে তুলছে! নির্মলার সেই প্রথম ট্রেন যাত্রা। তবু সে ঝটিতি পরিস্থিতি বুঝে ফেলে এমন বিদ্যুৎ গতিতে বাক্স প্যাঁটরা স্থান বদল করিয়ে সব সুন্দর ভাবে গোছগাছ করে ফেলল, যে সকলকে অবাক করে দিল। কুশারী মহাশয় সেদিন এই বালিকা বধূটির অসামান্য ক্ষমতার প্রথম একটুখানি ঝলক দেখতে পেয়েছিলেন। পরবর্তী কালে তিনি শ্রীশ্রীমায়ের ভক্তমন্ডলীর নিকট এই ঘটনা বহুবার শ্রদ্ধা সহকারে বর্ণনা করেন। আজীবন তিনি শ্রীশ্রীমাকে আদ্যাশক্তি রূপিনী বলে ভক্তি করেছেন। তাঁর আপন পৌত্রী মরণী শিশুকাল থেকে শ্রীশ্রীমায়ের সংসারে লালিত পালিত হন এবং স্বয়ং বাবা ভোলানাথ তাঁকে দত্তক পুত্রী রূপে গ্রহণ করেন। মরণীর ভাই দাশু শ্রীশ্রীমায়ের সমস্ত ভক্তজনের নিকট অতি পরিচিত ও সমাদৃত। অবশ্য একথা অতি অল্প লোকেই জানেন যে তিনি সীতানাথ কুশীরী মহাশয়ের পৌত্র।

তখনকার যুগের প্রথানুযায়ী বিবাহের পর বালিকা বধূ শ্বশুরালয়ে কিঞ্চিৎকাল অবস্থানের পর পিত্রালয়ে প্রত্যাবর্তন করত, এবং ক'বছর সেখানে বসবাস করে কৈশোরাবস্থা প্রাপ্ত হওয়ার পর শ্বশুরবাড়িতে দ্বিরাগমন করত। অতএব, আটপাড়ায় যথারীতি বধূবরণ ইত্যাদি বৈবাহিক অনুষ্ঠানাদি সমাপনান্তে নির্মলা খেওরায় পিত্রালয়ে ফিরে আসে। সেখানে পিতামাতার সান্নিধ্যে দেড় বৎসর কাল অতিবাহিত হয়। রমণীমোহন মহাশয় শুনেছিলেন যে তার নবপরিণীতা পত্নী নিম্ন প্রাইমারীর শিক্ষা লাভ করেছে। তাই তিনি নির্মলাকে একটি চিঠি লেখেন। তখনকার কালের গ্রামে এ একটি অভাবনীয় ঘটনা। মোক্ষদাদেবী পত্রখানি এমন একস্থানে রেখে দেন, যেখান থেকে নির্মলা অতি সহজেই সেটিকে তুলে নিয়ে একান্তে পাঠ করতে পারে। দেখা গেল, নির্মলার সে দিকে কোন খেয়ালই নেই; বিশেষ করে, যে কাজ তাকে করতে বলা হয়নি তা'তে কেনই বা করবে? আপন ইচ্ছামতো নিজে নিজে কিছু করা বা কোন জিনিস তুলে নেওয়া যে তার স্বভাব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নয়! অবশেষে মোক্ষদাদেবী নির্মলার বাল্যসঙ্গীদের ধরেন এ ব্যাপারে সাহায্য করতে। তারা মহা উৎসাহে রাজি হয়ে যায়। চিঠিটি নিয়ে তারা নির্মলাকে সঙ্গে করে একত্র তা পাঠ করে, এবং সবাই মিলে উত্তরের একটি খসড়া তৈরী করে। অতঃপর নির্মলার আপন হস্তলিপিতে চিঠিখানি লেখার পর তা ডাকযোগে রমণীমোহন মহাশয়ের নিকট পাঠান হয়।

শ্রী রমণীমোহন মহাশয়ের যখন বিবাহ হয়, তখন তিনি পুলিশ বিভাগে কর্মরত ছিলেন। শীঘ্রই তাঁর এই চাকরীটি চলে যায়। শ্রীশ্রীমা অনেক সময় মানুষের জীবিকা, চাকুরী ইত্যাদি বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে মন্তব্য করতেন যে কিছু কিছু কাজ আছে যা মানুষের কর্মবন্ধন সহজেই বাড়িয়ে তোলে। চিকিৎসক ও আইনজীবী যা অর্থোপার্জন করেন, তার উৎস হল অন্যের দুঃখকষ্ট। মা অবশ্য এ কথা বলে উক্ত জীবিকা গুলির মহত্ব খর্ব করতেন না, বা সমাজসেবায় এঁদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাকেও উপেক্ষা করতেন না। তিনি শুধু এ কথাই বোঝাতেন যে এ জগতে কতকগুলি জীবিকা আছে, যাতে অন্যান্য জীবিকার তুলনায় নীতিভ্রষ্ট হওয়ার ভয় পতনের ভয়, বেশি। শিক্ষকতা ইত্যাদি কিছু কিছু কাজে এ ভয় অপেক্ষাকৃত কম।

সম্ভবতঃ এ কারণেই নির্মলার সঙ্গে বিবাহের পর রমণীমোহনের পুলিশ ডিপার্টমেন্টের কাজ রইল না। কিছুদিন তাঁকে কর্মবিহীন অবস্থায় যাপন করতে হয়। তিনি স্বগ্রাম ছেড়ে ঢাকায় গিয়ে কর্মসংস্থানের চেষ্টা করতে থাকেন। ঢাকায় তিনি তাঁর ভগ্নী ও ভগ্নীপতি শ্রী রাজেন্দ্র কুশারীর নিকট থেকে চাকরীর জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন ও সামান্য এটা ওটা করছিলেন। অতঃপর তিনি একটি মনের মত কর্ম লাভ করেন। বিবাহের প্রায় চার বছর পর ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে, ঢাকার নবাবের জমিদারীতে সেট্‌লমেন্ট বিভাগে মুহুরীর পদে তিনি বহাল হন।

শ্রী রমণীমোহনের চেয়ে বয়সে সামান্য বড় ভাই সুরেন্দ্র মোহন মহাশয়ও প্রায় একই সময়ে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। তাঁর পত্নীর নাম ছিল প্রফুল্ল। নির্মলা এবং প্রফুল্ল প্রায় সমবয়সী। এই দুটি বধূ প্রায় একই কালে শ্বশুরালয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে চলে আসে। শ্বশুর মহাশয় লোকান্তরিত হবার পর সর্বজ্যেষ্ঠ রেবতী মোহন মহাশয়ই তখন পরিবারের কর্তা। শ্বশ্রূমাতা বহুকাল পূর্বেই স্বর্গলাভ করেছেন। অতএব রেবতীমোহন মহাশয়ের পত্নী প্রমদা দেবী তখন গৃহকর্ত্রী। রেবতীমোহন মহাশয়ের আরও দুইটি ভ্রাতা ছিলেন কামিনী কুমার এবং যামিনী কুমার। কামিনী কুমার পরিবার এবং গ্রাম ছেড়ে কোথাও চলে গিয়েছিলেন। পরে শোনা গিয়েছিল যে তিনি খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেছেন। যামিনী কুমার সর্বকনিষ্ঠ, তিনি তখন নিতান্ত বালক ছিলেন। এঁদের দুই ভগ্নীর কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। এ ছাড়া আরও তিনজন বোন ছিলেন। এঁদের কথা এখানে বলে রাখা এজন্য প্রাসঙ্গিক যে এই বিশাল পরিবার, যা স্থানে স্থানে ছাড়া ছাড়া ভাবে এতকাল ছিলেন, শ্রীশ্রীমায়ের সান্নিধ্যে ঢাকায় পুনর্মিলিত হবার, একত্র হবার সুযোগ লাভ করেন।

(ক্রমশঃ)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সমকালীন দৃষ্টিতে মা আনন্দময়ী

—ডক্টর নিরঞ্জন চক্রব

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

দু'চোখে স্বাধীনতার স্বপ্ন আর হৃদয়ে দেশপ্রেম, এই ছিল সেকালের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রকৃ পরিচয়। বিদেশী অত্যাচারে জর্জরিত দেহ, ক্লান্ত পদক্ষেপ তবু অবিরাম এগিয়ে চলা।

মায়ের কাছে এসেছেন অগণিত স্বাধীনতা সংগ্রামী, রাজনৈতিক জগতের রথী-মহারথীরা। তাঁ সকলেই এসেছেন অনন্ত শান্তির ছোঁওয়া পেতে। নেহেরুপরিবার, বাপুজী, বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদ, বিনো ভাবেজী, আচার্য কৃপালনী, বল্লভ ভাই প্যাটেল, সরোজিনী নাইডু প্রভৃতি শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিরা মায়ের স মিলিত হয়েছেন তাঁদের প্রয়োজনে। বলা বাহুল্য, সে প্রয়োজন শান্তির দিব্যধারায় প্রাণমন্ত্রের পুনরুজ্জীবনে কামনা। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরবর্ত্তী কালেও এই ধারা অব্যহত ছিল শেষ দিন পর্যন্ত। যাঁরা এসেছেন, মা কথায় তাঁদের আসাটা নির্দিষ্ট ছিল। রাজনৈতিক জগতের এই সব ভাগ্যবানদের পরিচয়ের একটা তালি নিম্নে দেওয়া গেল। বলা বহুল্য, এখানে যে তালিকা দেওয়া গেল তা নিতান্তই অসম্পূর্ণ।

দেরাদুন ১৯৩৮	শ্রী গোবিন্দ বল্লভ পন্থ মাতৃসন্নিধানে।
এলাহাবাদ মার্চ ১৯৪৪	পন্ডিত মদন মোহন মালব্যজী অসুস্থ অবস্থায় তাঁর আবা মাতৃদর্শন।
দেরাদুন মে ১৯৪৭	প০ জওহর লাল নেহরু ও সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল মাতৃদর্শ
নৈনিতাল জুন ১৯৪৮	শ্রীমতী সরোজনী নাইডু
কলিকাতা ১৯৫২	ডক্টর রাধাকৃষ্ণণ
দিল্লী ৭ই ডিসেম্বর ১৯৫৫	ডক্টর রাধাকৃষ্ণণের বাসভবনে মা
দিল্লী ২৬শে আগষ্ট ১৯৫৫	রাজা গজনফর আলি খাঁ (পাকিস্তানের হাই কমিশনার)
গোয়ালিয়র ১৪ই আগষ্ট ১৯৫৫	মহারাজ জীয়াজী রাও ও মহারাণী বিজয়া রাজ সিন্ধি মাকে অভ্যর্থনা।
দিল্লী ২৯শে নভেম্বর ১৯৫৭	সস্ত্রীক শ্রী জগজীবন রামের বাসভবনে মায়ের পূজা।
হৃষিকেশ ১৩ই এপ্রিল ১৯৫৯	সপ্তর্ষি আশ্রম সাধু সম্মেলন উপলক্ষ্যে মাতৃ সকাশে পন্ডি নেহেরু।
দিল্লী ২৪শে আগষ্ট ১৯৫৯	মাতৃদর্শন মানসে নেহরুজী।
বারাণসী ৭ই অক্টোবর ১৯৫৯	শ্রী ভি০ ভি০ গিরি (তৎকালে উত্তর প্রদেশের রাজ্যপাল এ পরবর্তীকালে ভারতের রাষ্ট্রপতি)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পুণা ১৫ই মে ১৯৬০	ড০ কৈলাস নাথ কাটজু এবং শ্রী গুলজারীলাল নন্দার মাতৃদর্শন।
দিল্লী ২৮শে ফেব্রুয়ারী ১৯৬১	রাষ্ট্রপতি ড০ রাজেন্দ্র প্রসাদ, সুইজারল্যান্ডের রাষ্ট্রদূত ডাঃ কুটা, পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত মিঃ ব্রোহী
এলাহাবাদ ২-৪ঠা মে ১৯৬১	মাতৃদর্শনে এসেছিলেন পন্ডিত জওহরলাল নেহেরু এবং শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী।
পুণা ৯ই জুন ১৯৬১	মাতৃচরণে প্রণত হলেন রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ ও মহারাষ্ট্রের রাজ্যপাল শ্রী প্রকাশ জী।
দিল্লী ২১সেপ্টম্বর-৭ই অক্টোবর ১৯৬১	ড০ রাজেন্দ্র প্রসাদের নিমন্ত্রণে রাষ্ট্রপতি ভবনে মায়ের ভোগের ব্যবস্থা। পন্ডিত নেহেরুর নিমন্ত্রণে প্রধানমন্ত্রী ভবনে মায়ের পদার্পণ।
দেরাদুন ২৭শে এপ্রিল ১৯৬২	পন্ডিত নেহেরু ও শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পন্ডিতের মাতৃদর্শনে আগমন।
দিল্লী ১২ই সেপ্টেম্বর ১৯৬২	শ্রীমতী রেহানা তায়বজী, শ্রীমতী তারকেশ্বরী সিন্‌হা, শ্রী ভগবান সহায়, পাকিস্তানের হাই কমিশনার মি০ এম০ রহমান ও তাঁর স্ত্রী এবং অধ্যাপক হুমায়ুন কবীর।
দিল্লী ১৪ই নভেম্বর ১৯৬২	পন্ডিত নেহেরুর জন্মদিনে প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে মা।
দিল্লী ২৯শে ফেব্রুয়ারী ১৯৬৪	শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর নিবেদনে প্রধানমন্ত্রী পন্ডিত নেহেরুকে দর্শন দান।
বারাণসী ২৪শে নভেম্বর ১৯৬৫	উত্তরপ্রদেশের রাজ্যপাল শ্রী বিশ্বনাথ দাস, মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী সুচেতা কৃপালনী এবং স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রীমতী সুশীলা নায়ারের মাতৃদর্শনে আগমন।
প্রয়াগ ১১ই জানুয়ারী ১৯৬৬	ত্রিবেনী তটে কুম্ভমেলায় প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী, গৃহমন্ত্রী শ্রীগুলজারি লাল নন্দা, স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রীমতী সুশীলা নায়ার,বিধিমন্ত্রী শ্রী জি০ এস০ পাঠকের মায়ের কাছে আগমন।
দিল্লী ১৩ই এপ্রিল ১৯৬৬	প্রধামন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর প্রার্থনানুসারে প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে মায়ের পদার্পণ।
বারাণসী ২৪শে এপ্রিল ১৯৬৮	উত্তরপ্রদেশের ভূতপূর্ব রাজ্যপাল ডাঃ সম্পূর্ণানন্দের প্রার্থনানুসারে তাঁকে অসুস্থতাকালীন দর্শনদান।
বারাণসী ২৬শে ডিসেম্বর ১৯৬৮	প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী দ্বারা মায়ের উপস্থিতিতে বারাণসীতে মা আনন্দময়ী চিকিৎসালয়ের উদ্‌ঘাটন।
আমেদাবাদ ২৯শে মে ১৯৬৯	গুজরাতের রাজ্যপাল শ্রীমন নারায়ণের আমন্ত্রণে রাজভবনে মায়ের গমন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভোপাল ১লা আগষ্ট ১৯৬৯	রাজ্যপাল শ্রী কে০সি০ রেড্ডির বৈরাগড় আশ্রমে মাতৃদর্শন
বারাণসী ১৩ই জানুয়ারী ১৯৭০	উপরাষ্ট্রপতি শ্রী জি০এস০ পাঠক সস্ত্রীক মাতৃসন্নিধানে।
দিল্লী ৭-১০ই অক্টোবর ১৯৭০	মাতৃসমীপে আসেন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী, উপরাষ্ট্রপ জি০এস০ পাঠক সস্ত্রীক, কংগ্রেস সভাপতি শ্রীনিজলিঙ্গাপ্প আচার্য কৃপালনী, শ্রীমতী সুচেতা কৃপালনী, শ্রীগুলজারীলা নন্দা, ডঃ করণ সিং প্রভৃতি।
বারাণসী ১১ই জানুয়ারী ১৯৭১	কানাডিয়ান প্রধানমন্ত্রী শ্রী পিয়র ইলিয়ট ট্রুদো, হাইকমিশন শ্রী জেম্‌স জর্জ।
বারাণসী ৭ই মে ১৯৭১	উত্তরপ্রদেশের মুখমন্ত্রী শ্রী কমলাপতি ত্রিপাঠী।
কানপুর ১৩-২৮শে ডিসেম্বর ১৯৭১	শ্রীসিংহনিয়া আয়োজিত ভাগবত ব্যাখ্যায় মাতৃদর্শন কর রাজ্যপাল শ্রীগোপাল রেড্ডি, ডঃ ত্রিগুণা সেন।
বারাণসী ২৬শে মার্চ ১৯৭২	উপরাষ্ট্রপতি জি০এস০ পাঠক ও রাজ্যপাল শ্রী গোপাল রেড্ডি মাতৃসন্নিধানে।
দিল্লী ২৯শে এপ্রিল-৩১শে মে ১৯৭২	মাতৃ আবাসের উদঘাটন। মায়ের নিকট শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা।
আমেদাবাদ ৬ই সেপ্টেম্বর ১৯৭২	গুজরাটের রাজ্যপাল শ্রীমন নারায়ণের আহ্বানে রাজভব শ্রীশ্রীমার রাজকীয় অভ্যর্থনা।
বারাণসী ১৬ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭৫	রেলমন্ত্রী পন্ডিত কমলাপতি ত্রিপাঠীর মাতৃ-দর্শন।
দিল্লী ১৫ই জানুয়ারী ১৯৭৬	শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী মাতৃ সান্নিধ্যে।
বারাণসী ১৬ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭৬	মাতৃসান্নিধ্যে রাজ্যপাল ডাঃ চেন্না রেড্ডী।
হায়দ্রাবাদ ১লা মে ১৯৭৯	অন্ধ্রের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ চেন্না রেড্ডীর আমন্ত্রণে মার তিনদি অবস্থান।
ব্যাঙ্গালোর ৫ই মে ১৯৭৯	কর্নাটকের রাজ্যপাল শ্রী গোবিন্দ নারায়ণ ও ত্রিবেন্দ্রামে এলিয়রাজ মার্তন্ডবর্মার আগ্রহে মায়ের জন্মোৎসব।
নৈমিষ্যারণ্য ২১শে জুলাই ১৯৮১	পৌরাণিক অনুসন্ধান সংস্থানের উদঘাটন শ্রীমতী ইন্দিরা গা করেন মাতৃ সকাশে।
দিল্লী ২৬শে ফেব্রুয়ারী ১৯৮২	দিল্লী আশ্রমের দাতব্য চিকিৎসালয় উদ্বোধন করেন শ্রীম ইন্দিরা গান্ধী।
বৃন্দাবন ৭ই মার্চ ১৯৮২	উত্তরপ্রদেশের রাজ্যপাল স্যার সি০পি০এন০ সিং মা দরবারে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেরাদুন ১১ই জুলাই ১৯৮২	মায়ের অসুস্থতা সংবাদে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী সপরিবারে মাতৃ-সন্নিধানে।
দেরাদুন শুক্রবার ২৭শে আগষ্ট ১৯৮২	শ্রীশ্রীমায়ের অব্যক্তধামে গমন।

মায়ের কাছে অগণিত জনতার ভীড় লেগেই থাকতো। সকল শ্রেণীর মানুষের মেলা। মা তো কাউকে রোগ-আরোগ্যের জড়ি-বুটি দিতেন না। দিতেন না পার্থিব জগতের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য-উন্নতির সোপানে চড়বার পথ-নির্দেশ। তিনি দিতেন ভবরোগ আরোগ্যের অমৃত মন্ত্র, যে জগত থেকে আমরা এসেছি এবং যে জগতে আমাদের ফিরে যেতে হবে, সেখানে যাওয়ার পথ নির্দেশ দিতেন তিনি। ছোট গন্ডীর মধ্যে অনন্তের অমৃত--সিন্ধু ধারণ করবার শক্তি সঞ্চারিত হত তাঁর অবারিত কৃপায়। তাঁর সান্নিধ্যে নিরন্তর অমৃত-বর্ষণের অনুভূতি ধীরে ধীরে সমগ্র দেহ-মনকে এক অনাস্বাদিত শান্তির রাজ্যে অননুভূত আনন্দে পরিপ্লাবিত করতো। সেই অখন্ড আনন্দের দিব্য অনুভূতির আকর্ষণেই সকলের আনাগোনা। কোন পার্থিব বস্তু লাভের জন্য নয়। বৃন্দাবনে, কনখলে দেখেছি, নানা ধরণের, নানা স্তরের, নানা শ্রেণীর মানুষের মাতৃ-বন্দনার প্রকাশ। বৃন্দাবনের আশ্রমের দোতলার বারান্দায় তক্তাপোষের ওপর মা বসে আছেন। মাতৃদর্শনের আকাঙ্খায় অগনিত মানুষ সারিবদ্ধ হয়ে ধীর পায়ে এগিয়ে চলেছেন। আমি ও দীন-ভিখারীর মত চলেছি মায়ের কাছে। সিঁড়ি দিয়ে উঠছি। আমার আগে চলেছেন ধূতি-পাঞ্জাবী পরিহিত এক সম্ভ্রান্ত মানুষ, সম্ভবতঃ গুজরাতের। ছাদে উঠতে আর সামান্য কয়েকটি ধাপ মাত্র বাকী। তখন দরজার ফাঁক দিয়ে চেষ্টা করলে মাকে দেখা যায়। সেই ভদ্রলোক ঐ ফাঁকটুকু দিয়ে মায়ের দর্শন নিলেন, তাঁর চোখে মুখে এক দিব্য আনন্দের বিভা। তিনি আর উঠলেন না। ঐখান থেকেই মাকে প্রণাম নিবেদন করে নেমে গেলেন। মুখে তাঁর একটিই কথা, "ধন্য হো গিয়া, ধন্য হো গিয়া"।

রাজনৈতিক নেতাদের প্রসঙ্গে মনে পড়ছে বহুজনকে তো দেখা হল। কিন্তু এক কালের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্ উপাচার্য এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ত্রিগুণা সেনকে দেখেছি কনখল আশ্রমে যুক্তহস্ত বৃদ্ধ মানুষটি আপন মনে ঘুরে বেড়াচ্ছেন নিরন্তর মাতৃবন্দনায় রত হয়ে। চোখ দুটি জলভারাক্রান্ত, অন্তরে অখন্ডের আহ্বান। আর সব চেয়ে বেশী মনে আসছে ভারতবর্ষের দু দুবার অস্থায়ী প্রধানমন্ত্রীত্বের ভারপ্রাপ্ত গুলজারী লাল নন্দাকে। পরনে রংগীণবসন। কনখল আশ্রমের একটি কোণে বসে আছেন। দুচোখ বেয়ে জল ঝরে পড়ছে। সম্পূর্ণ সমর্পণের এ এক অপরূপ মূর্ত্তি।

মায়ের কাছে এসে ধন্য মনে করেছেন প্রাচীন দার্শনিক ড০ মহেন্দ্র লাল সরকার যখন তিনি ঢাকা রমনাতে এসেছিলেন ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে। শ্রীঅরবিন্দ শিষ্য প্রখ্যাত গায়ক ও সাহিত্যিক শ্রী দিলীপ রায়, সুকন্ঠী মীরা দেবী, হীরাবাঈ বড়োদকর, সঙ্গীতজ্ঞ পন্ডিত ওঁকার নাথ ঠাকুর, প্রসিদ্ধ নৃত্যশিল্পী উদয়শঙ্কর, উস্তাদ আলী আকবর খান, শ্রী রবিশঙ্কর প্রভৃতি গুণীজন মায়ের চরণোপান্তে বসে কৃতার্থ মনে করেছেন নিজেদের। অভারতীয়রা এসেছেন এ দেশে ঈশ্বর-সন্ধানে। পৌঁচেছেন মায়ের কাছে। Ethel Merston, O.B.E. এর উক্তিটি এ প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য।

"From the world over Mataji attracts seekers; French, German, Austrian, English, American, Dutch men and women are to be met in Her ashrams---all are welcome by Her loving radi-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ance. How often do we come to Her, worried by the cares of life, puzzled about ourselves an others, and in Her presence our problems resolve themselves, we find peace in glory of Her smil and relaxed, we face life's cares afresh, energy renewed, understanding of ourselves and othe deepened." ১২

বহু বিদেশী গুণীজন মায়ের কাছে এসে মুগ্ধ বিস্ময়ে মায়ের লীলা অনুভবের চেষ্টা করেছেন। তাঁদে শিক্ষা-দীক্ষা, রীতি-নীতি ভিন্ন। কিন্তু অন্তরে অনুভব করেছেন সত্যের আলোক এবং তা শুধুমাত্র মাতৃ কৃপায়। Prof. Collin Turnbull দর্শনের অধ্যাপক। তাঁর সত্য দৃষ্টিতে উদ্ভাসিত হয়েছে—"Mataji has message for each one who comes to Her, but in Her very being She is a message for the who mankind." প্রখ্যাত ফরাসী লেখক Jean Herbert মাকে দেখেছেন এক অনুপম দৃষ্টিতে। "For the love Ma Anandamayi is rooted in the fact of Unity : the oneness of all creatures, the oneness of man wi God ....." ফরাসী চিকিৎসক Adolphe Jaques Weintrob এসেছেন মায়ের শরণে। মা তাঁর নাম দিয়েছে 'বিজয়ানন্দ'; তেমনি Dr. Collin Turnbull কে 'প্রেমানন্দ' নামে চিহ্নিত করেছেন।

মায়ের করুণার ভিখারীরূপে এসেছেন বহু রাজ পরিবার। প্রসঙ্গতঃ উল্লেক করা যেতে পারে মন্ডী রাজপরিবার, পাতিয়ালার রাজপরিবার, ভাবনগরের রাজপরিবার, মোর্ভীর রাজপরিবার, গোন্ডালে রাজপরিবার, ত্রিবান্দ্রমের রাজপরিবার, বরোদার পাজপরিবার, বিহারের হাথুয়া রাজপরিবার, ছোটনাগপুরে রাজপরিবার, পুরীর রাজপরিবার, করৌলীর রাজপরিবার, কাশীর রাজপরিবার এবং আরও বহু রাজপরিবার সোলনের রাজা দুর্গাসিং তো মায়ের নাম–তরনীতে সর্বদাই বাঁধা।

☆ ☆ ☆

স্বরূপতঃ মা কে?

মায়ের স্বরূপ মা না জানালে জানা সম্ভব নয়। মা তো সর্বত্র সকল সময়েই বিশ্বময় বিভাসিতা। তাঁ জানা তো অসম্ভব নয়। করুণার অমৃত-বর্ষণ নিরন্তর অখন্ড ধারায় বিশ্বময় ঝরছে। যদি আমরা আমাদে অন্তরকে জাগ্রত রাখতে পারি, যদি আমরা হাতদুটিকে অঞ্জলিবদ্ধ করে শুধু তাঁর করুণার ভিখারীরূ নিজেকে সম্পূর্ণ সমর্পণে স্থিত করতে পারি তবে তাঁর করুণার স্পর্শে সঞ্জীবিত হবার বাধা কোথাও নে 'অদ্যাপিই সেই লীলা করে গৌর রায়'। এই অপরূপ মাতৃ-মূর্তির কাছে একবারও যাঁরা এসেছেন তাঁদে মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে সেই দিব্য-অনুভূতির ছোঁয়া, তা অস্বীকার করা যাবে না। কোন কোন অনন্যসাধা স্মৃতি তাঁদের চিত্তকে মাঝে মাঝেই আলোক-রেখার পথ দেখায়। সেখানে সন্দেহ মাত্র নেই, 'কোন কে ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়'। এমনি দিব্য-কথাচিহ্নের পরিচয় প্রকাশিত হয়েছে শ্রীমতী গীতা ভট্টাচা স্মৃতি-নিটরে।১৫

"পরদিন সকালে আমরা কলকাতায় রওনা হবো। ট্যাক্সি পাওয়া গেল না, রিক্সাতেই মাল প

১২ An Indian Sage (From "Mother as seen by her Devotees", 1995 Page 59)

১৩ Mataji (From ibid. P.56)

১৪ Joy, Love and Wisdom (From ibid. P.50)

১৫ শ্রীশ্রী আনন্দময়ী মায়ের পদপ্রান্তে (১ম খণ্ড) গীতা ভট্টাচার্য (১৯৮৯), ১৯১-৩

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ওঠানো হলো। স্বামী পূর্ণানন্দের আশ্রমের সামনে রিক্সা দাঁড় করিয়ে আমরা শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ীকে যাবার আগে একটু দর্শন করা যায় কিনা, খোঁজ করতে গেলাম। জানা গেল এখন তাঁর দর্শন পাওয়া সম্ভব নয়। আমি রাস্তায় দাঁড়িয়ে বাইরে থেকে আশ্রমের প্রাচীরে মাথা ঠেকিয়ে শ্রীশ্রী আনন্দময়ী মায়ের উদ্দেশ্যে প্রণাম করলাম।.. .. .. আমরা হরিদ্বার রওনা হলাম। হরিদ্বার থেকে বাসে আমরা দিল্লী রওনা হলাম। মাঝদুপুরে আমরা দিল্লী পৌঁছলাম। কিন্তু বাস স্টেশনে নয়, টায়ার পাংচার হয়ে বাস দিল্লীর রাস্তাতেই থেমে গেল। তাতে আমাদের সুবিধাই হলো। অটোরিক্সা নিয়ে এখান থেকেই আমরা এয়ারপোর্টে চলে এলাম।

প্লেনের সময়ের জন্য আমরা অপেক্ষা করতে লাগলাম। কলকাতার প্লেন বিকেলে ছাড়বে। কনখল থেকে সারা রাস্তা এবং এয়ারপোর্টেও বসে বসে ভাবতে লাগলাম। মা এবার আমার সঙ্গে হেসে একটিও কথা বলেন নি। দিব্য দর্শন যদিও দিয়েছেন, তবুও স্নেহের সঙ্গে, আদরের সঙ্গে কথা তো বলেন নি। বরং আগের দিন আমায় বলে দিলেন সম্পূর্ণভাবে স্বামীর কথামত চলতে। তবে কি শ্রীশ্রীআনন্দময়ীমা আমাকে ত্যাগ করলেন? আশ্রম হতে কি বের করে দিলেন? একটা দিনের মধ্যে কনখল থেকে দিল্লী এসে গেছি এবং আজই সন্ধ্যায় কলকাতায় পৌঁছাবো। মা আর আমার দিকে চেয়ে দেখবেন না? এমনি সব কথা মনে হয়ে আমার মন দুঃখ ও হতাশায় ভেঙ্গে পড়ছিল।

আমাদের প্লেনের সময় হয়েছে। মালপত্র ওজন করা হয়ে গেছে। আমরা ভেতরে গেলাম। একটু পরে ডাক এলো। আমরা কলকাতার যাত্রীরা প্লেনে উঠে বসলাম। প্লেনের ককপিঠের পেছনে একেবারে সামনের লাইনেই আমাদের সিট পড়েছে। আমরা বসলাম, সিট-বেল্ট বেঁধে নিলাম।

নির্দিষ্ট সময়ে আমাদের প্লেন দৌড়াতে আরম্ভ করলো। পূর্ব দিকে ঘুরে উড়ে কলকাতার দিকে যাত্রা শুরু করলো। আমার মন তখন বেদনায় ভরা। এমনই সময় আচম্বিতে আমার মনে হলো কেউ যেন শক্ত মুঠিতে আমার সকল চুলের গোড়ায় ধরলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে পেছনের দিকে জোরে টান দিলেন–আমার মাথা সেই টানে একেবারে সিটের গায়ে লেগে গেল। তারপর দেখি ককপিটের পেছন দিকে আমার সামনে শ্রীশ্রী আনন্দময়ী মায়ের মুখ অতি পরিষ্কার ভাবে ভেসে উঠলো এবং সেই মুখ এত বড় হাঁ করলো। সেই মুখের ভেতর দেখলাম পৃথিবীর মত কিছু ঘুরছে–তাতে নানা দেশ–বিস্তৃত জলরাশি। সেই সঙ্গে আত্মীয়-অনাত্মীয়, চেনা-অচেনা লোকজন, আরও নানাবিধ প্রাণী ধ্বংস হচ্ছে–রক্তাক্ত ছিন্নভিন্ন অবস্থা–এই লীলা চলছেই। আমি আর দেখতে পারি না, কিন্তু চোখও ফেরাতে পারি না–কোন অদৃশ্যশক্তি আমাকে যেন ওই ভাবে আটকে রাখল। যখন আর সহ্য করতে পারি না তখন আমি মাকে স্মরণ করে মনে মনে কাতর ভাবে বলতে লাগলাম, 'মা, আমি এই ভয়ানক দৃশ্য আর সহ্য করতে পারছি না। তুমি তোমার এই লীলা সম্বরণ কর'। এই কথা বার বার বলতে লাগলাম তখন দেখলাম মায়ের মুখের ভেতরে ধ্বংসলীলাময় পৃথিবীর পরিবর্তে সুন্দর উজ্জ্বল নীলাভ রং-এর পৃথিবী ঘুরছে, তারপর সে পৃথিবী যেন কাছে এসে গেল–সোনা রোদের মাঝে নীল জলধি রাশির মাঝে মাঝে সবুজ গাছপালায় ভরা মহাদেশগুলি নিয়ে মায়াবী পৃথিবী। আমি অনুভব করলাম শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী মহাশক্তি–বিশ্ব ব্রহ্মান্ডের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় তাঁরই নিয়ন্ত্রণে চলছে। যখন মনে হলো মা আমাকে ত্যাগ করেন নি, আমি মায়েরই আছি, তখন এই দৃশ্যচোখের সামনে হোতে মিলিয়ে গেলো"।

অনুভবেই শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ীর যথার্থ স্বরূপ ধরা পড়ে। স্ব-রূপে সকল রূপে তিনি নিত্য হৃদয়াসীনা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মায়ের কথা

(ছয়)

—শ্রী নিগমকুমার চক্রব

শ্রীশ্রী মার কৃপালাভ করার পরবর্তী জীবনটা এক বৈচত্র্যময় ক্ষুরস্য ধারা, এ উপলব্ধি বোধহয় আম একলার নয়। এই ধারার গতিপ্রকৃতি বোধগম্য হয় বিভিন্ন উপলব্ধির মধ্য দিয়ে। 'মা' তো সবাইকে এ ছবি দেখান, যাকে যেটি যেমনভাবে দেখানো দরকার, বোধহয় সেই ভাবেই দেখান। আমার বিশ্বাস যা যেমনভাবে দেখালে সে "সত্যং শিবং সুন্দরম্" এর আনন্দঘন মূর্তির প্রকাশকে দেখতে পায় এবং নিজে কাছে নিজে সেই অভিজ্ঞতা ও প্রাপ্তিকে সম্যকরূপে নিবেদন করতে পারে সেইভাবেই তাকে জাগিয়ে তুল থাকেন। এই জাগরণের পন্থার ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশটিও অপ্রয়োজনীয় নয় বলেই আমার বিশ্বাস।

'মা' আমার জীবনে উদ্ভাসিত হয়েছিলেন একটি স্বপ্নের মধ্য দিয়ে। সেই স্বপ্নের উত্তরণ হয়েছিল অ সময়ের ব্যবধানে তাঁর কাছে পৌঁছে যেতে। তারপর কতবার যে কত রকমভাবে যোগাযোগের উদ্ভব হয়ে তার খুঁটিনাটি লিপিবদ্ধ করা আমার উদ্দেশ্য নয়। তাই ঘটনাবলীর উল্লেখ সেইটুকুই করে চলেছি যত যখন ভেসে উঠছে মাতৃচিন্তনের ধারাবাহিকতার স্বচ্ছ প্রবাহে।

প্রথমবার মাতৃদর্শন ও মাতৃকৃপালাভের পর কাশী থেকে পাটনায় ফিরে এসেছিলাম পূর্ণহৃদয়ে আমার কাছে সম্পূর্ণ বিবরণ শুনে আমার জননী বলেছিলেন যে আমার পরমপ্রাপ্তি হয়ে গেছে, এর পরে ঘটনাপরম্পরা তাঁর ইচ্ছাতেই চলবে। সত্যিই তাই, পরের কয়েকটি মাস ঘটনাবহুল, আমি যেন চলছি অন্যকেউ যেন চালাচ্ছে, যদিও আমি মোহগ্রস্ত অবস্থায় নই, 'মা' যেন আমার সঙ্গেই চলেছেন তা বাত্যাতাড়িত হয়ে যখন যাচ্ছি, ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে দিয়ে যখন বা ব্যাত্যার বিপরীতে যখন চলেছি-সর্বাবস্থ 'মা' সঙ্গে রয়েছেন—আমার মধ্যে আনন্দের ঝড় বয়ে চলেছে।

'মা' বলেছিলেন প্রত্যহ গীতাপাঠ করতে। প্রায় এক বৎসর কাল যাবৎ এ কাজটি নিয়মিত চলেছি তাতে যেন 'মা'র কাছে আরও বেশি করে পৌঁছে যাচ্ছি—এই অনুভূতি গভীর হতে গভীরতর হতে থাকলে যে ঝড় উঠেছিল, তাকে আর ঝড় বলে মনে হয়নি। যখনই মন ভারাক্রান্ত হয়েছে গীতার কোনো না কো শ্লোক স্বতঃই আপন মনে বলে ফেলছি, মন শান্ত হয়েছে এবং আমার অজ্ঞাতে 'মা'র কাছে পৌঁছে গে এইভাবে মায়ের সঙ্গে একটি আভ্যন্তরীণ যোগ গড়ে উঠেছে। এই অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতেই বোধ সংস্কৃতে মাতৃবন্দনার স্ফূরণের সময় (পরবর্তী কালে) নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদটিও তার সাথে সন্নিবিষ্ট হয়েছি

"চিন্ত্যেকাসি মাতঃ চিন্তা ত্বমেব চিত্তশ্চিন্তার্থায় চিতিস্থিতাসি
সর্বানুভূতি প্রেরণা সর্বৈব সানুকম্পা-সচ্চিদানন্দময়ী॥
জ্ঞানমজ্ঞান-বিজ্ঞানং ত্বমেব মনসি জিজ্ঞাসা জ্ঞেয়মজ্ঞেয়ম
প্রশ্নোত্তরৌ চ সর্বজ্ঞানশীলা জ্ঞানাতীতা চৈব সর্বৈহজ্ঞেন॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মৃন্ময়ীরূপে চ চিন্ময়ী ত্বংহি ঘনং চ সূক্ষ্মাশ্চ ব্যোমভূতাসি
তড়িল্লতাসি চ ক্ষণোদ্ভাসিতা প্রকাশিতা চ সমজস্রদীপ্তা॥"

এই প্রসঙ্গে গীতার দশম অধ্যায়ের চারটি শ্লোক উদ্ধৃত করছি -

"অহং সর্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতা॥৮"

অনুবাদ–আমি (বাসুদেব) সকল পদার্থের উৎপত্তিহেতু এবং সকল জগৎ ও আমার হইতে প্রবর্তিত হয়" এই প্রকার বিবেচনা করিয়া ভক্তিমান্ পণ্ডিতগণ আমাকে ভজনা করিয়া থাকেন॥

"মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ॥৯"

অনুবাদ–সেই বুধগণ মদ্গতহৃদয় ও মদ্গতপ্রাণ এবং পরস্পর আমার বিষয়ে উপদেশ প্রদান পূর্বক এবং আমারই গুণ কীর্তনাদি করিয়া পরিতুষ্টি লাভ করিয়া থাকেন এবং পরম গতি লাভ করিয়া থাকেন।

"তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥১০"

অনুবাদ–প্রীতিপূর্বক ভজনাপর সেই সততযুক্ত সাধকগণকে আমি সেই বুদ্ধিযোগ দান করিয়া থাকি, যাহার দ্বারা তাঁহারা আমাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

"তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা॥১১"

অনুবাদ–তাঁহাদের উপরই দয়াপরবশ হইয়া আমি তাঁহাদের অন্তঃকরণে আত্মসত্তার প্রকাশপূর্ক, দীপ্তিময় তত্ত্বজ্ঞানরূপ দীপ দ্বারা তাঁহাদের অজ্ঞানজনিত তমোগুণকে নষ্ট করিয়া থাকি।)

উক্ত উদ্ধৃতি ও অনুবাদ মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ কর্তৃক সম্পাদিত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার মূল, অন্বয়, মূলের অনুবাদ, শাঙ্করভাষ্য, আনন্দগিরি টীকা ও ভাষ্যানুবাদ সম্বলিত সংশোধিত ও পরিমার্জিত ৭ম সংস্করণ থেকে গৃহীত। মাতৃকৃপাপ্রাপ্ত সকল ভক্তজনের কীরূপ অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি লাভ হয়েছে তা জানা নেই ও জানা সম্ভব নয় বলে হয়তো আমার অভিজ্ঞতা বা অনুভূতির বিশদ বিস্তরণ পূর্ণতঃ সম্ভব নয়। তাই উপরোক্ত চারটি শ্লোকের মধ্যে যে প্রেরণা ও সত্যের আলোক উপলব্ধি করতে পেরেছি তার কথাই বলি।

প্রথম যখন মায়ের কাছে যাই তখন পর পর দুদিন তাঁর সঙ্গে কথা হয়। তখনই প্রথম কৃপা লাভ করি। সেই সময় তিনি যে যে আদেশ ও উপদেশ দেন তার মধ্যে প্রত্যহ গীতাপাঠ একটি। সেই প্রসঙ্গে আর যা যা বলেন তার মর্মার্থ আমার মনের মধ্যে ক্রমশঃই ফুটে উঠতে থাকে নির্দিষ্টকালে প্রাত্যহিক গীতাপাঠ ও ভগবানকে নির্দিষ্টভাবে ডাকার মধ্যে দিয়ে। কয়েক মাসের মধ্যেই বিন্ধ্যাচল আশ্রমে মায়ের সঙ্গে নিভৃতে কথাবার্তা হয় ন্যূনাধিক এক ঘন্টা ধরে। আমার গীতাপাঠ ও ক্রিয়াকর্ম কেমন হচ্ছে সব শুনে তিনি আরও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উৎসাহ দেন। তখনই উপরোক্ত শ্লোকগুলি এবং কয়েকটি অন্য শ্লোকও আমার মধ্যে জেগে উঠাতে শুনে আনন্দিত হন এটা আমার তাৎকালিক অনুভূতির এতৎকালীন স্মৃতি। প্রথম দর্শনকালেই বলেছিলে শ্লোকের মানে নিজে নিজেই বুঝতে পারবে, বুঝতে চেষ্টাও করবে। আমি যে সংস্কৃত জানি তার ইঙ্গিতও কথার মধ্যে ছিল। এবারে যে বললেন, যত পাঠ করবে ততই ভালভাবে বুঝবে। এর পরবর্তী ঘটনা আগামী লেখাগুলিতে থাকবে বলে আশা করছি।

এবারের লেখাটি শেষ করবার আগে না লিখে পারছি না যে প্রথম দর্শনলাভের সময়ই অন্তরে অনু করেছিলেম যে 'মা' পরমব্রহ্মময়ী, তাঁর করস্পর্শে পরমাস্পদ লাভ হয়েছিল, পরবর্তী যোগাযোগ অনায়াসলব্ধ এবং বিভিন্ন স্তরের। ঝড় ওঠে মনকে নিস্তরঙ্গ করার জন্য, নব নব উন্মোচনে এগিয়ে নি যাওয়ার জন্য যেমনটি আভাস মেলে বিভিন্ন ভক্তসুধীবৃন্দ লিখিত মায়ের বাণীগুলির আলোচনার মধ্যে গীতার শ্লোকগুলির মধ্যে। শুনেছি, একজন মহাত্মা 'মা'র কাছে গিয়ে দেখেন একজন গীতাপাঠ করছে 'মা' নিবিষ্ট মনে শুনছেন। তিনি তাঁর সঙ্গীকে একান্তে বলেন, "দেখেছো, মা নিজের কথাগুলি নিজে শুনছেন"। সেই মহাত্মা নিশ্চয়ই 'মা'র মধ্যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে দেখতে পেয়েছিলেন। 'মা' অনন্যা, স্ব পরমব্রহ্মময়ী এবং সকল দেবদেবীর আশ্রয়স্থল। আমারও সেই প্রকারের অনুভূতি হয়েছিল প্রথম দুদি দর্শনে এবং পরবর্তী মাতৃসঙ্গ বা মাতৃসান্নিধ্য লাভের মাধ্যমে। সেই অনুভূতি বিশেষরূপে ফলবতী রাঁচির ও দেরাদুন আশ্রমে এবং পূর্ণতালাভ করে কনখলে অতিরুদ্র মহাযজ্ঞের সময় ১৯৮১ সালে। তারপ আর 'মা'র প্রত্যক্ষ দর্শনলাভ হয়নি। পরেও দর্শন ও সান্নিধ্যলাভ হয়েছে তাঁর অপ্রকট হবার পর, বে ভাগই স্বপ্নের মাধ্যমে। এ বিষয়ে আমি নিঃসংশয় যে 'মা' সব সময়েই সঙ্গে আছেন, ব্যাকুল হয়ে ডাক তিনি সাড়াও দেন। এ যুগসূত্র তাঁরই সৃষ্টি ও কৃপা। এই যে মনের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে গীতার শ্লোক উদিত হয় এবং দিনের পর দিন চলতে ফিরতে, কাজের সময়, বিশ্রামকালে—সবই তাঁর জাগরণের বা

স্বয়ং শ্রী ভগবান বলেছেন -

"গীতা মে হৃদয়ং পার্থ। গীতা মে সারমুত্তমম।
গীতা মে জ্ঞানমত্যুগ্রং গীতা মে জ্ঞানমব্যয়ম॥"

এর পরেই ফিরে আসতে হয় স্বরচিত মাতৃবন্দনায়, যা এক সময়ে শ্রীশ্রীমার পরম কৃপায় মাতৃক তাঁর শ্রীচরণকমলে নিবেদন করার পরম সৌভাগ্যলাভে কৃতার্থ হয়েছিলাম—

"জাগৃতিময়ী ত্বং সঞ্জীবনী চ চৈতন্যময়ী চেতনা চ চিতি
ত্বং হি বিহঙ্গকূজনকাকলী আনন্দময়ী ত্বং প্রভাতগীতি॥
স্বপ্ননিদ্রায়মী-শর্বরীশেষে উন্মেষিত-নবজীবন-দাত্রী
মোহমায়াবসানে চ জগতঃ চিরন্তনানন্দপ্রদায়িনী ত্বম্॥
ন হি তত্র প্রভাত-বিভাবরী বর্ততে ন নিদ্রা নৈব জাগৃতি
ভাতি ন ভানু শোভতে ন চন্দ্রঃ দিব্যধামে যত্র স্থিতাসি দেবি॥"

'মা'র কাছে পাওয়ার অভাব নেই, তিনি বরদেশ্বরী। এই প্রসঙ্গে একটি অপ্রকাশিত স্বরচিত কবি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে এই লেখা শেষ করছি—

অন্তরে তব সদা উচ্ছল ছিল যে বিশ্বপ্রেমের সিন্ধু
সাগর স্নানের লভিল পুলক দিলে যারে তার একটি বিন্দু
সব ব্যবধান ঘুচায়ে ক্ষণিকে দূরকে করালে নিকট বন্ধু
পরশে তোমার জাগিল প্রজ্ঞা ভাতিল ললাট-গগণে ইন্দু॥
ব্রহ্মজ্ঞানের শিখালে মহিমা অজ্ঞান তব ভক্তবৃন্দে
হরিনামামৃত-পানে বিমোহিত করায়ে বিতরি ব্রহ্মানন্দে
নয়নে নয়নে জ্ঞান-অজ্ঞানে ফুটালে দৃষ্টি ঘুচায়ে বন্ধে
আলোকের পানে চলিতে জীবনে বাঁধিয়া নূতন ধারার ছন্দে॥
কে লভিল কী বা লভিল কেমনে কখন কোন বা পরমক্ষেত্রে
ঢালিলে কী সুধা দিলে কতখানি ধরিল কতটা কাহার পাত্রে
ভাবে যে যেমন লভিল তেমনি, নির্ঝরিনীরে হেরিয়া নেত্রে
কেহ শোনে গান, কেহ বা তাহার হেরে গতিশোভা ভূধরগাত্রে॥
অখণ্ড মাঝে খণ্ডসত্তা সতত বিলীন নিখিল বিশ্বে
অপরানুভূতি হয় যে প্রতীত দুরত্যয়ার আপাতদৃশ্যে
কোথায় প্রভেদ নর-নারায়ণে কোথায় প্রভেদ গুরু ও শিষ্যে
অকাতরে প্রেম বিলান জননী গুণী-নির্গুণে ধনী ও নিঃস্বে।
একাত্মভাব স্ফুরিতে হৃদয়ে পরমক্ষণেতে পরমস্পর্শ
আসিলে চিত্তে, হয়ে যায় স্থির সকল দ্বন্দ্ব হর্ষামর্ষ
ঘটে যায় কত প্রাণ সঞ্চার কত না প্রাণেতে মহোৎকর্ষ
কে লেখে হিসাব, কে রাখে তাহার মাসের ঠিকানা দিবসবর্ষ।
এসেছ জননি! হৃদয়ে আমার, তাই তো কমল ফুটেছে বৃন্তে
তোমার চরণকমলপরশে, অন্ত-রে ভুলি যেতে অনন্তে॥"

জয় মা! জয় মা!! জয় মা!!!

(ক্রমশঃ)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাতৃ-স্বরূপামৃত

—শ্রী প্রিয়ব্রত ভট্টা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

সন্তানের ব্যাপারে মা চিরজাগ্রত, সর্বশক্তি দিয়ে ছেলেকে মা দয়া করেন। প্রয়োজন হলে মা আ আপনি সাহায্য করেন, ডাকতেও হয় না–তিনি অন্তর্যামিনী হয়ে ভক্তবাঞ্ছা পূরণ করেন। একবার নারায়ণ তীর্থকে বিষ্ণু আশ্রমজী বললেন যে তাঁর একজন লোককে মার সঙ্গে দেখা করিয়ে দিতে হবে। নারায়ণ তীর্থ সংকটে পড়লেন, কারণ লোকটিকে নিয়ে গেলে ভাগবত পাঠ শ্রবণে বাধা পড়বে, আর না গে লৌকিকতায় বাধা পড়বে। শেষ পর্যন্ত তিনি লোকটিকে নিয়েই গেলেন। তখন মার দরজা বন্ধ ছিল। তি ভাবছেন যে কখন মা দরজা খুলবেন। পাঠ শ্রবণের জন্য এদিকে তিনি চঞ্চল হয়ে উঠলেন। মা অন্তর্যা হঠাৎ তিনি তখন দরজা খুলে বের হলেন, লোকটির মাতৃদর্শন হল। এ যে মায়ের শক্তিলীলা তা মা স্বী করলেন, বললেন, "শোয়ার ভাব থেকে হঠাৎ উঠে আসার খেয়াল হল"। (শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী, ১৬শ ভ ১২৫)

মা বলেছেন, "এ শরীরের ত কিছুই ঠিকানা নেই স্বভাব হইতে যখন যাহা, হইয়া যায়"। (শ্রীশ্রী আনন্দময়ী প্রসঙ্গ, ৩য়-৪র্থ ভাগ, ২১৪)। মা ৩রা অক্টোবর, ১৯৬২ তারিখে কনক দাদার বাড়িতে গে যাবার আগে মা তাঁর পায়ের খড়ম জোড়াটা মাখন-শান্তির বাড়ীতে রেখে দিলেন। তা দেখে শান্তি উঠল, "মা সত্যি তুমি অন্তর্যামী। খড়মটা দেখে আমার মনে হচ্ছিল যে যদি এ জোড়াটা পেতাম তবে ঠা ঘরে রেখে রোজ পূজা করতাম"। কথা শুনে মা নীরবে হাসলেন" (শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী, ১৬ ভাগ, ২২০)

ব্যবহারিক সত্তায় মা তাঁর সন্তানদের সঙ্গে এমন ব্যবহার করতেন যে তিনি যেন কিছুই জানেন ন তিনি যেন কিছুই নন। মাতৃরূপের স্থির বিদ্যুৎ প্রবাহে সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী এবং গৃহী সন্তানদের চোখ ঝ উঠেছিল–বুদ্ধি তাঁদের স্তম্ভিত হয়েছিল, তাঁকে শুধু দেখেছেন তারা, দেখেছেন মানবীরূপে আপন মা' -এ তো মার খন্ডরূপ, তাই চিনতে পারছেন না তাঁকে অনেকেই। মধুর মধুর কথা বলছেন, আ দিচ্ছেন, কাপড় দিচ্ছেন,সন্দেশ দিচ্ছেন–গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন-আর কি চাই! অথচ ধরা দে বেলায় এত কৃপণতা কেন? আসলে ধরা দিলে ত আর লীলা হবে না-রসের তরঙ্গে সন্তানের মন মজবে সন্তানের জন্যই তো তাঁর অন্তর্যামিত্ব। সকলের ভাব ভাবনা পাষাণী বেটীর দরবারে পৌঁছত ঠিকই, নিজে স্বীকার করে নরেন চৌধুরীকে বলেছেন, "তোমার মনে যদি কখনও কোনোও প্রশ্ন আসে, মনে প্রশ্ন করো, জবাব পাবে" (মায়ের লীলা কথা পৃঃ ৩৬)। এ অন্তর্যামিনী মার কথার কথা নয়, নরেন চৌ তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন–"মায়ের কথায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করে, আমি চিরদিনের জন্য একেবারে নি কোনোও প্রশ্ন এলে, মনে মনেই মাকে বার বার জানাতে থাকি, এবং উত্তরও পেয়ে যাই"। ম ঘোরাঘুরির পটভূমিকায়ও তাঁর অন্তর্যামিত্ব শক্তি, স্বক্রিয় ছিল। সন্তানদের মনোবাসনা পূর্ণ করতে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দিতে তাঁর কৃপার অন্ত ছিল না, কেবল মানুষ নয়, কত পশু, পাখী, কীট, প্রতঙ্গ, জন্তু, বৃক্ষ, নদী ও সমুদ্র মাতৃদর্শন চেয়েছে। অন্তর্যামিনী মা ঘুরে ঘুরে সবাইকে দর্শন দিয়েছেন। কত সূক্ষ্মদেহী, সাধু মহাত্মা এবং দেবদেবীর ভাবনা তাঁর শরীরে, পৌঁছত, তাই তিনি স্থির থাকতে পারতেন না, কারণ তিনি ভক্তের প্রেমের বশীভূত। মা বলেছেন, "তোমরা যেখানেই থাক, যা কর এ শরীর দেখতে পায়। তোমরা এ শরীরটাকে দেখার চেষ্টা কর না, তাই দেখতে পাও না"। (আনন্দবার্তা, ৩য় সংখ্যা, ৩৮ বর্ষ, পৃঃ ২১২)

অচিন্ত্য শক্তির অধিকারিনী মা সর্বব্যপক এবং ভক্তদের প্রতি তাঁর একটা পক্ষপাতিত্ব ছিল, যদিও মায়ের কারো প্রতি পক্ষপাতিত্ব থাকার কথা নয়। তবে এটা বলতেই হয় যে যিনি শ্রদ্ধা ও প্রেম সহকারে মায়ের ভজনা করেন, সেই ভক্তের প্রতি মা বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হন। যোগেশ ব্রহ্মচারীর তখনও মায়ের সঙ্গে দেখা হয় নি। চট্টগ্রামে তিনি একটি মন্দিরে গেলেন। সেখানে অন্যান্য বিগ্রহের সঙ্গে এক মাতৃকামূর্ত্তির ফটো দেখতে পেলেন। ফটোর মাতৃদেবী চোখের ইসারায় ও হাতদিয়ে কিছু সংকেত করলেন। সংকেত বুঝতে না পারলেও ফটোর মাতৃদেবীর প্রতি যোগেশ ব্রহ্মচারী আকর্ষণ অনুভব করেন। তিনি বার বার মন্দির যান এবং প্রণাম করেন। তখন এক ভদ্রলোক এসে এরূপ বার বার মন্দিরে যাওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। যোগেশ ব্রহ্মচারী তাঁর কাছ থেকে জানতে পারেন যে ফটোর মাতৃদেবী হলেন মা আনন্দময়ী। তিনি দু-এক মাসের মধ্যে এখানে আসবেন। দু মাস পরে মা এলেন, প্রত্যক্ষ দর্শন হল ব্রহ্মচারীর। একদিন মাকে তিনি জানালেন যে ফটোর মধ্যে তাঁর মাতৃদর্শন কি সত্যদর্শন? মা তার উত্তরে বললেন, "এক আধবার হঠাৎ যদি কিছু হয় সেটা ভ্রম হতে পারে, কিন্তু তুমি যে বার বার দর্শন করেছ, সবটাই কি ভ্রম হয়?" আনন্দবার্তা, ৩য় সংখ্যা, ৩৫বর্ষ, পৃঃ ২৩৪-৩৫)। মা তাঁর শক্তি দিয়ে সন্তানকে একদিকে আকর্ষণ করেছেন, অন্যদিকে কৃপা বর্ষণ করছেন, সর্বদাই আনন্দ ও শান্তি দিচ্ছেন। সর্বশক্তি নিয়ে সন্তানের কাছে তিনি উপস্থিত থাকেন। মা বলেন, "কে উপস্থিত, অনুপস্থিত? তোমাদের দৃষ্টিতে। পাঁচ হাজার, দশ হাজার মাইল দূরত্ব এটাও। এই হাতটিকে যেমন পরিষ্কার দেখছি, তোমাদের ও সেই রকম পরিষ্কার দেখি। আমার পাশ ফিরবার জায়গা নাই-তোমার এত কাছে। আর তোমরা যে যেখানে থাকো এই শরীরটা তা দেখতে পায়" (আনন্দবার্তা, ৩৫বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, পৃঃ ২৩৫)।

মাকে দেখবার জন্য শ্রীশ্যামদাস বাবাজী ব্যাকুল হয়েছিলেন। তিনি হলেন এক বৈষ্ণব মহাত্মা, বয়স আশি হবে। তিনি মায়ের নাম শুনেছেন। তিনি তাঁর সেবককে বললেন. "মা কোথায় আছে খবর নাও এবং আমাকে সেখানে নিয়ে চল।" তাঁর শক্তিহীন দেহ নিয়ে দূর দেশে যেতে সেবকটি রাজী হল না। বৃদ্ধ বাবাজী একেবারে হতাশ হয়ে পড়লেন। মহেশ ভট্টাচার্যের ভ্রাতুষ্পুত্র তারক নাথ ভট্টাচার্য বাবাজীকে বললেন, "আপনি এত হতাশ হয়ে পড়ছেন কেন? মা আনন্দময়ী নাকি সকলের মনের ভাব জানতে পারেন। সত্য সত্যই তিনি যদি অন্তর্যামী হন, তা হলে তিনি আপনার এ প্রকার ব্যাকুলতা দেখে কখনও দর্শন না দিয়ে থাকতে পারবেন না। তিনি অবশ্যই এখানে এসে আপনাকে দেখা দিবেন। আপনি ধৈর্য ধারণ করুন-শান্ত হান! মাকে আকুল প্রাণে ডাকুন"।

অন্তর্যামিনী মা বাবাজীর ডাক শুনতে পেলেন। দেরাদুন থেকে বিন্ধ্যাচল হয়ে মা ছুটলেন পুরী। পুরীধামে পৌঁছে মহাশক্তি মা বৃদ্ধ বাবাজীর বাসস্থানে গিয়ে উপস্থিত হলেন। বাবাজীর বাসস্থানের ঠিকানা যে মা কি করে জানলেন তা কেউ জানল না। মাকে দর্শন করে বাবাজী তো আনন্দে অভিভূত হয়ে পড়লেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(সন্তান বৎসলা শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী, প্রথম ভাগ, পৃ০ ২০১-৪)।

যেখানে ভক্তি নিয়ে ভক্ত রয়েছে, সেখানেই অনন্তশক্তির আনন্দঘন রূপ। ব্রহ্মময়ী মায়ের আরো শক্তির লীলাখেলা বড়ই বিচিত্র। আরোগ্য শক্তির অধীশ্বরী মা ভগবতী। অর্গলাস্তোত্রে দেবীর কাছে প্রার্থ করা হয়েছে "দেহি সৌভাগ্যমারোগ্যং" অর্থাৎ "আমাকে হে দেবী তুমি সৌভাগ্য ও আরোগ্য দাও" মহাশক্তি যে রোগ নাশ করেন তা নারায়ণী স্তুতিতে প্রকাশ করা হয়েছে "রোগানশেষানপহংসি তুষ্টা" (শ্রী চন্ডী ১১.২৯) অর্থাৎ আপনি সন্তুষ্ট হলে সকল প্রকার দেহের হোক বা মনের হোক রোগ বিনাশ করেন মার সাধনার লীলার সময় উষাদিদি তাঁর মেয়েকে মায়ের কোলে দিয়ে দিলেন এবং জানালেন তার জ্ব হয়েছে। মা হাত দিয়ে মেয়েটির সর্বাঙ্গ স্পর্শ করলেন এবং উষাদিদিকে বললেন যে তিনদিন যেন মেয়েটি মায়ের কাছে নিয়ে আসেন। দ্বিতীয় দিন মেয়েটি এলো না কারণ উষাদিদির স্বামী বারণ করেছেন। এদি মেয়ের জ্বর আবার বাড়ল, উষাদিদি এসে মায়ের কাছে প্রার্থনা জানালেন। মা চুপ করে রইলেন। প মেয়েটির জ্বর ভাল হতে লাগল (মায়ের কথা, পৃঃ ১১০)।

বিশ্বাস ও নির্ভরতা নিয়ে মায়ের কাছে আর্ত ও পীড়িত হয়ে এলে ফল লাভ না করে যেত না প্রার্থনার আন্তরিকতায় পরমাশক্তি মা রোগ আরোগ্যের কারণ হয়েছেন। একদিন কুমিল্লার রায়পুর থে একটি লোক তার স্ত্রীসন্তানদের নিয়ে এলো। ভোলানাথকে জানাল যে তার ১২ বছরের মেয়েটি ৪ বছর ধ পক্ষাঘাতে বিছানায় পড়ে থাকে। কোন চিকিৎসায় ফল পাওয়া যায় নি, নিরুপায় হয়ে এসেছেন। ভোলানা এসবকথা মাকে জানালেন। সঙ্গে সঙ্গে মা খেয়ালে বলে ওঠলেন, "সামনের বৃহস্পতিবার আসতে বল" বৃহস্পতিবার মা বাবা দুজনে ধরাধরি করে মেয়েটিকে নিয়ে এল। ঘরেতে মেজেতে শুইয়ে দেওয়া হ তাকে। মা মেয়েটিকে বললেন, "মাটির উপর একটু গড়াগড়ি দাও তো"। সে একটু গড়াগড়ি দিল। ভোগে জন্য সুপারী কাটছিলেন মা, তার একটি টুকরা মাটিতে ফেলে মা বললেন, "এই সুপারীগুলি হাত বাড়ি নাও"। মেয়েটি বহুকষ্টে সেগুলি নিয়ে বিদায় নিল। তারপরের ঘটনা মাই স্বয়ং প্রকাশ করেছিলেন এই ব "পরে শুনলাম বাসায় যাইলে মেয়েটি নাকি খাওয়া দাওয়া করিয়া বিছানায় শুইয়া অন্যের সঙ্গে কড়ি খে করিতেছিল, তখন রাস্তায় গাড়ি ও বাজনার শব্দ শুনিয়া হঠাৎ লাফ দিয়া উঠিয়া গেল এবং দৌড়াইয়া গা দেখিয়া আসিল। তাহার পর হইতে সে ধীরে ধীরে চলাফেরা করিতে লাগিল। পরদিন তাহার পিতা আসি হাসিয়া হাসিয়া এ ঘটনা জানাইল। শুনিয়াছি, সে মেয়েটি ক্রমশঃ সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়াছিল" (মায়ের কথা, পৃ ১০১)।

কারো কথা শুনেও খেয়াল হলে মা তা পূর্ণ করতেন। আবার কেউ হাজার চেষ্টা করলেও মার খেয় হত না। মা বলতেন, "আমি দেখিতাম যে কথা শুনিয়া আমার খেয়াল থাকিত, আমার শরীর দিয়াই হউ বা অন্য কোন রকমেই হউক তাহার ব্যবস্থা হইয়া যাইত" (মায়ের কথা পৃঃ ২২৫)। মা বলতেন যে যা তিনি দেখেন নি, তার অসুখ অশান্তি কারো মুখে শুনে খেয়াল হয়েছে এবং সে সুস্থ হয়ে গেছে। কোন কে সময়ে আবার রোগীর রোগমুক্তি খেয়াল হলে হয়ে যেত। শৈলেন সিংহরায় অসুস্থ হয়ে বিছানায় পড়েছিলে প্রচুর টাকা খরচ হয়েছে, তবু চিকিৎসায় কোন ফল পান নি। কথা বলার মত শক্তিও তার ছিল না। হঠ একদিন তাঁর মনে হল দৈব কৃপা পেলে তিনি বেঁচে যাবেন। ঠোঁট নেড়ে অতিকষ্টে বন্ধু ডাঃ ঘোষকে এক চিঠি লেখালেন তাঁর স্ত্রীকে দিয়ে। চিঠিতে লেখা হল যাতে তিনি মায়ের আশীর্ব্বাদ পেতে পারেন সেই ব্যব যেন ঘোষ করেন। কিছুদিন পর চিঠির জবাব এলো। ডাঃ ঘোষ জানালেন যে শৈলেনবাবু যেন সর্বদা মা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নাম করেন। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেন, কোন প্রকার দুশ্চিন্তা না করেন। অকূলে কূল পেলেন তিনি। মায়ের নাম জপ করতে লাগলেন। কয়েকমাস পরে শৈলেনবাবু একখানা পত্র পেলেন, তাতে ডাঃ ঘোষ জানালেন যে মায়ের কাছে তাঁর জন্য আশীর্ব্বাদ চাওয়া হয়েছে। একদিন গভীর রাত্রে শৈলেনবাবু দেখলেন তাঁর ঘর আলোয় ভরে গেছে, আর খাটের পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছেন মা আনন্দময়ী। মা বললেন, "শুয়ে কেন বাবা, উঠে বসো না"। "কি বলছ মা, আমি তো দেহটা নাড়াতেই পারি না, উঠবো কি করে?" মা আবার বললেন, "পারবে বাবা, চেষ্ঠা করেই দেখ না"। মোহাচ্ছনের মত মাতৃআদেশ পালনের জন্য উঠে বসার চেষ্টা করলেন। সঙ্গে সঙ্গে ঘুম ভেঙ্গে গেল। অনবরত চেষ্টায় একদিন সত্যি তিনি উঠে বসলেন। মাস ছয়েক পরে বেহালায় মাকে চাক্ষুষ দেখলেন, তাও আবার তিনতলায় উঠে (আনন্দবার্তা, ৩৫ বর্ষ, সংখ্যা ৩ পৃঃ ২১১-১৯)।

মাতৃনাম থেকেই শৈলেনবাবুর কৃপাপ্রাপ্তি। নাম হতেই সব হয়। মা বলেন, "দেখ, সব সময় কৃপা বর্ষণ হইতেছে। পাত্র সোজা রাখিলে ভরিয়া যাইবে, আর উল্টা ধরিলে বহিয়া যাইবে। সব সময় তোমার পাওয়ার ইচ্ছা, অভাব বোধ রহিয়াছে। সোজা কথা, তুমি সাধনা করিয়া যাও। বাকী তিনি পূরণ করিয়া নিবেন" (উপদেশামৃত)। শ্রীশ্রীচন্ডীতে বলা হয়েছে "স্তবন্তো ভক্তিপূর্বং ত্বাং চন্ডিকে ব্যাধিনাশিনী" অর্থাৎ হে চন্ডিকে, ভক্তিপূর্বক যে তোমার স্তব করে, তুমি তার ব্যাধিনাশ কর'। এবারের লীলায় মা অসংখ্য ভক্তের ব্যাধি নাশ করেছেন। মূককে তিনি বাণী দিয়েথেন, পঙ্গুকে হাঁটাতে পেরেছেন। মায়ের এরূপ অলৌকিক আরোগ্য শক্তির প্রকাশ ঘটেছিল তারাপীঠে। রাত্রি তখন তিনটা। মা শয্যা ছেড়ে শীতের মধ্যে মাঠের দিকে ছুটতে লাগলেন। তাঁকে অনুসরণ করে গুরুপ্রিয়াদিদি, স্বামী শংকরানন্দ, স্বামী নারায়ণানন্দ তীর্থ ও ভাইজী চললেন। অবশেষে একজনের বাড়ীর আঙ্গিনায় প্রবেশ করে ঠান্ডা মাটিতে বসে মা 'হরিবোল হরিবোল' গান করতে লাগলেন। সঙ্গীরাও গান শুরু করে দিলেন। কয়েক মিনিট পর খড়ের ঘর থেকে কেরোসিনের বাতি নিয়ে একজন বাইরে এলো এবং কথা না বলে আবার ভেতরে চলে গেল। কিছুক্ষণ পর দুজন লোক চেঙ্গদোলা করে একটি নগ্ন লোককে মায়ের সামনে বসিয়ে দিল। লোকটি বাতব্যাধিতে পঙ্গু, কন্ঠরুদ্ধ এবং চলচ্ছক্তি রহিত। মায়ের সামনে বসে লোকটি মা মা মা বলে ডেকে উঠল। হরিবোল, হরিবোলও সে বলল। তাকে ঘরে নিয়ে যাওয়া হল মায়েরই নির্দ্দেশে। তবে আশ্চর্যের বিষয় হল লোকটি সঙ্গীদের সামান্য সাহায্য নিয়ে হেঁটেই ঘরে গেল। মায়ের শক্তির প্রকাশে লোকটির মূকত্ব এবং পঙ্গুত্ব পালিয়ে গেল। (সন্তান বৎসলা শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী, পৃঃ সংখ্যা ২৬০-৬২)।

(ক্রমশঃ)

☆

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(ক্রমশঃ)

মাতৃকৃপা

—চিন্ময় মুখোপাধ্যায়

শ্রীশ্রী আনন্দময়ী মায়ের কৃপা তাঁর অগণিত সন্তানদের উপর বর্ষিত হয়েছে, হচ্ছে এবং হবে; তবে কিনা আমাদের মত ক্ষুদ্রবুদ্ধির মানুষেরা সেটা সময়মত উপলব্ধি করতে পারে না। যে কয়েকটি ক্ষেত্রে মাতৃকৃপা লাভ, সেই সময়ে না হলেও পরবর্ত্তী জীবনে বিশেষভাবে উপলব্ধি হয়েছে। তা সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করছি।

(এক)

তখন আমার বয়স পাঁচ কিংবা ছয় বছর হবে। আমার বাবা কর্মক্ষেত্রে বদলী হয়ে এলাহাবাদে এলেন। আমরা এলাহাবাদে জর্জ টাউনে থাকতাম। আমার মা একদিন শুনলেন যে কৃষ্ণকুঞ্জে শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী এসেছেন। একদিন সকালে মা আমার ও আমার দিদির হাত ধরে টাঙ্গায় করে কৃষ্ণকুঞ্জে গেলেন শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করতে। কৃষ্ণকুঞ্জের হলঘরে শ্রীশ্রীমা ভক্তদের সঙ্গে বসেছিলেন। সেই ছোট বয়সেও মনে হয়েছিল শ্রীশ্রীমা যেন আলো করে বসে আছেন। তখনকার দিনে বেশী ভীড়ের উপদ্রব ছিল না। মাতৃদর্শন খুব ভালোভাবেই হলো। কিছুক্ষণ পর শ্রীশ্রীমা নিজের ঘরে চলে গেলেন। আমার মাও সঙ্গে সঙ্গে গেলেন আর আমি ও দিদি খেলা করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। বেশ কিছুক্ষণ খেলার পর দিদি হঠাৎ বলল "এই কৃষ্ণ তোর ক্ষিদে পেয়েছে?" আমি মাথা চুলকে বললাম "হ্যাঁ, তা তো পেয়েছে।" দিদি বলল "চল্, মাকে বলি"। খুঁজতে খুঁজতে মা কে শ্রীশ্রীমার ঘরে পেলাম, গিয়ে বললাম "মা, মা, বাড়ী চল। ক্ষিদে পেয়েছে" শুনে শ্রীশ্রীমা অবাক হয়ে বললেন "কি আশ্চর্য্য, এত লোক ভোগ নিচ্ছে, আর এই দুটি শিশু অভুক্ত রয়েছে? খুকুনী, দেখতো, পাতে কি আছে? তখন সবে শ্রীশ্রীমার ভোগগ্রহণ শেষ হয়েছে। খুকুনীদি বললেন "মা, কিছুই তো নাই, সব আমরা ভাগ করে নিয়ে নিয়েছি, শুধু গন্ধ লেবুর চোক্‌লাগুলি পড়ে আছে"।

শ্রীশ্রীমা বললেন "দে, দে তাই ওদের মুখে দে"। বড় হবার পর শ্রীশ্রীমার কাছে অনেকবার অনেক আশ্রমেই গিয়েছি, ভোগ গ্রহণেরও সৌভাগ্য হয়েছে, তবে শ্রীশ্রীমার সামনে মায়ের আদেশে মায়ের শ্রীমুখের প্রসাদলাভ ঐ একবারই।

(দুই)

আমারা এলাহাবাদ থেকে বিন্ধ্যাচল আশ্রমে গেলাম শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করতে। বিন্ধ্যাচল আশ্রমের মূল বাড়ীটি ছাড়া আরো একচি ছোট বাড়ী ছিল। বাড়ীটি ঘিরে ফুল ও ফলের গাছ—একেবারে তপোবনের মত। আমরা শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করবার জন্য সেখানে গেলাম। তখন সকাল, শ্রীশ্রীমা সবে ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় সমবেত ভক্তদের কাছে এসেছেন—হাতে তুলা জড়ানো, গলায় ওষুধ লাগাবার তুলি। আমার মা শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করে বললেন "মা, এই আমার বড় মেয়ে উমা ও এই আমার ছোট ছেলে কৃষ্ণ"। আমরা শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করে উঠতে শ্রীশ্রীমা তাঁর ভুবনভোলানো হাসি হেসে হাতের তুলিখানা প্রথমে আমার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দিদির মাথায় ছোঁয়ালেন, তারপর আমার মাথায় তুলিখানা ছুঁইয়ে একটু ঘুরিয়ে দিলেন। সেই ছোট বয়সেও অবাক লেগেছিল শ্রীশ্রীমা তুলিখানা ঘোরালেন কেন? আজ এই পরিণত বয়সে এসে মনে হয় শ্রীশ্রীমা বোধহয় আমার মাথার কোন স্ক্রু (screw) ঢিলা দেখেছিলেন, সেটা ঠিক (adjust) করে দিয়েছিলেন।

(তিন)

আমি তখন বম্বেতে (অধুনা মুম্বই), আই০আই০টি০তে অধ্যাপনার কাজে যোগদান করেছি। আমার বাবা কোলকাতায় বাড়ী করেছিলেন, প্রত্যেক বছর দুর্গাপূজার সময় ছুটি নিয়ে বাড়ী যেতাম। এক বছর ছুটি পেলাম না, বাড়ী না যেতে পেরে মন খুব খারাপ হয়ে গেল। হঠাৎ খবর পেলাম শ্রীশ্রীমা পূজার সময় বম্বের ভিলেপার্লেতে শ্রীযুক্ত বি০কে০ শাহর বাড়ীতে থাকবেন ও সেখানে শ্রীশ্রীমার উপস্থিতিতে দুর্গাপূজা হবে। মন আনন্দে নেচে উঠল। বাড়ীতে আমার মায়ের কাছে যেতে পারি নি তো কি? জগজ্জননী মা কৃপাময়ীর রূপে আমার দুঃখ দূর করবার জন্য এসে গেলেন। যে কয়দিন শ্রীশ্রীমা ওখানে ছিলেন, সকাল বেলায় গিয়ে রাত্রে শেষ ট্রেন ধরে পাওয়াইতে ফিরে আসতাম, পূজাপ্রাঙ্গণে খুব ভীড়। শ্রীশ্রীমার কাছে যাওয়াই যাচ্ছে না। শ্রীশ্রীমা যখন পূজা প্রাঙ্গণে আসতেন বড় বড় গায়ক-গায়িকারা গান শোনাতেন ও তাঁদের সঙ্গে বড় বড় বাদকেরা খোল বাজাতেন। শ্রীশ্রীমা তাঁর ঘরে চলে গেলে অন্যান্য গায়ক-গায়িকাদের সঙ্গে আমি খোল বাজাতাম ও মনে মনে ভাবতাম, "আহা, যদি শ্রীশ্রীমার সামনে বাজাবার সুযোগ একবার পেতাম"। অষ্টমীর দিন রাত্রে বিখ্যাত গায়িকা শ্রীমতী লক্ষ্মীশংকর এলেন শ্রীশ্রীমাকে গান শোনাতে। আশ্রমে যাঁরা খোল বাজাতেন, তাঁরা শ্রীমতী শংকরের সঙ্গে বাজাবেন না কারণ তাঁরা ব্রহ্মচারী ছিলেন। কি হবে? এর মধ্যে দেখি শ্রীশ্রীমা একজনকে ডেকে কিছু বলছেন। তিনি শ্রীশ্রীমার কথা শুনে গানের মণ্ডপের কাছে এসে বললেন, "ঐ ছেলেটি কোথায়, যে খোল বাজায়?" আমি কাছেই বসে ছিলাম। উনি আমায় দেখে বললেন, "ঐ তো বসে আছে, এসো এসো, বাজাও। মা বলেছেন।" 'কি আশ্চর্য্য দেখুন। যখন আমি মণ্ডপে খোল বাজাতাম ও ভাবতাম শ্রীশ্রীমার সামনে বাজাবার সৌভাগ্য বোধহয় আমার হবে না, সেটা দয়াময়ী মা ঠিক খেয়াল করেছেন এবং আমাকে তাঁর সামনে একজন ভারত বিখ্যাত গায়িকার সঙ্গে বাজাবার সুযোগ করে দিলেন। কৃপাময়ীর কৃপার কি শেষ আছে? তারপর থেকে আজ পর্য্যন্ত যেখানে যে কোন অনুষ্ঠানে খোল বাজিয়েছি ও বাজাই, সবখানেই শুনি, "বাঃ, আপনি তো চমৎকার খোল বাজান।" আমি একপেশে হাসি হেসে পাশকাটাই ও ভাবি "আমি তো বাজাই না, শ্রীশ্রীমাই আমার হাত দিয়ে বাজিয়ে নেন, আমি তো তাঁর হাতের পুতুল মাত্র"।

(চার)

আমার সেজদা পুণায় টেলকোতে উচ্চপদে চাকরী করতেন। আমি ও আমার স্ত্রী প্রায়ই বম্বে থেকে পুণাতে দাদার বাড়ী যেতাম। একবার গিয়ে শুনলাম শ্রীশ্রীমা পুণা আশ্রমে এসেছেন। আমরা সবাই সকাল বেলায় আশ্রমে গেলাম শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করতে। নাম কীর্তনাদি শেষ হবার পর শ্রীশ্রীমা কৃপা করে সবাইকে নিজের হাতে প্রসাদ দিতে লাগলেন। আমি কাছেই দাঁড়িয়ে শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করছি ও ভাবছি ভীড় একটু কমলে প্রসাদ নেব। ইতিমধ্যে শ্রীশ্রীমা একখানা নারকেল হাতে নিলেন, দেখে আমি সামনে গিয়ে হাত পাতলাম ও শ্রীশ্রীমা নারকেল খানা আমার হাতে দিলেন। কি আশ্চর্য্য, আমি দুহাতে নারকেল খানা ধরে ছিলাম, হাত আর খুলতে পারিনা। আর আমার অঞ্জলিবদ্ধ হাতদুটো অল্প অল্প কাঁপছে-থামাতে পারিনা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আজ এই বয়সে মনে হয় শ্রীশ্রীমা আমার অবিশ্বাসী মনের দরজা এক ধাক্কায় খুলে দিয়েছিলেন। বোঝাবার জন্য যে ঈশ্বরের লীলা বিজ্ঞান দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না, উপলব্ধি করতে হয়।

(পাঁচ)

আমি তখন জামশেদপুরে টিসকোতে কর্মরত। হঠাৎ শুনলাম, শ্রীশ্রীমা জামশেদপুরে আসছে তখনও জামশেদপুরে আশ্রম হয়নি। এক ভক্তের নূতন বাড়ীতে শ্রীশ্রীমার থাকার ব্যাবস্থা হলো। সন্ধ্যাকে শ্রীশ্রীমা বসে আছেন, বিখ্যাত গায়িকা ও মাতৃকৃপাধণ্যা শ্রীমতী ছবি বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীশ্রীমাকে গান শোনাচ্ছে সঙ্গে আমি খোল বাজাচ্ছি। এমন সময় আমার স্ত্রী এসে বলল "ওঠো, ওঠো, জিনিষপত্র আনতে হবে, দীক্ষা হবে। আমি আমাদের নাম দিয়ে দিয়েছি"। খোলটা আরো একজনের হাতে দিয়ে দুজনে বাজার গে দীক্ষার প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র আনতে। পরদিন শ্রীশ্রীমায়ের কাছে আমি ও আমার স্ত্রী নন্দার এক দীক্ষা গ্রহণ হলো। কত মাতৃভক্তকে দেখেছি কত দূর দূর আশ্রমে শ্রীশ্রীমার কাছে দীক্ষা নেবার জন্য হতাশ হয়ে ফিরে আসতে; তাঁরা দুঃখ করে বলতেন, "শ্রীশ্রীমার দীক্ষা দেবার ভাব এলো না," আর কৃপা মা আমাদের ঘরে এসে দীক্ষা দিয়ে ধন্য করে গেলেন, একে অহৈতুকী কৃপা ছাড়া আর কি বলা যায়?

শ্রীশ্রীমার কৃপা সবসময়ই তাঁর অগণ্য সন্তানদের উপর বর্ষিত হচ্ছে, কিন্তু তা আমাদের মত অবো বুঝে উঠতে পারে কই? তাইতো শ্রীশ্রীমার কাছে প্রার্থনা করি "তুমি এসে হৃদয় মাঝে, জাগাও চেতন অ প্রাণে; অবোধ আমি বুঝতে নারি, ঘুচাও মনের ঘোর"।

"জয় মা"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Scenes from the Golden Jubilee celebration of Sri Ma's ashram in New Delhi.

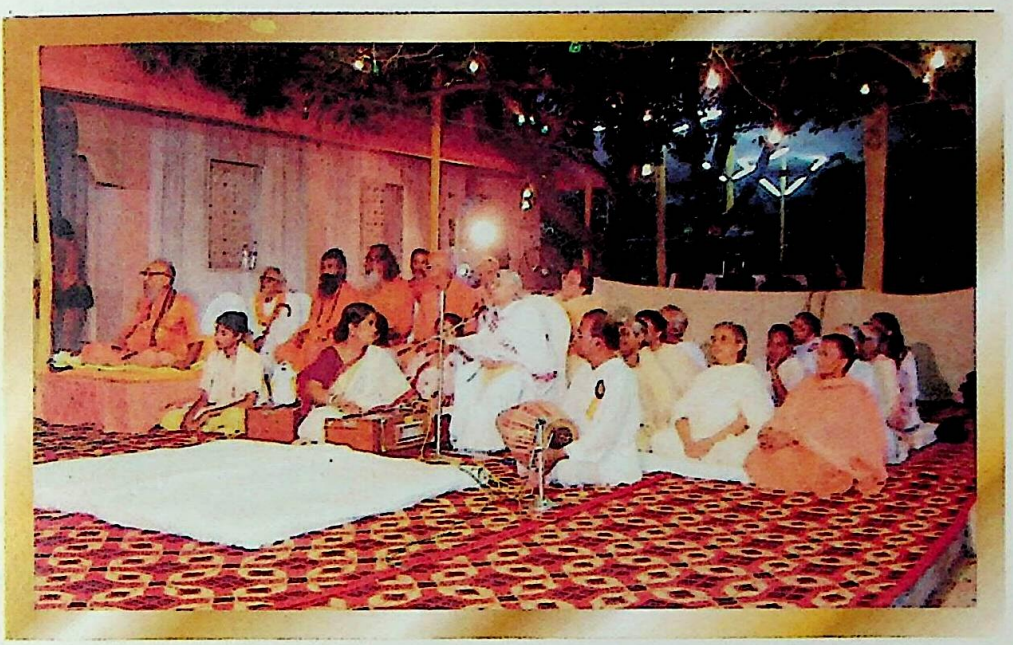

Distinguished mahatmas and others sitting on the dais.

Sri Govind Narain, President of the Sangha addressing the gathering.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বর্ণজয়ন্তী মহোৎসব প্রসঙ্গে

—শ্রীমতী অঞ্জলি চ্যাটার্জী

ভারতের রাজধানী ঐতিহাসিক মহানগরী দিল্লীতে শ্রীশ্রীমার চরণাশ্রিত অগণিত ভক্তের সহযোগিতায় আশ্রমের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে গত ২৬শে আগষ্ট হতে ২৮শে আগষ্ট তিনদিন ব্যাপী উৎসবের মাধ্যমে একটি অনবদ্য অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

এই স্বর্ণ জয়ন্তী উৎসবের মুখ্য অতিথি সাব্যস্ত করা হয়েছিল দিল্লী সরকারের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী শীলা দীক্ষিতকে। বিশেষ কারণ বশতঃ তিনি উপস্থিত হতে না পারায় ডাঃ করণ সিংহজী মুখ্য অতিথির আসন অলংকৃত করেন। এই অনুষ্ঠানে দিল্লীর বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিও উপস্থিত ছিলেন।

২৬শে আগষ্ট অনুষ্ঠানের কার্যক্রম শুরু হয় সন্ধ্যা ছটায় মা আনন্দময়ী কন্যাপীঠের কন্যাদের দ্বারা বৈদিক মঙ্গলাচরণে। আশ্রম প্রাঙ্গণ একদিকে যেমন মুখরিত হয়ে উঠেছিল বেদপাঠের ধ্বনিতে, অপরদিকে নানা রঙের আলোয় আলোকিত আশ্রমের শোভা সত্যই দর্শনীয় হয়ে উঠেছিল। মুখ্য অতিথি ও নির্ব্বানী আখাড়ার মহন্তজী স্বামী গিরিধর নারায়ণ পুরীজী শ্রীশ্রীমার ছবিতে পুষ্প অর্পণ করে ও দীপ প্রজ্বলিত করে সভার উদঘাটন করলেন। যথারীতি মুখ্য অতিথি, মহন্তজী ও উপস্থিত সাধু, মহাত্মাদের মালা চন্দন ও অঙ্গবস্ত্র অর্পণ করা হয়। শ্রীশ্রী আনন্দময়ী সংঘের অধ্যক্ষ শ্রী গোবিন্দ নারায়ণজীর স্বাগত ভাষণের পর মুখ্য অতিথি শ্রীশ্রীমাকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। কেমন করে তিনি শ্রীশ্রী মায়ের দর্শন ও কৃপালাভ করেন, তা অতি সুন্দর ভাষায় ব্যক্ত করলেন। এরপর গীতশ্রী ছবি বন্দোপাধ্যায়ের কন্ঠে বেজে উঠল মাতৃবন্দনা ও ভজন। সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় মাতৃ মন্দিরের সামনে ৫১টি প্রদীপ জ্বালিয়ে এক সঙ্গে পাঁচটি মন্দিরের আরতি আরম্ভ হয়, যা ভক্তদের মনে অনাবিল আনন্দ এনে দেয়।

আরতির পর কন্যাপীঠের আচার্যা ব্রহ্মচারিণী গীতা বন্দ্যোপাধ্যায় দিল্লী আশ্রম প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে এক মনোজ্ঞ বিবরণ দিলেন। বরিষ্ঠ ব্রহ্মচারিণী চন্দন ভট্টাচার্য মাতৃ প্রসঙ্গ বলতে গিয়ে অনেক মুল্যবান তথ্য পরিবেশন করলেন। এরপর স্বনামধন্যা রেডিও আর্টিষ্ট শ্রীমতী মধুমিতা রায়ের মধুর কন্ঠের ভজন সকলকে মুগ্ধ করেছিল। দিল্লীর ভক্তদের দ্বারা পরিবেশিত কীর্তনের পর দিল্লী আশ্রমের অধ্যক্ষ শ্রী রজত নারায়ণ জী ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। সভার শেষে সকলকে প্রসাদ ও রুমাল বিতরণ করা হয়।

উৎসবের দ্বিতীয় দিন ২৭শে আগষ্ট অতি প্রত্যুষেই শ্রীশ্রী কালকাজীর মন্দিরে পূজা পাঠানো হয়। সকাল সাড়ে ৯টায় মাতৃমন্দিরে ষোড়শোপচারে পূজা ও আরতির পর ১০টা হতে ১২টা পর্যন্ত হলঘরে ভজন ও কীর্তন চলতে থাকে। শ্রীমতী শকুন্তলা গোস্বামীর সুললিত কন্ঠে গাওয়া ভজন সকলকে আনন্দ দান করে। এরই মাঝে চিত্তাকর্ষক ছিল শ্রীমতী সাবিত্রী দাশগুপ্তার স্মৃতিচারণ। বাবা ভোলানাথের অল্প সংখ্যক দীক্ষিতদের মধ্যে তিনি একজন। বাবা ভোলানাথ সম্বন্ধে সহজ সুন্দর ভাষায় অনেক কিছু বললেন। দুপুর আড়াইটে থেকে শুরু হয় "মাতৃ সৎসঙ্গ" –এতে অংশ গ্রহণ করেছিলেন-ব্রহ্মচারিণী জয়া ভট্টাচার্য, ব্রহ্মচারিণী গুনীতা, ব্রহ্মচারিণী অরুণা, দিল্লী আশ্রমের ভারপ্রাপ্ত স্বামী অরূপানন্দজী, মাতৃভক্ত সৎপালজী ও তুলসী বন্দ্যোপাধ্যায়। স্বামী অরূপানন্দজী ভাইজী সম্বন্ধে সুন্দর বলেন। তুলসীদা দিল্লী আশ্রমের কীর্তন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দলের সংগঠন সম্বন্ধে একটি চিত্র আমাদের সামনে তুলে ধরলেন। তারপর রাত্রি দশটায় শুরু হল যজ্ঞের অধিবাস। ছবিদিও অন্যান্য দিদিদের প্রাণ মাতানো নাম কীর্তনে সারারাত হলের প্রতিটি কোণা গুঞ্জরিত হয়ে উঠেছিল।

উৎসবের শেষদিন ২৮শে আগষ্ট যথানিয়মে সকালে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর পূজা, আরতি ও ভোগ অনু হল। অগণিত ভক্তরা প্রসাদ গ্রহণ করেছিলেন। সন্ধ্যায় নামযজ্ঞের সমাপ্তির সঙ্গে দিল্লী আশ্রমের স্বর্ণ জ উৎসবেরও সমাপ্তি হয়।

☆

আবেদন

—আনন্দস্বরূপ

কত অপরাধে অপরাধী আমি
তব ওই রাঙা পায়ে।
সংসারে থাকি কত দোষে দোষী
হইয়াছি আমি হায়॥
এখন যদি তুমি না করো গো দয়া
ওগো কৃপাময়ী মা
আমার কি হবে তবে উপায়।
ও রাঙা চরণে শরণ লইয়া
মা-মা বলি কাঁদি আকুল হইয়া
সকলি মা মুছাইয়া দিয়া।
করো তুমি মোরে কৃপা॥

শেষের সেদিন দর্শন দিয়া
যুগল চরণে লইও তুলিয়া
এই নিবেদন করি তব পায়
আকুল হইয়া কাঁদিয়া।
বিফল করোনা ওগো ব্রহ্মময়ী
দিওনা, দিওনা ভাসাইয়া॥

☆

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রদ্ধাঞ্জলি

(১) পরম পূজ্য শ্রী নারায়ণ দাসজী মহারাজ—

গুজরাত প্রান্তের অন্তর্গত নাদিয়াদ স্থিত খ্যাতনামা সিদ্ধপীঠ শ্রীসন্তরাম মন্দিরের মোহন্ত পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীনারায়ণ দাসজী মহারাজ গত ২৭শে অক্টোবর, ২০০৪ ব্রহ্মলীন হয়েছেন। সমস্ত গুজরাতবাসী ভক্তবৃন্দ, তাঁর দেহরক্ষার সংবাদে বিশেষ মর্ম্মাহত।

শান্ত, সমাহিত, অত্যন্ত মৃদুভাষী, বিশেষ সংযমী, দীর্ঘকায়া, তপোমূর্ত্তি শ্রী নারায়ণ দাসজী মহারাজ সহস্র সহস্র দেশবাসীর পরম শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। তেজদীপ্ত এই মহাত্মার দর্শন মাত্র মাথা অবনত হয়ে যেত অত্যন্ত স্বাভাবিক রূপে।

শ্রীশ্রীমার সঙ্গে ছিল তাঁর নিবিড় আত্মিক সম্বন্ধ। শ্রীশ্রীমাকে দর্শন না করেই তিনি বিশেষ ভাবে আকর্ষণ অনুভব করেছিলেন এবং শ্রীশ্রীমা কৃপা পরবশ হয়ে সন্তরাম মন্দিরে পদার্পণ করে তাঁকে দর্শন দিয়ে কৃতার্থ করুন এই ছিল তাঁর একান্ত অভিলাষা, বিনম্র প্রার্থনা। কারণ গুরুনির্দ্দেশে মন্দিরের গন্ডীর বাইরে যাওয়া ছিল তাঁর সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। শ্রীশ্রী মাও তাঁর ঐকান্তিক প্রার্থনা ফেলতে না পেরে বেশ কয়েকবারই সন্তরাম মন্দিরে পদার্পণ করে মোহন্তজীকে অত্যন্ত প্রফুল্লিত করেছিলেন। অসংখ্য জনগণের পরম শ্রদ্ধার পাত্র শ্রী নারায়ণ দাসজী মহারাজ স্বয়ং ভূলুন্ঠিত হয়ে যেভাবে শ্রীশ্রীমাকে একান্তে প্রণাম করতেন, মার সেবার বিন্দুমাত্র ত্রুটি না থাকে সে সম্বন্ধে বারবার খোজ নিতেন, মায়ের পরিকরগণেরও যাতে কোনও অসুবিধা না হয় সে বিষয়ে তাঁর সদাজাগ্রত দৃষ্টি সকলকে মুগ্ধ করত। বালকবৎ তাঁর ঐকান্তিক প্রার্থনা,--"মা, কব ইস বচ্চেকো ফির দর্শন দিজিয়েগা?" উপস্থিত সকলকে মোহিত করেছে। ঐ কথা ঐ দৃশ্য কখনও ভুলবার নয়।

মোহন্তজীর হার্দিক প্রার্থনায় সন্তরাম মন্দির প্রাঙ্গণে সংযম সপ্তাহ মহাব্রত পালিত হয়েছিল বিরাট রূপে শ্রীশ্রীমা এবং বহু প্রখ্যাতনামা সন্ত-মহাত্মা-মহামণ্ডলেশ্বরদের উপস্থিতিতে ১৯৭৮ সনে। তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল শ্রীশ্রীমাকে বেশ কয়েক দিন তাঁর সন্নিকটে রাখা এবং নিত্য দর্শন লাভে কৃতার্থ হওয়া। সন্তরাম মন্দিরে অনুষ্ঠিত সেই সংযম সপ্তাহ ভক্ত গণের মনে চিরতরে অঙ্কিত হয়ে রয়েছে।

সৎসঙ্গে সভায় আসন গ্রহণ করা তাঁর নিষিদ্ধ ছিল। তিনি তাই একান্তে এসে শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করতেন-শ্রীশ্রীমার নিকটে বসে শ্রীশ্রীমার অমৃতবাণী শুনে নিজেকে ধন্য মনে করতেন। শ্রীশ্রীমাও আপন খেয়ালে অল্প কয়েকজনকে নিয়ে তাঁর ঘরে গিয়ে বসতেন। নিত্য তাঁর আহারের সময় নানা প্রকার খাদ্যদ্রব্য বানিয়ে পাঠাতেন। শ্রীশ্রীমার ঐ অপূর্ব আন্তরিকতা-মধুর বাৎসল্য ভাব অবর্ণনীয়।

শ্রদ্ধেয় নারায়ণ দাসজীও অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে নানা প্রকার জিনিষ পাঠাতেন শ্রীশ্রীমার সেবায় নিবেদিত করার উদ্দেশ্যে নানা স্থানে বিভিন্ন সময়ে। মায়ের পক্ষ হতেও নানা বস্তু পাঠানো হত মোহন্তজীর নিকট সুযোগ আসা মাত্র।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীমার অব্যক্তধামে প্রবেশের পরও মোহন্তজীর সাথে আশ্রমের যোগসূত্র আদৌ ক্ষুন্ন হয়নি। আশ্রমবাসী সাধু, ব্রহ্মচারী, ব্রহ্মচারিণী, ভক্তজন যে যখন মোহন্তজীর নিকট গিয়েছেন তাঁরা তাঁর আপনত্বে মুগ্ধ হয়ে ফিরেএসেছেন-বিশেষ সমাদর ও অন্তরের ভালবাসা পেয়ে। বিশেষ করে মা আনন্দময়ী কন্যাপীঠের মেয়েদের তিনি যেভাবে অন্তর দিয়ে স্নেহ করতেন-বারবার যাওয়ার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করতেন--সকলের কুশল সংবাদ নিতেন-তা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না।

সুদীর্ঘ ৩৬ বৎসর যাবৎ সন্তরাম মন্দিরের গন্ডীর মধ্যে আবদ্ধ ঐ অপূর্ব্ব তপস্যাপূত মহাত্মার ব্রহ্মলীন হওয়ার সংবাদে শতশত জনগণ শোকার্ত হয়ে ছুটে গিয়েছিল তাঁর দিব্য নশ্বর দেহের শেষ দর্শনের অভিলাষায়-আন্তরিক প্রণতি জানাবার মানসে। শ্রীশ্রীমার আশ্রমের পক্ষ হতেও দুই জন বরিষ্ঠ সন্ন্যাসী পৌছে গিয়েছিলেন আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য।

এইরূপ একজন বিরল মহান পুরুষের অভাববোধ আমাদের সকলের মনে সদাজাগ্রত থাকবে তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। তাঁর অত্যন্ত পবিত্র আত্মার প্রতি আমরাশ্রদ্ধাবনতচিত্তে হার্দিক প্রণাম জানাই।

(২) সুরসম্রাজ্ঞী ভারতরত্ন শ্রীমতী শুভলক্ষ্মী

"বারাণসী পুরপতে কুরু সুপ্রভাতম্"– প্রভাতে যাঁর স্বর্গীয় কন্ঠের অপূর্ব সুরলহরীতে তেজোদ্দীপ্ত সুমিষ্ট আওয়াজে সুস্পষ্ট উচ্চারণে "সুপ্রভাতম্" শ্রবণ করে ভারতের অগণিত নরনারী শয্যা ত্যাগ করে নিজের নিজের কর্তব্য কর্মে নিয়োজিত করত নিজেকে; যাঁর মধুর কন্ঠে বেজে উঠত ভারতের প্রতি দেবালয়ে ও ঘরে ঘরে মাতা অন্নপূর্ণার প্রাণবন্ত স্তুতি "ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বন করী মাতাহন্নপূর্ণেশ্বরী;" সেই মধুর দৈবী কন্ঠের অধিকারিণী শ্রীমতী শুভলক্ষ্মী আজ আর আমাদের মধ্যে নেই। গত ১১ই ডিসেম্বর সেই সুর সম্রাজ্ঞী ভারতরত্ন শুভলক্ষ্মী চির অমর সুরলোকের পথে যাত্রা করেছেন। জীবন প্রভাতে যিনি চলচিত্রে ভক্তিমতী মীরার অপূর্ব ভজন স্বীয় সুধা কন্ঠে অমর গান করে ও মীরার ভূমিকায় অমর অভিনয় করে শত শত লোকের হৃদয় জয় করেছিলেন, সেই অপূর্ব রূপসী ভক্তিমতী সঙ্গীত সাধিকা, এ যুগের মীরাবাঈ শ্রীমতী শুভলক্ষ্মী যেন নিজের ইষ্ট গিরিধর গোপালের চির আকাঙ্খিত শ্রীচরণ কমলে চিরতরে বিলীন হয়ে গেলেন।

মন্দিরের নগরী মাদুরায় ১৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯১৬তে একটি সঙ্গীতময় পরিবারে শুভলক্ষ্মী জন্মগ্রহণ করেন। বাড়ীতে ঠাকুরমা ভায়োলিন বাজতেন। বাবাও সঙ্গীতের মর্মজ্ঞ ছিলেন। কন্যার প্রতিভা বুঝে তাঁর গুরুর কাছে সঙ্গীত শিক্ষার ব্যবস্থা করে দেন। শুভলক্ষ্মীর মা-ও তাঁকে সদা উৎসাহিত করতেন। মাত্র ১০ বছর বয়সে তাঁর প্রথম গান এচ০এম০বী০তে রেকর্ড করা হয়। তখন থেকেই তিনি নানা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে থাকেন। ১৯৪০ সনে কংগ্রেসী নেতা শ্রী সদাশিবমজীর সঙ্গে তিনি পরিণয়ে আবদ্ধ হন। ১৯৩৮ সনে তাঁর তামিল এবং হিন্দী ভাষায় নির্মিত চলচিত্র মীরাবাঈতে তাঁর গান ও অভিনয় শত শত লোকের হৃদয় জয় করেছিল। ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুজী এবং রাষ্ট্রপিতা মহাত্মা গান্ধী, ভারত কোকিলা শ্রীমতী সরোজিনী নায়ডু, শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী সকলেই তাঁর গানের প্রশংসক ছিলেন। জীবনে তিনি বহু পুরস্কার ও সম্মান লাভ করেছেন। তিনিই ভারতের প্রথম মহিলা, যিনি "কলানিধি" উপাধি লাভ করেন। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রতিষ্ঠান তাঁকে সম্মান ও উপাধির দ্বারা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বভূষিত করে নিজেরাই গৌরবান্বিত হয়েছে। ১৯৯৮ সনে সর্বোচ্চ নাগরিক সম্মান "ভারতরত্ন" উপাধি াভ করেন। তার আগেই ১৯৯৭ সালে তাঁর স্বামী শ্রী সদাশিবমজী পরলোক গমন করেন।

ভক্তিমতী শ্রীমতী শুভলক্ষ্মীজীও তাঁর স্বামী শ্রী সদাশিবমজী শ্রীশ্রীমায়ের পরমভক্ত ছিলেন। স্বামী ও ী বহুবার মায়ের চরণে উপস্থিত হয়ে নিজেদের শ্রদ্ধা পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করেছেন।

বর্তমান ত্রিবেন্দ্রমের মহারাজা শ্রী মার্তন্ড বর্মার লক্ষ্মদীপম্ উৎসব উপলক্ষে তাঁর সাদর আমন্ত্রণে মা খন দাক্ষিণাত্যে ত্রিবেন্দ্রমে যান ১৯৭২ সনের জানুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে তখন দিল্লী থেকে শ্রীশ্রীমা াজা মাদ্রাজে আসেন শ্রীমতী শুভলক্ষ্মী ও সগাশিবমজীর সাদর আহ্বানে। তাঁদের মায়ের প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি, াদর আপ্যায়ন ও সম্পূর্ণ আশ্রমবাসী ব্রহ্মচারী, ব্রহ্মচারিণী, স্বামীজীদের যেভাবে আদর যত্ন করেন তা াষায় ব্যক্ত করা সম্ভব নয়। "কল্কি গার্ডেন্সে" তাঁদের প্রাসাদোপম ভবনে সকলের থাকবার ব্যবস্থা হয়। ায়ের জন্য নবনির্মিত রুচিপূর্ণ চারুশিল্প সুরচিত কুটীর নির্মিত হয়। মা এখানে তিনদিন ছিলেন। সদাশিবমজী লেন মাদ্রাজের একজন অতি গণ্যমান্য ব্যক্তি। বিরাট প্রেসের অধিকারী। তামিল নাদে তামিল ভাষার গ্রষ্ঠ পত্রিকা "কল্কি" তাঁরই প্রেসের অবদান। নিজে প্রখ্যাত সাহিত্যিক। কিন্তু বড়ই অমায়িক। শ্রীমতী ভলক্ষ্মী নিজের স্বামীর সঙ্গে শ্রীশ্রীমায়ের চরণপূজা করেন। প্রথমে দুধ ও প্রচুর গোলাপ জলে মায়ের চরণ াভিষেক হয়। পরে স্বর্ণ রৌপ্য কমলও সুগন্ধিত পুষ্প দিয়ে পুষ্পাঞ্জলি দিলেন। থরে থরে সাজানো ফল ষ্টি দিয়ে মাকে ভোগ দিয়ে মায়ের চরণে লুটিয়ে পড়লেন শ্রীমতী শুভলক্ষ্মী। আজ তাঁর আনন্দের সীমা ই, যেন ইষ্ট দর্শন লাভ হয়েছে।

তিন দিনই সকাল ও বিকালে মাতৃ সৎসঙ্গের সময় শুভলক্ষ্মীজীর গান হত। অপূর্ব তাঁর মীরার জন। তিনি যখন নিজের পালিতা কন্যা শ্রীমতী রাধার সঙ্গে মায়ের দিকে তাকিয়ে "বৃন্দাবনের লীলার" য়াদ আওয়ে ইয়াদ আওয়ে' এই ভজনটি গাইতে শুরু করলেন তখন সহস্রাধিক ভক্ত স্তব্ধ হয়ে বসে লেন। সকলেরই হৃদয় বীণায় ওই অনবদ্য সুর লহরী অনুরণিত হয়ে চলেছে। মহা ভাবময়ী শ্রীশ্রীমা শান্ত মুদ্রায় বিরাজিতা। আবার কখনও শুভলক্ষ্মী "অঁসুয়ান জল সিঞ্চি সিঞ্চি" এই ভজন গেয়ে চোখের লে ভাসছেন। অপূর্ব তাঁর ভক্তিভাব। এরপর ও শুভলক্ষ্মীজী নিজের স্বামীর সঙ্গে উত্তর কাশীতে মায়ের ন্মোৎসবে ও অন্যান্য বহু জায়গায় দিল্লী, কাশী ইত্যাদি স্থলে মায়ের চরণে উপস্থিত হয়ে মায়ের চরণে দ্ধাকুসুমাঞ্জলি অর্পণ করে নিজের অনবদ্য সঙ্গীত পরিবেশনে সকলকে আনন্দ দান করেছেন।

আজ শ্রীমতী শুভলক্ষ্মীর প্রয়াণে শোকার্ত হৃদয়ে আমরা তাঁকে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করছি। সুধাকন্ঠে ওয়া তাঁর অমর গান 'সুপ্রভাতম্', 'অন্নপূর্ণা স্তোত্র', মীরার ভজন প্রভৃতির দ্বারা শ্রোতাদের হৃদয়ে তিনি র অমর হয়ে থাকবেন।

☆

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আশ্রম সংবাদ

১। কনখল–

প্রতি বছরের মত এবারেও কনখলে শ্রীশ্রী মায়ের আশ্রমে ১৯শে নভেম্বর হতে ২৫শে নভেম্বর "শ্রী সংযম সপ্তাহ মহাব্রত" পালিত হয়। সংযম সপ্তাহের পূর্ব সন্ধ্যায় ১৮ই নভেম্বর উদঘাটন সমারো মহানির্বাণী আখাড়ার প্রাক্তন মহন্ত শ্রী গিরিধর নারায়ণ পুরীজী মহারাজ, হৃষিকেশের কৈলাস পীঠাধী মহামণ্ডলেশ্বর স্বামী বিদ্যানন্দ গিরিজী মহারাজ, রাষ্ট্রসন্ত শ্রদ্ধেয় শ্রী মোরারী বাপুজী, গরীব দাসী আখাড় মহামণ্ডলেশ্বর ডাঃ শ্যাম সুন্দর দাসজী, স্বামী পরমেশ্বরানন্দজী প্রভৃতি মহাত্মাগণ উপস্থিত হয়ে অনুষ্ঠা শোভাবৃদ্ধি করেন। সকলেই সংযম সম্বন্ধে ভাষণের মাধ্যমে নিজের নিজের বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠান প্রা হওয়ার আগে ব্রহ্মচারিণী বিশুদ্ধা শ্রীশ্রীমায়ের শ্রীমুখ নিঃসৃত সংযম গীতি–"হে ভগবান হে ভগবান কৃপাল হে দয়াল" ইত্যাদি গান করেন। এরপর সাধু, সন্ত, মহাত্মাদের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে কন্যাপী কন্যারা বেদপাঠ আরম্ভ করে। শ্রীশ্রী আনন্দময়ী সংঘের প্রধান সচিব স্বামী ভাস্করানন্দজী নিজের সংক্ষি ভাষণে মহাত্মাদের স্বাগত জানান। তারপর শ্রদ্ধেয় মহন্তজী সংক্ষেপে মাতৃকৃপা সম্বন্ধে বলেন। শ্রী বিদ্যানন্দ মহারাজ বিশদ ভাবে সংযমের মহিমা সম্বন্ধে বলেন। স্বামী পরমেশ্বরানন্দজীর সংক্ষিপ্ত ভাষণের পর শ্রদ্ধে মোরারী বাপু বলেন, "সাধক তিনিই যিনি কারুর বাধক নন। শ্রী মোরারী বাপু 'সাধক' শব্দের অর্থ ক বলেন, 'সা' মানে হল সাবধান। কোথায় সাবধান হতে হবে? 'ধ' মানে ধর্ম। ধর্ম কিরূপ? 'ক' অর্থাৎ কল্যা সুতরাং 'সাধক' শব্দের অর্থ হল কল্যাণকারী ধর্মে সাধককে সাবধান হতে হবে"। এরপর তিনি ব রাত্রিতে কেউ যদি কোন বাড়ীতে জেগে থাকে, অথবা যদি একটিও বাতি জ্বলে, তাহলে সেই বাড়ীতে চো প্রবেশ করতে পারে না, তাই আমাদের হৃদয় মন্দিরে যদি সংযমরূপী জ্যোতির্ময় দীপ প্রজ্বলিত থাকে ত কাম, ক্রোধাদি বিকাররূপী চোরের প্রবেশ হতে পারে না। তাই আমাদের জীবনে সংযমের এত মহি পিতা নিয়মের শিক্ষা দেন, কিন্তু মাতা সংযমের শিক্ষা দেন। এই পবিত্র পরিসরে এসে মৌন হয়ে বস আপনা হতে সংযম পালিত হয়ে যায়"। ডাঃ শ্যামসুন্দর দাসজীর ভাষণের সঙ্গে সঙ্গে মহাত্মাদের গম পর কীর্তন ও প্রণাম মন্ত্র করে এদিনের অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

পরদিন ১৯শে নভেম্বর হতে যথারীতি উষাকীর্তন থেকে আরম্ভ করে ধ্যান, কীর্তন আদি সুষ্ঠু চলতে থাকে। এবারে হৃষিকেশ কৈলাস আশ্রমে শ্রী মোরারী বাপুর শ্রীরাম কথা চলার জন্য সব গীতাচণ্ডী পাঠের পর স্বামী বিদ্যানন্দজী মহারাজ বেলা সাড়ে ১১টায় এসে ১২টা পর্যন্ত উপস্থিত থে প্রবচন করেন। তাঁর প্রবচনের বিষয় ছিল এবার বৃহদারণ্যক উপনিষদের মধুবিদ্যা। স্বামী বিদ্যানন্দ বলেন, "বৃহদারণ্যক উপনিষদের দ্বিতীয় অধ্যায়ে তিনটি কাণ্ড রয়েছে। মধুকান্ড, মুনিকান্ড আর খিলক এই মধুকান্ডকেই মধুবিদ্যা বলা হয়েছে। যেমন অনেক মৌমাছি মিলে মৌচাক তৈরী করে থাকে, তে পঞ্চমহাভূত, জীবের অদৃষ্ট এবং মায়ার দ্বারা এই জগতের ব্রহ্ম সৃষ্টি করে থাকেন। যা বহু লোকের প্রা দ্বারা সৃষ্ট হয় তাকেই মধুবিদ্যা বলে। শেষের দিন স্বামী বিদ্যানন্দজীর অনুপস্থিতিতে স্বামী পরমেশ্বরান উপনিষদের প্রবচন করেন। গীতা চণ্ডী পাঠের পর প্রতিদিন ১০টা থেকে ১১টা জগদ্‌গুরু আ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহামণ্ডলেশ্বর স্বামী প্রকাশানন্দজী ঈশোপনিষদের উপর প্রবচন করেন।

বিকালে স্বামী পরমেশ্বরানন্দজী শিব মহাপুরাণের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, "মানব জীবনের অন্তিম লক্ষ্য হল ভগবৎ প্রাপ্তি। সাধনার পূর্বে লক্ষ্য স্থির করা প্রয়োজন। সারা হরিদ্বারে এরূপ সংযম সপ্তাহ আর কোথাও হয়না। এর মহিমা অপূর্ব"। ডাঃ শ্যামসুন্দর দাসজী বলেন, (১)"মানব শব্দের দ্বারা তাকেই অভিহিত করা যেতে পারে যে নিজের সুখের জন্য অন্যকে দুঃখ দেয়না। (২) দানব সে, যে নিজের সুখের জন্য অপরকে দুঃখ দেয়। (৩) আর দেব সেই, যে অন্যের সুখের জন্য নিজে দুঃখ সহ্য করে"। এর পর শ্যামসুন্দর দাসজী মানবের চারটি শ্রেণীর ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন, (১) বদরিকাকার অর্থাৎ কুলের মত উপরে মিষ্টি কথা, ভিতরে আঁটির মত শুষ্কতাই সার। (২) শিলার মত কঠোর হৃদয় ব্যক্তি, (৩) নারিকেলের মত যাঁর ভিতরে কোমল হৃদয় ও বাইরে কঠোর। (৪) আঙ্গুরের মত যাঁদের ভিতর ও বাইরে রসে ভর্তি।

মহামণ্ডলেশ্বর স্বামী গুরুশরণানন্দজী সংযমের মধ্যে দুদিন এসে সকলকে আনন্দ সাগর ভাসিয়ে দেন। তিনি বলেন, "মায়ের চরণে প্রেমই আসল বস্তু। যদি মায়ের চরণে প্রীতি হয়ে যায় তবে প্রতীতি (বিশ্বাস) অবশ্য আসবে। তবে প্রীতি ও প্রতীতির সঙ্গে ভীতিরও আবশ্যকতা রয়েছে। তবেই মায়ের নির্দেশ ঠিক ঠিক করে পালন করা হবে"। মহামণ্ডলেশ্বর স্বামী জ্যোতির্ময়ানন্দজী বললেন, "আমাদের জীবনে শ্রেয়ঃ লাভের জন্যই এই সংযম সপ্তাহের আবশ্যকতা"। স্বামী সত্যমিত্রানন্দজী বললেন, "নিজের হৃদয় রূপী পাত্রকে ভক্তি রূপী মাটি দিয়ে মেজে পরিষ্কার করতে হবে"। ভোলাগিরি আশ্রমের মহামণ্ডলেশ্বর স্বামী দেবানন্দজী অসুস্থ হয়ে পড়ায় এবার সংযম সপ্তাহে যোগদান করতে পারেননি। তবে চিকিৎসকদের নিষেধ করা সত্ত্বেও একদিন এসে সংযম সপ্তাহের ব্রতীদের নিজের উপদেশের দ্বারা উদ্বুদ্ধ করলেন। তাঁকে যখন জিজ্ঞাসা করে হল, "আপনার শরীর কেমন আছে?" তখন তিনি বললেন, "শরীর ভাল নেই। কিন্তু আমি ভাল আছি"। শ্রী দেবানন্দজী বলেন, "আমরা মায়ের সন্তান। আমাদের উপর মায়ের কৃপা অজস্র ভাবে বর্ষিত হচ্ছে। মায়ের কৃপা অনুভবের জন্যই এই সংযম"।

মায়ের মন্দিরে সন্ধ্যারতির পর সন্ধ্যা কীর্তন ও মাতৃপ্রসঙ্গের পর যথা সময়ে মায়ের আরতি ও প্রণাম মন্ত্র করে প্রতিদিন কার্যক্রমের সমাপ্তি হত। ২৫শে নভেম্বর সংযম সপ্তাহের শেষদিন যথারীতি রাত্রিতে মহানিশার ধ্যান ও প্রসাদ গ্রহণ ও পরদিন ২৬শে নভেম্বর রাসপূর্ণিমার দিন মায়ের মন্দিরে প্রণাম করে হোমের টিকা গ্রহণ করে সংযম মহাব্রত উদযাপিত হল। এদিন প্রায় ১২৫ জন সাধু ভাণ্ডারা হয়।

নাম যজ্ঞের অধিবাসের পর সারারাত্রি মেয়েদের কীর্তন ও পরদিন সারাদিন কীর্তনের পর নগর ভ্রমণ ও মহন্ত বিদায়ের পর কীর্তনের পরিসমাপ্তির সঙ্গে সংযম সপ্তাহ মহাব্রতের পরিসমাপ্তি ঘটে।

২। বারাণসী—

বারাণসী আশ্রমে ১৯শে সেপ্টেম্বর হতে ২৬শে সেপ্টেম্বর ভাগবত জয়ন্তী উপলক্ষে শ্রীমদ্‌ভাগবত সপ্তাহ পারায়ণ অনুষ্ঠিত হয়। এবারের মূলভাগবতের সঙ্গে ৮টি ছোট ভাগবতও হয়েছিল। মহারাষ্ট্রের প্রসিদ্ধ ভাগবত বক্তা মাতৃভক্ত শ্রী অশোক ভাই কুলকর্ণীজী সুললিত ভাষায় ভাগবতের ব্যাখ্যা করেন। ভাগবতী কথার সঙ্গে শ্রীশ্রীমায়ের মধুর লীলাকথার সংযোজনায় অশোকভাই এর ব্যাখ্যা আরও মধুর হয়ে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উঠেছিল। যথা সময়ে ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম, 'গোপাল কালা'র উৎসব ও গোবর্দ্ধন ধারণ লীলা স্মৃ ও লীলায়িত করে কথা আরোও জীবন্ত হয়ে উঠেছিল। ২৭শে সেপ্টেম্বর হোমের পর ব্রাহ্মণদের দান ই সম্পন্নের সঙ্গে ভাগবত জয়ন্তী মহোৎসবের সমাপ্তি হয়।

শারদীয়া নবরাত্রি উপলক্ষে ১৫ই অক্টোবর হতে ২২শে অক্টোবর আশ্রমের স্মৃতি মন্দিরে ৪ স্থাপন করে চণ্ডীপাঠ হয়। ২০শে অক্টোবর হতে ২২শে অক্টোবর মহাসপ্তমী, মহাষ্টমী ও মহানবমী তি মাতৃমন্দিরে শ্রীশ্রীমায়ের ষোড়শোপচারে পূজা এবং মহানবমীর দিন গোপাল মন্দিরের হল ঘরে ১ কুমারীর বিশেষ ভাবে পূজা ও ভোগ হয়। ২৭শে অক্টোবর শ্রীশ্রীলক্ষ্মী পূজা এবং ১১ই নভেম্বর শ্রীশ্রী পূজা ও ১৩ই নভেম্বর অন্নকূট উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ১৯শে ডিসেম্বর হতে গীতা জয়ন্তী মহোৎসব হয়ে ২২শে ডিসেম্বর একাদশী তিথিতে ভগবান পার্থসারথির ও গীতা পূজার পর গীতা জয়ন্তী মহো সমাপ্তি ঘটে।

৩। আগরতলা—

গত ৩০শে আগষ্ট ঝুলন পূর্ণিমার দিন শ্রীশ্রীমায়ের আশ্রমে উৎসব সুন্দর ভাবে অনুষ্ঠিত হয়। বি আশ্রমের নাট মন্দিরে সৎসঙ্গ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ৬ই সেপ্টেম্বর জন্মাষ্টমীর দিন সরস্বতী মন্দিরে শ্রীশ্রী বিশেষ পূজা এবং বিকালে আশ্রমের নাট মন্দিরে যথারীতি সৎসঙ্গ হয়। ২২শে সেপ্টেম্বর "তাল নব দিন মায়ের বিশেষ পূজা ও ভাণ্ডারা হয়। ১৪ই অক্টোবর স্বামী চিন্ময়ানন্দজীর নির্বাণ তিথিতে শ্রীশ্রী বিশেষ পূজা ও ভাণ্ডারা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শারদীয়া নবরাত্রিতে কলশ স্থাপন করে শ্রীশ্রী দুর্গাপূজা সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়েছে। মহাষ্টমীর দি পাঁচ শত ভক্তরা মহাপ্রসাদ গ্রহণ করেন। ১১ই নভেম্বর শ্রীশ্রীকালী পূজা মহাধূমধামের সঙ্গে অনুষ্ঠিত মধ্যাহ্নে প্রায় দুই হাজার ভক্ত মহাপ্রসাদ গ্রহণ করেন। এবারের কালী পূজার বৈশিষ্ট্য ছিল শ্রীশ্রী আন সংঘের প্রধান সচিব স্বামী ভাস্করানন্দজীর ৭ই নভেম্বর হতে ১২ই নভেম্বর পর্যন্ত আশ্রমে উপস্থিতি। ৩৫ জন ভক্ত এবার দীক্ষা গ্রহণ করেন কালী পূজার দিন। শত শত ভক্তরা সুষ্ঠু ভাবে মা কালীকে দিয়ে ধন্য হন। কালী পূজার রাত্রিতে আশ্রমের সমস্ত মন্দির আলোক মালায় আলোকিত হয়ে উঠে

৪। আগরপাড়া—

শ্রীশ্রীমায়ের আগরপাড়া আশ্রমে ১৯শে অক্টোবর হতে ২৩শে অক্টোবর ভাল ভাবে শ্রীশ্রী দুর্গা অনুষ্ঠিত হয়। পূজার মধ্যে প্রতিদিন পূজান্তে পুষ্পাঞ্জলি এবং সকাল থেকে মধ্যাহ্নে ভোগারতি পর্যন্ত সমবেত চণ্ডীপাঠ, সৎসঙ্গ ও ভজনাদি ভক্তিগীতি পরিবেশিত হয়। ২৭শে অক্টোবর শ্রীশ্রী লক্ষ্মী পূজ শ্রীশ্রী সত্যনারায়ণ পূজা, ১১ই নভেম্বর মধ্যরাত্রিতে শ্রীশ্রী শ্যামাপূজা ও ১৩ই নভেম্বর অন্নকূট মহো অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১৯শে নভেম্বর হতে ২৫শে নভেম্বর সংযম সপ্তাহও যথারীতি পালিত হয়। স প্রতিদিন মহানিশার ধ্যান হত। ১৯শে ডিসেম্বর হতে ২২শে ডিসেম্বর গীতা জয়ন্তী উৎসব, ২৫শে ডি বাৎসরিক নামযজ্ঞের অধিবাস ও সারারাত মহিলাদের কীর্তন এবং ২৬শে ডিসেম্বর সারাদিন কীর্তনে কুঞ্জভঙ্গ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এ ছাড়া আশ্রমে প্রতি সোমবার হতে শনিবার বিকাল ৪টা হতে ৬টা স হনুমান চাল্লীশা, গীতা পাঠ, চণ্ডীপাঠ ও মাতৃলীলা কীর্তন অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। প্রতি রবিবার গঙ্গা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জপ কুটীরে উদয়াস্ত ইষ্টনাম জপ পালাকরে করা হয়। পূর্ণিমার প্রদোষে শ্রীশ্রী সত্যনারায়ণ পূজা ও অমাবস্যায় শ্রীশ্রী মায়ের বিশেষ পূজা এবং ইংরাজী মাসের দ্বিতীয় রবিবার উদয়াস্তকীর্তন ও বিকাল ৪টা হতে ৬টা "আনন্দ ধ্যান পীঠে" ধ্যান, সাধু–মহাত্মা ও বিদ্বদ জনগণের দ্বারা প্রবচন ও মাতৃ অনুধ্যান অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। বর্তমানে বরিষ্ঠ সাধু স্বামী জগদীশ্বরানন্দজী আগরপাড়া আশ্রমে থাকার ফলস্বরূপ সৎসঙ্গ আদি নিয়মিত রূপে পরিচালিত হচ্ছে।

৫। উত্তরকাশী–

কালী মন্দির উত্তর কাশীতে ১১ই নভেম্বর শ্রীশ্রী মহাকালীর বার্ষিক পূজা মহোৎসব সুন্দর ভাবে অনুষ্ঠিত হয়। কালী পূজার দিন বিকাল ৬টা হতে ভজন, কীর্তন আরম্ভ হয়ে যায়। মধ্যরাত্রিতে কালী পূজার পর ভোর ৩টায় কুমারী পূজা ও হোমান্তে পূজার সমাপ্তি হয়। ১২ই নভেম্বর সাধু ভাণ্ডারা ও কুমারী ভোজনের পর ভক্তদের মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

৬। দিল্লী–

দিল্লীতে শ্রীশ্রীমায়ের আশ্রমে ১৮ই অক্টোবর হতে ২৩শে অক্টোবর শ্রীশ্রী শারদীয়া দুর্গা পূজা ভালভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রতিদিন মঙ্গলারতি, বিশেষ পূজা, পুষ্পাঞ্জলি, ভোগ, সন্ধ্যারতি, ভজন কীর্তন প্রভৃতি সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হতে থাকে। দেবী প্রতিমার বিসর্জনের পর বিজয়া সম্মিলনীর অনুষ্ঠান হয়। ২৭শে অক্টোবর শ্রীশ্রী লক্ষ্মীপূজা, ১১ই নভেম্বর শ্রীশ্রী কালীপূজা এবং ১৩ই নভেম্বর অন্নকূট মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। দুর্গাপূজায় প্রতিদিন কুমারী পূজা ও নবরাত্রির ৯ দিন ঘট স্থাপন করে চণ্ডীপাঠ ও পূর্ণাহুতি হয়।

৭। ভীমপুরা–

শ্রীশ্রীমায়ের বিশেষ কৃপায় ভীমপুরা আশ্রমে এবার শ্রীশ্রী লক্ষ্মীপূজা ', শ্রীশ্রী শ্যামা পূজা এবং ১৩ই নভেম্বর শ্রীশ্রী অন্নপূর্ণা পূজাও (অন্নকূট) অনুষ্ঠিত হয়েছে।

৮। রাঁচী–

রাঁচীতে শ্রীশ্রীমায়ের আশ্রমে ১৯শে অক্টোবর হতে ২৩শে অক্টোবর শ্রীশ্রী শারদীয়া দুর্গাপূজা বেশ ভাল ভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে। শ্রীশ্রী লক্ষ্মীপূজা, শ্যামা পূজা এবং অন্নকূটও অনুষ্ঠিত হয়। পূজার মধ্যে ভজন, কীর্তন, পাঠ প্রভৃতি যথারীতি ভাবে চলতে থাকে।

☆

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শোক সংবাদ

১। শ্রী খনিজ কুসুম ঘোষ–

কলিকাতাবাসী মাতৃভক্ত শ্রীখনিজ কুসুম ঘোষ গত ৯ই অক্টোবর, ২০০৩ শ্রীশ্রী মায়ের স্নেহসুশীত চরণ তলে চিরতরে লীন হয়েছেন। ১৯৭৫ সালে কলিকাতায় তাঁর প্রথম মাতৃদর্শন ঘটে। ঐ বৎসর কনখলে তাঁর দীক্ষালাভ হয়, সুচারু দর্শন, সৌম্যহাস্যময়, ধর্ম, কর্ম ও মানুষের সেবায় তিনি নিয়োজি ছিলেন। তাঁর সন্তোষপুরস্থ বাড়ীতে প্রায়শঃ নাম কীর্তন ও সৎসঙ্গ হত। বাল্যকালে উনি নোয়াখালী মহাত্মা গান্ধীজীর সংস্পর্শে এসে স্নেহ ধন্য হন। তাঁর স্ত্রীও আশ্রম হতে দীক্ষা নেন এবং কন্যাও ক আশ্রমে 'নাম' গ্রহণ করে। সকলেই মাতৃভক্ত। মৃত্যু কালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭০ বৎসর।

আমরা তাঁর প্রয়াত আত্মার চিরশান্তি ও পরিবার বর্গের জন্য সান্ত্বনা কামনা করি।

২। শ্রী অয়োধ্যা প্রসাদ দীক্ষিত–

গত ১৭ই জুন, ২০০৪ দেরাদুনবাসী অতি পুরাতন মাতৃভক্ত শ্রী অযোধ্যা প্রসাদজী মাতৃ চরণে ল হয়েছেন। শ্রীযুক্ত দীক্ষিতজী একজন উচ্চ পদস্থ রাজকর্মচারী রূপে বারাণসী, এলাহাবাদ, দেরাদুন, ন স্থানে অবস্থান কালে শ্রীশ্রী মায়ের বিশেষ কৃপা প্রাপ্ত হন। মাতৃ নির্দেশ ও মায়ের খেয়াল অনুসারে নিজে জীবন চালিত করার চেষ্টা তিনি শেষ পর্যন্ত করে গেছেন। ১৯৮২ সালে দেরাদুনে জিলা ম্যাজিস্ট্রেট এর প হতে অবকাশ গ্রহণ করে স্থায়ী ভাবে তিনি দেরাদুনের বাসিন্দা হন এবং দেরাদুন আশ্রমের উন্নতি কল্পে ব সেবার কাজ করে গেছেন। আশ্রম যাতে স্বনির্ভর ভাবে দাঁড়াতে পারে তাঁর জন্য তিনি বহু চেষ্টা করেছেন

শ্রীদীক্ষিতজী উচ্চশিক্ষিত, প্রজ্ঞাবান, মিষ্টভাষী, নিরভিমানী, হিন্দী সাহিত্যপ্রেমী ছিলেন। তাঁর ম ব্যবহারে সকলেই তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হতেন। তাঁর প্রয়াণে আশ্রমের অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে। আম মাতৃচরণে প্রয়াত আত্মার চিরশান্তি ও পরিবার বর্গের জন্য সান্ত্বনা কামনা করি।

৩। শ্রী পান্নালাল সেনগুপ্ত–

গত ৪ঠা ডিসেম্বর, ২০০৪ পুণা আশ্রমের সেক্রেটারী শ্রী পান্নালাল সেনগুপ্ত শ্রীশ্রীমায়ের চর চিরশান্তি লাভ করেছেন। তিনি প্রায় দুবছর ধরে পুণা আশ্রমের সেক্রেটারী ছিলেন। এই দুই বছরেই বিশে পরিশ্রম করে পুণা আশ্রমের উন্নতির চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর স্ত্রী শ্রীশ্রীমায়ের উপস্থিতিতে ১৯৮০ সা দীক্ষা লাভ করেন। শ্রী সেনগুপ্ত ইদানীং পুণা আশ্রমের পিছনেই বাস করতেন। পরোপকারী স্বভাবের জ সকলেই তাঁকে শ্রদ্ধা করতেন। মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৮২ বৎসর। মায়ের সেবক মাতৃ ন করতে করতে মায়ের চির আনন্দধামে চিরতরে বিশ্রাম লাভ করেছেন। আমরা তাঁর আত্মার শান্তিলা জন্য মায়ের চরণে প্রার্থনা জানাই ও পরিবার বর্গের জন্য সান্ত্বনা কামনা করি।

☆

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রখ্যাত সাহিত্যিক ডঃ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য দ্বারা লিখিত কয়েকটি অমূল্য পুস্তক —

আনন্দময়ী মায়ের কথা — শ্রীশ্রী মার জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে প্রকাশিত অসংখ্য চিত্র সম্বলিত বিস্তারিত জীবন আলেখ্য। ভারতের রাষ্ট্রপতি মাননীয় ডঃ শঙ্করদয়াল শর্মার ভূমিকা সহ এক অনন্য-সাধারণ গ্রন্থ। রেক্সিন বাঁধাই। প্রকাশক — শ্রীশ্রী আনন্দময়ী সংঘ, কনখল, হরিদ্বার - ২৪৯ ৪০৮, মূল্য - ৩৫০/- টাকা।

গল্পে মা আনন্দময়ী বাণী — গল্পে ও কথায় শ্রীশ্রী মায়ের অমূল্য উপদেশ এবং এই মহাজীবনের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে আলোচনা ও সংক্ষিপ্ত জীবনী সহ। প্রকাশক - ডি. এম. লাইব্রেরী, ৩২, বিধান সরণী, কলকাতা-৬। দুই খণ্ডে প্রকাশিত। বোর্ড বাঁধাই। মূল্য২৫/- টাকা ও ৪০/- টাকা।

অমৃতের আহ্বান — শ্রীশ্রী মায়ের বিশিষ্ট কিছু বাণীর বিষদ আলোচনা সহ অপূর্ব গ্রন্থ। প্রকাশিকা — শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী সৎসঙ্গ সম্মিলনীর পক্ষে শ্রীমতী অঞ্জলি ভট্টাচার্য্য। এ-বি ১৭৫, সল্টলেক, কলকাতা - ৬৪, সুন্দর প্রচ্ছদপট সহ বোর্ড বাঁধাই। মূল্য - ৫০/- টাকা।

তিন মায়ের কথা — মা সারদা, মা আনন্দময়ী ও শ্রী অরবিন্দ আশ্রমের "মাদারের" অমৃত-জীবনের বিভিন্ন দিক ও তাঁদের সাদৃশ্য সম্পর্কে এক অভিনব পুস্তক। প্রকাশক —সাহিত্য বিহার, ১ বি, মহেন্দ্র শ্রীমানী স্ট্রীট, কলকাতা-৯, বোর্ড বাঁধাই। মূল্য ৩৫/- টাকা। প্রাপ্তি স্থান ঃ সাহিত্য - বিহার ও ওরিয়েন্টাল বুক কোম্পানী। ৫৬ সূর্য্য সেন স্ট্রীট, কলকাতা - ৯।

প্রাপ্তিস্থান ঃ উপরোক্ত সব কয়টি পুস্তকই কলকাতায় স্থানীয় বিভিন্ন প্রকাশক অথবা শ্রীমতী অঞ্জলি ভট্টাচার্য্য, এ-বি ১৭৫, সল্টলেক, কলকাতা - ৬৪ এই ঠিকানায় উপলব্ধ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিশেষ সূচনা

"পরমার্থ প্রসঙ্গে মহামহোপাধ্যায় শ্রী গোপীনাথ কবিরাজ"

পন্ডিতপ্রবর পদ্মবিভূষণ ড০ গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের শ্রীমুখনিঃসৃত শাশ্বত অমৃতবাণীর তত্ত্বে পরিপূর্ণ এই অতুলনীয় গ্রন্থের একাদশ খন্ড সদ্য প্রকাশিত হইয়াছে। পরমার্থ পথের পথিক তথা তত্ত্ব জিজ্ঞাসুর নিকট ইহা এক অমূল্য সম্পদ। প্রতিটি খন্ডই স্বয়ং সম্পূর্ণ। একাদশ খন্ডের মূল্য ৫০ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান :—

১. মহেশ লাইব্রেরী : ২/১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কোলকাতা-৭০
২. সংস্কৃত-পুস্তক ভান্ডার : ৩৮, বিধান সরণী, কোলকাতা-৬
৩. সর্বোদয় বুক স্টল : হাওড়া স্টেশন

"মা আছেন কিসের চিন্তা ?"

With Best Compliments from :

Amrita Bastralaya

157-C, Rashbehari Avenue, Ballygunje, Calcutta – 700 029
Phone : 24642217

Suppliers of Quality Sarees, Woolen and Redymade Garments and School Uniforms

WE HAVE NO OTHER BRANCH

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"হরি কথাই কথা, আর সব বৃথা ব্যথা।"

— শ্রীশ্রী মা

পেন্‌সিলভেনিয়া আমেরিকাতে স্থায়ী রূপে পঞ্জীকৃত প্রতিষ্ঠান "মা আনন্দময়ী সেবা সমিতি"র পক্ষ হতে পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমায়ের সকল ভক্তজনকে সপ্রেম 'জয় মা' জানানো হচ্ছে।

এই প্রতিষ্ঠানের মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে শ্রীশ্রীমায়ের জীবনলীলা ও অমূল্য বাণীর প্রচার, বিবিধ আধ্যাত্মিক কার্য্য সম্পাদন। সৎসঙ্গের পরিচালন, সনাতন ভাগবৎ ধর্ম্মযুক্ত প্রক্রিয়ার পরিচালনা এবং জনজনার্দ্দনের সেবা।

আমেরিকান সরকার দ্বারা এই সমিতি আয়কর হতে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত ঘোষিত হয়েছে —No. 23/2967597/I.R.S Code 501 (C). (3)

আমেরিকা ও নিকটবর্ত্তী দেশসমূহের স্থায়ী রূপে নিবাসী ভক্তদের কাছে অনুরোধ জানানো হচ্ছে যে 'মা আনন্দময়ী অমৃতবার্তা' (ত্রৈমাসিক পত্রিকা যা বাংলা, ইংরাজী, হিন্দি ও গুজরাতী এই চার ভাষায় প্রকাশিত হয়ে থাকে) সেই পত্রিকা এবং শ্রীশ্রী মায়ের দিব্যজীবন লীলা ও অমূল্য বাণী সম্বলিত নানা গ্রন্থ উপরোক্ত সেবা সমিতির কাছ থেকে সংগ্রহ করতে পারেন।

বিস্তৃত বিবরণের জন্য নীচের ঠিকানায় সম্পর্ক স্থাপন করুন —

Mahadev R. Patel
Secretary, Ma Anandamayee Seva Samiti (MASS) Inc.
212, Moore Road, Wallingford, PA 19086-6843
Tel : 610-876-6862 Mobile : 484-410-4844
Email : matriseva@yahoo.com

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মা আমার আনন্দময়ী, সুখদায়িনী, শান্তিদায়িনী
জন্মদাত্রী মা ত্রিপুরাসুন্দরী, করুণারূপী, কৃপাময়ী,
দয়াময়ী মা আনন্দময়ী, জগৎরূপিনী জগত্তারিণী।

মায়ের শ্রীপাদপদ্মে —

Every Step with

☎ (0381) 2221975 (O)
2201274 (R)

Anand

Deals in : Footwear, Luggage and Leather products.

2, H.G. Basak Road,
Kaman Chowmuhani,
Agartala - 799 001,
Tripura (W)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

❁ Branch Ashrams ❁

14. NEW DELHI : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Kalkaji, New Delhi-110019 (Tel : 011-26826813)

15. PUNE : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Ganesh Khind Road, Pune-411007, (Tel : 020-5537835)

16. PURI : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Swargadwar, Puri-752001, Orissa. (Tel : 06752-223258)

17. RAJGIR : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, P.O.Rajgir, Nalanda-803116, Bihar (Tel : 06112-255362)

18. RANCHI : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Main Road,P.O. Ranchi- 834001 (Tel : 0651-2312082)

19. TARAPEETH : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, P.O. Chandipur-Tarapeeth, Birbhum-731233,

20. UTTARKASHI : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Kali Mandir, P.O. Uttarkashi-249193,

21. VARANASI : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Bhadaini, Varanasi-221001, U.P. (Tel : 0542-2310054+2311794)

22. VINDHYACHAL : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Ashtabhuja Hill, P.O. Vindhyachal, Mirzapur-231307, (Tel : 05442-242343)

23. VRINDABAN : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, P.O. Vrindaban, Mathura-281121 U.P. (Tel: 0565-2442024)

*

IN BANGLADESH :

1. DHAKA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, 14, Siddheshwari Lane, Dhaka- 17 (Tel _ 8802-9356594)

2. KHEORA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, P.O. Kheora, Via-Kasba, Brahmanbaria.

*

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS
FOR INDIA AS NO. 65438/97

रत्ना ऑफसेटस लिमिटेड कमच्छा, वाराणसी फोन- २३९२६३०

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মা আনন্দময়ী

অমৃত বার্তা

VOL.-9 APRIL, 2005 NO. 2

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

SHREE SHREE ANANDAMAYEE SANGHA

❀ Branch Ashrams ❀

1. AGARPARA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram. P.O. Kamarhati Calcutta-700058 (Tel : 25531208)
2. AGARTALA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram. Palace Compound P.O. Agartala- 799001. West Tripura (Tel : 0381-2208618)
3. ALMORA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Patal Devi. P.O. Almora-263602, (Tel : 05962-233120)
4. ALMORA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, P.O.Dhaul-China. Almora-263881, (Tel : 05962-262013)
5. BHIMPURA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Bhimpura. P.O. Chandod, Baroda- 391105, (Tel : 02663-233208+ 233782)
6. BHOPAL : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, P.O. Bairagarh. Bhopal-462030, M.P. (Tel : 0755-2641227)
7. DEHRADUN : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Kishenpur.P.O. Rajpur, Dehradun-248009 (Phone : 0135-2734271)
8. DEHRADUN : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Kalyanvan, 176, Rajpur Road, P.O. Rajpur, Dehradun-248009, (Phone : 0135-2734471)
9. DEHRADUN : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, P.O. Raipur Ordnance Factory, Dehradun-248010
10. JAMSHEDPUR : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Near Bhatia Park, Kadma, Jamshedpur-831005
11. KANKHAL : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, P.O. Kankhal.Hardwar-249408, (Tel : 01334-246575)
12. KEDARNATH : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Near Himlok. P.O. Kedarnath, Chamoli-246445,
13. NAIMISHARANYA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Puran Mandir.P.O. Naimisharanya, Sitapur-261402, U.P. (Tel : 05865-251369)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মা আনন্দময়ী — অমৃতবার্তা

শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ীর দিব্য জীবন
ও
অমূল্যবাণী সম্বলিত ত্রৈমাসিক পত্রিকা

বর্ষ ৯ এপ্রিল ২০০৫ সংখ্যা ২

সম্পাদকমন্ডল

★ ব্রহ্মচারী শিবানন্দ
★ ডঃ শুকদেব সিংহ
★ কুমারী চিত্রা ঘোষ
★ কুমারী গীতা ব্যানার্জী
★ ব্রহ্মচারিণী গুনীতা

কার্য্যকরী সম্পাদক
শ্রী পানু ব্রহ্মচারী

☆

বার্ষিক চাঁদা (ডাক ব্যয়সহ)
ভারত – ৬০ টাকা
বিদেশে – ১২ ডলার অথবা ৪৫০ টাকা
প্রতি সংখ্যা – ২০ টাকা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মুখ্য নিয়মাবলী

❋ ত্রৈমাসিক পত্রিকা বাংলা, হিন্দী, গুজরাতী ও ইংরাজী এই চার ভাষায় পৃথক পৃথকভাবে বৎসরে চার জানুয়ারী, এপ্রিল, জুলাই এবং অক্টোবর মাসে প্রকাশিত হইয়া থাকে। পত্রিকার বর্ষ জানুয়ারী সংখ্যা হই আরম্ভ হয়।

❋ প্রধানতঃ শ্রী শ্রী মায়ের দিব্য জীবন ও অমূল্যবাণী বিষয়ক প্রবন্ধাদি প্রকাশনই এই পত্রিকার মুখ্য উদ্দে অবশ্য দেশ-কাল-ধর্ম্ম ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে যে কোন আধ্যাত্মিক বা দার্শনিক হৃদয়গ্রাহী প্রবন্ধ এবং বি মহাপুরুষদের জীবনী ও উপদেশ সম্বলিত লেখা সাদরে গৃহীত হইবে। নিতান্ত ব্যক্তিগত অনুভব ব্যতী শ্রী শ্রী মায়ের দিব্যলীলা বিষয়ক লেখাও শ্রী শ্রীমায়ের অগণিত ভক্তবৃন্দের নিকট হইতে আশা করা যাই

❋ প্রতিটি লেখা সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় সুস্পষ্ঠ অক্ষরে লিখিত থাকা বিশেষ আবশ্যক। কোনও কারণব লেখা পত্রিকায় প্রকাশিত না হইলে লেখকের নিকট ফেরৎ পাঠান অসুবিধাজনক।

❋ অগ্রিম বার্ষিক চাঁদা কেবলমাত্র মনি অর্ডার বা ডিমান্ড ড্রাফট দ্বারা **"Shree Shree Anandamay Sangha - Publication A/C"** এই নামে পাঠাইবার নিয়ম।

❋ পত্রিকা সম্পর্কিত যোগাযোগ নিম্নলিখিত ঠিকানায় করিতে হইবে —

Managing Editor,
Ma Anandamayee - Amrit Varta
Mata Anandamayee Ashram
Bhadaini, Varanasi - 221 001

❖ ❖ ❖ ❖ ❖

পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিবার নিয়ম ঃ-
সম্পূর্ণ পৃষ্ঠা — ২০০০/- বাৎসরিক
অর্দ্ধেক পৃষ্ঠা — ১০০০/- "
১/৪ পৃষ্ঠা — ৫০০/- "

বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু সহ অগ্রিম টাকা উপরোক্ত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

শ্রীশ্রী আনন্দময়ী সংঘের পক্ষে মুদ্রক ও প্রকাশক শ্রী পানু ব্রহ্মচারী দ্বারা শ্রী শ্রী আনন্দময়ী স ভাদাইনী, বারাণসী - ২২১ ০০১ উঃপ্রদেশ হইতে প্রকাশিত এবং রত্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস, বি ২১/ কামাচ্ছা, বারাণসী - ১০ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক — শ্রী পানু ব্রহ্মচারী।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিষয়-সূচী

১.	মাতৃ-বাণী	০০০০	১
২.	শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী প্রসঙ্গ –শ্রী অমূল্য কুমার দত্তগুপ্ত	০০০০	৩
৩.	জগত্মাতা (গান) –শ্রী চিন্ময় মুখোপাধ্যায়	০০০০	৬
৪.	শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী লীলাকথা –ড০ বীথিকা মুখার্জী	০০০০	৭
৫.	আদি কবি রবীন্দ্রনাথ ও ভারতীয় সংস্কৃতি -ড০ বীরেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায়	০০০০	১০
৬.	মাতৃ-নির্দেশ (গান) –নলিনী কান্ত ভট্টাচার্য	০০০০	১৩
৭.	মাতৃ-স্বরূপামৃত –শ্রী প্রিয়ব্রত ভট্টাচার্য	০০০০	১৪
৮.	মায়ের কথা –শ্রী নিগম কুমার চক্রবর্তী	০০০০	১৮
৯.	কৃপাময়ী মা আমার সাক্ষী গোপাল –শ্রীমতী বাসন্তী মৈত্র	০০০০	২২
১০.	শ্রীশ্রীমায়ের প্রসঙ্গ –শ্রীমতী অনিমা গাঙ্গুলী	০০০০	২৮
১১.	শ্রীশ্রমায়ের আব্দার –সংকলন কুমারী চিত্রা ঘোষ	০০০০	৩০
১২.	নববর্ষকে স্বাগত (কবিতা) –শ্রী চিত্তরঞ্জন পাত্র	০০০০	৩১
১৩.	সুনামী ও শ্রীশ্রীমা –সতীনাথ	০০০০	৩২
১৪.	আশ্রম সংবাদ	০০০০	৩৬
১৪.	শ্রদ্ধাঞ্জলি	০০০০	৩৯

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

STATEMENT ABOUT OWNERSHIP & OTHER PARTICULARS ABOUT NEWSPAPER ENTITLED "MA ANANDAMAYEE AMRIT VARTA" AS REQUIRED TO BE PUBLISHED U/S 190 OF THE PRESS AND REGISTRATION ACT. FORM IV (RULE 8)

1. Title of Newspaper	:	**Ma Anandamayee Amrit Varta**
2. Place of publication	:	**Shree Shree Anandamayee Sangha, Bhadaini, Varanasi-1**
3. Periodicity of publication	:	**Quarterly**
4. Printer's Name	:	**Panu Brahmachari**
Whether citizen of India	:	**Yes**
Address		**Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Bhadaini, Varanasi-1**
5. Publisher's Name	:	**Panu Brahmachari**
Whether citizen of India	:	**Yes**
Address	:	**Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Bhadaini, Varanasi-1**
6. Editor	:	**Panu Brahmachari**
Whether citizen of India	:	**Yes**
Address	:	**Shree Shree Ma Anandamayee Ashram Bhadaini, Varanasi-1**
7. Name & address of the owner, who owns the Newspaper	:	**Shree Shree Anandamayee Sangha (Regtd) H.O., Kankhal, Hardwar-249408**

I, Panu Brahmachari, hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

March, 1 , 2005

(Sd) PANU BRAHMACHARI
Publisher.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

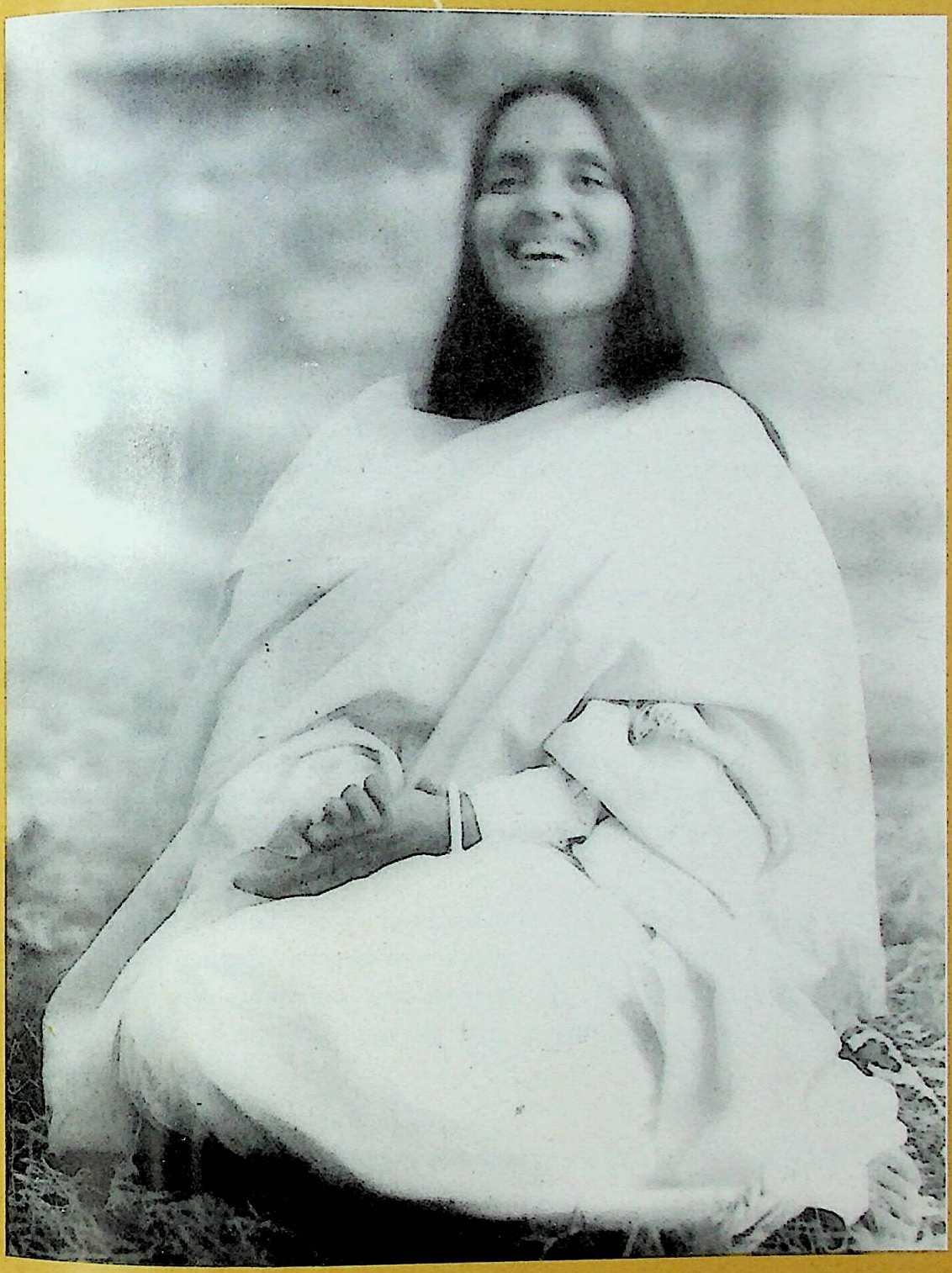

Ma in an ecstatic mood, sitting on dried grass in front of the Varanasi ashram *Havanshala* in the early fifties.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাতৃ-বাণী

যাঁর সৃষ্টি তাঁর ব্যবস্থায় তাঁরই কাছে সে আছে। তিনি যখন যে ভাবে যাকে রাখেন সবই মঙ্গল। সব তাঁরই ব্যবস্থা কিনা-তাঁরই মধ্যে যে। আপেক্ষিক অর্থাৎ অপেক্ষা রেখে যে সুখ তার পরিণাম ইহাই শোক। মানুষ মাত্রের কর্তব্য শান্তস্বরূপ সেই ভগবানেরই চিন্তা করা। ভগবৎ চিন্তার অনুকূল না নিলে শান্তি কিছুতে হতে পারে না।

★ ★ ★

এ অভাব বোধটা জাগা ত স্বাভাবিক। এযে তাঁহারই স্বভাব। সর্বহারা মানে সব পাওয়া। তিনি দয়ালু, কৃপালু, যখন যা করেন সবই ত মঙ্গল, তবে সাময়িক কষ্টদায়ক নিশ্চয়ই। তিনি যখন সর্বহারা রূপে প্রকাশিত হতে থাকেন, আশা সর্ব-পাওয়া রূপেতেও প্রকাশিত হবেন। সত্যের আলোকের সহায়ক যিনি তাঁহার অভাব বোধত মঙ্গলকর, সত্যের স্মৃতি জাগিয়ে দেয় বলে। তিনি ত সর্বত্র সর্বক্ষণ আছেন। স্বভাব জাগরণের চেষ্টাই মানুষ মাত্রের কর্তব্য।

★ ★ ★

শরীর ধারণ সাধারণতঃ বাসনা, কামনা, শোক, তাপ, জরা, ব্যাধি, সুখ, দুঃখ ইত্যাদি ভোগের জন্য ত? তাঁর সেবার জন্য, তাঁকে পাওয়ার জন্য, তাঁহারই জন্য, ইহা মনে রাখা। বুঝিনা, জানিনা যেখানে, সেই কিন্তু অজ্ঞান, এই আবরণেই ত বেদনা আঘাত।

★ ★ ★

তাঁর লীলা-ক্ষেত্রে পাওয়াও হারানো। এটা ত তাঁহার স্বাভাবিক গতি। যা হারায়না তাকে ভাববে। সেই মঙ্গলময় ভগবানকেই একমাত্র ভাববে, তাঁহার কাছে প্রার্থনা করবে। তাঁহার উপর নির্ভর করবে। জপ, ধ্যানে দীর্ঘ সময় দিতে চেষ্টা করবে। মনটা তাঁর চরণে ফেলে রাখা, নিরন্তর জপ ধ্যানের চেষ্টা।

★ ★ ★

চব্বিশ ঘন্টা রয়েছে সাধন ভজনের জন্য। ভগবানকে পাওয়ার ইচ্ছাই বিশেষভাবে থাকা কর্তব্য। মনুষ্য মাত্রেরই মনুষ্যত্ব লাভের ইচ্ছা প্রধান রাখা' যতটুকু সংসারের সেবায় সময় দেওয়া হয়, আর বাকী সময় ভগবৎ চিন্তায় রাখা কর্তব্য। জপ, ধ্যান, সৎ গ্রন্থদি পাঠ, পূজা, প্রার্থনা, আত্মনিবেদন, তাঁর জন্যই তাঁকে চাওয়া ও কাঁদা। সৎসঙ্গ অনুকূল হলে চেষ্টা করা। না পেলে সদভাবের বাঁধ, সর্বক্ষণ হৃদয়ে বাঁধিয়া রাখার চেষ্টা।

★ ★ ★

ধৈর্য্যের আশ্রয় বিনা 'মানুষ' কি করিয়া হইবে? সত্য লাভ করিতে হইলে সকল বিঘ্নের ভিতর দিয়া ধৈর্য্যের আশ্রয় গ্রহণ কর্তব্য। বিঘ্ন, তবেই না ধৈর্য্য।

★ ★ ★

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সকলের সঙ্গে সত্য কথা বলবে। গুপ্ত কথা, গোপন ও মিথ্যা ব্যবহারে চুরি করা হয়। তাহাতে চু মনকে কলুষিত করে, দুঃখের সাগরে ভাসায়। সত্যবদ্ধ ও পবিত্র জীবন আনন্দ ও পরম সুখের অনুকূ

☆ ☆ ☆

ভগবানের চরণ শরণ সদা মানুষ মাত্রের একমাত্র কর্তব্য। মনে যে প্রকার তাঁর পূজা, পাঠ, জপ, ধ্য আসে, সে প্রকারেই করার চেষ্টা। সময়ে সব বিধান ভগবান দেন। তাঁহার স্মৃতি হৃদয়ে রাখা।

☆ ☆ ☆

হাতে কাজ করবে; মনে মনে ইষ্ট নাম জপ করবে। তাহাতে কাজও ভাল হবে। আর সংসা মঙ্গলের আশা। ধর্মকে বাদ দিয়া সংসার করিলেই দুঃখের সাগরে ভাসিতে হয়। সংসার করিলে ধ সংসার করাই সকলের কর্তব্য।

☆ ☆ ☆

কর্তব্য পালন করণীয়। ফলাফলের দিকে না তাকিয়ে কর্তব্য পালন করা উচিত। সত্যলাভের চে হইতে বড় কর্তব্য আর কিছুই নাই। আসল কর্তব্য ভগবৎ–প্রাপ্তির।

☆ ☆ ☆

নিজের যতটুকু শক্তি তাঁহার সেবায় লাগান, কেবল নির্ভর। তাঁহার চরণ শরণ, ভগবচ্চিন্তার অনু সংগ্রহ করাই মানুষের কর্তব্য।

☆ ☆ ☆

যখন যে কাজ করা মনোযোগের সহিত পূর্ণাঙ্গীন ভাবে করতে চেষ্টা করা। সর্বাবস্থায়ই ভগব উপর নির্ভর। তিনি সর্বময় কিনা। সবখানেই তাঁকে পাওয়া যায়। প্রাণ দিয়ে প্রাণের ঠাকুরকে ডাকা।

☆

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী প্রসঙ্গে

নবমখণ্ড–পূর্বার্দ্ধ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—শ্রী অমূল্য কুমার দত্তগুপ্ত

স্বাতন্ত্র্যের উল্লাস–

২৮শে ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার (ইং ১২।৩।৫৩)

মা হাসিতে লাগিলেন। পরে বলিলেন, 'কাহাকেও অপেক্ষা করিতে বলিয়া আর যে ফিরিয়া আসা হইল না, কাহাকেও বেড়াইতে সঙ্গে লইয়া যাওয়া হইবে বলিয়া পরে যে তাহাকে ফেলিয়াই যাওয়া হইল ইহার মধ্যে কিন্তু ভুল বা বিস্মৃতির কোন প্রশ্ন নাই। স্মৃতি থাকিলে ত বিস্মৃতি থাকিবে? যেমন বলা হয় যে কর্ম্ম এবং অকর্ম্ম। এখানে অকর্ম্ম ও কিন্তু এক প্রকার কর্ম্মই, যেমন বলা হয় জপ এবং অজপা; অজপা শুনিয়া বুঝিতে হইবে না যে জপ নাই। অজপাও একপ্রকার জপের অবস্থা। কাজেই যেখানে বিস্মৃতি, ভুল, অকর্ম্ম ইত্যাদি আছে সেখানে কিন্তু একটু বীজ অর্থাৎ সংস্কার আছে; কিন্তু আমি যে স্থিতির কথা বলিলাম উহাতে ঐসব কিছু নাই। উহা সত্য মিথ্যার অতীত অবস্থা। এ অবস্থায় সত্য মিথ্যা বলিয়া কিছু নাই, কারণ এখানে ত দুই নাই। জাগতিক দৃষ্টি হইতেই জিনিষকে সত্য মিথ্যা বলিয়া ভাগ করা হয়। হ্যাঁ, আবার এমনও হইতে পারে যে যদি কোন কথা এই শরীরের মুখ হইতে বাহির হয় তবে উহা সত্য হইতে বাধ্য। ভগবান সত্য স্বরূপ কিনা। আবার এমন স্থিতিও আছে যেখানে সত্য মিথ্যা বলিয়া কোন প্রশ্নই নাই। সেখানে শুধু নিজেকে লইয়া খেল করা। দ্বিতীয় কিছু থাকলে ত সত্য মিথ্যা বলিয়া ভাগ করা যাইবে। যেমন শরীরের কোন অংশ চুলকাইব মনে করিয়া যদি উহা চুলকান না হয় তাহা হইলে পূর্ব্ব সংকল্পকে যেমন মিথ্যা বলা যায় না, সেই রূপ কাহাকেও অপেক্ষা করিতে বলিয়া যদি না আসা হয়, তবে উহাও মিথ্যা নয়। কারণ যে অপেক্ষা করিতে বলিতেছে এবং যাহাকে অপেক্ষা করতে বলা হইতেছে–উহারা যে এক ব্যক্তিই।

আমি। এই ব্যবহারকে কি আমরা স্বাতন্ত্র্যের উল্লাস বলিতে পারি?

মা। (হাসিয়া) উহা তোমরা জান। শাস্ত্রে কোন অবস্থাকে কি বলা হইয়াছে উহা তোমরা বলিতে পার। এই শরীরের ত শাস্ত্র পড়া নাই।

লোকের স্থিতি অনুসারে প্রার্থনা হইয়া থাকে

২৯শে ফাল্গুন, শুক্রবার (ইং ১৩।৩।৫৩)

সকাল বেলা আশ্রমে পৌঁছিয়া মাকে ডাঃ পান্নালালের সহিত কথা বলিতে শুনিলাম। কথায় কথায় ডাঃ পান্নালাল মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভগবানকে প্রণাম করিতে গিয়া তাঁহার কাছে কি প্রার্থনা করা উচিৎ?"

মা। কিছুই প্রার্থনা করিতে হয় না, কিছু প্রার্থনা করিলে কিছু পাওয়া যায়। তিনি এমনই দয়াল যে, যে যাহা চায় তিনি তাহাকে তাহাই দিয়া থাকেন। এমনকি তিনি নিজকেও দিয়া ফেলেন। জাগতিক কিছু প্রার্থনা করিলে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্থাৎ অভাবের কিছু প্রার্থনা করিলে তিনি অভাব রূপেই দেখা দেন। আবার কিছু প্রার্থনা না করিলে তাঁহাকে পূর্ণভাবে পাওয়া যায়। কারণ যেখানে কিছু নাই সেখানে একমাত্র তিনিই আছেন।

ডাঃ পান্নালাল। তাহা হইলে কিছু প্রার্থনা করিতে হইবে না?

মা। এরূপও বলিতে পার যে "তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক।" এখানেও কিন্তু প্রার্থনা রহিল। যদি বল যে ভগবান আমি তোমার কাছে কিছুই প্রার্থনা করিনা, ইহাও একপ্রকার প্রার্থনা। আসল কথা হইল এই যে, লোকে যে স্থিতিতে থাকে সেই স্থিতি অনুসারেই তাহার প্রার্থনা আপনি আসিয়া থাকে। এই শরীরের যখন সাধনার ক্রম চলিতেছিল তখন ইহা দেখা গিয়াছে। সেই সময় ভোলানাথ এই শরীরের কাছে, "ইহা কর, উহা কর" বলিয়া আবদার করিত। তখন সাধক সাজিয়া বসিয়াছি কিনা, তাই ভোলানাথের কথা শুনিয়া খেয়াল হইত তবে ভগবানের কাথে ঐরূপ প্রার্থনা করিতে হইবে নাকি? কিন্তু ঐ কথা খেয়ালে আসার সঙ্গে সঙ্গেই ইলেক্ট্রিক শক খাইলে লোকের যে অবস্থা হয় এই শরীরের ও সেইরূপ অবস্থা হইয়া যাইত, উহার ফলে ভোলানাথের কথা একেবারেই তলাইয়া যাইত, আর কোন প্রার্থনা আসিত না।

আবার মনে কর যে কোথায়ও যাইতেছি, এমন সময় পথে ঝড় উঠিল। পথে ঝড় উঠিলে লোকের স্বভাবতঃই নানাজাতীয় প্রার্থনা আসিয়া পড়ে; কিন্তু ঐ অবস্থায় দেখিয়াছি যে হঠাৎ মনের এমন অবস্থা হইয়া গিয়াছে যাহার ফলে কোনরূপ প্রার্থনারই খেয়াল আসে নাই। তাই বলিতেছিলাম যে লোকের বা সাধকের নিজ নিজ স্থিতি অনুসারে তাহাদের প্রার্থনা আপনিই হইয়া থাকে।

এইরূপে কথা বলিতে বলিতে বেলা ১১॥টা বাজিয়া গেল।

সন্ন্যাসী বেশে আপতাপ মিত্র

৩০শে ফাল্গুন, শনিবার (ইং ১৪।৩।৫৩)

আজ সকাল বেলা আশ্রমে গিয়া শ্রীযুক্ত আপতাপ মিত্র মহাশয়কে দেখিতে পাইলাম। তিনি মাকে বলিলেন, "মৌনীবাবাকে রাখিয়া আজ আশ্রমে আসিলাম।"

মা। কোথায় রাখিয়া আসিলে?

আপতাপ মিত্র। কাশীতেই রাখিয়া আসিয়াছি।

মা। হাসিতে হাসিতে আমাদিগকে বলিলেন, "গত কাল এ-ই সাধুর বেশে আসিয়াছিল। এ যখন চলিয়া যায় তখন একবার খেয়াল হইয়াছিল যে ইহাকে ধরিয়া ফেলি। আবার ভাবিলাম এ যখন নিজকে লুকাইতে ইচ্ছা করিতেছে তখন তাহাই হউক। তবুও ইহাকে যে ধরিয়া ফেলিয়াছি তাহার চিহ্ন রাখিবার জন্য তখনই সাধনকে (ব্রহ্মচারী) বলিলাম, "ঐ সাধুর নাম জিজ্ঞাসা করিয়া আসত"। সাধন আসিয়া বলিল, "সাধু মৌনী," বাবাকে অনেকটা প্রেমানন্দের মত দেখা যাইতেছিল," এই বলিয়া মা হাসিতে লাগিলেন।

গতকল্য সন্ধ্যার পর আমিও আশ্রমে গিয়া দেখিয়াছিলাম যে এক সন্ন্যাসী, যাহার মুখে লম্বা লম্বা, গোঁফ দাঁড়ি এবং মাথায় এক ফেটা বাঁধা। মায়ের চরণে একটি মালা রাখিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন এবং প্রণাম করিয়াই তাড়াতাড়ি আশ্রম হইতে চলিয়া গেলেন। সন্ন্যাসীদিগকে ঐভাবে প্রণাম করিতে বড় দেখা যায় না। সাধুকে ঐ ভাবে চলিয়া যাইতে দেখিয়া মা যেন অতি ব্যাগ্রতা সহকারে সাধন দাদাকে বলিলেন, "সাধন, ঐ সাধুর নাম জানিয়া আসত"। আমি মনে করিলাম সাধুটি বোধহয় খাঁটি সেই জন্য মা এত গরজ করিয়া তাঁহার নাম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জানিতে চাহিলেন। আজ বুঝিতে পারিলাম যে ঐ সাধু আমাদের আপতাপ মিত্র ভিন্ন আর কেহ নহেন। আজ অবশ্য তিনি গোঁফ দাঁড়ি কামাইয়া পরিষ্কার হইয়া আসিয়াছেন। তাই তিনি মাকে বলিলেন যে মৌনীবাবাকে তিনি রাখিয়া আসিয়াছেন। এই ঘটনা উপলক্ষ্য করিয়া কতক্ষণ খুব হাসাহাসি হইল।

বটপত্রশায়ী নারায়ণের নিজ পদাঙ্গুষ্ঠ লেহনের রহস্য

বিশুদাদা আমার মারফতে শ্রীশ্রী মাকে এক প্রশ্ন করিলেন। প্রশ্নটি ছিল এই ছবিতে দেখা যায় যে মহা প্রলয়ের সময় শ্রীকৃষ্ণ বালক মূর্ত্তিতে বটপত্রের উপর শুইয়া নিজের পায়ের আঙ্গুল নিজেই চুষিতেছেন ইহার অর্থ কি?

মা। তোমাদের শাস্ত্রে কি বলে?

ডাঃ পান্নালাল। শাস্ত্রের কথা শুনিতে চাই না। আপনার কথা শুনিতে চাই।

মা। শাস্ত্রে যাহা আছে তাহা শুনা যাক। যদি এ শরীরের কোন কথা আসে তবে বলা হইয়া যাইবে।

কিন্তু শাস্ত্রের কথা উপস্থিত কেহই বলিতে পারিলেন না।

মা। আচ্ছা, তোমাদের মনে কি হয়?

ডাঃ পান্নালাল। শ্রীকৃষ্ণের পদধূলিতে বহির্জহৎ উদ্ধার হইয়া গেলে, তিনি ঐ চরণধূলি গ্রহণ করিয়া অন্তর্জগৎ উদ্ধার করিলেন।

মা। পিতাজী, শ্রী কৃষ্ণের অন্তর্জগৎ মলিন ছিল বলিয়া তিনি নিজ পদরজঃ গ্রহণ করিয়া উহা পবিত্র করিলেন-এ রূপ অর্থ করা বড়ই বিচিত্র। (সকলের হাস্য)

সোলনের রাজা সাহেব। আমি এরূপ অর্থ করিতে শুনিয়াছি যে, সকলকেই শ্রীকৃষ্ণের চরণামৃতের মাহাত্ম্য এবং অপূর্ব্বতা বর্ণনা করিতে শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ নিজে উহা পরীক্ষা করিবার জন্য নিজেই নিজের চরণামৃত আস্বাদন করিতেছেন।

মা। (হাসিয়া) হাঁ, লীলা হিসাবে এরূপ অর্থ করা যাইতে পারে যে, এজগতে যে কেহ যে কোন চরণামৃত গ্রহণ করুক না কেন উহা তাঁহার নিজেরই চরণামৃত। কারণ জগতে এক ভিন্ন ত আর দ্বিতীয় কিছু নাই। কাজেই শ্রীকৃষ্ণ নিজের পায়ের আঙ্গুল চুষিয়া এই সত্যই প্রকাশ করিতেছেন যে তিনি আপনাতে আপনিই। রসা স্বাদন বলিয়া যাহা কিছু বলা হয় উহা নিজে নিজকে লইয়াই হইয়া থাকে।

এমন সময় বাটুদা আসিলে মা তাঁহাকে বলিলেন, "তুমি কতবার ভাগবৎ পারায়ণ করিয়াছ?"

বাটুদা। তিরানব্বই বার।

মা। বেশ, উহা ১০৮ বার করিতে চেষ্টা করিও যদি পরমায়ুতে কুলায়। এখন বলত শ্রীকৃষ্ণ বট পত্রে শুইয়া নিজের পায়ের আঙ্গুল চুষিতে ছিলেন কেন?

বাটুদা। হাতের এবং পায়ের আঙ্গুল দিয়া শক্তি প্রবাহ নির্গত হয়। এই শক্তি প্রবাহ হইতেই সৃষ্টি হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণ যখন বটপত্রে শুইয়াছিলেন তখন মহাপ্রলয়ের সময়, কাজেই তখন সৃষ্টির প্রয়োজন নাই। তাই শ্রীকৃষ্ণ পায়ের আঙ্গুল চুষিয়া নিজের শক্তি নিজের মধ্যে উপসংহৃত করিয়াছিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ডাঃ পান্নালাল। কিন্তু আপনি কি অর্থ করেন তাহা শুনিতে পাইলাম না।

মা। পিতাজী, তোমাকে একটা কথা বলিয়া রাখি, রাম, কৃষ্ণ প্রভৃতি অবতারের এবং মহাত্মাদের আচ সম্বন্ধে এই শরীর সচরাচর কিছু বলে না। যদি কখনও কথা পৃষ্ঠ কিছু বলা হইয়া যায় তবে ত হইলই, তাহা হইলে এই শরীর সাধারণতঃ ঐ সম্বন্ধে কিছু বলে না। তাহা ছাড়া তোমরা ও দেখিতে পাওযে, ভগবান যাহা লীলা করিয়াছেন উহার অর্থ কিন্তু তিনি নিজে বলিয়া যান নাই। তিনি কি তাঁহার লীলার অর্থ বলিতে পারি না? উহা না বলার কারণ এরূপও হইতে পারে যে, ভক্ত হৃদয়ে তাঁহার লীলা কিভাবে এবং কত ভাবে ফু উঠে উহা লক্ষ্য করিয়াই তিনি আনন্দ লাভ করেন। ভক্তগণ নিজ নিজ স্থিতি অনুসারে এক লীলারই নানা করিতে পারেন এবং তাঁহারা উহা করিয়াছেনও। কাজেই উহার কোনটাকেই মিথ্যা বলা যায় না। ভগবান ভ হৃদয়ে বিহার করিয়া নিজ লীলার অনন্ত মাধুর্য্য আস্বাদন করেন।

(ক্রমশ

জগন্মাতা

(একটি গান)

—শ্রী চিন্ময় মুখোপাধ্যায়

সুর-রাগ ইমনকল্যান

তাল-কাহারবা

(আস্থায়ী)

তুমি মাগো পরমগুরু, তুমি বিশ্ববীতা
মাগো আনন্দময়ী, তুমি জগত্মাতা॥

(অন্তরা)

চন্দ্র আছে, সূর্য আছে, আছে ধ্রুবতারা, তোমার পথের দিশাছাড়া আমরা দিশাহারা।
চোমার পদতলে মাগো বিশ্বভুবন বিনতা, মাগো আনন্দময়ী, তুমি জগত্মাতা॥

(অভোগ)

তুমি এলে জীবনেতে, হলেম আমি ধন্য,
বুঝিতে পারিনা তোমার মহিমা অনণ্য॥

(সঞ্চারী)

জ্যোতিময়ী তুমি মাগো মোদের পরাণকাড়া, তোমার মধুর হাসি ঝরে, যেন অমিয় ধারা
বেলা গেল সন্ধ্যা হলো কৃপা করো মাতা, মাগো আনন্দময়ী, তুমি জগত্মাতা॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী লীলাকথা

(ডঃ কৃষ্ণা ব্যানার্জী দ্বারা ইংরাজী হইতে রূপান্তরিত)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

—ডঃ বীথিকা মুখার্জী

শ্রী রমনী মোহন মহাশয়ের সর্বকনিষ্ঠা ভগ্নীর সঙ্গে উনিশ বছর যাবৎ দেখা সাক্ষাৎ হয়নি; শ্রীশ্রী মায়ের আগ্রহে তাঁকেও ঢাকায় ডেকে আনা হয়েছিলো। যে ভাই খৃষ্টান পাদরী হয়েছিলেন, সেই রেভারেন্ড কে০কে০ চক্রবর্তী মহাশয়ও তাঁর অবাঙ্গালী পত্নীকে নিয়ে ঢাকায় এসে অন্যান্য ভ্রাতা ভগ্নীগণের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন। শ্রীশ্রীমা ও অনেকবার তাঁর কলিকাতাস্থ বাড়িতে বাস করেছিলেন।

অবশ্য এ সব ঘটনা ঘটেছিল অনেক পরে, যখন শ্রীশ্রীমা এই বিরাট পরিবারেরই শুধু নয়, তাঁর ক্রমবর্ধমান ভক্ত পরিবারেরও কেন্দ্রবিন্দু রূপে প্রকাশিত হয়েছিলেন। আপাততঃ নির্মলা এবং প্রফুল্ল শ্রীপুরে রেবতীমোহন মহাশয় ও প্রমদা দেবীর সংসারে নববধূরূপে বসবাস করতে আসে। রেবতীমোহন মহাশয় সেখানে ঢাকা জগন্নাথগঞ্জ রেলওয়ে লাইনে পোষ্টমাস্টারের পদে বহাল ছিলেন।

প্রমদা দেবী তাঁর দুই ছোট জা পেয়ে প্রীত ছিলেন। প্রফুল্ল ছিল নির্মলার মেজদি, কারণ সে মেজভাইয়ের বউ, আর সেজভাইয়ের বউ নির্মলাকে প্রফুল্ল সেজদি বলে ডাকত। কারণ নির্মলা প্রফুল্লর থেকে বয়সে সামান্য একটু বড় ছিল। এই ভাবে প্রমদা দেবী তাঁর দুই জায়ের মধ্যে বয়সে এবং সম্বন্ধে ছোট-বড় নিয়ে সম্বোধন সমস্যার সহজ সমাধান করে দিয়েছিলেন। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে যখন নির্মলা তার পিতার সঙ্গে খেওড়া থেকে শ্রীপুরে আসে। তখন মোক্ষদা দেবী এ ভেবে বেশ একটু চিন্তিত ছিলেন যে তাঁর আপনভোলা মেয়েটি শ্বশুর বাড়ী গিয়ে হঠাৎ রাতারাতি এই নতুন পরিস্থিতিতে পড়ে মানিয়ে নিতে পারবে তো? মোক্ষদাদেবীর দুশ্চিন্তা, আশঙ্কা অমূলক প্রমানিত হলো। দেখা গেল, নির্মলা গৃহবধূর ভূমিকায় সাধারণ মানের চেয়ে অনেক বেশি দক্ষতার পরিচয় দিচ্ছে। সেদিনকার সেই মধুর স্বভাব, কথার বাধ্য, শান্তশিষ্ট মেয়েটি এখন একজন গৃহকর্ম নিপুণা, সেবাপরায়ণা, সদাসন্তুষ্টচিত্ত, হাসিখুশি কিশোরী বধূরূপে আত্মপ্রকাশ করল। প্রাত্যহিক গৃহকর্ম ছিল কষ্টসাধ্য এবং দীর্ঘ সময়সাপেক্ষ। এক্ষেত্রেও, একটি একান্নবর্তী পরিবারের সুখশান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য গৃহবধূর যা-যা কর্তব্য, দেখা গেল, নির্মলা তা আশাতীত ভাবে পালন করে চলেছে। প্রমদাদেবীর তত্ত্বাবধানে সবাই ভাগাভাগি করে গৃহকার্য সম্পন্ন করতেন। রন্ধন কার্যের ভার ছিল নির্মলার ওপর। কারণ, তার হাতের রান্নার মতন চমৎকার স্বাদ আর কারো হাতের রান্নায় পাওয়া যেত না। প্রফুল্লর হাতের রান্না, এমনকি প্রমদাদেবীর হাতের রান্নার চেয়েও নির্মলার হাতের রান্না সবার বেশি পছন্দ হত। গৃহকর্ম বিভাজন ও বন্টনের ব্যাপারে কোনরকম বৈষম্য বা ভুলবোঝাবুঝির প্রশ্ন ছিল না। যাই হোল, অন্ততঃ পক্ষে বাড়ির ছোট ছেলেমেয়েরা, প্রথমে কাশীপদ ও ক্রমশঃ লাবণ্য ও আশু—নির্মলার প্রতি এতই টান অনুভব কর, নির্মলার কাছ ছাড়া হতনা কিছুতেই, যে স্বাভাবিক ভাবেই তাদের দেখাশোনা, সেবাযত্নের ভার নির্মলার ওপর এসে পড়ল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রেবতীমোহন মহাশয় এবং প্রমদাদেবীর সংসারে শ্রীমায়ের অবস্থানকালের অনেকগুলি চমকপ্রদ ঘ আছে। তখনকার কালের প্রথানুসারে অল্পবয়সী গৃহবধূর অন্যতম অবশ্য পালনীয় নিয়ম ছিল শ্বশু শাশুড়ী, ভাসুর এবং অন্যান্য গুরুজন ও বয়স্ক ব্যক্তির সামনে মাথায় ঘোমটা দিয়ে থাকা। এবং ঘো টেনে মুখ ঢেকে রাখা। সাধারণতঃ বউ-ঝি রা এই নির্দেশকে হালকা ভাবে নিত এবং অসুবিধা বোধ ক বা সুযোগ পেলেই মাথার কাপড় ফেলে বা নামমাত্র রেখে কাজকর্ম চালিয়ে নিত। কিন্তু নির্মলার স্ব একেবারে আলাদা, গুরুজনের আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করতেই সে অভ্যস্ত। তাই দীর্ঘ অবগুণ্ঠন কিশোরী নির্মলা তার পায়ের কাছের মাটি টুকু ছাড়া কিছুই দেখতে পেত না। এতে তার নির্বাধ চলাফে ও দ্রুত কাজকর্ম করায় অসুবিধা ঘটত। বড়রা যখন বলতেন, "ওটা নিয়ে আয়," বা এটা এখান থে নিয়ে যা, তখন তাঁদের চোখের ইশারা বা অঙ্গুলী নির্দেশ সে কিছুই দেখতে পেত না এটা ওটার মানেও ত বর্ণনা করে বুঝিয়ে দিতে হত। প্রথম প্রথম, তার হাবভাবের সঙ্গে যথেষ্ট পরিচয় না থাকায় পরিব বয়োজ্যেষ্ঠরা কিঞ্চিৎ বিরক্ত বোধ করতেন। ক্রমশঃ তাঁরা যখন জানতে পারলেন যে বস্তুতঃ নি গুরুজনের আদেশ অবাধ্য করার কথা ভাবতেও পারেনা, বড়দের আবদার প্রতি সে বিন্দুমাত্র অমনোযো নয়। বরং যথাযথ আজ্ঞা পালনের আপ্রাণ চেষ্টার ফলেই এ ধরণের ব্যাবহারিক অসুবিধার সৃষ্টি হয়, ত তাঁদের বিরক্তিবোধ তিরোহিত হয় এবং তাঁরা নির্মলাকে অপার স্নেহের চক্ষে দেখতে আরম্ভ করেন।

যাঁরা শ্রীশ্রী মাকে গৃহকর্মরতারূপে দেখেছেন, তাঁরা সবাই একবাক্যে স্বীকার করেন যে এমন সু সুষ্ঠুভাবে অথচ দ্রুত সবরকমের কার্য সম্পন্ন করার উদাহরণ দুর্লভ। তাঁর সাবলীল ভঙ্গীর চলাফেরা, চ নিমেষে কর্ম সমাধা করা, সব কিছু গুছিয়ে, পরিপাটী করে করা-দৈনন্দিন জীবনধারার এইসব দিকগু সবাইকে বিস্মিত ও মুগ্ধ করত। পাকশালায় রন্ধনকার্য সম্পন্ন করে অথবা পরিবার বর্গকে খাইয়ে দা কখনও এমন হতনা যে ঘরদোর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করার কাজ কিছু বাকি থেকে গেছে। কাজের লোক যখন কোনো কারণে আসতে পারত না, তার করণীয়কাজগুলিও নির্মলা খুব সহজ ভাবে করে দিত। কে কাজকেই সে ভার বলে বোধ করত না। যথার্থভাবে, নির্মলা গৃহকর্মের যে সুবিপুল ভার নীরবে বহন ক তা যে তার পক্ষে অত্যধিক ছিল। সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তথাপি এরজন্য তার বড়জাকে দায়ী ক ঠিক হবে না, কারণ নির্মলা কাউকে তার কঠিন পরিশ্রমের কথা জানতেও দিত না। সদা প্রফুল্ল হাস্যময়ী নির্মলার মুখে কাখনও কষ্টের অভিব্যক্তি কেউ শোনেনি। তার সদাউজ্জ্বল মুখমন্ডলে দৈনি কঠোর জীবনযাপনের ক্লেশ বিন্দুমাত্র ছায়াপাত করতে পারেনি।

অচিরেই শ্রী রেবতী মোহন মহাশয় ও শ্রীমতী প্রমদাদেবী নির্মলাকে আপন পরম আদরের ক স্নেহের চক্ষে দেখতে আরম্ভ করেন। নির্মলার সেবাপরায়ণতার মধ্যে যে আন্তরিকতার বিশেষ দিকটি ছি তা বারে বারে প্রকাশ পেয়ে সকলকে মুগ্ধ করত। একবার প্রমদা দেবীর চর্মরোগ দেখা দেয়। আক্রান্ত কেউ হাত বুলিয়ে দিলে আরাম হত। নির্মলা তার কোমল অঙ্গুলির মৃদু স্পর্শ দিয়ে রুগস্থান ঘসে দি উপচারের পর কিন্তু সে সঙ্গে সঙ্গে হাত ধুত না। সাধারণ নিয়মানুসারে কারো গা ঘসে দেবার পর, বিশে রুগ্ন ত্বক্ স্পর্শ করার পর, লোকে তৎক্ষণাৎ হাত ধুয়ে ফেলে। একদিন প্রফুল্ল জিজ্ঞেস করল, 'তুমি হাত ধোওনা, তোমার কি কিছুই মনে হয় না?' উত্তরে নির্মলা বলল, 'দেখ, উনি আমাকে হাত ধুতে দে না বলেই আমাকে দিয়ে গা ঘসাতে ওঁর সঙ্কোচ হয় না। কিন্তু আমার ব্যবহারে যদি ওঁর মনে হত যে ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঘেন্না বোধ করি, তা হলে হয়তো আমার সেবা নিতেন না।'

রমনীমোহন মহাশয়ের এক ভগ্নী, যিনি মটরী পিসিমা বলে পরিচিত বধূরূপিণী মায়ের সমবয়সী ছিলেন। কিছুদিন একত্র থাকা কালে নির্মলা ও মটরীর মধ্যে সৌহার্দের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। দীর্ঘ চল্লিশ বছর পর বারাণসীতে মটরী পিসিমার পরলোক গমনের সময় পর্যন্ত এই সৌহার্দ অক্ষুন্ন থাকে। কৈশার্যাবস্থায় বেঁটেখাটো, হাসিখুশি মটরীর উজ্জ্বল চোখদুটি ছিল বালসুলভ দুষ্টুমিতে ভরা। তার মাথায় নানা রকম দুষ্টুমির ফন্দি খেলত, যেমন লুকিয়ে লুকিয়ে আচার, চাটনি খাওয়া, ইত্যাদি। গৃহকর্ত্রী প্রমদা দেবী যখন দ্বিপ্রাহরিক ভোজনান্তে দিবানিদ্রায় অভিভূতা, সেই সুযোগে মটরীর আচার চাখার গুপ্ত অভিযান চলত। কিন্তু মাথায় খাটো হওয়ার কারণে সে উঁচু তাক থেকে বয়াম পাড়তে পারত না। এই কাজে তাই দীর্ঘ দেহিনী নির্মলাকে সে সাহায্যার্থে অনুনয় করত। তার অনুরোধ রাখতে নির্মলা বয়াম পেড়ে দিত ঠিকই, কিন্তু হাজার সাধলেও সে কখনো লুকিয়ে কোনো কিছু খেত না। মিথ্যাচার না করাই যে তার এই অদ্ভুত আত্মসংযমের একমাত্র কারণ, তা হয়ত তার বিস্মিত সাঙ্গিনীরা সেদিন বোঝেনি।

(ক্রমশঃ)

☆

"আইবা, যাইবা, থাকবা না
খাইবা, দাইবা, চাইবা না
কোন আপদ পাইবা না।"

—স্বামী মুক্তানন্দ গিরি
(দিদিমা)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঋষি-কবি রবীন্দ্রনাথ ও ভারতীয় সংস্কৃতি

—ড০ বীরেশ্বর গঙ্গোপাধ্যা

সংস্কৃতির ধারণা : সংস্কৃত ভাষায় 'সংস্কৃতি' শব্দ অতি পরিচিত ও প্রাচীন হলেও ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে আদে বাংলা ভাষায় এই শব্দের ব্যবহার হয় নি বলে মনে হয়। শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সর্বপ্রথম 'কৃষ্টি' শ্ব বদলে 'সংস্কৃতি' শব্দ ইংরাজী culture অর্থ ব্যবহার করেন ও চালু করেন। সংস্কৃতে 'কৃষ্টি' ও 'সংস্কৃ শব্দের অর্থ প্রায় একই। সর্বপ্রথণ অথর্ব বেদে জীবনের চাষ অর্থে 'কৃষ্টি' শব্দের ব্যবহার পাওয়া কৃষ্+ক্তি=কৃষ্টি, এবং কৃষ্+অনট্=কর্ষন। সংস্কৃত কৃষ্ ধাতুর অর্থ চাষ করা। সুতরাং কৃষ্টি শব্দ ব্য হয়েছে মানব চেতনার চাষ বা বিকাশ অর্থ। 'সংস্কৃতি' শব্দের প্রথম ব্যবহার পাওয়া যায় ঐতরেয় ব্রাহ্ম মানুষ নিজের বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ বা প্রকাশ করাবার জন্য সৃষ্টির প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে যখন যে কাজ তাকেই বলে সংস্কৃতি। সাধক রামপ্রসাদও জীবনের চাষ বা আবাদ করাকে মনুষ্যত্বের সাধনা বলেছে

'এমন মানব জনম রইল পতিত,

আবাদ করলে ফলতো সোনা।'

ইংরাজী culture শব্দের Latin ধাতু cult মানে cultivate বা চাষ করা—জীবনের চাষ করা। প্র পশুজীবনের ক্ষেত্রে অপ্রাকৃত মানব—সংস্কৃতির চাষ করতে হবে; জীবনকে মহিমান্বিত করতে হবে। প্র জাতিই সাহিত্য, সঙ্গীত, দর্শন, কলা, বিজ্ঞান ও ধর্মের মাধ্যমে নিজ নিজ সংস্কৃতির পরিচয় দিয়ে আ

সংস্কৃতি সাধন হয় কুল ও শীল এই দুইএর পোষণে ও কর্ষণে। 'কুল' মানে উত্তরাধিকারের ধ ঐতিহ্যের সম্পদ। 'শীল' মানে স্বীয় জীবনে পবিত্র আচরণ। শীলাচারের দ্বারা জাতীয় কুলের ধারা স করতে হয়। বৈদিক ও বৌদ্ধ উভয় প্রকার জীবনাদর্শে শীলাচরণের মহত্ব স্বীকার করা হয়েছিল। প্রতিভা লোকগুরুরা অতীত ঐতিহ্যের আত্মসাৎ করে বর্ত্তমানকালের রূপে বর্ত্তমান সংস্কৃতি গঠন করে ভবিষ্যতের জন্য দিগদর্শন করেন। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষ ও বঙ্গদেশের কুলের ধারা হয়েছিল। উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে শীলাচরণের দ্বারা আবার ভারতীয় ও বঙ্গীয় সংস্কৃতির কুল উ হয়েছিল। এই সাংস্কৃতিক পুনরুত্থানের পুণ্য কার্যে শ্রীরামকৃষ্ণ, রামমোহন রায়, স্বামী বিবেকানন্দ, দয়ানন্দ সরস্বতী, বালগঙ্গাধর তিলক, মহাত্মা গান্ধী, শ্রী অরবিন্দ ও রবীন্দ্রনাথ ইত্যাদি মহামানবদের চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

ইতিহাসের ধারা প্রবহমান্। এই প্রবহমান্ ধারাতে কোনও দেশে কোনও যুগে যেই মহাপুরুষ ভবিষ্যত ও বর্ত্তমানের এবং দেশ ও বিশ্বের সংস্কৃতির যতটা সমন্বয় করতে পারেন। সেই পরিমাণে যুগধর্ম প্রবর্ত্তক রূপে খ্যাত হন।

উনবিংশ শতাব্দীর সাংস্কৃতিক বিপ্লব –

উনবিংশ শতাব্দীর শেষে জড়বাদী, ভোগবাদী, পুঁজীবাদী পাশ্চাত্য সভ্যতার আক্রমণে প ভারতের শিক্ষিত সম্প্রদায়ে সুপ্ত দেশাত্মবোধ জেগে উঠেছিল। ঐ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদ জাতীয় জা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যুগ। সাংস্কৃতিক জাগরণ জাতীয় জাগরণের এক বিশেষ অঙ্গ। সাংস্কৃতিক জাগরণের দুটো দিক দেখতে পাওয়া যায়। একটি মুখ প্রাচীনের দিকে তাকায়, আর একটি ভবিষ্যতের পথ খোঁজে। এই দুটির সমন্বয়ে জাতীয়তার উদ্বোধন হয়। এই বিষয়ে রাজা রামমোহন রায় প্রথম পথ প্রদর্শক। তিনি ছিলেন প্রধানতঃ ধর্মনেতা। এবং তাঁর প্রবর্ত্তিত পথে ব্রাহ্মধর্মের প্রতিষ্ঠা হয়; যার উদ্দেশ্য প্রধানতঃ ছিল হিন্দু সমাজের কুরীতি গুলো বহিষ্কার করে উপনিষদের বেদান্তবাদের উপর হিন্দু সমাজকে প্রতিষ্ঠিত করা। অবশ্য এই বেদান্তবাদ শঙ্করাচার্যের মায়াবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না। বরং রামানুযাচার্যের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের বা গৌড়ীয় বৈষ্ণব আচার্যদের অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদের সাথে ব্রাহ্মসমাজের নিরাকার সগুণ ব্রহ্মবাদ বা লীলাবাদের যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। মহির্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশব চন্দ্র সেন ও পরে রবীন্দ্রনাথ এই জাতীয় লীলাবাদী ব্রহ্মবাদ বা ঈশ্বরবাদের সমর্থক ও প্রচারক ছিলেন। আর্যসমাজের প্রতিষ্ঠাতা মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী হিন্দীভাষী পশ্চিম ভারতের নবীন ধর্মনেতা হলেন। বাল গঙ্গাধর তিলক সেই জাগরণের পথ পেয়েছিলেন বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে রাষ্ট্রীয় জাগরণের ক্ষেত্রে। পরে মহাত্মা গান্ধী তিলকের পথ অনুসরণ করে ভগবদ্‌গীতার বেদান্ত-বাণী অনুসরণ করে সত্য ও অহিংসার মাধ্যমে কংক্রেস পার্টীর নেতাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতৃত্ব প্রদান করেন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে বঙ্গদেশের সাংস্কৃতির জাগরণে মধুসূদন দত্ত ও বঙ্গিমচন্দ্রের মাধ্যম হলো সাহিত্য সাধনা। বিংশ শতব্দীর প্রথম পাদে শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ প্রথমে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা আন্দোলনে, পরে ধর্মসাধনায় মন দিলেন এবং কর্ম-ভক্তি-জ্ঞানের সমন্বয়ের বাণী শোনালেন। তিনিও মায়াবাদী বিরোধী লীলাবাদী বেদান্তের সমর্থক ছিলেন এবং তাঁর অতিমানস যোগ সাধনায় বেদান্তের সাথে তন্ত্রের শক্তিসাধনা যোগ করে দিয়েছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে খৃষ্টধর্ম ও ব্রাহ্মধর্মের প্রভাব থেকে সনাতন হিন্দুধর্মকে রক্ষণ করে শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংশ দেব "যতমত ততপথ" ও "শিবজ্ঞানে জীবসেবার" সর্বধর্ম সমন্বয়ের নূতন বাণী শোনালেন এবং তাঁর প্রধান শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ পাশ্চাত্য দেশে ভারতের বেদান্তবানী প্রচার করে দেশের আত্মসম্মানবোধ জাগিয়ে তুললেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশন ও বেলুর মঠ একশত বৎসর ধরে সগৌরবে দেশে ও বিদেশে বেদান্তের সর্বধর্মসমন্বয়ের বানী প্রচার করতে সফল হয়েছে।

ঋষি-কবি রবিন্দ্রনাথের সাংস্কৃতিক ক্রান্তদর্শিতা –

রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩) ২০শে আগষ্ট, ১৮২৮ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতায় ব্রাহ্মসমাজের স্থাপনা করেন। তিনি উপনিষদের ব্রহ্মবাদ ও মানবতাবাদ বিশ্বাসী ছিলেন এবং হিন্দু সমাজের সংস্কারের জন্য প্রযত্নশীল ছিলেন। তাঁর দেহান্তের পর ব্রাহ্মসমাজ কয়েকবার কয়েকটি বিভিন্নধারায় বিভক্ত হয়ে পড়ে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫) 'আদি ব্রাহ্মসমাজ' এর স্থাপনা করেন এবং ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন (১৮৩৮-১৮৮৪) 'ভারতীয় ব্রাহ্মসমাজ' এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। দেবেন্দ্রনাথের পুত্র রবীন্দ্রনাথ (১৮৬১-১৯৪১) ১৮৮৪ সালে আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন এবং দ্বিজেন্দ্রলাল হয়েছিলেন সমাজের মুখপাত্র 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার সম্পাদক। আদি ব্রাহ্মসমাজের সদস্যেরা নিজেদের 'সংস্কারমুক্ত হিন্দু' (reformed Hindus) বলেই পরিচয় দিতেন এবং ১৮৯১ সালের জনগণনার (Census) সময় সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ কর্তৃপক্ষকে জানান যে ব্রাহ্মসমাজভুক্ত ব্যক্তিদের যেন 'হিন্দুব্রাহ্ম' হিসাবে নথিভুক্ত করা হয়। পরবর্ত্তীকালেও ব্রাহ্মরা যে হিন্দুজাতিরই অন্তর্গত একটি শাখা, তিনি এই অভিমত প্রকাশ করেন এবং শেষ জীবনে, যেহেতু সনাতনী হিন্দুসমাজও ব্রাহ্মদের সমাজ সংস্কারের অধিকাংশ কথাই মেনে নিয়েছিলেন, তাই ব্রাহ্মদের স্বতন্ত্র অস্তিত্বের প্রয়োজন সম্বন্ধেও সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

('ব্রাহ্মসমাজের সার্থকতা', শান্তিনিকেতন) কবি সার্বভৌম রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী সাহিত্যসাধনার মধ্যে ভারত সংস্কৃতির যে রূপটি ফুটে উঠেছে তাকে বুঝতে হলে মনে রাখতে হবে যে তিনি প্রধানতঃ একজন ক্রান্ত কবি। কবির দৃষ্টি তাঁর জীবনের ও সাহিত্যসৃষ্টির সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। তিনি কবির দৃষ্টিতে জরিত 'রসো বৈ উপনিষদের এই বিশ্বচেতনাকে উপলব্দি করেছিলেন। আর একটি কথা মনে রাখতে হবে যে তিনি এক মানবতাবাদী হিন্দু-ব্রাহ্ম। কবি রবীন্দ্রনাথ, মানবতাবাদী রবীন্দ্রনাথ, ব্রহ্মবাদী রবীন্দ্রনাথকে না বুঝতে পার ভারতীয় সংস্কৃতির বিশাল অরণ্যে তাঁর স্থান খুঁজে পাওয়া কষ্টসাধ্য হবে।

প্রমথনাথ বিশী মহাশয়ের ভাষায়, 'রবীন্দ্রনাথের কাব্যপ্রতিভার প্রধান ধর্ম, ইহার মানব মুখি কালিদাসের পরে এত বিরট মানবমুখী কবি প্রতিভা আমাদের দেশে জন্মিয়াছে কিনা সন্দেহ। বা বাল্মীকির কথা আসে না; তাঁহারা কালিদাসের পূর্ববর্ত্তী, বিশেষ তাঁহারা লোকোত্তর কবি, এক একটা জ সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন, কালিদাস প্রভৃতি লৌকিক কবিরা সেই জগতে বিচরণ করিয়াছেন। এই লৌকি কবিদের মধ্যে প্রতিভার বিরাটত্বে কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথ অতৃতীয়; সে ধর্মটি মানবমুখিতা।

প্রথমবাবুর মতে ইউরোপীয় মনের সঙ্গে কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথের আশ্চর্যজনক ঘনিষ্টতা আছে। ঘনিষ্টতা মানবমুখিতা বা মানবধর্মবাদে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে গীতাঞ্জলির ভগবদ্ভক্তিমূলক কবিতা রবীন্দ্রপ্রতিভার একটি উপশাখা মাত্র। গীতাখ্য কাব্যত্রয়ী অর্থাৎ 'গীতাঞ্জলী', 'গীতিমাল্য' ও 'গীতা পশ্চাতে যে মানসলোকের অনুকূলভূমি তা পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথের 'শান্তিনিকেতন' নামক গ্রন্থে। রবীন্দ্রনাথ, ব্রাহ্ম-সাধক রবীন্দ্রনাথ এই বিরাট প্রতিভার চূড়ামণি হলেও সমগ্র ব্যক্তিত্ব নয়।

রবীন্দ্রনাথের মতে 'আধুনিক শিক্ষা থেকে একটা জিনিষ কেমন করে স্খলিত হয়ে পড়েছে, সে হ সংস্কৃতি। চিত্তের ঐশ্বর্যকে অবজ্ঞা করে আমরা জীবনযাত্রার সিদ্ধিলাভকেই একমাত্র প্রাধান্য দিয়েছি; সংস্কৃতিকে বাদ দিয়ে এই সিদ্ধিলাভ কি কখনো যথার্থভাবে সম্পূর্ণ হতে পারে?' (শিক্ষা) তিনি অ বলেছেন, 'সংস্কৃতি সমগ্র মানুষের চিত্তবৃত্তিকে গভীরতর স্তর থেকে সফল করতে থাকে। তার প্রভাবে অন্তর থেকে স্বতই সর্বাঙ্গীণ সার্থকতা লাভ করে। তার প্রভাবে নিষ্কাম জ্ঞানার্জনের অনুরাগ এবং নি কর্মানুষ্ঠানের উৎসাগহ স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। যথার্থ সংস্কৃতি জড়ভাবে প্রথাপালনের চেয়ে অকৃত্রিম সৌজ বড়ো মূল্য গিয়ে থাকে।' (শিক্ষা)

'সংস্কৃতির প্রভাবে চিত্তের সেই ঔদার্য্য ঘটে যাতে করে অন্তঃকরণে শান্তি আসে, আপনার প্রতি আসে, আত্মসংযম আসে, এবং মনে মৈত্রীভাবের সঞ্চার হয়ে জীবনের প্রত্যেক অবস্থাকেই কল্যা করে।' (শিক্ষা)

সংস্কৃতির এই অর্থ এবং আদর্শ আমরা উপনিষদ ও শ্রীমদ্ভগবদগীতাতে পাই। এই ধর্মগ্রন্থ যথাক্রমে হিন্দুধর্মের মূল স্তম্ভ বেদান্ত শাস্ত্রের চিরন্তন শাশ্বত শ্রুতিগ্রন্থ ও জীবনে প্রয়োগমূলক স্মৃতি রামমোহন ও বিবেকানন্দ প্রধানতঃ উপনিষদে খুঁজে পেয়েছিলেন ভারতীয় সংস্কৃতির মূল স্রোত। তি বঙ্কিমচন্দ্র, গান্ধী, শ্রীঅরবিন্দ খুঁজে পেয়েছিলেন তাঁদের জীবনাদর্শকে ভগবদ্গীতার সর্বধর্ম-সর্বসাধন সম ও নিষ্কাম কর্মযোগের সিদ্ধান্তে। কিন্তু গীতায় যুদ্ধের বা আক্রমণাত্মক ভাবের সমর্থন থাকায়, অবতার

দ্র : রবীন্দ্র রচনাবলী, জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ, দ্বাদশ খণ্ড, প্রবন্ধ, পৃ ৪০৬-৭

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উল্লেখ থাকায় এবং প্রকারান্তরে জাতিভেদ প্রথা ও বর্ণাশ্রমধর্মের সমর্থন থাকায় শান্তিপ্রিয়, ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী কবি রবীন্দ্রনাথ গীতাকে শ্রেষ্ঠ শাস্ত্রের মর্য্যাদা প্রদান করেন নি। রবীন্দ্রনাথের সমগ্র রচনাবলীতে বোধহয় পাঁচবারের বেশী গীতার উল্লেখ নেই। অথচ রবীন্দ্রনাথ উপনিষদের মানবধর্মবাদে ওতঃপ্রোত ছিলেন। অবশ্য মনে রাখতে হবে যে তিনি উপনিষদের বেদান্তবাদ ভাষ্যগুলির মধ্যে শঙ্করাচার্য্যের মায়াবাদী অদ্বৈতবাদ থেকে বৈষ্ণব বেদান্তের দ্বৈতবাদী বা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী ব্যাখার দ্বারা বেশী প্রভাবিত হয়েছিলেন। অবশ্য গীতার মহত্ব তিনি স্বীকার করেছেন।

(ক্রমশঃ)

☆

মাতৃ-নির্দেশ

—নলিনীকান্ত ভট্টাচার্য

চলিতে জীবন পথে ঘাত প্রতিঘাত আসিবে অবাধ
ভয় নাহিপেও তাতে।
কভুবা করিবে কুসুম চয়ন
কভুবা কাঁটায় বিঁধবে বসন
কভুবা জ্বলিবে আশইবীষ বিষে
কভুবা অমৃত পান।
কভুবা সুখের সাগরে ভাসিবে
কভুবা দুঃখের পাথারে ডুবিবে
হাসি কান্নার তুফানে ডুবিবে
জীবন তরণী খান।
সবাকার মনে সব কিছু কাজে
যাহার হৃদয়ে সেজন বিরাজে
কী করিবে তারে আকাশের বাজে
পড়ে হবে খান খান।

তুলিও যতনে জীবনের বনে
রূপে গুণে ভরা ফুল
মালাটি গাঁথিও সোহাগে ভরিও
নাহি রহে যেন, তুল।
ভক্তি সলিলে রেখ তারে তাজা
গাঁথিবার লাগি নিও সব সাজা
জীবনের শেষে শেষ হাসি হেসে
পরাইও তার গলে
আপনারে দিও রিক্ত করিয়া
তাঁহার চরণ তলে॥

☆

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাতৃ-স্বরূপামৃত

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—শ্রী প্রিয়ব্রত ভট্টা

মা "মায়ের কথায়" বলেছেন "খেয়াল হউক বা না হউক কেহ বলিয়া গেলেও রোগমুক্তি হ যাইত। কোন সময় আবার, কেহ জানায় নাই, বলে নাই আমার জাগতিক ভাবে কাহারও সহিত চেনা ছ নাই, রোগমুক্তি, বিপদমুক্তির কারণ এই শরীরটা হইয়া দাঁড়াইত। যে কোন উপলক্ষ্য এই শরীরটা নি সৃষ্টি করিয়া লইত। অথচ এমন ঘটনা হইয়া গিয়াছে, যাহারা রোগমুক্ত হইয়াছে, তাহারা হয়তো শরীরকে জাগতিক হিসাবে জানেই না" (মায়ের কথা-২২৬)। পূর্ব্বেই বলা হয়েছে যে মায়ের খে বিচিত্র। ভোলানাথ জানতেন যে মার খেয়াল হলে তিনি অসম্ভবকে সম্ভব করে দিতে পারেন। সারানোর খেয়ালে মা কখন যে কি করতেন তার কোন ঠিকঠিকানা ছিল না। মা বলেছেন যে শাহ থাকাকালীন একদিন তিনি ভাবলেন জ্যোতিষবাবুর বাড়ী যাবেন, যদিও সকালে একবার গিয়ে জ জ্যোতিষবাবুকে তিনি দেখে আসেন। যাই হোক, গাড়ী থেকে নেমে মা সরাসরি জ্যোতিষবাবুর ঘরে গে টেবিলে কতগুলি চাঁপা ও গোলাপ ফুল ছিল। মা দুটি ফুল হাতে করে নিলেন এবং না বসে বেরিয়ে এ সেখান থেকে মা গেলেন ধানকোড়ার দীনেশবাবুর বাড়ী। সেখান পানুবাবুর স্ত্রীকে একটি ফুল দিলেন, ফুলটি মায়ের হাতেই রইল। কীর্তনাদির পর মা গেলেন বলরাম বাগচির বাসায়। সে বাড়িতে বলরাম স্ত্রী খুবই অসুস্থ ছিলেন। মা করলেন কি, সকলের অজ্ঞাতে ঐ ফুলটি রোগীর বিছানায় রেখে দিলেন। শুনা গেল তিনি ভাল হয়ে গেছেন (মায়ের কথা, ২২৬)।

দুর্গাস্বরূপিণী মা 'সর্বরোগভয়াপহা' অর্থাৎ 'সর্ব রোগ-ভয়-নাশিনী'। তিনি রোগ নিরাময়কারি মাতৃদর্শনে ভাইজী লিখেছেন যে মা হয়তো কোন রোগীকে বলেছেন, চোখ বুঝে সন্ধ্যাবেলা মাটিতে যা পাও, তাই ব্যবহার করো। সেইরূপ মাতৃআদেশ পালন করে রোগী ভাল হয়ে গেছে। কখনও নিজের জ তৈরী ডাল, ভাত, তরকারী সব খেতে বললেন ও রোগীর পথ্য সাবু, বার্লি নিজে খেলেন, রোগী ভাল হ মায়ের বিশেষ আরোগ্য শক্তির সাহায্যে এক বৃদ্ধ মুমূর্ষু মুসলমান ভাল হয়েছিল। মা ঢাকার মাঠে বেড়াচ্ছি হঠাৎ একটা গাড়ী দেখে বললেন, "ঐ টি কে রাখ"। গাড়ী এলো, মা তাতে উঠলেন। গাড়োয়ান জি করে যে কোথায় যেতে হবে। মা জানালেন যে তিনি তারই বাড়ী যাবেন। সেখানে যাওয়ার পর দেখা যে একটি বৃদ্ধ মুমূর্ষু রোগী, আশে পাশে আত্মীয় স্বজনরা কান্নাকাটি করছে। মা ভাইজীকে বললেন, " মিষ্টি নিয়ে আয়", মিষ্টি এনে সকলকে বিতরণ করা হল; তারপর মা চলে এলেন। তারপর শুনা গি যে সে লোকটি আরোগ্য লাভ করেছিল (মাতৃ-দর্শন, পৃঃ ১০৮-৯) মায়ের স্পর্শে আরোগ্য লাভ করেছি স্বামী নারায়ণানন্দ তীর্থ। জ্বর হওয়ার পর স্বামীজী ঔষধ খেতে চাইলেন না। মা এসে তাঁর বাম হা কড়ে আঙ্গুলের ডগাটি দিয়ে স্বামীজীর বুকের মাঝখানে স্পর্শ করলেন। শেষ রাত্রে ঘাম দিয়ে জ্বর গেল (সন্তান বৎসলা শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী, পৃঃ ২৭৫-৭৬)। মহাশক্তি মায়ের শ্রীচরণের চরণামৃত পান ব্যাধিমুক্ত হয়েছেন মিসেস সভরওয়ালের নাতি। ডাক্তারগণ বলে দিয়েছিলেন যে নাতিটির কিড্‌নির অপা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করতেই হবে। নারসিং হোম থেকে ফিরে এসে নাতিটিকে মায়ের চরণামৃত পান করানো হল। পরদিন সন্ধ্যার সময় দুমাসের নাতিটিকে নিয়ে নারসিং হোম যাওয়া হল। তখন অঘটন ঘটল, ডাক্তারগণ বারবার পরীক্ষা করেও কিড্‌নির রোগের চিহ্ন পেলেন না। তারা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে বলে উঠলেন, "এ কি? এত অলৌকিক ব্যাপার। এর যে কিড্‌নির কোন রোগ কোন দিন ছিল তাও বলা যায় না" (শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী, ১৪শ ভাড়া, পৃঃ ১৩৯)। ব্যারাম পীড়ার জন্য মার কাছে অনেক আসত, ঔষধ চাইত এবং বাক্য নিতে চেষ্টা করত কারণ তারা জানত যে মা যা বলেন তাই হবে। মা কিন্তু সময় সময় নীরবই থাকতেন। মাঝে মাঝে খেয়াল হলে আরোগ্য শক্তির লীলা মা প্রকাশ করতেন। মাকে কখনও কখনও রোগীর কাছে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, মা হয়তো তার গায়ে হাত বুলিয়ে দিয়েছেন--যেন ঝেড়ে দিচ্ছেন, দেখা গেল রোগী ভাল হয়ে উঠল। মা বলতেন, আমি যে নিজে ইচ্ছা করিয়া এইরূপ করিতাম তাহা নহে, হাত আপনা আপনি উঠিয়া যাইত। এ ভাবে ক্রিয়া হইয়া যাইত। আবার কখন ত কখনও শত অনুরোধেও হাত নড়িত না" (শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী, প্রথমভাগ, ১১০)।

মা ভোলানাথকে বলতেন যে কাওকে ভাল করতে হবে এমন অনুরোধ যেন না করেন। সকলকে যদি বাঁচাতে হয়, তবে কারও মৃত্যু হবে না এ কি একটা কথা? মা স্পষ্ট ভাবে প্রকাশ করেছেন, "সকলেই যার যার কর্মফল ভোগ করিতেছে ও করিবে; তাহাতে বাধা দেওয়া ঠিক নয়। জোর করিলে বিপরীত ফল হয়" (শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী, প্রথম ভাগ, ১১১)। ভোলানাথ পরের দুঃখে বিচলিত হতেন। রোগ আরোগ্যের জন্য মাকে কত অনুরোধ করতেন তিনি। অনেক সময় দেখা গেছে যে ভোলানাথ মায়ের প্রসাদ দিয়ে রোগীকে ভাল করেছেন। টিকাটুলীর বাসায় গুরুবন্ধু ভট্টাচার্যের স্ত্রী এসে মায়ের কাছে কাঁদলেন এবং প্রার্থনা জানালেন যে তাঁর কালাজ্বরে অসুস্থ ছেলেকে যেন মা ভাল করে দেন। ভোলানাথ তখন মায়ের প্রসাদ দিয়ে দিলেন এং বললেন যে ছেলেটিকে যেন তা খাওয়ানো হয়। কিছুদিন পর ছেলে ভাল হয়ে উঠল। প্রসাদের শক্তিতে আরও কিছু রোগী আরোগ্য লাভ করেছিল। কালাজ্বরে অসুস্থ একটি ছেলেকে ভোলানাথ মায়ের ভুক্তাবশেষ এক গ্রাস ভাত খাওয়ার জন্য তার মার হাতে দিলেন। শ্রদ্ধার সঙ্গে ছেলেটির মা প্রসাদ খাওয়ালেন। অবাক কান্ড! ছেলেটি ভাল হয়ে গেল (শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী, প্রথম ভাগ, পৃঃ ১১৪)।

শক্তিময়ীর শক্তিলীলার অন্ত নেই। রোগারোগ্য বিষয়ে মাকে প্রশ্ন করেছেন গুরুপ্রিয়াদিদি; তিনি মাকে প্রশ্ন করলেন, "কখনও কখনও দেখা যায় তোমার কৃপায় রোগ সারিয়া গেল। তোমার শরীরেও ভোগ হইল না। রোগ যদি কোথাও প্রকাশ না পাইল তবে কোথায় গেল? রোগীর কর্মফল তা কাহাকেও ভোগ করিতেই হইবে।" মা তার উত্তরে বলেছিলেন, "দেখ, কখনও কখনও দেখিয়াছ রোগ এ শরীরে আসিয়াছে। আবার রোগ এক শরীর হইতে অন্য শরীরে দিয়ে দেওয়া যায়, নিজে রাখিতে হয় না। রোগ কখনও এই শরীরে সামান্য প্রকাশ পাইয়াছে। আবার কখনও তার চিহ্ন ও দেখা যায় নাই। এর কারণ, যেমন ধর, আগুন, সে সবই ভস্ম করিয়া দিতে পারে, এতটুকু চিহ্ন ও রাখে না, সবই সম্ভব" (শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী, ৫ম ভাগ, পৃঃ ১৩৭)। রোগারোগ্য ব্যাপারে মাকে নিয়ে আলোচনাও কম হয় নি. মার সঙ্গে তো অনেকেই এ নিয়ে কথাবার্তা বলেছেন। মার শরীরের মধ্যে দিয়ে সাধনার খেলার সময় বিভূতির বা শক্তির প্রকাশ হয়েছিল। মা বলেছেন, "কখনও অজ্ঞান ভাবে হইয়াছে, যেমন কোন রোগীকে স্পর্শ করিয়াছি আর দেখিয়াছি যে সে অমনি রোগমুক্ত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু আমি স্পর্শ করিলে যে সে অমনি রোগমুক্ত হইবে এ জ্ঞান পূর্ব্বে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

থাকে নাই। কখনও বা বিভূতি প্রকাশ জ্ঞান ও অজ্ঞানের মিশ্রণ ভাবে হইয়াছে, যেমন রোগী দেখিয়া হইয়াছে যে, আমি স্পর্শ করিলে ত অনেক সময় রোগ সারিয়া যায়, এ বেলায়ও তাহা হইতে পারে; সব ভাবিয়া যেমন স্পর্শ করিয়াছি আর দেখিয়াছি যে রোগ তখন সারিয়া গিয়াছে। আবার কখনও জ্ঞা সহিত বিভূতি প্রকাশ হইয়াছে, অর্থাৎ আমি নিশ্চিত রূপে জানিয়াছি যে আমি স্পর্শ করিলেই রোগ সা যাইবে এবং রোগ সারাইবার জন্যই স্পর্শ করিয়াছি" (শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী প্রসঙ্গ, তৃতীয় ও চতুর্থ খ পৃঃ২১৬)।

জ্ঞানে, অজ্ঞানে এবং জ্ঞানে অজ্ঞানে মিশ্রণ ভাবে মার আরোগ্য শক্তির প্রকাশ মার শরীরের ভে দিয়ে হয়েছিল মায়েরই খেয়ালে। মহাযোগিনী মা অনেক সময় যোগশক্তির চমৎকারিত্বে সূক্ষ্ম গমন ক রোগ আরোগ্য করেছেন। মা নিজ ভাষায় তার বর্ণনা এ ভাবে করলেন, "ঢাকায় একদিন শুয়ে আছি, কি এ শরীর বেনারসের নির্মলবাবুর বিছানায় বসিয়া আছে। আমি উঠিতেই খুকুনী বলিল–নির্মলবাবুর অসুখ বেনারস হইতে খবর আসিয়াছে। হঠাৎ বলিয়া উঠিলাম এই মাত্র ত সেখান হইতে আসিলাম। জানা গেল যে ঠিক সেই সময় তাহাদের বাসায় নির্মলবাবু এই শরীরকে তাহার শিয়রে বসা দেখিয়াছি নির্মলবাবু সেইবার ভাল হইয়া গেল (মায়ের কথা, পৃঃ ২১৩)।

মা ভক্তের প্রতি অনুগ্রহ করতে ভক্তের ভোগ আপন শরীরে গ্রহণ করেছেন। এ ব্যাপারে মায়ের ই অনিচ্ছার প্রশ্ন ছিল না, আপনা আপনি হয়ে গেছে। একবার আমাশয়ের রোগীকে দেখতে গিয়েছিলেন তারপর মাকে আমরক্ত ধরল। বার ঘন্টা পর মা সুস্থ হলেন। যার অসুখ হয়েছিল সে মায়ের সুস্থ হ সঙ্গে সঙ্গেই ভাল হয়ে গিয়েছিল (শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী প্রসঙ্গ, তৃতীয় ও চতুর্থ খন্ড, পৃঃ২১১)। আর এক বাবা ভোলানাথের মারাত্মক কলেরা হয়, মা তখন নিজের শরীরে রোগকে গ্রহণ করেন এবং বাবা ভোলা ভাল হয়ে উঠেন। তখন মার বাম হাতের সবগুলি নখ নষ্ট হয়ে যায়, কারণ মা আপন খেয়ালে ব উঠেছিলেন যে তাঁর বাম হাতের নখ গুলি নষ্ট হয়ে যাক তবু যেন ভোলানাথ ভাল হয়ে উঠেন। Anandamayee Lila, Memories of Hri Ram Joshi, 2nd Edn. P15.)।

মা স্বয়ং প্রকাশ করেছেন, "আর একবার এ শরীরটা অন্যের জ্বর গ্রহণ করিয়াছিল। দুই তিন দিন পরই এক বিষম জ্বর হইত। ঐ জ্বর তিন ঘন্টা থাকিত, তখন শরীরের উত্তাপ ১০৩।১০৪ ডিগ্রি হ (শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী প্রসঙ্গ, তৃতীয় ও চতুর্থ খন্ড, পৃঃ২১১)। আর একদিন ঘটল আর একটা অক ঘটনা। হরিদ্বারে মা একদিন হঠাৎ অসুস্থ হয়ে জলপান করে পড়ে রইলেন। বিকালে বৃন্দাবন থে টেলীগ্রাম এলো স্বামী স্বরূপানন্দের অসুস্থতার খবর নিয়ে। এপেনডিসাইটিসের অপারেশন এখনই দরক স্বামী চিন্ময়ানন্দকে বৃন্দাবনে পাঠানো হল। তারপর একঘন্টাও হয় নি, মার ডান পায়ের মধ্যমাটি স্ম সময় ভেঙ্গে গেল। মা তাঁর আঙ্গুলটি নিজেই সেট করলেন। গুরুপ্রিয়াদিদি লিখেছেন, "দিল্লী হইতে স আসিল Dr. Santosh Sen স্বরূপের পেট চিরিয়া দেখেন যে এপেনডিক্স ফাটিয়া গিয়াছে, পুঁজে সব ভ গিয়াছে। অবস্থা যেরূপ হইয়াছে এ অবস্থায় সাধারণত কেহ বাঁচে না। কবে যে এপেনডিক্স ফাটি একমাত্র মাই জানেন। মার ঐ আঙ্গুল ভাঙ্গার উপর দিয়াই মনে হয় এ যাত্রা স্বরূপের জীবন রক্ষা হ গেল" (শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী, ১৭শ ভাগ, ৪৫-৪৭)। গুরুপ্রিয়াদিদি একদিন লক্ষ্য করেন যে মায়ের ভ সর্দি হয়েছে। পরে তিনি শুনলেন যে প্রমথবাবুর ছেলে প্রতুল নাকি মাকে বলেছিল যে তার সর্দি বোধ হ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরীক্ষা ও এসেছে। মা যেন দেখেন যে পরীক্ষার সময় তার যেন সর্দি না থাকে। প্রতুলের সর্দি কমে গেল এবং তার পরীক্ষার সময় মার সর্দি হল (শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী, প্রথম ভাগ, পৃঃ৩৮)।

মহাশক্তি মায়ের আরোগ্য শক্তির সাহায্যে শ্রীদেওগণজীর পুত্র অকাল মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিল। মা তাঁর বিশেষ আরোগ্য শক্তি এক্ষেত্রে অসাধারণ ভাবে প্রয়োগ করেন। শ্রীদেওগণজীর পুত্র এগ্‌জিমা রোগে ভুগছিল, চিকিৎসায় কোন ফলই হচ্ছিল না। মা ও হরিবাবা ছেলেটিকে দেখে আসছিলেন। সোলনে শ্রীদেওগণজী যেখানে থাকতেন সেখানে এক মন্দির ছিল। মন্দিরের পুরোহিতের সঙ্গে তাঁর কোন পরিচয় ছিল না। একদিন পূজারী স্বপ্ন দেখলেন যে একজন সুন্দরী মহিলা দুজন মেয়ে সহ মোটরে চড়ে এলেন এবং তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, "শুয়ে আছ কেন? ওঠো, এ ঔষধ দিয়ে দেওগণের ছেলের চিকিৎসা কর। অনেক চেষ্টায় দেওগণজীর সঙ্গে পুরোহিতে দেখা হল–চিকিৎসা হল। ছেলে ভাল হয়ে গেল। দেওগণজী পুরোহিতের বর্ণনা শুনে বুঝতে পারছেন যে তিনি মাই, আর কেউ নন (শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী, ১৫শ ভাগ, ১৭০-৮০)।

দুর্গা অতিরোগ, মহাবিঘ্ন, দুঃখ মহাভয়, দৈত্য, শোক, নরক, জন্ম, যমদন্ড প্রভৃতিকে হনন করেন, তাই তার নাম দুর্গা। শব্দকল্পদ্রুমে বলা হয়েছে যে দেবী দুর্গা দুর্গ রক্ষাকারিণী, বিঘ্ননাশকারিণী, (রোগারোগ্য) কারিনী, ও বিপত্তিনাশকারিণী। শ্রীশ্রীচন্ডীতে দেবী দুর্গা স্বয়ং বলেছেন, "স্মরন্ মমৈতচ্চরিতং নরো মুচ্যেত সঙ্কটাৎ (শ্রীশ্রীচন্ডী, ১২.২৯) অর্থাৎ মানুষ আমার মাহাত্ম্য স্মরণমাত্রই সমস্ত সংকট থেকে মুক্ত হয়'। শুধু তাই নয়, নারায়ণী স্তুতিতে বলা হয়েছে "ত্বামাশ্রিতানাং ন বিপন্নরাণাং" (শ্রীশ্রী চন্ডী, ১১.২৯) অর্থাৎ আপনার আশ্রিত ব্যক্তিদের বিপদ স্থায়ী হয় না। বিপিনতনয়া রূপে এবারের প্রকাশে মা তাঁর ভগবতী বাক্য আপন খেয়ালে রক্ষা করেছেন ভক্তের প্রতি কৃপাবর্ষণ করে। মায়ের কাছে প্রার্থনা জানালেই মা তাঁর সন্তানকে বিপদ থেকে উদ্ধার করেছেন এবারের বিংশশতাব্দীর লীলায়। দেওগণজীর স্ত্রী একদিন অন্যএকজন মহিলার সঙ্গে পাহাড়ের উপর এক সাধুকে দেখতে গিয়েছিলেন। পথে একটা সাপ দেওগণজীর স্ত্রীর শরীর ও পা জড়িয়ে ধরলো, সঙ্গের স্ত্রীলোকটি তো ভয়ে অজ্ঞান। দেওগণজীর ভক্তিমতী স্ত্রী মার কাছে প্রার্থনা জানালেন। আশ্চর্য, কিছুক্ষণ পরেই সাপটা তাঁকে ছেড়ে দিয়ে চলে গেল। সাধুর কাছে যেতেই সাধু জানালেন যে তিনি মা আনন্দময়ীকে দেখেছেন। মা এসে সাপটাকে চলে যেতে আদেশ করেন এবং সাপটা মাতৃ আদেশ পালন করে চলে যায় (শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী, পঞ্চদশ ভাগ, পৃঃ৪৮)।

(ক্রমশঃ)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মায়ের কথা

(সাত)

—শ্রী নিগমকুমার চক্র

২৭শে অগষ্ট ২০০৪ মায়ের অব্যক্তধামে প্রস্থান দিবস পার হল। বাইশ বৎসর পূর্বের এই দি আমাদের মাতৃদর্শনের কথা পূর্বেই লিখেছি। 'মা' অপ্রত্যক্ষ হবার ক্ষনটিতে আমাদের কাছে সূক্ষ্মে এসেছিলে বছরের এই দিনটিও বিফলে যায়নি। এবারকার অনুভূতি ভাবজগতের। তাই ভাবি, বন্ধন তো বন্ধন জন্যই। আমার 'মাতৃবন্দনা'র কয়েকটি ছত্র উদ্ধৃত করে এই অসীম অনুভূতিকে আংশিকভাবে প্রকাশ ক

পশ্যামি ত্বাং প্রদীপ্তারুণবর্ণাং পূর্বাচলারুণরাগামরুণাম্
রক্তারুণ সিন্দূর বিন্দুযুক্তাং রক্তানেত্রামরুণোদয়মধ্যে॥
প্রখরোজ্বলশ্বেতপীত বর্ণাং প্রজ্বলিতামিতরশ্মিসংযুতাম্
পশ্যামি ত্বাং দিগ্‌দিগন্তভাসিতামালোকিতা মভ্রমধ্যাংশুমধ্যে॥
পশ্যামি ত্বাং গৈরিকাম্বরাবৃতাং গোধূলিকাং গিরিগৈরিকবর্ণাম্
রক্তালক্তকরঞ্জিতচরণাং দিবাকরাস্তারুণরাগমধ্যে॥"

বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে "মা"কে দেখতে পাওয়ার আগে একটি ঘটনা ঘটেছিল। প্রথম মাতৃদর্শন ও মাতৃক করে পাটনায় ফিরে আসার পর আমাকে একবার কার্যোপলক্ষে বখতিয়ারপুর যেতে হয়েছিল কয়েকদিনর সেখানে ডাকবাংলোতে ছিলাম, পাছপালায় ঘেরা শান্তপরিবেশে দুটিমাত্র ঘরের বাংলোটি। যাত্রী আমি মায়ের নির্দেশমত গীতাপাঠ অব্যাহত ছিল। প্রথম রাত্রেই একটি জিজ্ঞাসা ও অনুসন্ধিৎসা মনের মধ্যে উঠলো—ভগবান এখানে কোথায় আছেন, খুঁজলে পেয়ে যাব কী? যতই চিন্তা প্রবল হয় ততই গীতার শ্লো আপনা আপনি উচ্চারিত হতে থাকে। "মা" কে স্মরণ করি, প্রসন্নতাপূর্ণ মায়ের রূপটি ভেসে ওঠে। দিনই অনুসন্ধিৎসার ফল পাওয়া গেল। সেই নির্জন প্রভাতে ডাকবাংলোর বাগানে মনের মধ্যে কে ফে উঠলো—এই তো আমি এখানে আছি, তোমার সঙ্গে সঙ্গেই আছি, তোমার চারধারে আছি, গাছের পাতায় আছি, আকাশে বাতাসে, প্রভাতের প্রকাশে, রৌদ্রে, ছায়ায় সর্বত্র আছি, দেখবার চেষ্টা করতে থাকো চোখ মন দিয়ে, অনুভূতির মধ্যে, ঠিক আমায় দেখতে পাবে। এই অনুচ্চারিত বাণী আমার শরীরে ও অন্তরে স্পন্দন এবং ক্রমশঃ আলোড়ন জাগিয়ে দিল।

সারাদিন একটা আচ্ছন্ন অবস্থার মধ্যে কাটলো। সেই অবস্থায় কাজকর্মও করতে থাকলাম, লোক যাওয়া-আসা, তাদের সঙ্গে কথা বলা, কাগজপত্র দেখা—সবই চলতে লাগলো, কোথাও কোনো ত্রুটি-বি প্রশ্ন তো দূরের কথা। সঙ্গে সঙ্গে মায়ের নামও শ্বাসেপ্রশ্বাসে আপনিই চলতে লাগলো, ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলে এক অবিচ্ছিন্ন আনন্দের ঘোরে সময় কাটতে লাগলো। সেই সময় মনের মধ্যে কত প্রশ্নের যে উত্তর পেয়ে তার হিসেব এখন দেওয়া সম্ভব নয়। দুপুরে সামান্য আহারের পর যেন নূতন উদ্দীপনায় ভগবানকে অ করার খেলায় মেতে গেলাম। রূপরসগন্ধ স্পর্শাদি সকল প্রকারের অনুভূতি আমাকে ততক্ষণ পর্যন্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করতে লাগলো যখন পর্যন্ত না রাত্রের নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়লাম। রাত্রে কোনও স্বপ্ন দেখেছিলাম কী না, তা এখন মনে নেই। পাটনায় ফিরে এসে গর্ভধারিণী জননীকে সব কথা বললাম। তিনি বললেন–শীঘ্রই তোমার আনন্দময়ী মা'র কাছে যেতে হচ্ছে বলে মনে হয়। যোগাযোগ করার চেষ্টা করো।

চেষ্টা আর করতে হল না। এলাহাবাদে একটি ইন্টারভিউ–এর ডাক এলো এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে খবর পেয়ে গেলাম যে "মা" ঐ সময়ে বিন্ধ্যাচলে থাকবেন। সেই ভাবেই যাওয়ার প্রোগ্রাম করলাম, যাওয়ার পথে মির্জাপুরে নেমে বিন্ধ্যাচল, সেখান থেকে এলাহাবাদে যাওয়া। আমার এক বিহারী বন্ধু সঙ্গী হলেন, মাতৃদর্শন করে তিনি পাটনায় ফিরে আসবেন, আমাকে এলাহাবাদের গাড়িতে তুলে দিয়ে। বন্ধুটির নাম রামবাহাদুর সিংহ।

বিন্ধ্যাচল আশ্রমে পৌঁছুলাম বেলা চারটে নাগাদ। আশ্রম চত্বরে প্রবেশ করতেই দেখা হল তদানীন্তন শ্রীকুসুম ব্রহ্মচারীর সঙ্গে, যিনি সন্ন্যাসগ্রহণ করার পর থেকে স্বামী নির্বাণানন্দ নামে পরিচিত। আমাকে দেখেই চিনতে পারলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বললেন যে "মা" একটু আগেই ঘরে চলে গেছেন, কিছুক্ষণ আগেও বাইরে ছিলেন। আমাদের বললেন ততক্ষণ চা খেতে, আশে পাশে অনেকেই চা খাচ্ছিলেন। সবে চায়ের পাত্র হাতে দিতে যাচ্ছেন, "মা" আশ্রমের দুতলার বারান্দায় আবির্ভূত হলেন। আমি বলতে যাচ্ছি "ঐ তো মা" এমন অবস্থায় "মা" উপর থেকে কুসুম ব্রহ্মচারীর নাম ধরে ডেকে বললেন, "গেরুয়া পাঞ্জাবী গায়ে ওই ছেলেটি পাটনার নিগম না? ওদের দুজনকে উপরে পাঠিয়ে দাও"। আমি বন্ধুটিকে সঙ্গে নিয়ে উপরে যাওয়ার জন্য পা বাড়ালাম যতক্ষণ দেখতে পাওয়া যায় ততক্ষণ উপরের দিকে তাকিয়ে। বন্ধুও আমার অনুগামী হল। উপরে খানিকক্ষণ আমরা দুজনে একান্তে মাতৃ–সঙ্গ লাভ করলাম। অনেক কথা হল। "মা" বললেন রাত্রির খাওয়া খেয়ে স্টেশনের জন্য রওনা হতে।

পরে আবার "মা" আমাকে ডেকে পাঠালেন, ছাদে তখন "মা" পায়চারি করছিলেন। সেখানে চলতে ফিরতে অনেক কথা হল এবং মা সব কথা শুনলেন এবং যা যা বলবার বললেন। লিখতে লিখতে সেই আনন্দময় পরিবেশেই যেন ফিরে যাচ্ছি। নীচে নামার আগে প্রণাম করলাম। সেই সময় দেখলাম একজন ভদ্রলোক হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনিও "মা"কে প্রণাম করলেন, সামান্য কিছু কথাবার্তা ও তাঁর মায়ের সঙ্গে হল হিন্দীতে। "মা" আশীর্ব্বাদ করলেন। আমাকে "মা" সম্ভবতঃ তখনই বললেন যে এলাহাবাদে আমার ইন্টারভিউ হয়ে গেলে পাটনা ফিরে যাবার পথে যেন কাশীর আশ্রমে তাঁর সঙ্গে দেখা করি সন্ধ্যার পর, সেইদিনই তিনি কাশীতে ফিরবেন।

রাত্রে রওনা হওয়ার পূর্বে "মা"কে প্রণাম করে আমরা মির্জাপুরের পথ ধরলাম। যতক্ষণ হাঁটছিলাম সেই হিন্দীভাষী ভদ্রলোক খড়ম পরে সঙ্গে সঙ্গে হাঁটছিলেন। মাতৃদর্শনলাভের জন্যই বোধহয় পায়ে হেঁটে এসেছিলেন। আমরা পৃথক হয়ে যাওয়ার সময় তিনি হিন্দীতে বললেন যে তাংর সঙ্গে তো "মাতাজী"র বেশী কথা হল না, কিন্তু তিনি যেটুকু পেয়েছেন সে প্রাপ্তিতেই তাঁর আসা সার্থক হয়েছে। এলাহাবাদ থেকে ফেরার পথে কাশীর আশ্রমে "মা"র সঙ্গে যখন একান্তে কথা হয়েছিল তখন উপরোক্ত ভদ্রলোকের কথা বললাম ও "মা"কে জিজ্ঞাসা করলাম যে তিনি তো সারাক্ষণ ছাদের একপাশে দাঁড়িয়েছিলেন কেন তাঁর সঙ্গে আরো একটু কথা বললেন না। "মা" হেসে বললেন যে এই "শরীরটা" কে যে যেমন কথা বলায় তেমনি কথা বলে। যতটা মনে পড়ে এই প্রসঙ্গে আরও কিছু কথা হয়েছিল, কিন্তু সে বিষয়ে স্মৃতি সুস্পষ্ট না থাকায় আর কিছু লিখলাম না।

"মা" কিন্তু আমার এলাহাবাদ ইন্টারভিউ সম্বন্ধে খুঁটিনাটি সব শুনে নিলেন এবং প্রশ্ন করে বিশদভাবে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কোনো কোনো বিষয় জেনে নিলেন। আমি প্রতিটি প্রশ্নের কী কী উত্তর দিয়েছি সেগুলি জানতে চাইলেন। বললাম যে আমাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে আমি চাণক্যের 'অর্থশাস্ত্র' পড়েছি কী না, আমি উত্তর দিলাম সম্পূর্ণ পড়িনি–তবে কিছু কিছু বিষয়ে ইংরাজীতে আলোচনা পড়া আছে, তখন "মা" বললেন যে বোধহয় বিহারের থেকে গিয়েছ তাই চাণক্যের প্রসঙ্গে উত্থাপন করা হয়েছিল। কতক্ষণ ধরে ইন্টারভিউ চলেছিল জানতে চাইলেন এবং প্রসন্নতাও প্রকাশ করলেন। "মা"র আশীর্বাদ নিয়ে পাটনায় ফিরে এলাম।

এই ঘটনার পরে অনেক কিছুই ঘটতে থাকলো, কখনো আশা, কখনো নিরাশা আমার অন্তরে যেন ঝড়ের আশঙ্কা জেগে রইলো। আশঙ্কা যত প্রবলতর হতে থাকলো ততই "মা"কে স্মরণ, তাঁকে চিঠি লেখা উত্তর পাওয়া, এ সবের মধ্যে দিয়েই সমর্পণ, আর ও সমর্পণ। ভয়কে জয় করার চেষ্টা চলতে থাকলো। আমার জীবনের একটি বৃহৎ অধ্যায়। এ প্রসঙ্গে এখন না গিয়ে "মা"কে পাবার পথের কাহিনীতে যাওয়াই বোধ করছি। এই উত্তরণের কথা তো অন্তরের কথা, আত্মার কথা–সেই কথা বলতে পারা তো মাতৃকৃপা পরের প্রাসঙ্গিক চর্চা তখন সরল হয়ে যাবে। সমুদ্রে অবগাহন করার পরেই তো জীবন সংগ্রামের তাৎ উপলব্ধি করা যায়।

"মা" সর্বত্র বিরাজমান। প্রতি ভক্তের হৃদয়েই তিনি আছেন। বিশ্বপ্রকৃতিতে দেখতে পেলে মনের মধ্যে ভাবাবেগের উদ্রেক হয়, তাতেই যেন অন্তর্বিশ্বে "মা"র অবস্থানটি বুঝতে পারার শক্তির উদ্ভব হয়, সেই শক্তি পথ দেখিয়ে নিয়ে চলে মাতৃসাধককে। গোড়ার দিকে অরুণোদয় থেকে গোধূলি পর্যন্ত দেখতে পাওয়ার কবিতায় প্রকাশ করেছি। এখন সূর্যাস্তের পরের দৃশ্যের বর্ণনা লিখছি :-

"পশ্যাআমি ত্বাং রজতাংশুশোভিতাং শুভ্রাঙ্গীং শশসন্নিভচপলাম্
নির্মলাং নির্নিমেষমৃগনেত্রাং শুচিস্মিতাং চন্দ্রপ্রকাশকালে॥
পূর্ণমাস্যাং চারুপূর্ণাবয়বাং পশ্যামি ত্বাং পূর্ণপ্রভাং পূর্ণিমাম্
হীরকোজ্বলকিরীটশেখরাং পরিবৃতাং তারাগণৈরসংখৈঃ॥
ছায়াময়ীং কৃষ্ণমসীবকেশাং কৃষ্ণাভাং কৃষ্ণকজ্বলনয়নাম্
অমানিশায়ামংশুবিযুক্তায়াং পশ্যামি ত্বাং কৃষ্ণবাসামসিতাম্॥

দিনরাত্রি নিয়েই সংসার–এই মায়ার সংসার। প্রত্যেকে নিজ নিজ ভাবে সেই সংসারকে দেখেন। আমি "মা" এইভাবেই দেখিয়েছিলেন। এ দেখা তো বহির্চক্ষুর দেখা নয়, অন্তরাত্মার উপলব্ধি বলেই ধরে নিচ্ছি। উপলব্ধি ও তার বহির্প্রকাশ "মা" না করালে আমার এই ক্ষুদ্র "আমি"টা খুঁজেই মরতো সেই মহাপ্রকৃতি মহামায়াকে।

তাই তো যখন স্বপ্ন দেখে "মা"র কাছে প্রথম গিয়েছিলাম, তখনই "মা" বুঝিয়ে দিয়েছিলেন সেই ও আমার যাওয়ার আদ্যন্ত। আমার ধারণা যে মায়ের সকল ভক্তরাই কোনো না কোনো সময়ে "মা"কে পেয়েছেন, প্রথম দর্শনের পূর্বে বা পরে, কিংবা পূর্বে ও পরে দুই-ই। হয়তো এমন কেউ কেউ থাকতে পারে ছিলেন যিনি বা যাঁহারা একবার বা একাধিকবার 'মা"কে স্বপ্নে পেয়েছেন, অথচ কখনো তাঁর বা তাঁদের দর্শন হয়নি। এ কথা কেন ভাবছি বা লিখছি তার কারণ আমার অনুভূতি। "মা"র প্রকাশ সর্বব্যাপী, তাঁর বহুল ও অনন্ত, পাত্রভেদে ভিন্ন ভিন্ন রূপে ও ভাবে তার অভিব্যক্তি। পরমব্রহ্ম তো পরাপর দুই-ই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরাৎপরাও, পরমেষ্ঠ এবং পরমেষ্ঠি। "মা" তো একমেবাদ্বিতীয় ও বহুলপ্রকাশ। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষের ভেদাভেদ সেখানে নেই, সব এক-ই। এই অনুভূতি বা প্রাপ্তি কী করে বা কোন অবস্থায় হল, তা প্রকাশ করাও তো অসীমকে সীমাবদ্ধ করার মতই দুরূহ কাজ। তাই যা বুঝেছি তাই লিখছি, যদিও সে বোঝাটি শুধুমাত্র বোধোদয় নয়, এ এক করুণাধারার নীরব কলপ্রবাহের মধুরাস্ফুটস্বরবিস্তার। মহাকবি কালিদাসের ভাষায় "কল-নির্হ্রাদ" হয়তো বা এর কাছাকাছি আসতে পারে, যদিও প্রেক্ষাপটটি ভিন্নতর। সব ভিন্নতাই কিন্তু আপাতভেদাত্মক, মায়ের কাছে তো সব একই।

"মা" শাশ্বতী, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পরাশক্তি, সৃষ্টিস্থিতিবিলয়কারিণী, অমিতবীর্যা, পরমৈশ্বর্যশালিনী। তাঁর আসাও নেই, যাওয়াও নেই। ভক্তচিত্তে তাঁর প্রকাশ বহুধা হলেও, তিনি তো একেশ্বরী। এই ভাবে পৌঁছাতে হলে ভক্তকে তাঁর প্রকাশের বৈচিত্র্যের মধ্যে গিয়ে অনুধাবন করতে হয়। "মা" ভক্তহৃদয়ে এই ক্রিয়ার ধারার স্ফূরণ ঘটিয়ে দেন-এ তো মহাস্ফূরণ। আমার জীবনে তাঁর এই লীলা চলছে বিচিত্ররূপে প্রথম স্বপ্নদর্শন থেকে, কখনো আলো, কখনো অন্ধকার, কখনো আলোক-অন্ধকারের সীমানার বাইরের এক অখণ্ডজ্যোতির বলয়ের মধ্যে দিয়ে। এর কী কোনো শেষ আছে? তাইতো লিখেছিলাম

"স্বপ্নময়ী ত্বংহি নিদ্রারূপিনী বিস্মৃতি-পুনরুদ্ধারিনী মাতঃ
দৃশ্যান্যনেকানি প্রবিলুপ্তানি দর্শয়সি বিস্মৃতানি চ স্বপ্নে॥
চৈতন্যাচৈন্য-সন্ধিরূপা ত্বং যোগমায়া স্বপ্নরাজ্যবাসিনী
ইন্দ্রজালময়ী বিষ্ণুমায়া ত্বং মন্ত্রবীজসত্তা স্বয়ংসিদ্ধাসি॥
নিদ্রাচ্ছন্নাস্তে সম্মোহপূর্নেন মায়াস্পর্শেন ভূতানিহলোকে
সম্মোহান্তে সর্বে পুনর্জাগ্রতাঃ বিলুপ্ততন্দ্রাশ্চ চিন্তয়ন্তিত্বাম্॥
জাগৃতিময়ী ত্বং সঞ্জীবনী চ চৈতন্যময়ী চেতনা চ চিতি
ত্বংহি বিহঙ্গকূজনকাকলী আনন্দময়ী ত্বং প্রভাত-গীতি॥
স্বপ্ননিদ্রময়ী-শর্বরী-শেষে উন্মোষিত-নবজীবন-দাত্রী
মোহমায়াবসানে চ জগতঃ চিরন্তনানন্দপ্রদায়িনী ত্বম্॥
নহি তত্র প্রভাত-বিভাবরী বর্ততে ন নিদ্রা নৈব জাগৃতি
ভাতি ন ভানুঃ শোভতে ন চন্দ্রঃ দিব্যধামে যত্র স্থিতাসি দেবি॥

(এই রচনায় লিখিত শ্লোকগুলি মৎরচিত "মাতৃবন্দনা" থেকে উদ্ধৃত। সম্পূর্ণ ছন্দমালাটি ১০৮ পদের ও কাশীর আশ্রমে শ্রীশ্রীমা'র নির্দেশে তাঁহার শ্রীচরণকমলপীঠে আবৃত্তি দ্বারা নিবেদিত ও পঠিত)

জয় মা! জয় মা!! জয় মা!!!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কৃপাময়ী মা আমার সাক্ষীগোপাল

—শ্রীমতী বাসন্তী দৈ

ছোটবেলার থেকেই কেন জানি জগন্নাথদেবকে আমার খু-উ-ব ভাল লাগতো। গর্ভধারিনী মা কাছে নানারকম গল্প শুনতাম তাতেই আকর্ষণ আরো বেড়ে গেলো। মা বলতেন, "জগন্নাথ দেখা সকল ভাগ্যে হয় না। খুব শুদ্ধ মন ও একান্ত শরণাগতি নিয়ে না যেতে পারলে তাঁর দর্শন হয় না। পুরী গিয়ে লোকে জগন্নাথের মূর্ত্তির বদলে তাদের ভাবনার জিনিষ দেখে। এক বুড়ী নাকি তার লাউগাছের ক ভাবতে ভাবতে গিয়েছিলো জগন্নাথ দর্শন করতে মন্দিরে ঢুকে সে শুধু লাউ দেখে। আর একজন ছেলে ছাগলের কথা ভাবতে গিয়ে ছাগলই দেখলো"। এরকম বহু কাহিনী আমি আগ্রহের সঙ্গে মার মুখে শুনতা ও জগন্নাথদেবকে আমার দিন দিন বেশী ভালো লাগতো। বিয়ের আগে থাকতাম সুদূর আসামে। কাজে আমার ভাগ্যে জগন্নাথ দর্শন সম্ভব হবে বলে আমি ভাবতে পারিনি। ছোটবেলা থেকেই জগন্নাথদেবকে ভাইফোঁটা দিতাম। যদিও আমার ৪ ভাই ছিলো তাদেরও ফোঁটা দিতাম। জগন্নাথদেবকে ফোঁটা দেবার ক কেউই আমাকে কখনও শেখায়নি। আমার মা দেখে খুব হাসতেন তবে কখনও মানা করেননি।

বিয়ের পর স্বামীকে জগন্নাথ প্রীতি ও ভাইফোঁটার কথা বলাতে তিনি আমকে পুরী নিয়ে যান। ১৯৫ সনে দুর্গাপূজার পর ত্রয়োদশীর দিন পুরী রওনা হলাম। আমার মনের অবস্থা যে কীরকম হয়েছিলো ভাষায় বর্ণনা করতে পারবো না। অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে ভীষণ ভয়ের মিশ্রণ, এক অবর্ণনীয় অবস্থ আনন্দ আমার বহু আকাঙ্খিত প্রাণের ঠাকুর, আমার আদরের ভাই "জগাকে" দেখবো বলে। ভয় ঠাকুরের পরিবর্ত্তে অন্য কিছু দেখি। যাইহোক, পুরী পৌঁছে পাণ্ডার সাথে ঠাকুরের নাম জপ করতে করতে মন্দিরে তো ঢুকলাম। পাণ্ডা যে কতো যত্ন করে দেখালেন কি বলবো। জগন্নাথদেবের সামনে পাণ্ডা আমাকে বললেন, "মা দেখো রত্নবেদীর উপর ঠাকুর বসে আছেন। মা তুমি স্পর্শ করো। আমি তিন ঠাকুরকে হাত বাড়িয়ে স্পর্শ করলাম। বিশেষ করে জগন্নাথদেবকে অনেকবার স্পর্শ করলাম। ছবিতে যে রূপ আছে তা দেখলাম। কিন্তু তারপর আমি আরো কয়েকবার গিয়ে দেখেছি রত্নবেদীর উপর ঠাকুর বহুদূরে হাতে নাগালের বাইরে। তাঁকে বেদীর সামনে দাঁড়িয়ে সহজে স্পর্শ করা যায় না। জানিনা সেটা কি কারণে হয়েছিলো। কিন্তু সে স্পর্শের আবেশ জন্ম জন্মান্তর প্রাণে ছড়িয়ে থাকবে। যাক্ এই তো গেলো প্রথম দর্শন।

১৯৬৫ সন। রথে পুরী যাবো বলে স্বামীর কাছে বায়না ধরলাম। তিনি বিশেষ আপত্তি করলেন না মা তখন রাঁচীতে ছিলেন, আমি মাকে চিঠি দিয়ে আশীর্ব্বাদ চাইলাম। কারণ প্রথম দর্শনের কয়েকবছর পর আমি মায়ের কৃপা পেয়েছিলাম। মা উত্তর দিলেন, তিনি খুব খুশী হয়েছেন। সেই চিঠিতে চিত্রাদি লিখলেন মা ও রথ যাত্রায় পুরী যাচ্ছেন। মাতৃসঙ্গ ও রথ দেখা একসাথে, এতো আমার কল্পনার বাইরে। এ মায়ের অদ্ভুত কৃপা বলে অনুভূত হলো। মায়ের লীলার এবার কিছু বর্ণনা দেবো। আমার বোন আগমনী কোজাগরী কার্য্যোপলক্ষে ৪/৫ দিনের জন্য পুরী গেলো। আমি দেখলাম ৪/৫ দিনের বেশী আমাদের পুরী থাকা হয় না। ফেরার টিকিট আগে না করলে ফেরা অসম্ভব। দারুণ ভিড় হয় তখন। ও স্নানযাত্রার সময় গিয়েছিলে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমাদের ফেরার টিকিট কেটে আশ্রমের নিকটবর্ত্তী Sea View Hotel এ seat book করে ও ফিরলো। আশ্রমে স্থান সংকুলান হবে না বলে hotel ঠিক করা হলো। ঠিক এই সময়ে আমার বাচ্চা মেয়েটার typhoid হলো। আমার যাওয়া হবে না বলে ছটফট্ করছি। ডাক্তার সব শুনে বল্লেন অন্নপথ্য করার পর দায়িত্বশীল কারোর কাছে রেখে আপনি যেতে পারেন। নচেৎ ঘুরে জ্বর এলে মুস্কিল হবে। আমার দিদি ও আগমনী দায়িত্ব নেবে জানালো। খবর এলো এক আত্মীয়ার অবস্থা খারাপ। ছেলের H.S. পরীক্ষার result ২/১ দিনের মধ্যে বের হবে। তাকে কলেজে ভর্ত্তি করতে হবে। ভর্ত্তি করা কি ব্যাপার প্রত্যেক অভিভাবক তা মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝবেন। এই তো "শ্রেয়াংসি বহু বিঘ্নানি"। নানা অশান্তি নিয়ে মাতৃনাম জপ করতে করতে ট্রেনে তো রওনা হলাম। যাবার আগে T.A. B.C. injection নিয়ে certificate নিলাম। ব্যাথায় অস্থির। পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে certificate দেখাতে হলো। রথযাত্রা ছিলো ৩০শে জুন, ১৯৬৫ আমরা ২৭শে জুন রওনা হয়ে ২৮শে পৌঁছালাম। সমুদ্রে স্নান সেরে মাতৃদর্শনে গেলাম। জননী স্মিত হাস্যে কুশল প্রশ্ন করে সব দুর্ভাবনার মেঘ এক মুহূর্তে সরিয়ে দিলেন। তাঁর সেই স্নেহবর্ষী কৃপার দৃষ্টি মনে যেন অপূর্ব রসের সাড়া জাগালো। বল্লেন, "কোথায় উঠেছো?" আমি বল্লাম, "হোটেলে, এখানে ছোট্ট জায়গা সাধু সন্ন্যাসীদের কষ্ট দিয়ে আমাদের গৃহীদের থাকা ঠিক নয়। আমি কাছেই আছি।" প্রসন্নহাস্যে মা বিগলিত হলেন। রথে যাবো বলে আমি মার জন্য বহু দোকান খুঁজে একখানা হলদে রংয়ের লালপাড় রেশমী শাড়ী নিয়ে গিয়েছিলাম। মঙ্গলবার আমার আরাধ্য মায়ের পূজোর প্রশস্ত দিন বলে আমি ঐদিন মাতৃচরণ পূজোর আকাঙ্খা প্রকাশ করলাম। মঙ্গলবার রথযাত্রার আগের দিন জননী আমার পূজো গ্রহণ করে আমায় কৃতার্থ করলেন। কাশীতে দর্শনের সময় আমি জগন্নাথদেবকে ভাইফোঁটা দিই শুনে মা আমার নাম সুভদ্রা বলেছিলেন। বলেছিলেন এমন কথাতো কখনও শুনিনি। ফুলের সাজে সেদিন মায়ের যা অপূর্ব্ব রূপ ফুটে উঠেছিলো তা বর্ণনা করা কঠিন। একজন পুরোনো ভক্ত মায়ের ঐরূপ দেখে কেঁদে চরণ দুটি জড়িয়ে ধরে বল্লেন, "আমি তোমাকে এই রূপেই দেখতে চেয়েছিলাম"। পূজো আমার সার্থক হলো। মা নানাভাবে করুণা বিলি করেছেন। আমি প্রসন্ন মনে মাতৃদর্শন করছি, ছবি নিচ্ছি, হরিবাবার কীর্ত্তন শুনছি। হরিবাবাকে কিছু প্রণামী দেবো মাকে বল্লাম, "আমার লজ্জা করে, তুমি দিয়ে দাও"। মা বাবার কাছে আমাকে নিয়ে বল্লেন, "ওর নাকি বাবা তোমাকে প্রণামী দিতে লজ্জা করে"। আমাকে দিতে বল্লেন, হরিবাবা খুব খুসী মনে আশীর্ব্বাদ করলেন। উত্তাল নীল সমুদ্র সময়ে সময়ে রং বদলাচ্ছে তারই ধারে সুন্দর ছোট্ট নিরিবিলি আশ্রমটি। মা জননীর চরণ প্রান্তে বসে সাধু মহাত্মাদের মুখে হরিকথা শোনা এ যেনো পরম ভাগ্য। মঙ্গলবার মাকে পূজো করে জগন্নাথদেবের দর্শন করতে গেলাম। এতোদিন তাঁর নাকি জ্বর ছিলো। স্নানযাত্রায় স্নান করে, পাঁচন খেয়ে চেহারা বড়ো রুগ্ন মনে হলো। হৃষ্টচিত্তে দর্শন করে সাজানো রথ দেখলাম। লাল ও হলুদ রং কাপড় দিয়ে জগন্নাথদেবের রথ সাজানো। তখনই আমার মনে হলো অন্যবার লালশাড়ী পছন্দ করি আমি, এবার হলুদ লাল এনেছি জগন্নাথের কৃপাতেই। মাকে সব বল্লাম, মা হাসলেন। তারপর মাকে বল্লাম, মা আমার প্রাণের একান্ত ইচ্ছা রথের দড়ি টানার"। মা বল্লেন, "আমাদের সাথে উপরে বসলে তাতো পারবেনা"। মাকে ছেড়ে অন্যত্র বসতেও আমার প্রাণ চায় না। মায়ের কাছে বসে রথও দেখবো আবার রথের দড়ি টানবো সে দুর্ব্বার বাসনা কিছুতেই মিটবে না বুঝে, স্বামী ও অন্যান্য ভক্তদের সঙ্গে আমরা রথের দিন আগেই রওনা হলাম। জননীর অফুরাণ কৃপার ফলে কেমন করে তাঁর আসনের অতি নিকটে চলে এলাম। একটা বাড়ীর দোতলা ভাড়া করা হয়েছিল, আশ্রমের তরফ থেকে। প্রতি মুহূর্ত্তে বুক কাঁপছে কারণ টিকিটের নম্বর শেষের দিকে ছিলো।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যদি মায়ের দোতলা থেকে তেতালার দলে কর্ত্তৃপক্ষ পাঠিয়ে দেন। কিন্তু মায়ের কৃপাদৃষ্টির প্রসাদে কি হলো না। মা একটা চৌকিতে বসে আছেন। কাছাকাছি মহাত্মা হরিবাবা ও দিদিমা বসে আছেন। সে এ অপূর্ব্ব পরিবেশ। তার মধ্যে কীর্ত্তন হচ্ছে। ছবিদিও কীর্ত্তন করছেন। এদিকে মন্দিরের পাণ্ডা ও সরকা লোকেদের মধ্যে নানাকারণে বচসা হয়ে মারামারি হবার জন্য ঠাকুরতো বের হচ্ছেন না। সকলের উৎকন্ঠা উদ্বেগে ভরপুর। মা নানাভাবে আনন্দ করছেন। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর অবশেষে বেলাশেষে বক্স গটগট করে রজ্জুবন্ধনে হেলে দুলে, মাথার ফুলের মুকুট দুলিয়ে রথে উঠলেন। রথে যেভাবে টেনে হিঁ তোলা হচ্ছিল তা দেখে মনটা আমার ভারী খারাপ লাগছিলো। ভাবছিলাম ভক্তের জন্য ভগবানের এ কষ্ট। দড়ি বেঁধে যখন রথে তোলা হয় বুকটার মধ্যে অস্থির করতে থাকে। এইভাবে সুভদ্রাদেবী তাঁর র উঠলেন। সর্ব্বশেষে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলে আমার "জগা" ভাই গট্‌গট্ করে মুকুট দুলিয়ে আসছেন দে আনন্দে মনটা নেচে উঠলো। গুরুচরণে বসে জগন্নাথদেব দর্শন সে এক অপূর্ব অনুভূতি। কিন্তু রথে তোল সময় মনটা বেদনায় ভরে গেলো। বহু কষ্টে তাঁকে টেনে তোলা হলো। লীলাময় ভগবানের সে এক অ লীলা। ভক্তের জন্য কষ্ট স্বীকার করতে তাঁর আপত্তি নেই। মাকেও দেখেছি ঘন্টার পর ঘন্টা বসে আ ভক্তদের মনোরঞ্জনের জন্য। সন্ধ্যা হয়ে গেলো। রাজা এসে তাঁর করণীয় কাজ করলেন। রথের প্র সোনার ঝাঁটা দিয়ে ঝাড় দিলেন। কিন্তু সন্ধ্যা হবার জন্য ঐদিন আর রথ টানা হলো না। শুনলাম পরের হবে। অনেকে খুব দুঃখ করতে লাগলেন। এরকম নাকি কখনও হয় না। আমার কিন্তু মনে মনে খুব আ হলো আগামীকাল রথের দড়ি টানতে পারবো ভেবে। মাকে প্রণাম করে চলে এলাম হোটেলে। রা উদ্বেগে কেটে গেলো। সকাল থেকেই সাজ সাজ রব। আশ্রমে গিয়ে শুনি মেয়েরা আজ সাধুদের সঙ্গে দেখতে যাবে। মা যাবেন না। তাই ওঁদের সাথে আমরাও রওনা হলাম। আমরা স্বামী ক্যামেরাটা মনে ক নিয়েছিলেন। আমরা ভিড়ের মধ্যে দাঁড়ালাম। মন্দিরের সামনে গিয়ে দেখি জনতার সমুদ্র। বলরাম দে রথ রওনা হয়ে গিয়েছে। তারপর সুভদ্রাদেবী যাচ্ছেন। আমরা প্রথমে তাঁর রথ একটু টানলাম। অ নজর জগন্নাথ দেবের রথের উপর। তারপর বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে রওনা হলো জগন্নাথ দেবের রথ

আমরা ২ জন ভিড়ের মধ্যেই রথের দড়ি স্পর্শ করে ভিড়ের চোটে সরে এলাম। ফল ফুল ইত ছুঁড়ে দিলাম। আশ্রমের সকলে ফিরে গেলেন। আমি আমার স্বামীর সঙ্গে জগন্নাথদেবের রথের সঙ্গে চললাম। আমি ক্যামেরা নিয়ে দূর থেকে ছবি তুলছি দেখে একজন ভদ্রলোক বল্লেন "আপনি এগিয়ে না"। অথচ দেখছি পুলিশ সকলকে তাড়িয়ে দিচ্ছে। একটি মেয়েও রথের কাছাকাছি নেই। মাতৃকৃপায় কি সম্ভব হয়। ভয়ে ভয়ে এগিয়ে যাচ্ছি একজন পাণ্ডা হঠাৎ আমাকে ডেকে নিলেন। একবারে রথের স থেকে আমি ছবি নিতে লাগলাম। এর মধ্যে film শেষ হয়ে গেলো। পাণ্ডার মতো একজন বল্লো ক ফটোর দোকান আছে। রথ কিছুটা টানার পর বিশ্রামের জন্য কিছুক্ষণ করে রাখা হয়। সেই সুযোগে অ স্বামী film ভরাতে গেলেন। আমি দড়ি টানতে টানতে চললাম। কাছেই ফটোর দোকানটা ছিল অল্প স মধ্যেই উনি film ভরিয়ে আনলেন। এসব ঘটনা ঐ প্রচন্ড ভিড়ের মধ্যে কি করে সম্ভব হচ্ছে তা বুঝতে পারছি না। কারণ সে যে কি অসম্ভব ভিড় তা বর্ণনা করা যায় না। পুলিশ পাণ্ডা সকলেই অ সাথে ভালো ব্যবহার করছেন। রথের একেবারে সামনে আমি দাঁড়িয়ে। মুখ্য পাণ্ডা আমাকে ডেকে জগন্নাথ কাপড়ের টুকরো প্রসাদী তুলসী, ফল ইত্যাদি দিলেন। কি অসাধারণ মাতৃকৃপা। সব ছবি উঠে জগন্নাথদেবের যে দুটি ছবি ভালো উঠেছিলো মাকে দেখিয়েছিলাম। খুব সুন্দর হয়েছে। আমি ভালো

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তুলতে পারি না। অথচ রথের মধ্যে জগন্নাথদেবের অতো ভালো পরিষ্কার ছবি আনাড়ী হাতে কীভাবে উঠলো মাই জানেন। অন্তবিহীন এ করুণা ধারায় স্নাত হয়ে আমরা মাসীর বাড়ীর কাছাকাছি রথ টেনে এলাম। তারপর আমরা আশ্রমে ফিরে মাকে সব কথা বল্লাম। মা বল্লেন, "খুব ভালো কথা"। এইভাবে মা আমার বাসনা পূর্ণ করলেন বলে মনটা আনন্দে ভরে গেলো।

রথের পরদিন আমরা ২জনে ভুবনেশ্বর গেলাম। পথে একটু অদ্ভূত দর্শন হলো। সত্যি মিথ্যা জানি না। ফিরে মাকে বল্লাম। মা বল্লেন, খুব ভালো। ভুবনেশ্বরেও injection এর certificate নিতে হবে না জানতাম না। ৩/৪ জায়গায় সুঁচ তুলে এলো। শেষকালে মার কৃপায় আমাদের নামধাম লিখে খালাস পেলাম। সে এক অদ্ভূত আতঙ্ক। এদিকে আমার স্বামীর একান্ত ইচ্ছা সাক্ষীগোপাল দর্শন করা। মায়ের কাছে গেলে এতো সব দর্শন করার আগ্রহ আমার থাকে না। মনে হয়, প্রধান মন্দির দেখি ও মাকে সর্ব্বদা দেখি। ভুবনেশ্বর থেকে ফিরে এসে মাকে বল্লাম, "মা তোমার বাবা শুধু সাক্ষীগোপালে যেতে বলছে, আমি তাকে বলেছি আমার সাক্ষীগোপাল আমার মা! কাজেই আমি মার কাছে থাকবো তুমি তোমার সাক্ষীগোপাল একা দেখে এসো"। মা শুনো হেসেই অস্থির। আবদারের সুরে, আহ্লাদে গোপালের মতো মুখ ভঙ্গী করে আমায় বল্লেন, "যাওনা মা বাবার সঙ্গে, বাবা যা বলে তা শোনো"। আমি তবুও বলি, "মা, আমার সাক্ষীগোপাল তুমি"। তারপর কথা ঠিক হলো মা রবিবার ৪ঠা জুলাই যখন শ্রীপ্রভুদত্ত ব্রহ্মচারীজীর কথা রক্ষা করতে সকালে ভুবনেশ্বর যাবেন, আমরাও সেই সময় সাক্ষীগোপাল দর্শন করে আসবো। রবিবার বিকেলে আমাদের কোলকাতা রওনা হবার দিন। শনিবার রাত্রে জগন্নাথেদেবের প্রসাদ মাকে সকলে খাওয়াবে কথা ছিলো। মা সন্ধ্যাবেলা সাধুদের কাছে কোথায় জানি গিয়েছিলেন। আমরা হোটেলে থেকে দুবার গেলাম, মা তখনও ফেরেন নি। অনেকে বল্লো পাণ্ডা খবর দিয়েছে প্রসাদ আজ পাওয়া যাবে না। তাই খাওয়ানো হবে না। বিষন্ন মনে হোটেলে ফিরে এলাম। পরদিন রওনা হবার দিন। শুনেছি মা সকাল ৮টার মধ্যে বেরিয়ে যাবেন। কিছু না খেয়েই সকাল ৭টার মধ্যে আশ্রমে ২ জনে পৌঁছালাম। হোটেল থেকে বের হবার সময় কেন জানি inj.certificate টা সঙ্গে নিলাম। কথা ছিলো মাকে দর্শন করে ফিরে এসে চা খেয়ে সাক্ষীগোপাল রওনা হবো। ভুল হবে ভয়ে cerificate টা আগেই নিয়ে নিলাম। দেখাতে না পারলে কাউকে কাউকে ৩/৪ বার inj. দিয়ে দিয়েছে শুনেছি। সকাল ৭টা থেকে মার জন্য অপেক্ষা করছি। অন্যদিকে মা তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসেন। মা বোরোচ্ছেন না। ১০টা বাজতে চল্লো, তারপর শুনলাম গতকাল রাত্রে প্রসাদ এসেছিলো সকলে মাকে খাইয়েছেন. মা নাকি সকলকে খাইয়েছেন, এভাবে আনন্দমেলা বসেছিলো। তখনই অভিমানে মনটা ভরে গেলো। স্বামীজী বল্লেন, "মায়ের ইচ্ছা হলে ব্যবস্থা হবে, বসে থাক"। প্রায় ১০টায় মার দরজা খুললো। প্রণাম করে বল্লাম "মা তুমি চলে যাচ্ছ, আর হয়তো দেখা হবে না। কাল তো তোমাকে খাওয়াতে পারলাম না"। দিদিমা অপেক্ষা করার জন্য ইসারা করলেন। ছবিদি প্রসাদী পান্তা মেখেছে। রূপোর বাটিতে চামচ দিয়ে বিমলাদি তাই দিলেন মাকে খাইয়ে দেবার জন্য। আমি ভয়ে ভয়ে একটু প্রসাদ মায়ের মুখে তুলে দিলাম। মা জিজ্ঞাসা করলেন "দই দিয়া মাখছো নাকি?" "বলতে পারলাম না। আমার স্বামীকে বল্লেন খাইতে দিতে, সে ভয়ে অস্থির। কোনোমতে সামান্য একচামত মুখে দিলেন। আমি আরো ২বার মুখে দিলাম। জননী বল্লেন, "এই তো হলো। এবার প্রসাদটা তোমরা দুজন খেয়ে ফ্যালো"। তখন ক্ষিদেও লেগেছে খুব। মহানন্দে সেই মহাপ্রসাদ দুজনে খেয়ে নিলাম। অপূর্ব তার স্বাদ। প্রাণ জুড়িয়ে গেলো। এভাবে আমার মনোবাসনা পূর্ণ করে মা বেরোলেন সদলবলে। তিনটা মোটর মার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তদারকিতে ভর্ত্তি হলো। মা, পুষ্পদি, চিত্রাদি, রাজাবহিন, উদাসজী, স্বামীজী একটা গাড়ীতে উঠলেন কোন গাড়ীতে যাবে রোদের মধ্যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জননী সব ব্যবস্থা করে দিলেন।

আমাদের কিছুই বল্লেন না। মনে মনে আশা একবার যদি বলেন তো সঙ্গে যাই। আমরা প্র করলাম, বল্লাম, "মা হয়তো যাবার সময় দেখা হবে না। বিকেলের ট্রেনে যাবো। মা বল্লেন, "দেখে যোগাযোগ হয়"। ভুবণেশ্বর আমরা দর্শন করে এসেছি কাজেই নিজ থেকে বলতে সাহস হলো সাক্ষীগোপাল যে ঐ পথে পড়বে তাও মনে নাই। সতৃষ্ণ নয়নে সকলের যাত্রা দেখছি। দেখলাম গাড়ী চলে যাবার পর শম্ভুদা ও অন্যান্য কয়েকজন সাধু ও ভক্ত অপেক্ষা করছেন। শুনলাম ওদের জন্য একটা গাড়ী আসবে। আমার স্বামী আমাকে আস্তে আস্তে বল্লেন, "ওঁদের সঙ্গে যদি নিতেন তবুও হ সাক্ষীগোপাল দর্শন হতো"। আমি ওঁদের বল্লাম, "আমরা সাক্ষীগোপাল দর্শনে যাবো, মন্দির কয়টা খোলা থাকে?" ওঁরা বল্লেন, "এখন ১১টা বেজে গিয়েছে বেলা ১২টায় মন্দির বন্ধ হবে। তোমরা দর্শন পাবে না"। ওঁদের গাড়ীতে নেবার কথা কিছু বল্লেন না। আমরাও আর কিছু না বলে রওনা হ মার বাবা তো আমার উপর চোটপাট আরম্ভ করলো, "তোমার জন্য সাক্ষীগোপাল দর্শন হলো সাক্ষীগোপাল গর্শন না হলে জগন্নাথ দর্শনের ফল হয় না ইত্যাদি অনেক কথা। কী যে মাকে হা রাতদিন দেখো। তোমার আর আকাঙ্খা মেটে না"। তখন মায়ের উপর অভিমানে আমার বুক ব আসছে, চোখের জল চোখে মেরে বল্লাম, "দেখো আমি তো মাকে নর দেহধারী বলে মনে করি না। অভেদ বলে বিশ্বাস করি, তুমি একবার বিশ্বাস করে দেখো না"। রেগে বল্লো এখন রিক্সা করে Bus থেকে রওনা হলে কিছুতেই দেখা হবে না। আমি বল্লাম, "হোক না বন্ধ দূর থেকে প্রণান করবো"। কি রাজী হয় না। অনেক অনুরোধ করার পর একটি রিক্সা নিয়ে রওনা হলাম। পথে বল্লাম, "তুমি শুধু একবার বিশ্বাস করে দেখো, মায়ের কৃপায় কি যে হতে পারে বলা যায় না"। কিছুদূরে গিয়েই দেখি মোটর দাঁড়িয়ে–কাছাকাছি হতেই দেখি মা জননী। দেখেই তো রিক্সা থেকে লাফ মেরে নেমে পড় আবার বকুনি। এতো দেখলে তবুও হলো না। আর দেরী করলে কোনোমতেই দর্শন হবে না। বল্লাম, তো সাক্ষীগোপাল যাচ্ছি তা বলা হয়নি, মাকে বলে গেলে দেখা হতে পারে। তাছাড়া মাইতো আ সর্ব্বস্ব। মাকে ফেলে ঠাকুর দেখে কোনো ফল হবে না"। এ যুক্তির উপর কথা নেই কাজেই আমার সঙ্গে প্রণাম জানাতে চল্লেন। মার গাড়ীর কাছে গিয়ে বল্লাম, "মা আমরা সাক্ষীগোপাল যাচ্ছি"। মা ক "কিসে যাচ্ছো?" বল্লাম, রিক্সা করে bus stand যাচ্ছি, ওখান থেকে বাসে যাবো"। মা স্বামীজীকে গাড়ীগুলোয় কে-কে আছে ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করলেন। স্বামীজী বল্লেন, "একখানা bus অবশিষ্ট স আনবার জন্য আশ্রমে গেলো। জায়গা হলে ওদের উঠিয়ে দেবো"। আমরা সংশয়ের দোলায় দুলছি কি জানি না। করুণাময়ীর আশীর্ব্বাদে ঐ bus এ স্থান সংকুলান হলো। হাতে যা পয়সা উঠলো রিক্সাওয়া দিয়ে ছুটে bus এ উঠলাম। শুনলাম মা বল্লেন, "সব গাড়ী আগে যাক এ শরীরের গাড়ী পরে সাক্ষীগোপাল আসার অনেক আগে মার গাড়ী আমাদের আগে দৃষ্টির বাইরে চলে গেলো। সাক্ষী স্টেশনে রাস্তার উপর আমাদের নামিয়ে দিয়ে bus চলে গেলো। এমনি কয়েকদিনের দৌড়াদৌড়িতে ক্লান্ত তার উপর মা চলে গেলেন, অবসন্ন দেহ মন নিয়ে সাক্ষীগোপালের পথে পা বাড়ালাম। একটা দেখে কতো দাঁড়াতে বল্লাম দাঁড়ালো না। মেটে রাস্তা। অনেকটা হেঁটে যেতে হবে। পা যেনো আর চ কিছুদূর যাবার পর দেখি একটা bus যাচ্ছে। আমার স্বামী বল্লেন, ঐ দেখো আশ্রমের bus। কতো

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেখাই ওরা থামে না। ওঁদেরও তখন প্রাণ অস্থির আমি তা জনবো কি করে? শেষকালে শম্ভুদা যেই আমাদের দেখেছেন, bus থামতে আদেশ দিলেন। দৌড়ে দৌড়ে অনেকটা পথ গিয়ে bus এ উঠলাম। ওঁদের এ পথে আসার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে বল্লেন, ওঁরা কিছুদূর যাবার পর driver নাকি বল্লো মার গাড়ী নাকি সাক্ষীগোপালের রাস্তায় গিয়েছে। যেই শোনা, ওঁরাও ফিরে এসেছেন। আমার তখন আনন্দে চোখে জল এসেছে। আমি শম্ভুদাকে বল্লাম, "আমি মাকে বলেছিলাম মা তুমিই আমার সাক্ষীগোপাল, শুনে মা হেসেছিলেন"। শম্ভুদা শুনে বল্লেন, "দিদি তোমার জন্যই হয়তো মা এসেছেন"। আমি বল্লাম কি জানি। তারপর সাক্ষীগোপালে নেমেই দেখি মন্দিরের দেওয়ালের কাছে বাঁধানো সিঁড়িতে বসে স্বয়ং জগৎ জননী। স্বামীর কথাও মনে থাকলো না। পদ্মের মালা দেখে, মালাওয়ালাকে পরে পয়সা দেবো বলে, একটা মালা নিয়ে প্রথমেই মায়ের শ্রীচরণে দিলাম। মা বল্লেন, "তাড়াতাড়ি যাও দর্শন করতে, মন্দির বন্ধ হয়ে যাবে"। ছুটে মন্দিরে ঢুকলাম। অন্ধকারে দেখতে পাচ্ছি না। মন্দিরে ঢুকে দেখি স্বামী ডাকছেন দুটো মালা হাতে নিয়ে। বল্লাম "মাকে শিগগির প্রণাম করে এসো"। বল্লো, "প্রণাম করে মালা দিয়ে এসেছি"। আমাকে মা যা বলেছেন ওকেও তাই বলেছেন। তখন নিশ্চিন্ত মনে সাক্ষীগোপাল দর্শন করলাম। ইনি গোপাল মূর্ত্তি নন। কৃষ্ণমূর্ত্তি। অপূর্ব্ব মুখশ্রী। অদ্ভুত চোখ দুটি। মনে হয় জীবন্ত ঠাকুর দাঁড়িয়ে আছেন। এতো সুন্দর মূর্ত্তি সচরাচর দেখা যায় না। তখন জননীর চিন্ময়ী স্নিগ্ধ মূর্ত্তি আর পাথরের মূর্ত্তির সেই অনবদ্য রূপ দুইই আমার প্রাণ মন ভরিয়ে দিয়েছে। পাণ্ডার হাতে মালা, দক্ষিণা দিয়ে ছুটে এসে দেখি মা সদলবলে গাড়ীর দিকে রওনা হচ্ছেন। মাকে গাড়ীর কাছে প্রণাম করলাম। মা বল্লেন, "দর্শন হলো?" আমি বল্লাম খুব ভালো দর্শন হয়েছে, তুমিও এলে"। মা হাসলেন। ওদিকে মন্দির বন্ধ হয়ে গেলো। গাড়ী চোখের আড়ালে চলে গেলো। মনপ্রাণ অপূর্ব্ব আবেশে ভরে রইলো। শম্ভুদাদের bus রাস্তার মোড়ে আমাদের নামিয়ে দিয়ে চলে গেলো। সর্ব্বশরীর মন কেমন যেনো হাল্কা হয়ে গেলো। এই হলো অঘটন পটীয়সী মা! Post এ post এ inj. চিরকূট দেখাতে দেখাতে মায়ের কৃপার কথা ভাবতে ভাবতে ভরা মন, শূন্য শরীরে ফিরে এলাম হোটেলে। এবার পুরীতে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীজির বৃদ্ধা শিষ্যা মামণিকে দেখে বড়ো আনন্দ পেয়েছিলাম। উনি খুব কৃপা করেছিলেন। ফিরে আসার পর এক ব্রহ্মচারীজী (পূর্ব্ব আমার বোনের class friend ছিলেন) অনেক প্রসাদ দিয়ে গেলেন এবং মামনির অনেক আশীর্ব্বাদ জানিয়ে গেলেন। বিকেল হতে হতে মালপত্তর বেঁধে আশ্রমে গেলাম। যদি মা ফিরে আসেন দর্শন হবে আবার। আমার স্বামী বল্লেন, "অতো বেলায় গিয়েছেন আজ আর দেখা হবে না"। বল্লাম 'সাক্ষীগোপালের ব্যাপার দেখে তো বুঝলে মার পক্ষে অসম্ভব কিছু নয়"।

সত্যিই তাই। ঘরে ঢুকে দেখি মা একলা শুয়ে আছেন। পুষ্পদি পায়ে কর্পূর তেল দিয়ে দিচ্ছে। আমি ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে স্বামীও ঢুকলেন। মা তাড়াতাড়ি শ্রীচরণ ঢেকে দিতে বল্লেন। পুষ্পদি সেই বিশ্ববন্দিতা চরণ দুখানি ঢেকে দিলেন। মাকে বল্লাম তুমি গেলে বলে আজ খুব ভালো দর্শন হলো। মা বল্লেন, "এই শরীরটার তো যাবার কথা ছিলো না, ঐ যে বলছিলে না সেজন্য যোগাযোগটা হয়ে গেলো"। শম্ভুদা কিছুটা আভাস দিয়েছিলেন। মাতৃমুখে এ বাণী নিজে কানে শুনে জীবন আমার সার্থক হয়ে গেলো।

মাগো, আশীর্ব্বাদ করো যেনো তোমার শ্রীচরণে আমার বিশ্বাস চিরদিন অটুট থাকে। জয় মা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীমায়ের প্রসঙ্গে

—শ্রীমতী অনিমা গাঙ্গু

শ্রীশ্রীমায়ের অতি পুরতান ভক্ত আমি ও আমার স্বামী স্বর্গীয় রসময় গাঙ্গুলী ডাক্তার ছিলেন এবং পুণার হাসপাতাল ও কলেজে বহু বছর প্রফেসর অফ সার্জারীর কাজ করেছেন। মায়ের সঙ্গে আমাদের ওখানেই পরি আশ্রমের একজন সাধুজীর (নাম এখন মনে নেই) অপারেশন আমার স্বামী করেন। মা আমাদের ডেকে পাঠা ডাক্তারকে উনি দেখতে চাইলেন। আমরা দুজনে গেলাম, মা যেভাবে আমাদের সঙ্গে কথা বললেন, আমরা মুগ্ধ গেলাম।

মা পুণায় বছরে একবার আসতেন এবং যখনই আসতেন ২/৩ মাস ওখানে থাকতেন। মা এলেই আমা ডেকে পাঠাতেন নানা উৎসবে। ডাক্তার এসেছে খবর পেলেই মা আমাদের সোজা ঘরের মধ্যে ডেকে পাঠাতেন এ নানা কথাবার্ত্তা হত। একদিন জিজ্ঞেস করলেন, "ছেলের পৈতে দিয়েছো? আমি বললাম, "এখনও দেয়া হয়নি সঙ্গে সঙ্গে সাধুজীকে বললেন, "ওর ছেলের পৈতের দিন দেখে দাও"। আধঘন্টা বাদে উনি এসে বললেন, "একটি আছে, ২ দিন পরে। আমি ও আমার স্বামী কি করব, কিছুই বুঝে উঠতে পারলামনা। এত অল্প সময়ে কি করে আয়োজন হবে, অথচ মাকে কিছুই বলতে পারলাম না। সারারাত দুজনে জেগে আছি, দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। ভোরবেলায় আশ্রম থেকে টেলিফোন এল, মা ডেকে পাঠিয়েছেন। গেলাম আমরা দুজনে, মা বললেন, "ও দিনে তোমার ছে পৈতে হবেনা। পরের বছর দিন দেখে পৈতে দিও। বেনারসের আশ্রমের পুরোহিতকে গাড়ী ভাড়া পাঠিয়ে দিও, এসে পৈতে দেবেন।

পুণায় তখন বাঙ্গালী পুরোহিত পাওয়া খুব মুস্কিল ছিল, আমরা তো খুব খুশী। পরের বছর ছেলের পৈতে ঠিক হল ১৩ই জুলাই, ১৯৭২ (২৯শে আষাঢ়, ১৩৭৯)। পুরোহিত মহাশয়ের আসার ব্যবস্থা হয়ে গেল এবং থেকে আনন্দের খবর শুনলাম, মা আসছেন শিব মন্দির প্রতিষ্ঠা করতে পৈতের এক সপ্তাহ আগে। মায়ের আমরা দেখা করলাম এবং বললাম ছেলের পৈতেতে আপনাকে আসতে হবে আমাদের বাড়ী। উনি তখন ছিলেন। জুলাই মাসে পুণায় অবিরল বৃষ্টি হত এবং সে সময় ৭ দিন ধরে সমানে বৃষ্টি হচ্ছিল। মা আকাশের আঙ্গুল দেখিয়ে হাসলেন। বুঝলাম, বৃষ্টি হলে উনি হয়ত আসবেন না। পৈতের দিন সকাল থেকে ঝলমলিয়ে উঠল, মাকে আমার স্বামী নিয়ে এলেন আমাদের বাড়ী এবং মা প্রথম ব্রতভিক্ষা দেন নতুন ব্রাহ্মণকে। কোথা সবাই খবর পেয়েছে, মা এসেছেন আমাদের বাড়ীতে, ভীড় হয়ে গেল অসম্ভব এবং মা সবাইকে নিজে হাতে প্র দিয়ে আনন্দ দিলেন।

আর একবারের কথা মনে আছে, ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের যুদ্ধ। আমার স্বামীর চিকিৎ অধীনে বহু বাংলাদেশী আহত মুক্তি বাহিনী সৈন্য ছিল। মা কোথা থেকে খবর পেয়েছেন, বললেন, "ডাক্তার, আ নিয়ে চল তোমার রোগী দেখাতে, আমি ওদের প্রসাদ দেব এবং আমি তোমার গাড়ীতে যাব"। আমাদের এত আ হল যে মাকে আমাদের গাড়ীতে বসবার সৌভাগ্য হবে। আমাদের তখন ফিয়েট গাড়ী তাতেই মা পেছনের সীটে ব এবং আমি মায়ের পাশে বসলাম। আমার স্বামী গাড়ী চালাচ্ছেন। হঠাৎ গাড়ী মাঝপথে থেমে গেল, আমরা তো অপ্রস্তুত। পেছনের গাড়ীর সারি থেকে সবাই তারা মাকে তাদের গাড়ীতে নেবার জন্য ব্যস্ত। মা কোনও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাকালেননা, সোজা রাস্তা পেরিয়ে অন্যদিকে গেলেন, যেখানে একটু জঙ্গল ছিল। সবাই মায়ের পেছন পেছন চলেছি। দেখা গেল জঙ্গলের মধ্যে একটি অনাবৃত শিব মন্দির এবং তার ভিতরে একটি শিব ঠাকুর। মা কিছুক্ষণ বসে শিব ঠাকুরকে আদর করলেন এং তারপর গাড়ীর দিকে এগুলেন। আমার স্বামী গাড়ী স্টার্ট করলেন–গাড়ী চলতে শুরু করল। মায়ের অদ্ভুত লীলা। হাসপাতালে পৌঁছে রোগীদের সবাইকে উনি নিজের হাতে ফল, মিষ্টি প্রসাদ দিলেন।

আমি মায়ের কাছে দীক্ষা নেব পুণাতে। গুরুপ্রিয়াদিদি সব ফর্দ করে দিয়েছেন। ভোরবেলায় যথারীতি আমরা পৌঁছে গেছি আশ্রমে। আমার স্বামীর মিলিটারীর পোষাক পরা, কারণ তিনি আমাকে পৌঁছে দিয়েই হাসপাতালে যাবেন। গুরুপ্রিয়াদিদি বলে উঠলেন, "মা দেখ দেখ ডাক্তারকে, কি পোষাকে এসেছে, এই পোষাকে কি দীক্ষা নেয়া যায়?" আমার স্বামী বললেন, "আমি তো দীক্ষা নেবনা, আমার স্ত্রী নেবে"। দিদি বললেন, "এ কি হয় মা?" মা বললেন, ওর এখনও সময় হয়নি, আর ও যা কাজ করছে, তা অনেক বড়"। আমাকে বললেন, "সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে স্বামীর কাছ থেকে অনুমতি নাও," আমি তাই করলাম এবং আমার স্বামী খুব খুসী হলেন। পরে আমার স্বামী পুণাতেই দীক্ষা নিয়েছিলেন শ্রীশ্রীমায়ের কাছে আর্মির থেকে অবসর গ্রহণের পর।

আর একবারের কথা মনে পড়ছে। মা চলে যাবেন পুণা থেকে দুই মাস থাকার পর। আমি হঠাৎ বিকেল ৫টার সময় বললাম আমার স্বামীকে, "চল, মা কাল চলে যাবেন, ওঁকে প্রণাম করে আসি"। আমাদের বাড়ী থেকে আশ্রম ৫ কিলোমিটার দূরে ছিল। যখন পৌঁছালাম আশ্রমের গেটের সামনে, তখন দেখি মার গাড়ী বেরিয়ে যাচ্ছে এবং পেছনে আরও ৬/৭টা গাড়ী। মা আমাদের দেখতে পেলেন এবং ইশারা করে আমাদের সঙ্গে যেতে বললেন। হঠাৎ দেখি গাড়ী খড়্গপাশলার দিকে এগুচ্ছে। খড়্গপাশলায় ন্যাশনাল ডিফেন্স একাদমী। যেতে যেতে গাড়ীগুলো এন-ডি-এর গেটের সামনে থেমে গেল। মা'র গাড়ী সব থেকে আগে, তার থেকে সব ফলের ঝুড়ি এবং মিষ্টি ইত্যাদি নামছে এবং সেগুলি গেটের পাহাড়াদারদের দেবার চেষ্টা হচ্ছে। তারা তো কিছুতেই নেবেনা, কারণ তাদের হুকুম নেই এসব নেবার। আমার স্বামীকে আমি বললাম, "দেখো তো কি ব্যাপার"। শুনলাম, মা রোজ ওখানে বেড়াতে আসতেন, তার পরের দিন উনি পুণা ছেড়ে চলে যাবেন, তাই ওদেরকে একটু প্রসাদ দিতে চান। আমার স্বামী ওখান থেকে ওদের বড় কর্ত্তার সঙ্গে কথা বললেন এবং তার অনুমতি নিলেন ফলের ঝুড়ি এবং মিষ্টি দেবার জন্য এবং ভেতরে সব ঘুরে দেখার জন্য। মা শুনে বললেন, "ডাক্তার, তুমি এখন আগে খাও এবং সব জায়গা আমাকে দেখাও"। ক্যাম্পাসের ভেতরটা এত সুন্দর, অপূর্ব সেই দৃশ্য, পাহাড়, নদী ইত্যাদি। সন্ধ্যে হয়ে এল, আনন্দে মনটা ভরে এল এবং আমরা ফিরে এলাম।

মায়ের অপরিসীম কৃপার কথা মনে পড়ছে। আমার স্বামী বৃন্দাবন গিয়েছেন, উনি খবর পেলেন, মা তখন বৃন্দাবনে আছেন। পরের দিন বৃন্দাবন থেক চলে যাবেন, তাই আগের দিন মায়ের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছেন দুপুর ২টোর সময়। গিয়ে শুনলেন, মা বিশ্রাম করছেন, সুতরাং দেখা না করে উনি চলে আসছিলেন। হঠাৎ একজন গেটের কাছ থেকে ওনাকে ডেকে নিয়ে গেল, "মা আপনাকে ডাকছেন"। খুব খুসী হয়ে উনি মার সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। মা বললেন, "ডাক্তার, আমার সঙ্গে দেখা না করে চলে যাচ্ছিস?" উনি বললেন, "আপনি বিশ্রাম করছিলেন"। মা হাতটা বাড়িয়ে দিলেন, বললেন, "ডাক্তার দেখো তো হাতটা, ওরা বলছে-এ শরীরটার নাকি জ্বর হয়েছে"।

ওরকম কত ঘটনার কথা আজ মনে পড়ছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীমায়ের আব্দার

সংকলন —কুমারী চিত্রা দে

"হে ভগবান, হে ভগবান, হে ভগবান নিজের উপর নিজেই দয়া কর-করুণা কর। যে যে রূপে তু রয়েছ ইচ্ছা হয়তো নিজেই নিজেকে ভিক্ষা দেও, নতুবা এমন আনন্দরূপ নিজের মধ্যে যা আছে তা প্রকাশ। পরমপতি, পরমপিতা, পরমমাতা, পরমবন্ধু, পরম সখা স্বামীরূপে তুমিই, তুমিই, তুমিই-এ শরীরের ছোট্ট কথা এই যে পিতামাতা বন্ধু রূপে তুমিই না।

স্নেহে আদরে এই এই রূপে মিলন হয়েছে। যুগ যগান্তর ধরে চাকর বাকর দ্বারা কাজ করাবার জ তাদের ভুলের জন্য যে যে রূপ ধারণ করেন, দয়া করে কৃপা করে গুরুজন সান্নিধ্যে গুরুজন সঙ্গে সেই ধারণ করা উচিৎ নয়।

পরমার্থ লাইনে যে ব্রহ্মচারী, সন্ন্যাসী, তাদের সম্বন্ধে এবং তাদের সঙ্গে কথাবার্তার সময় ভদ্রব্যবহ

শিষ্টাচার, নীতি, শ্রদ্ধার সীমার লঙ্ঘন না হয়, এই বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখবে।

বড়রা যা বলবে শুনবে। নিজের কিছু বলবার থাকে ত, পরে মাটির দিকে দৃষ্টি রেখে ধীর ভাবে শ ভাবে যা নিবেদন করবার করবে। বড়দের কথার মাঝখানে বাঁধা দিয়ে নিজের কথা কখনও বলা উচিৎ ন যিনি কথা বলেছেন তিনি যদি সে কথা অস্বীকার করেন ত ক্রোধে উত্তেজিত না হয়ে মন খারাপ না ক সত্য কথা কি মনে বিচার করা উচিৎ। চুপ থাকা উচিৎ। নিজের পক্ষ প্রধান রাখার জন্য মিথ্যার গন্ধ যেন না থাকে। তর্ক করে কোন লাভ নেই। এতে অসন্তোষই বৃদ্ধি পায় এবং দর্শকদের আশোভন রূপ হয়।

যে কথা, যেখানে হয়, সেখানেই শেষ হয়ে যাওয়া উচিৎ। আগে পরে, পূর্বে পশ্চাতে দল বেঁধে ত আলোচনা হওয়া উচিৎ নয়-এতে কেবল চিত্তের বিক্ষেপই হয়ে থাকে, মূল কথা ভুলে অন্যান্য কথা ে করে লতার মত ফুল ফলের প্রকাশ হয়।

যদি কেউ কোন অপ্রিয় কথা বলে, সেই সময় সত্য না জেনে তার উপর দোষ দৃষ্টি রাখা উচিৎ ন দুচার জন যদি কোন কথা বলা বলি করে ত কান দিয়ে শোনা বিশেষ ব্যক্তিগত কথা যদি হয় ত কান পে শোনা এই দুই কাজই অনুচিত, অশিষ্ট ও বিশেষ ক্ষতিকর।

অকস্মাৎ যদি কোন ও কথা কানে যায় তাহলে যোগ্য ব্যক্তি তা প্রচার করে অশান্তি সৃষ্টি করবেই বরং শান্ত ভাবে যার কথা তার মধ্যে যা সত্য সেটাকে শান্তভাবে বুঝিয়ে তাকে শোধরাবার চেষ্টা কর সত্য কথা যতক্ষণ পর্যন্ত না জানা যায় ততক্ষণ পর্যন্ত কারো উপর মন্দ ধারণা করে পাপ সৃষ্টি করে পা ফল ভোগ করবে না।

সকলের উপর সদ্‌ভাব ও সদ্‌বিশ্বাস রাখাই মনুষ্য মাত্রেরই কর্তব্য। সব রূপেই ত ভগবান এটা রাখবার সব সময় চেষ্টা করবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অন্যর নিন্দা করে নিজের প্রশংসা প্রতিষ্ঠায় মত্ত হয়ে নিজের দোষ অন্যের উপর চাপিয়ে নিজে পরিষ্কার থাকা এই দূষিত কর্ম দুর্বুদ্ধির দুর্গতির।

কারো উপর অপ্রিয় দৃষ্টি রাখবে না। কারো মনে আঘাত লাগে এমন কথা কখনও কাউকে বলবে না কারণ সকলেই নিজেরই আত্মরূপ আত্মাই নিজেই।

বিগত কথা নিয়ে, উপস্থিত ও ভবিষ্যতের কথা ভেবে অমূল্য সময় নষ্ট করবে না বিশেষ করে পরমার্থের পথে ধৈর্য বিনা সাধনার পথে উন্নতি হয়ই না। ধৈর্য, সত্যের আশ্রয় বিনা ধর্ম জীবন দৃঢ় ভিত্তি স্থাপনা হতেই পারে না। জীব স্বভাবের ভিন্ন ভিন্ন রূপ। কেবল সহ্য, সহ্য, সহ্য মানব চরিত্র ওঠা বসা-চলা ফেরার উচ্ছৃঙ্খল হবে না। সত্যের অটুট রক্ষা হওয়া উচিৎ। শুদ্ধ, শিষ্ট. সুশীল, নম্র হবার সর্বদা চেষ্টা কর। সেবা করবার সময় ভগবানের নাম, ভগবদ ভাব নিয়ে থাকলে নিশ্চয় পরিবর্তন হবে। মান প্রতিষ্ঠার জন্য সেবা যথার্থ সেবা নয়। নিষ্কাম সেবাই শ্রেষ্ঠ। এই সব কথাই নিয়মিত রূপে পালন করলে জীবন তৈরী হয় পরমার্থ পথের স্থিতিতে দ্রুত গতি ধারা হবে।

নববর্ষ ১৪১২ কে স্বাগত

—শ্রী চিত্তরঞ্জন পাত্রে

পুরাতন দিন গুলো গেল চলে অকারণে
অনেক দিয়েছে জ্বালা বলে গেল মনে মনে
হিংসা, যুদ্ধ, খুনোখুনী, সুনামীর ধ্বংসলীলা
খেলে গেলো রুষ্টমনে যেন ছিল ছেলে খেলা।
তাই আজ শুভক্ষণে, শুভ দিনে বর্ষ এসো
পুরাতন দুঃখ যতো অনায়াসে তারে নাশো।
তোমার আগমনে ধরা মাঝে শান্তি আসুক
তোমার স্নেহছায়ায় আনন্দে বিশ্ব ভাসুক।
অহংকার, অশান্তি, রোগ-ভোগ মুছে দাও
সর্বজনে সুখ, শান্তি, ভালোবেসেই বিলাও।

হে নববর্ষ! তুমি এসো নবীনের আশা নিয়ে
পুরাতন দুঃখ, কষ্ট মিটাও প্রীতি দিয়ে।
নবারুণ নিয়ে এসো মনান্ধকার ঘুচাও
তোমার শুভোগমন বার্তা টুকু দিয়ে যাও।
তোমায় স্বাগত আশে শঙ্খ ধ্বনি করি মোরা
হে বর্ষ! তুমি এসো শান্ত, সুস্থির কর ধরা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুনামী ও আনন্দময়ী

—সতী

"রাখে হরি তবে মারে কে
মারে হরি তবে রাখে কে?"

ইহা সত্য। তাই প্রমাণ পেলাম গত ৩রা পৌষ ১৪১১ বঙ্গাব্দ রবিবার 26th December 2005 ত সেই "সুনামী"তে কত প্রাণ চলে গেল মাত্র কয়েক ঘন্টার সুমাত্রায় সমুদ্রগর্ভে ভুকম্পনে। সুনামীর অর্থ সাগর ভূমিতে ভূমিকম্প বা অগ্ন্যুৎপাত থেকে উৎপন্ন বিশাল ঢেউয়ের নাম "সুনামী"। সেই ভয়ঙ্কর কথা মনে পড়লে ক্ষয়ক্ষতির হিসাব চিন্তা করলে বুক কেঁপে উঠে এবং মায়ের কথা মনে পড়ে সাত্ত্

"হরি কথাই কথা
আর সব বৃথা ও ব্যাথা।"

স্বামী বিবেকানন্দ অকস্মাৎ ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই ডিসেম্বর রাত্রে অপ্রত্যাশিত ভাবে এসে উপ হলেন বেলুড় মঠে। গুরুভ্রাতা শিষ্য ভক্তর দল আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠলেন। বহুদিন পর খিচুরী খেয়ে যেন অমৃতের আস্বাদন লাভ করলেন স্বামীজী। অকস্মাৎ স্বামীজীর আগমনে আবার বসে আনন্দের হাট বেলুড় মঠে। বেলুড় মঠের জঙ্গল কাটবার জন্য প্রত্যেক বছর অনেক দরিদ্র সাঁও আসত। এবারেও এসেছে। স্বামীজী তাদের কাছে থাকতে তাদের সঙ্গে গল্প করতে ভালবাসেন কারণ যেমন দরিদ্র তেমনি সরল প্রাণের মানুষ। সাঁওতালদের দলপতির নাম কেষ্টা। স্বামীজী কথা বলতে দলপতি কেষ্টা বলে "ওরে স্বামী বাপ তুই আমাদের কাজের বেলা আসিস না। তোর সঙ্গে কথা ক আমাদের কাজ বন্ধ হয়ে যায়, আর বুড়োবাবা (স্বামী অদ্বৈতানন্দ) আমাদের এসে বকে। স্বামীজীর বেদনায় ছলছল করে উঠলো। একদিন স্বামীজী কেষ্টাকে বললেন, "তোরা আমাদের এখানে খাবি?" আনন্দে সম্মতি জানালো। স্বামীজীর আদেশে সাঁওতালদের লুচি, তরকারী, মেঠাই মন্ডার ব্যবস্থা স্বামীজী তাদের তৃপ্তিভরে খাইয়ে বললেন "তোরা তো নারায়ণ" আজ আমার নরনারায়ণ ভোগ হোল। তারপর গুরু ভাইদের উদ্দেশ্য করে বললেন দেখ এরা কেমন সরল এদের কিছু দুঃখ দূর ক পারবি? গেরুয়া পরে আর কি হলো? পরহিতায় সর্বস্ব অর্পণ এরই নাম সন্ন্যাস।" কন্যাকুমারীতে বিবে রকে ও সুনামীর প্রভাব পড়েছে আটকা পড়েছিল বহু পর্যটক। এই স্থান থেকে বিবেকানন্দ ভারত দিকে তাকিয়ে চোখের জল ফেলে ছিলেন এবং বলেছিলেন "দেশের লোক দুবেলা দুমুঠো খেতে পায় না এক এক সময় মনে হয় ফেলে দিই তোর শাঁখ বাজানো, ঘন্টা নাড়া ফেলে দিই তোর লেখাপড়া ও মুক্ত হবার চেষ্টা। সকলে মিলে ভায়ে ভায়ে ঘুরে চরিত্র ও সাধনা বলে বড়লোকদের বুঝিয়ে কড়ি যোগাড় করে নিয়ে আসি এবং দরিদ্র নারায়ণের সেবা করে জীবনটা কাটিয়ে দিই। আমি দিব্য চোখে এদের ও আমার ভিতর একই ব্রহ্ম একি শক্তি রয়েছেন কেবল বিকাশের তারতম্য। সর্বাঙ্গে রক্ত সঞ্চ হলে কোন দেশ কোনও কালে কোথাও উঠেছে দেখেছিস? একটা অঙ্গ পড়ে গেলে অন্য অঙ্গ সবল থাক ঐ দেহ নিয়ে কোন বড় কাজ আর হবে না এ নিশ্চয় জানবে।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমরা সবাই জানি এক অভাবনীয় প্রাকৃতিক দুর্যোগ আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, অন্ধ্রপ্রদেশ, কেরল, পন্ডিচেরি, তামিলনাড়ু, ইল্লোর, কন্যাকুমারী ইত্যাদি স্থানে মৃত্যু ও ধ্বংশের তান্ডবশীলা চালিয়েছে। একটি ভূকম্প থেকে ধেয়ে আসা সুনামী জলোচ্ছাস থেকে সৃষ্টি এই দুর্দৈবে হাজার হাজার প্রাণহানি ঘটেছে। আমরা সবাই দেখছি শোক বিহ্বল ব্যাথাজর্জর দুর্দশাগ্রস্ত মানুষ গুলির ছবি, প্রত্যক্ষ করেছি বিপর্যস্ত জীবন ও ব্যাপক সম্পত্তি হানি একই দুঃখ জনক দৃশ্য আমরা দেখেছি মালদ্বীপ, শ্রীলঙ্কা, ইন্দোনেশিয়া ও থাইল্যান্ড সমেত আমাদের প্রতিবেশী দেশগুলিতেও। ভৌগলিক কারণ:- পৃথিবীর ভূস্তরে প্রধান ১৮টি টেকটনিক প্লেট রয়েছে। ২৬শে ডিসেম্বর হঠাৎই ইন্দো-অস্ট্রেলিয়না প্লেট লিয়ান প্লেট বা ইন্ডিয়ান প্লেট পিছলে চলে যায় বর্মা প্লেট (ইউরেশিয়ান প্লেটের অংশ) এর নীচে সমুদ্রতলে ফাটল ধরায় ভূমিকম্প। তার উপরে আঘাত করে উপর্যুপরি ছোট কম্পন। যেমন জল ভরা বালতির নীচে হাতুড়ি পেটালে যে অবস্থা হয়, তেমনই আলোড়িত হয় সমুদ্র। তা থেকে তৈরী ঢেউ পরে চেহারা নেয় সুনামীর। আমি নিশ্চত যে পৃথিবীর সমস্ত প্রকারের সম্প্রদায় প্রত্যেকেই স্বেচ্ছায় এগিয়ে এসে বিপদগ্রস্ত সকলকে সর্বান্তকরণে সাহায্য ও সমর্থন জোগাচ্ছেন। আমাদের মা আনন্দময়ী শরীরে থাকলে নিশ্চয় সেবায় এগিয়ে যেতেন। এরকম সময়েই তো আমরা সকল মা আনন্দময়ীর সন্তানেরা বা আনন্দময়ী সঙ্ঘের পক্ষ থেকে মানবিক গুণগুলি আরও বেশী করে প্রকাশিত করে আর মনুষ্যত্ব অতিক্রম করে সমস্ত প্রতিকূলতাকে এই দুর্ভাগ্যের মোকাবিলায় পৃথিবীর সকল মায়ের সন্তানেরা এক হয়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেব এবং মৃত আত্মাদের প্রতি কিছু সময় মৌন থেকে শান্তি কামনা করব। কারণ আমারা যে সকলে জগৎ জননী মা আনন্দময়ীর সন্তান মাকে দিয়ে মায়ের পরিচয় করিয়ে পৃথিবীর সমস্ত ব্যক্তি মা আনন্দময়ীর সন্তান হয়ে উঠবো। তাই আজ অশ্রু জলে বলতে ইচ্ছা করছে।

"সত্য, কিবা তারা জানে না কখন
সদাই যাহারা দেখয়ে স্বপ্ন
পিতা মাতা জায়া অপত্য বান্ধব
আত্মা ত কখন নহে এই সব,
নাহি তাহে কোন লিঙ্গা লিঙ্গ ভেদ
নাহিক জনম, নাহি খেদাখেদ।
কার পিতা তবে, কাহার সন্তান?
কার বন্ধু, শত্রু কাহার ধীমান?
এক মাত্র সেবা-সেবা সর্বময়,
যাহা বিনা কোন অস্তিত্বই নয়
তত্ত্বমসি, ওহে সন্নাসী প্রবর
উচ্চরবে, তাই এই তান ধর
ওঁ তৎ সৎ ওঁ
দাও দাও দাও সবারে অভয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বল–প্রাণিজাত, করো নাকো ভয়
ত্রিদেব পাতাল থাক যে যেখানে
সকলের আত্মা আমি (ইশ্বর) বিদ্যমান,
স্বরগ নরক ইহামূত্র ফল
আশা ভয় আমি ত্যজিনু সকল
এইরূপে কাট মায়ার বন্ধন
গাও গাও গাও করে প্রাণ পণ
ওঁ তৎ সৎ ওঁ

সুনামীর কথা তাদের সাহায্যের জন্য আমরা কেন তাদের পাশে দাঁড়াব সেই কথা বলতে গেলে আনন্দময়ী সমন্ধে কিছু লিখে জানাতে হয়।

কেও স্বামী বিবেকানন্দকে বলেছিলেন আপনার গুরুর একখানা জীবনী লিখুন উত্তরে স্বামী বিবেক বলেছিলেন "পর্বত চূর্ণ করতে পারব সাগর শোষণ করতে পারব কিন্তু ও কাজ করতে পারব না। যখন আনন্দময়ী" মায়ের সম্পর্কে কিছু নিজের অনুভব জানাতে চাই সুনামী পীড়িতের জন্য, তখন ভেবে পা তা কি করে সম্ভব। কারণ মায়ের পরিচয় জানতে চাইলে শ্রী মুখ থেকে উচ্চারিত হয় "পূর্ণব্রহ্ম নার তাই ব্রহ্মের স্বরূপ বোধ কি রূপে হয় কে বলবে। শ্রীশ্রী ঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংস বলেছেন একটা নু পুতুল সমুদ্র মাপতে গিয়েছিল। সমুদ্রে যেই নেমেছে অমনি গলে মিশে গেল। তখন খবর কে দেবে? রূপ নুনের পুতুল সচ্চিদানন্দ রূপ সাগরে গলে এক হয়ে যায় একটুও ভেদবুদ্ধি থাকে না"। তাই এ অসম্ভব জেনেও আমি চেষ্টা করব। কারণ একটা কথা আমি জানি মায়ের কৃপায় "মূকং করোতি ব পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্" অতএব আমি যত অযোগ্যই হই না কেন অথবা অযোগ্যতম ও যদি হয়ে তবু ও আমি চেষ্টা ছাড়বো না। কারণ মায়ের শ্রী চরণে ভক্তি রেখে সুনামীর সাহায্যের চিন্তা করা। দিয়ে মাকে ধরা যায় না। মা দুর্জ্ঞেয় মহাভাবময়ী

"সমুদ্রের পার আছে তল আছে তার
অতল অপার মাতৃস্নেহ পারাবার"

এই উক্তি গর্ভধারিণী মায়ের সম্পর্কে। লৌকিক জীবনে যিনি গর্ভধারিণী তাঁর করুণার কথা কত কত মনীষী কত ভাবেই না ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু লৌকিক জীবনে গর্ভধারিণীর করুণাও ম্লান হতে পা সদ্‌গুরুর করুণা কখনও সর্ত্তকন্টকিত নয়, অপার এবং অহৈতুকী, কবি গুরুর কথায়

"না চাহিতে মোরে যা করেছ দান
আকাশ আলোক তনুমন প্রাণ।

আদিতে যে প্রাণ সেই প্রাণ ধারণ করার জন্য অপরিহার্য্য উপকরণ যা কিছু সবই আমি "না চা পেয়েছি। অতএব এ কৃপা অহৈতুকী ভক্ত কবি ভাষায়–

অকৃতি অধম বলেও তো মোরে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কম করে কি কিছু দাও নি
যা দিয়েছ তা অযোগ্য ভাবিয়া
কেড়েও তো কিছু লও নি

সদগুরুর কৃপা অহৈতুকী, যে দিক থেকে যে ভাবেই দেখি না কেন। বলা বাহুল্য এ দেখা বিচার নয় উপলব্ধি। সদগুরু এবং তার কৃপা অভিন্ন। করুণা যাঁর স্বভাব সিদ্ধ তিনি করুণা সিদ্ধ এবং করুণাস্বরূপ তিনি কি শুধুই করুণা তিনি কি নন আমাদের শাস্ত্র বলে "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" সদগুরু ব্রহ্ম ব্রহ্মেরবিচার আজ পর্যন্ত কেউ করতে পারেন নি। কারণ তিনি অবিচারণীয় এবং বিচারাতীত। কেও মায়ের বিচার করে থাকেন। বর্তমানে মাকে দেখা ও না দেখার বিচার করে থাকেন। অমৃতবার্তা সম্পাদক-মন্ডল যদি অনুমতি দেন তবে আগামী পত্রিকায় এই সমন্ধে সম্বলিত করিব।

আমার সুদৃঢ় বিশ্বাস এ বিচার অনধিকার প্রসূত এবং সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। পথ ভ্রান্তগণ যে দিন শান্ত হবেন এবং প্রকৃত পক্ষে তাঁদের ভ্রম বুঝতে পারবেন, মা সেদিন তাদের ডেকে বলবেন "ওরে তোরা কোথায় আমায় খুঁজে বেড়াচ্ছিস আমি যে তোদের সঙ্গে সঙ্গে সর্বদা আছি।" মায়ের ভাষায় বলি "তাঁকে ধরা যায় না তিনি ধরা দেন" মাকে যাঁরা কেবলই লৌকিক দৃষ্টিতে দেখেন তাঁরাই পথভ্রান্ত হন। মা লৌকিক এবং লোকাতীত দুই-ই। লৌকিক দৃষ্টিতে তিনি দাদা মহাশয় বিপিন বিহারীর আর পাঁচটি কন্যার মতই পিতৃগৃহ থেকে বালিকা বধু হয়ে শ্বশুরালয়ে গৃহিণী কিন্তু মায়ের সংসার জীবন লৌকিক নয় লোকাতীত এ সংসার শিব-পার্বতীর সংসার।

(ক্রমশঃ)

উৎসব-সূচী

১. শ্রীশ্রী বাসন্তী পূজা	১৫ই-১৯শে এপ্রিল
২. শ্রীশ্রীমায়ের শুভজন্মদিন	৩রা মে
৩. অক্ষয় তৃতীয়া	১১ই মে
৪. শ্রীশ্রীমায়ের শুভ জন্মতিথি পূজা	২৬শে মে রাত্রে
৫. বাবা ভোলানাথের নির্ব্বাণ তিথি	১৭ই মে
৬. গঙ্গা দশহরা পূজা	১৭ই জুন
৭. গুরু পূর্ণিমা	২১শে জুলাই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আশ্রম-সংবাদ

১। কনখল—

কনখলে শ্রীশ্রীমায়ের আশ্রমে গত ১৩ই ফেব্রুয়ারী শ্রীশ্রী সরস্বতী পূজা ধূমধামের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। ৮ই মার্চ মহা শিবরাত্রির পূজাও বিশেষ ভাবে অনুষ্ঠিত হয়। ২৫শে মার্চ দোল পূর্ণিমা মহোৎসব ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে। আগামী ১৪ই এপ্রিল চৈত্র সংক্রান্তিতে শ্রীশ্রী গিরিজীর মন্দিরে গিরিজীর বিশেষ পূজা অনুষ্ঠিত হয়।

২। বারাণসী—

উৎসব পরিক্রমায় বছরের প্রথমেই বারাণসী আশ্রমে গত ১৪ই জানুয়ারী, ২০০৫ পৌষ সংক্রান্তি পুণ্য পার্বণে সাবিত্রী যজ্ঞের প্রারম্ভ ও পূর্ণাহুতি উপলক্ষে এদিন উদয়াস্ত মহানাম কীর্তন ও আশ্রমের মন্দিরে মন্দিরে পিঠে পায়েস প্রভৃতি ভোগ হয়। ২৩শে জানুয়ারী কন্যাপীঠে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মদিবস ও গণতন্ত্র দিবস উপলক্ষে কন্যাপীঠের হলঘরে পতাকা উত্তোলন, দেশগীতি ও ভাষণ প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়।

গত ১৩ই ফেব্রুয়ারী কন্যাপীঠে বিদ্যাবিলাসিনী বাগ্‌বিদ্যাদায়িনী বীণাপাণি মহাসরস্বতীর সাড়ম্বর পূজা সম্পন্ন হয়। এই উপলক্ষে কন্যাপীঠের হলঘর খুব সুন্দর সাজানো হয়েছিল। রক্তবর্ণ রঞ্জিত রেশমী বস্ত্র দিয়ে পৃষ্ঠদেশ সাজানো হয়েছিল। আর মধ্যে শ্বেত থার্মোকল দিয়ে রাশি রাশি শুভ্রমেঘগুচ্ছ, তার মধ্যে শ্বেত শুভ্রবসনা বীণাপাণি মা সরস্বতী বরদহস্তা শ্বেত হংসে বিরাজিতা, খুব সুন্দর শোভা হয়েছিল। রাত্রিতে একজন প্রসিদ্ধ ভায়োলিন বাদক মা সরস্বতীর সামনে ভায়োলিন বাজিয়ে সকলকে তৃপ্ত করেন। এদিন মধ্যাহ্নে অনেক বিদেশী মাতৃভক্ত ও সকলের সঙ্গে প্রসাদ গ্রহণ করেন। ২৩শে ফেব্রুয়ারী মাঘীপূর্ণিমার দিন সন্ধ্যায় আশ্রমের চণ্ডীমণ্ডপে শ্রীশ্রী সত্যনারায়ণ পূজা, ভজন, কীর্তন ও সুরসংযোগে পাঁচালী গান ও শ্রবণ করার পর পুষ্পাঞ্জলি ও সকলে প্রসাদ গ্রহণ করেন।

গত ৮ই মার্চ মহাশিবরাত্রির পূজা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়। সেদিন শিবপ্রিয়া কাশী নগরী শিবময় হয়ে ওঠে। আশ্রমেও তারই রেশ দেখা যায়। রাত্রিতে চণ্ডীমণ্ডপে, অন্নপূর্ণা মন্দির ও বেলতলায় বুড়ো শিবের মন্দিরে, গোপাল মন্দির, গিরিজীর মন্দির, বিপিনেশ্বর মন্দির, কন্যাপীঠের হলঘর ও বারান্দায় সর্বত্রই শিবপূজার ধূম লেগে যায়। প্রহরে প্রহরে শিবপূজা ও মধ্যে কীর্তন চলতে থাকে।

২৪শে মার্চ দোলপূর্ণিমার পূর্বসন্ধ্যায় দোলমঞ্চে নারায়ণের অধিবাস ও হোলিকাদাহ অনুষ্ঠিত হয়। পরদিন ২৫শে দোলপূর্ণিমার দিন সকালে দোলমঞ্চে শ্রীশ্রী নারায়ণের ষোড়শোপচারে পূজা ও আবীর প্রদান করে পরে গোপাল মন্দিরে গোপালকে আবীর প্রদান, গোপালের অভিষেক, শৃঙ্গার ও ষোড়শোপচারে পূজা অনুষ্ঠিত হয়। সঙ্গে কীর্তন চলতে থাকে। গোপালের বিশেষ ভোগের পর সকলে প্রসাদ গ্রহণ করেন।

আগামী ১৪ই এপ্রিল চৈত্রসংক্রান্তির দিন গিরিজীর সন্ন্যাস উৎসব উপলক্ষে গিরিজীর মন্দিরে গিরিজীর বিশেষ পূজা আয়োজিত হবে। ওই দিন হতে ১৯শে এপ্রিল পর্য্যন্ত শ্রীশ্রী বাসন্তী পূজা অনুষ্ঠিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হবে।

৩। আগরতলা—

আগরতলা আশ্রমে গত ১৩ই ফেব্রুয়ারী শ্রীশ্রী সরস্বতী পূজার দিন মাতৃমন্দিরে মায়ের খেয়ালে মাতৃস্পর্শে প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রী সরস্বতীর শ্বেত মর্মর প্রতিমাতে সাড়ম্বরে ষোড়শোপচারে পূজা অনুষ্ঠিত হয়। আনুষঙ্গিক ভজন, কীর্তনাদি ও ভোগের পর সকলকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

৪। তারাপীঠ—

তারাপীঠে মায়ের আশ্রমে গত ২৪শে ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার মাঘীপূর্ণিমা তিথিতে শ্রীশ্রীমায়ের ষোড়শোপচারে মাতৃ পূজা ও বাৎসরিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই উৎসবের দ্বিদিবসীয় কার্যক্রমের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ২৩শে ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যায় অধিবাস ও আরতির পর ৮॥টা পর্যন্ত সৎসঙ্গ ভক্তিগীতি এবং মৌনের পর প্রসাদ বিতরণ করা হয়। ২৪শে ফেব্রুয়ারী সকালে শ্রীশ্রী তারামায়ের মন্দিরে পূজা। পরে নগর ভ্রমণ ও কীর্তন। শ্রীশ্রীমায়ের পূজা, কুমারী পূজা, চণ্ডী পূজা, শিব মন্দিরে পূজা, গীতা, চণ্ডীপাঠ ও বিষ্ণু সহস্রনাম পাঠ, কীর্তন, ভোগ, আরতি ও যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়। যজ্ঞের পর সাধু ভাণ্ডারা, ব্রাহ্মণ ভোজন ও প্রসাদ বিতরণ করা হয়। বিকালে রামায়ণ গান, সন্ধ্যারতি, মাতৃনাম কীর্তন, সৎসঙ্গ, মাতৃকথা আলোচনা ও মৌন পালনের পর আনন্দোৎসবের পরিসমাপ্তি ঘটে। স্থানীয় তারামার সেবাইত শ্রী শম্ভুকিংকর চট্টোপাধ্যায় ও শ্রী সত্যসাধন চট্টোপাধ্যায় তারাপীঠে তাঁদের নিজের চোখে দেখা মাতৃলীলা সকলকে শুনিয়ে আনন্দ দেন।

এই উৎসব উপলক্ষে তারাপীঠ আশ্রমের কর্তৃপক্ষ এবং সকলের বিশেষ উৎসাহ ও উদ্যমে তারাপীঠের আশ্রম হতে কয়েকটি লেখার সংযোজনায় একটি লঘু পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছে। যা পড়লে তারাপীঠের আশ্রমের বিবরণ জানা যাবে।

৫। নৈমিষারণ্য—

পুরাণের জন্মভূমি পরম পবিত্র নৈমিষারণ্য তীর্থে শ্রীশ্রীমায়ের আশ্রমে ১৩ই মার্চ ফাল্গুন শুক্ল তৃতীয়া তিথি হতে ২০শে মার্চ, শুক্ল দশমী তিথি পর্যন্ত শ্রীমদ্‌ভাগবত সপ্তাহ পারায়ণ আয়োজিত হয়েছে। ভাগবতের সুললিত ব্যাখ্যা করেন মহারাষ্ট্রের প্রসিদ্ধ কথাবচক শ্রী অশোক কুলকর্ণীজী। এই উপলক্ষে বহু মাতৃভক্ত একত্রিত হয়ে উৎসবকে সাফল্য মণ্ডিত করেছেন এই উপলক্ষে কন্যাপীঠের কন্যারা ও যোগদান করে উৎসব আয়োজনের সার্থকতাকে রূপায়িত করে তোলে। কাশীর মহারাজ কুমারীরা ও ভাগবত-তীর্থ নৈমিষারণ্যে ভাগবতী কথা শ্রবণ করার মানসে নৈমিষারণ্যে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। প্রাকৃতিক শোভা মণ্ডিত নৈমিষারণ্য আশ্রমে ভাগবত পারায়ণ মহোৎসব খুবই সুন্দর ভাবে অনুষ্ঠিত হয়।

৬। পুণা—

পুণাতে শ্রীশ্রীমায়ের আশ্রমে গত ১৩ই ফেব্রুয়ারী শ্রীশ্রী মহাসরস্বতী পূজা সুষ্ঠু ভাবে সম্পন্ন হয়। পূর্বাহ্নে পূজা, ভজন, কীর্তনের পর বেদ ভগবানের পূজা, পুষ্পাঞ্জলি প্রদান ও ভোগের পর মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

গত ১৩ই ফেব্রুয়ারী হতে ২২শে ফেব্রুয়ারী আশ্রমে শ্রীরাম কথা আয়োজিত হয়েছে। বক্তা ছিলেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সন্তশ্রী রাজাবাবা ভাগবতাচার্য। ইনি মথুরার প্রসিদ্ধ বক্তা। ২২শে পূর্ণাহুতি হওয়ার পর ভাণ্ডারা হ সকলে মহা প্রসাদ গ্রহণ করেন।

৭। ভীমপুরা—

শ্রীশ্রীমায়ের ভীমপুরা আশ্রমে গত ৩১শে জানুয়ারী হতে ৬ই ফেব্রুয়ারী সংযম সপ্তাহ মহা অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীশ্রী আনন্দময়ী সংঘের প্রধান সচিব স্বামী ভাস্করানন্দজী এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলে এই অনুষ্ঠানে প্রচুর বিদগ্ধ মহাত্মাগণ উপস্থিত হয়ে আধ্যাত্মিক প্রবচনের দ্বারা ব্রতীদের পারমার্থিক প যাত্রায় প্রেরিত করেন। প্রতিদিন বিকালে মাতৃভক্ত শ্রী অশোকভাই কুলকর্ণী মাতৃপ্রসঙ্গ ও ভাগবতী ক সুললিত ভাষায় শ্রবণ করান।

গুজরাতে বিগত ২৬-৭-২০০১ সালে যে ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প হয়েছিল, সেই ভূমিকম্প পুনর্ব কার্যক্রমের অন্তর্গতে মা আনন্দময়ী আশ্রম, ভীমপুরা দ্বারা নবনির্মিত মা আনন্দময়ী "প্রাথমিক আ কেন্দ্র" এই প্রতিষ্ঠানের (হল্যান্ড কাউন্ট্রী হেল্থ সেন্টার, কলোরীডা ইউ০ এস০ এ০ তথা অন্য ভক্তগ আর্থিক সহযোগিতায় ও সৌজন্যে নির্মিত,) গত ১২ই মার্চ, লোকার্পণ করা হয়। সমারোহের মুখ্য অ ছিলেন মাননীয় পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী শ্রী আই০ কে০ জাডেজা। বিশিষ্ঠ অতিথির পদ অলংকৃত ক মাননীয় সংসদ সদস্য শ্রী শোভা ভাই গাঙ্গভাই পটেল, মাননীয় বিধান সভা সদস্য শ্রী ধনরাজ কেলা এ মাননীয় জেলা পঞ্চায়ত প্রমুখ শ্রী কনুভা গুলার সিংহ পরমার। এই উপলক্ষে বহু ভক্ত সমাগম হয়েছি

গত ১৩ই ফেব্রুয়ারী সরস্বতী পূজা ধূমধামের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়।

৮। রাজগীর—

রাজগীর আশ্রমে মায়ের মায়ের ঘর, সৎসঙ্গ ভবন, মাতৃমন্দির, শিব মন্দির প্রভৃতি পুনর্মার্জিত ক সুন্দর ভাবে পূজা, পাঠ, সৎসঙ্গ ও কীর্তন প্রভৃতি সুন্দর ভাবে পরিচালিত হচ্ছে।

গত ২রা জুলাই গুরুপূর্ণিমা তিথিতে সাড়ম্বরে শ্রীশ্রীমায়ের পূজা হয়। এদিন ও বহু ভক্তের সমা হয়। ১৩ই নভেম্বর, রাজগীর আশ্রমে বিশেষভাবে অন্নকূট মহোৎসব পালিত হয়। রাজগীর আশ্রমে প্রথম অন্নকূট উৎসব হল। অন্নকূটের দিন প্রায় ৩০০ শত ভক্ত প্রসাদ গ্রহণ করেন।

গত ২২শে ডিসেম্বর গীতা জয়ন্তী মহোৎসব যথাযোগ্য ভাবে অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় ৫০জন ভক্ত গী পাঠে অংশ গ্রহণ করেন এবং অনুষ্ঠান শেষে প্রসাদ গ্রহণ করেন।

প্রতিদিন শিব মন্দিরে ও মাতৃ মন্দিরে প্রাতে পূজা, মায়ের ঘরে মৌন ও জপ এবং সৎসঙ্গ ভবনে বি সহস্র নাম, গীতা, চণ্ডী, শিব মহিম্ন স্তোত্র এবং এক অধ্যায় শ্রীমদ্ভাগবত পারায়ণ এবং সন্ধ্যায় আরতি এ সান্ধ্য কীর্তন আদি যথা সম্ভব নিয়মিত অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

এছাড়া প্রতি গুরুবার স্থানীয় মহিলারা সৎসঙ্গ ভবনে ২ ঘন্টা ভজন করেন এবং তার আগে ১ ঘ শ্রীমদ্ভাগবতী কথা আরম্ভ করা হয়েছে। প্রতি শনিবার স্থানীয় ভক্তরা সুন্দর কাণ্ড রামায়ণ করেন বি ৩টা হতে ৫টা অবধি। রামায়ণ পাঠ ও আরম্ভ হয়েছে ১লা জানুয়ারী থেকে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রদ্ধাঞ্জলি

পদ্মভূষণ পণ্ডিত বিদ্যানিবাস মিশ্রজী–

পদ্মভূষণ পণ্ডিত প্রবর শ্রী বিদ্যানিবাস মিশ্রজী গত ১৪ই ফেব্রুয়ারী মোটর দুর্ঘটনায় পরলোক গমন করেন। তাঁর মর্মান্তিক মৃত্যু সংবাদে আশ্রম বাসী সকলে বিশেষ করে কন্যাপীঠের কন্যারা অত্যন্ত মর্মাহত হয়।

শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে পণ্ডিতজীর দীর্ঘদিনের পরিচয় ছিল। তিনি কন্যাপীঠ ও আশ্রমের প্রতিটি অনুষ্ঠানে যোগদান করে অনুষ্ঠানটিকে সাফল্য মণ্ডিত করতেন। বিশেষ করে কন্যাপীঠের বার্ষিকোৎসবে তিনি অবশ্যই উপস্থিত হয়ে কন্যাদের প্রোৎসাহিত করতেন। গত বছরও কন্যাপীঠের বার্ষিকোৎসবে তিনি উপস্থিত ছিলেন। তাঁর স্মৃতিতে এবার কন্যাপীঠের বার্ষিকোৎসব স্থগিত রইল।

শ্রীশ্রীমায়ের আশীর্বাদ পূত নৈমিষারণ্যস্থিত "পৌরাণিক বৈদিক অনুসন্ধান সংস্থান" এর অবৈতনিক নিদেশক রূপে তিনি প্রায় দশ বৎসর অবধি বিশেষ রূপে যুক্ত ছিলেন। ওই প্রতিষ্ঠানের উন্নতি কল্পে তাঁর অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

কাশীর গৌরব মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের তিনি বিশেষ অনুরাগী ও অনুযায়ী ছিলেন। কবিরাজ মহাশয়ের শতবার্ষিকীতে শতবার্ষিকী সমিতির পক্ষ হতে "দিল্লী রাষ্ট্রীয় সংগ্রহালয়" এবং বারাণসীর বিভিন্ন বিশ্বলিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত বিশেষ অনুষ্ঠানে তাঁর প্রধান যোগদান বিশেষ উল্লেখনীয়। বিশিষ্ট বিদ্বান পণ্ডিত বিদ্যানিবাস মিশ্রজীর মর্মান্তিক মৃত্যু সংবাদ পেয়ে নৈমিষারণ্যের অনুসন্ধান সংস্থানের সমস্ত অধ্যাপক এবং ছাত্রদের দ্বারা বিশেষ শোক প্রস্তাব পারিত হয়।

কন্যাপীঠে ও প্রধানাচার্যার সংচালনায় দুই মিনিট মৌন থেকে ওই মহান প্রয়াত আত্মার শান্তির জন্য শ্রীশ্রী মায়ের চরণে প্রার্থনা জানিয়ে শোক সভা পালিত হয়।

মণিকর্ণিকা ঘাটে আশ্রম ও কন্যাপীঠের পক্ষ থেকে পণ্ডিতজীর পার্থিব শরীরে বিশেষ মাল্যার্পণ করা হয়।

হিন্দী ভাষার মূর্ধন্য সাহিত্যকার বিদ্যানিবাস মিশ্রজী সংস্কৃত ভাষারও বিশিষ্ট পণ্ডিত ছিলেন। তিনি দুবার সম্পূর্ণানন্দ সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালিয়ের উপ কুলপতি হন। তিনি কাশী বিদ্যাপীঠের ও কুলপতি ছিলেন। তিনি রাজ্য সভার সদস্য ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে হিন্দী সাহিত্যের প্রবন্ধ রচনার একটি যুগের অবসান হল। আমরা আজ তাঁকে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করছি।

☆

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শোক-সংবাদ

১। শ্রী সুনীলকান্তি মজুমদার—

গত ৬ই নভেম্বর, ২০০৪, শনিবার দুপুর ১.৩০ মি০ এ মাতৃপাদ পঙ্কজ আশ্রয় করে মাতৃলোকে লীন হয়ে চিরতরুণ একনিষ্ঠ মাতৃভক্ত সুনীলকান্তি মজুমদার। তাঁর এই আকস্মিক প্রয়াণে আমরা সকল মাতৃভক্ত গভীর শোকে স্তব্ধ। শ্রীশ্রী আনন্দময়ী সঙ্ঘের মূলকেন্দ্র সহ আগরপাড়া আশ্রমের উন্নতি কল্পে তাঁর সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ ও গঠন কার্যে অবদান সুদীর্ঘকাল যাবৎ মাতৃভক্তরা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করবে। মাতৃক্রোড়ে চিরনিদ্রায় শায়িত উন্নতশির ঋজুদেহ সদাজাগ্রত এই কর্মদক্ষ মাতৃ সেবকের বিদেহী আত্মার চিরশান্তি ও পরিবার বর্গের জন্য সান্ত্বনা কামনা করি আমরা মায়ের চরণে।

২। শ্রী নির্মলকান্ত মিত্র—

শ্রীশ্রী আনন্দময়ী সংঘ আগরপাড়া শাখার প্রাক্তন সচিব শ্রী নির্মলকান্ত মিত্র গত ১১ই ডিসেম্বর শনিবার সকাল ৯:৩০ মি০ এ শ্রীশ্রী মাতৃচরণে লীন হয়েছেন। তিনি ছিলেন মায়ের পুরাতন ভক্তগণের মধ্যে একজন। আগরপাড়া পরিচালন সমিতিকে নানাভাবে বিভিন্ন সময়ে তিনি পথ নির্দেশ করতেন এবং মাতৃ ভাব ধারার অক্ষুন্নতা বজায় রাখতে নিরলস কর্তব্য ও পরিশ্রম করে গেছেন। আমরা প্রয়াত আত্মার চিরশান্তি ও পরিবার বর্গের জন্য চিরসান্ত্বনা প্রর্থনা করি মায়ের চরণে।

৩। শ্রী চিন্ময় গাঙ্গুলী—

কলিকাতা নিবাসী পুরাতন মাতৃভক্ত শ্রী চিন্ময় গাঙ্গুলী গত ২৯শে ডিসেম্বর শ্রীশ্রী মাতৃ চরণে লীন হয়েছেন। ১৯৭৬ সালে প্রথম মাতৃদর্শন হওয়ার পর কি এক অমোঘ টানে বারে বারেই তাঁকে মাতৃসন্নিধানে যেতে হত। সুদর্শন, সদাহাস্যময়, ধর্ম, কর্ম ও সেবায় নিজেকে নিয়োজিত রাখতেন সর্বদা। চিন্ময়দা লণ্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে ওখানেই অধ্যাপনার কাজে কিছুদিন নিয়োজিত ছিলেন পরে দেশে ফিরে একটি বিদেশী কোম্পানীতে যোগদান করেন। ১৯৭৮ সনের ৭ই জানুয়ারী চিন্ময়দা ও তাঁর স্ত্রী শ্রীমতী ছবি গাঙ্গুলী কাশীতে দীক্ষা প্রাপ্ত হন। ওই বছরেই তাঁরা কনখলে মাতৃ সন্নিধানে উভয়ের স্বর্গত পিতৃগণের কল্যাণে শ্রীমদ্ভাগবত সপ্তাহের অনুষ্ঠান করান। তাঁরা নিজেদের বাসভবনে প্রতিবছর গুরু পূর্ণিমা উৎসব ও নামযজ্ঞ করাতেন। এই উপলক্ষে বহু ভক্তের সমাগম হত। অন্তিম নিঃশ্বাস অবধি পূর্ণজ্ঞান ও মায়ের কৃপায় তাঁর শরীরে কোন কষ্টবোধ ছিল না। আমরা শ্রীশ্রীমায়ের চরণে প্রয়াত আত্মার চিরশান্তি ও পরিবার বর্গের জন্য চির সান্ত্বনা কামনা করি।

৪। স্বামী প্রেমানন্দ গিরি—

গত ২৯শে ডিসেম্বর স্বামী প্রেমানন্দ (পূর্ব নাম শ্রীমতী সরোজ পালিবাল) শ্রীশ্রী মায়ের চরণে লীন হয়েছেন। অবসর গ্রহণের পর থেকেই তিনি বৃন্দাবন আশ্রমে একটি কুটিয়া নির্মাণ করে স্থায়ী ভাবে আশ্রমবাস করতেন।

মাতৃভক্ত পরমবিদুষী শ্রীমতী সরোজ পালিবাল মথুরার একটি বিশিষ্ট কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন। লেখায় এবং ভাষণে তিনি বিশেষ পটু ছিলেন। অনেক বই লিখেছেন। মার বিষয়েও স্তোত্র ইত্যাদি রচনা করেছেন। কীর্তন ভজন প্রভৃতি ও সুন্দর গাইতে পারতেন। আমরা তাঁর প্রয়াত আত্মার চির শান্তি কামনা করি মায়ের চরণে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৫। শ্রীমতী কান্তিময়ী দত্ত–

শ্রীশ্রী মায়ের একনিষ্ঠ ভক্ত কান্তিদি বেশ কিছুদিন রোগ ভোগের পর গত ২রা জানুয়ারী, ২০০৫ চির আকাঙ্খিত মায়ের শ্রীচরণে লীন হয়েছেন। কান্তিদি ছিলেন রামকৃষ্ণ মিশনের প্রথম প্রেসিডেন্ট স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর ভাগিনেয়ী এবং পুরাতন মাতৃভক্ত জিতেন্দ্র নাথ দত্তর স্ত্রী ১৯৩৬ সনে সিমলা কালীবাড়ীতে তাঁদের প্রথম মাতৃদর্শন লাভ হয়। শ্রীশ্রী মা অনেক সময়ই অনেককে বলেছেন–"জিতেনের বাড়ীত আশ্রমই"। আশ্রমবাসীরা অনেকেই নানা করাণে বিভিন্ন সময়ে জিতেনদার বাড়ীতে থেকেছেন।

কান্তিদি সবরকম কাজেই কুশল ছিলেন। শিক্ষিতা বুদ্ধিমতী, মিষ্টভাষী কান্তিদি সকলের প্রিয় ছিলেন। শ্রীশ্রীমা কয়েকবার কান্তিদিকে একবস্ত্রে সঙ্গে নিয়ে গেছেন এবং সেবার সুযোগ দিয়েছেন। তিনি শ্রীশ্রী মার অনেক লীলা প্রত্যক্ষ করেছেন।

১৯৭০ সনে কান্তিদি একটি অপারেশনের জন্য দিল্লীতে হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। সেই সময় শ্রীশ্রী মা হঠাৎ তাঁকে দেখতে এলে তিনি দেখেন মার ডান হাতের আঙ্গুল থেকে একটি নীল জ্যোতি এসে তাঁর বুকে প্রবেশ করল। তারপর তিনি সুস্থ হয়ে ওঠেন।

সেই বছরই দিল্লীতে দুর্গাপূজো, কালীপূজো, অন্নকূট ইত্যাদি হয়। অন্নকূটের পর পঞ্চবটীর ঘরে মা জিতেনদা ও কান্তিদিকে ডেকে দুজনকে হাতপাততে বলে লাল গামছায় বাঁধা পুঁটুলী তাঁদের হাতে দিয়ে বললেন–"জিতেন এই শরীরের কাছে তোমার প্রাণ ভিক্ষা চেয়েছিল, তোমার দ্বিতীয় জন্ম হল। তুমি এখন থেকে মনে করবে আশ্রমে থাকো ও আশ্রমে খাও"। কালীপূজোর রাতে শ্রীশ্রীমাকে যে প্রণামী দেওয়া হয়েছিল তাই ছিল ওই পুঁটুলীতে।

বৃন্দাবন আশ্রমে শ্রীশ্রীমায়ের উপস্থিতিতে জিতেনদার হঠাৎ মৃত্যুর পর কান্তিদি প্রায় কনখল আশ্রমেই থাকতেন। অসুস্থতার জন্য তাঁকে দিল্লী নিয়ে যাওয়া হয়।

আমরা বিদেহী আত্মার শান্তি ও পরিবার বর্গের জন্য সান্ত্বনা কামনা করি মাতৃ চরণে।

৬। শ্রীমতী বীণা মৈত্র–

শ্রীশ্রীমায়ের পুরাতন ভক্ত ডা০ দ্বিজেন্দ্র কুমার মৈত্রর স্ত্রী শ্রীমতী বাণী দেবী গত ১০ই জানুয়ারী মালদহে ঈপ্সিত ধামে পরম শান্তিতে মহাপ্রয়াণ করেছেন। ১৯৬০ এর দশকে শ্রীশ্রীমার সঙ্গে রাজগীরে তাঁদের বিশেষ ভাবে পরিচয় স্থাপিত হয়। রাজগীরে ডা০ মৈত্র দীর্ঘদিন যাবৎ বসবাস করতেন এবং সর্বদা আশ্রমে যাতায়াত করতেন। রাজগীর আশ্রম কমিটির সাথেও তিনি বিশেষ ভাবে যুক্ত ছিলেন। তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা দেশপ্রেমী শ্রী বীরেন্দ্র কুমার মৈত্র মহাশয় ও (যিনি পশ্চিম বঙ্গের মন্ত্রী ছিলেন।) আশ্রমের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত আছেন। আমরা বীণা দেবীর বিদেহী আত্মার চিরশান্তি কামনা করি মাতৃচরণে।

৭। শ্রীমতী মঞ্জুশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়–

গীতশ্রী কুমারী ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভ্রাতৃবধূশ্রীমতী মঞ্জুশ্রী গত ২০শে ফেব্রুয়ারী এই নশ্বর দেহ ত্যাগ করে শ্রীশ্রী মায়ের চরণে লীন হয়েছেন। তাঁর স্বামী শ্রী দুলাল বন্দ্যোপাধ্যায় আগেই মার চরণে লীন হয়েছেন। মঞ্জুদির মৃত্যুতে আমরা মর্মাহত। আমরা মায়ের চরণে তাঁর প্রয়াত আত্মার কল্যাণ কামনা করি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নূতন প্রকাশন

শ্রদ্ধেয় অমূল্য কুমার দত্তগুপ্ত লিখিত "শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী প্রসঙ্গ" অনবদ্য গ্রন্থের পঞ্চম ভাগ সদ্য প্রকাশিত হয়েছে। শ্রীশ্রীমায়ের দিব্য জীবন কাহিনী ও অমূল্য বার্তালাপের বিবরণ এবং সম্পূর্ণ অজ্ঞাত সব ঘটনা সমূহের অপূর্ব বর্ণন এই ভাগে স্থান পেয়েছে।

ভাল বাঁধানো ৩২৬ পৃষ্ঠার বই। মূল্য মাত্র ৫০ টাকা রাখা হয়েছে। শ্রীশ্রীমার অধিকাংশ আশ্রমেই শীঘ্র উপলব্ধ হবে। অসুবিধা হলে নীচের ঠিকানায় জানাতে অনুরোধ করা হচ্ছে। রেজিস্টার্ড ডাক ব্যয় অতিরিক্ত ৪০ টাকা।

সেক্রেটারী

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী আশ্রম

ভাদাইনী, বারাণসী–২২১০০১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"হরি কথাই কথা, আর সব বৃথা ব্যথা।"

— শ্রীশ্রী মা

পেন্‌সিলভেনিয়া আমেরিকাতে স্থায়ী রূপে পঞ্জীকৃত প্রতিষ্ঠান "মা আনন্দময়ী সেবা সমিতি"র পক্ষ হতে পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমায়ের সকল ভক্তজনকে সপ্রেম 'জয় মা' জানানো হচ্ছে।

এই প্রতিষ্ঠানের মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে শ্রীশ্রীমায়ের জীবনলীলা ও অমূল্য বাণীর প্রচার, বিবিধ আধ্যাত্মিক কার্য্য সম্পাদন। সৎসঙ্গের পরিচালন, সনাতন ভাগবৎ ধর্ম্মযুক্ত প্রক্রিয়ার পরিচালনা এবং জনজনার্দ্দনের সেবা।

আমেরিকান সরকার দ্বারা এই সমিতি আয়কর হতে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত ঘোষিত হয়েছে —No. 23/2967597/I.R.S Code 501 (C) (3)

আমেরিকা ও নিকটবর্ত্তী দেশসমূহের স্থায়ী রূপে নিবাসী ভক্তদের কাছে অনুরোধ জানানো হচ্ছে যে 'মা আনন্দময়ী অমৃতবার্তা' (ত্রৈমাসিক পত্রিকা যা বাংলা, ইংরাজী, হিন্দি ও গুজরাতী এই চার ভাষায় প্রকাশিত হয়ে থাকে) সেই পত্রিকা এবং শ্রীশ্রী মায়ের দিব্যজীবন লীলা ও অমূল্য বাণী সম্বলিত নানা গ্রন্থ উপরোক্ত সেবা সমিতির কাছ থেকে সংগ্রহ করতে পারেন।

বিস্তৃত বিবরণের জন্য নীচের ঠিকানায় সম্পর্ক স্থাপন করুন —

Mahadev R. Patel
Secretary, Ma Anandamayee Seva Samiti (MASS) Inc.
212, Moore Road, Wallingford, PA 19086-6843
Tel : 610-876-6862 Mobile : 484-410-4844
Email : matriseva@yahoo.com

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিশেষ সূচনা

"পরমার্থ প্রসঙ্গে মহামহোপাধ্যায় শ্রী গোপীনাথ কবিরাজ"

পন্ডিতপ্রবর পদ্মবিভূষণ ড০ গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের শ্রীমুখনিঃসৃত শাশ্বত অমৃতবাণীর তত্ত্বে পরিপূর্ণ এই অতুলনীয় গ্রন্থের একাদশ খন্ড সদ্য প্রকাশিত হইয়াছে। পরমার্থ পথের পথিক তথা তত্ত্ব জিজ্ঞাসুর নিকট ইহা এক অমূল্য সম্পদ। প্রতিটি খন্ডই স্বয়ং সম্পূর্ণ। একাদশ খন্ডের মূল্য ৫০ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান :—

১. মহেশ লাইব্রেরী : ২/১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কোলকাতা-৭০
২. সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার : ৩৮, বিধান সরণী, কোলকাতা-৬
৩. সর্বোদয় বুক স্টল : হাওড়া স্টেশন

"মা আছেন কিসের চিন্তা ?"

With Best Compliments from :

Amrita Bastralaya

157-C, Rashbehari Avenue, Ballygunje, Calcutta – 700 029
Phone : 24642217

Suppliers of Quality Sarees, Woolen and Redymade Garments and School Uniforms

WE HAVE NO OTHER BRANCH

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ওঁমা শ্রীমা জয় জয় মা ওঁমা শ্রীমা জয় জয় মা ওঁমা শ্রীমা জয় জয় মা

মা আমার আনন্দময়ী, সুখদায়িনী, শান্তিদায়িনী
জন্মদাত্রী মা ত্রিপুরাসুন্দরী, করুণারূপী, কৃপাময়ী,
দয়াময়ী মা আনন্দময়ী, জগৎরূপিনী জগত্তারিণী।

মায়ের শ্রীপাদপদ্মে :—

Every Step with

☎ (0381) 2221975 (O)
2201274 (R)

Anand

Deals in : Footwear, Luggage and Leather products.

2, H.G. Basak Road,
Kaman Chowmuhani,
Agartala - 799 001,
Tripura (W)

ওঁমা শ্রীমা জয় জয় মা ওঁমা শ্রীমা জয় জয় মা ওঁমা শ্রীমা জয় জয় মা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রখ্যাত সাহিত্যিক ডঃ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য দ্বারা লিখিত কয়েকটি অমূল্য পুস্তক —

আনন্দময়ী মায়ের কথা — শ্রীশ্রী মার জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে প্রকাশিত অসংখ্য চিত্র সম্বলিত বিস্তারিত জীবন আলেখ্য। ভারতের রাষ্ট্রপতি মাননীয় ডঃ শঙ্করদয়াল শর্মার ভূমিকা সহ এক অনন্য-সাধারণ গ্রন্থ। রেক্সিন বাঁধাই। প্রকাশক — শ্রীশ্রী আনন্দময়ী সংঘ, কনখল, হরিদ্বার - ২৪৯ ৪০৮, মূল্য - ৩৫০/- টাকা।

গল্পে মা আনন্দময়ী বাণী — গল্পে ও কথায় শ্রীশ্রী মায়ের অমূল্য উপদেশ এবং এই মহাজীবনের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে আলোচনা ও সংক্ষিপ্ত জীবনী সহ। প্রকাশক - ডি. এম. লাইব্রেরী, ৩২, বিধান সরণী, কলকাতা-৬। দুই খণ্ডে প্রকাশিত। বোর্ড বাঁধাই। মূল্য২৫/- টাকা ও ৪০/- টাকা।

অমৃতের আহ্বান — শ্রীশ্রী মায়ের বিশিষ্ট কিছু বাণীর বিষদ আলোচনা সহ অপূর্ব গ্রন্থ। প্রকাশিকা — শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী সৎসঙ্গ সম্মিলনীর পক্ষে শ্রীমতী অঞ্জলি ভট্টাচার্য্য। এ-বি ১৭৫, সল্টলেক, কলকাতা - ৬৪, সুন্দর প্রচ্ছদপট সহ বোর্ড বাঁধাই। মূল্য - ৫০/- টাকা।

তিন মায়ের কথা — মা সারদা, মা আনন্দময়ী ও শ্রী অরবিন্দ আশ্রমের "মাদারের" অমৃত-জীবনের বিভিন্ন দিক ও তাঁদের সাদৃশ্য সম্পর্কে এক অভিনব পুস্তক। প্রকাশক —সাহিত্য বিহার, ১ বি, মহেন্দ্র শ্রীমানী স্ট্রীট, কলকাতা-৯, বোর্ড বাঁধাই। মূল্য ৩৫/- টাকা। প্রাপ্তি স্থান ঃ সাহিত্য - বিহার ও ওরিয়েন্টাল বুক কোম্পানী। ৫৬ সূর্য্য সেন স্ট্রীট, কলকাতা - ৯।

প্রাপ্তিস্থান ঃ উপরোক্ত সব কয়টি পুস্তকই কলকাতায় স্থানীয় বিভিন্ন প্রকাশক অথবা শ্রীমতী অঞ্জলি ভট্টাচার্য্য, এ-বি ১৭৫, সল্টলেক, কলকাতা - ৬৪ এই ঠিকানায় উপলব্ধ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

❀ Branch Ashrams ❀

14. NEW DELHI : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Kalkaji, New Delhi-110019 (Tel : 011-26826813)

15. PUNE : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Ganesh Khind Road, Pune-411007, (Tel : 020-25537835)

16. PURI : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Swargadwar, Puri-752001, Orissa. (Tel : 06752-223258)

17. RAJGIR : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, P.O.Rajgir, Nalanda-803116, Bihar (Tel : 06112-255362)

18. RANCHI : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Main Road,P.O. Ranchi- 834001 (Tel : 0651-2312082)

19. TARAPEETH : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, P.O. Chandipur-Tarapeeth, Birbhum-731233,

20. UTTARKASHI : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Kali Mandir, P.O. Uttarkashi-249193,

21. VARANASI : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Bhadaini, Varanasi-221001, U.P. (Tel : 0542-2310054+2311794)

22. VINDHYACHAL : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Ashtabhuja Hill, P.O. Vindhyachal, Mirzapur-231307, (Tel : 05442-242343)

23. VRINDABAN : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, P.O. Vrindaban, Mathura-281121 U.P. (Tel: 0565-2442024)

*

IN BANGLADESH :

1. DHAKA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, 14, Siddheshwari Lane, Dhaka- 17 (Tel _ 0880-9356594)

2. KHEORA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, P.O. Kheora, Via-Kasba, Brahmanbaria.

*

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রখ্যাত সাহিত্যিক ডঃ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য দ্বারা লিখিত কয়েকটি অমূল্য পুস্তক —

আনন্দময়ী মায়ের কথা — শ্রীশ্রী মার জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে প্রকাশিত অসংখ্য চিত্র সম্বলিত বিস্তারিত জীবন আলেখ্য। ভারতের রাষ্ট্রপতি মাননীয় ডঃ শঙ্করদয়াল শর্মার ভূমিকা সহ এক অনন্য-সাধারণ গ্রন্থ। রেক্সিন বাঁধাই। প্রকাশক — শ্রীশ্রী আনন্দময়ী সংঘ, কনখল, হরিদ্বার - ২৪৯ ৪০৮, মূল্য - ৩৫০/- টাকা।

গল্পে মা আনন্দময়ী বাণী — গল্পে ও কথায় শ্রীশ্রী মায়ের অমূল্য উপদেশ এবং এই মহাজীবনের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে আলোচনা ও সংক্ষিপ্ত জীবনী সহ। প্রকাশক - ডি. এম. লাইব্রেরী, ৩২, বিধান সরণী, কলকাতা-৬। দুই খণ্ডে প্রকাশিত। বোর্ড বাঁধাই। মূল্য২৫/- টাকা ও ৪০/- টাকা।

অমৃতের আহ্বান — শ্রীশ্রী মায়ের বিশিষ্ট কিছু বাণীর বিষদ আলোচনা সহ অপূর্ব গ্রন্থ। প্রকাশিকা — শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী সৎসঙ্গ সম্মিলনীর পক্ষে শ্রীমতী অঞ্জলি ভট্টাচার্য্য। এ-বি ১৭৫, সল্টলেক, কলকাতা - ৬৪, সুন্দর প্রচ্ছদপট সহ বোর্ড বাঁধাই। মূল্য - ৫০/- টাকা।

তিন মায়ের কথা — মা সারদা, মা আনন্দময়ী ও শ্রী অরবিন্দ আশ্রমের "মাদারের" অমৃত-জীবনের বিভিন্ন দিক ও তাঁদের সাদৃশ্য সম্পর্কে এক অভিনব পুস্তক। প্রকাশক —সাহিত্য বিহার, ১ বি, মহেন্দ্র শ্রীমানী স্ট্রীট, কলকাতা-৯, বোর্ড বাঁধাই। মূল্য ৩৫/- টাকা। প্রাপ্তি স্থান ঃ সাহিত্য - বিহার ও ওরিয়েন্টাল বুক কোম্পানী। ৫৬ সূর্য্য সেন স্ট্রীট, কলকাতা - ৯।

প্রাপ্তিস্থান ঃ উপরোক্ত সব কয়টি পুস্তকই কলকাতায় স্থানীয় বিভিন্ন প্রকাশক অথবা শ্রীমতী অঞ্জলি ভট্টাচার্য্য, এ-বি ১৭৫, সল্টলেক, কলকাতা - ৬৪ এই ঠিকানায় উপলব্ধ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

❁ Branch Ashrams ❁

14. NEW DELHI : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Kalkaji, New Delhi-110019 (Tel : 011-26826813)

15. PUNE : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Ganesh Khind Road, Pune-411007, (Tel : 020-25537835)

16. PURI : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Swargadwar, Puri-752001, Orissa. (Tel : 06752-223258)

17. RAJGIR : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, P.O.Rajgir, Nalanda-803116, Bihar (Tel : 06112-255362)

18. RANCHI : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Main Road,P.O. Ranchi- 834001 (Tel : 0651-2312082)

19. TARAPEETH : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, P.O. Chandipur-Tarapeeth, Birbhum-731233,

20. UTTARKASHI : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Kali Mandir, P.O. Uttarkashi-249193,

21. VARANASI : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Bhadaini, Varanasi-221001, U.P. (Tel : 0542-2310054+2311794)

22. VINDHYACHAL : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Ashtabhuja Hill, P.O. Vindhyachal, Mirzapur-231307, (Tel : 05442-242343)

23. VRINDABAN : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, P.O. Vrindaban, Mathura-281121 U.P. (Tel: 0565-2442024)

*

IN BANGLADESH :

1. DHAKA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, 14, Siddheshwari Lane, Dhaka- 17 (Tel _ 0880-9356594)

2. KHEORA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, P.O. Kheora, Via-Kasba, Brahmanbaria.

*

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS
FOR INDIA AS NO. 65438/97

ग्ला ऑफसेट्स लिमिटेड कमच्छा, वाराणसी, फोन- २३९२८२०

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মা আনন্দময়ী

অমৃত বার্তা

VOL.-9 JULY, 2005 No. 3

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

SHREE SHREE ANANDAMAYEE SANGHA

❁ Branch Ashrams ❁

1. AGARPARA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram. P.O. Kamarhati Calcutta-700058 (Tel : 25531208)
2. AGARTALA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram. Palace Compound P.O. Agartala- 799001. West Tripura (Tel : 0381-2208618)
3. ALMORA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Patal Devi. P.O. Almora-263602, (Tel : 05962-233120)
4. ALMORA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, P.O.Dhaul-China. Almora-263881, (Tel : 059620-262013)
5. BHIMPURA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Bhimpura. P.O. Chandod, Baroda- 391105, (Tel : 02663-233208+ 233782)
6. BHOPAL : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, P.O. Bairagarh. Bhopal-462030, M.P. (Tel : 0755-2641227)
7. DEHRADUN : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Kishenpur.P.O. Rajpur, Dehradun-248009 (Phone : 0135-2734271)
8. DEHRADUN : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Kalyanvan, 176, Rajpur Road, P.O. Rajpur Dehradun-248009, (Phone : 0135-2734471)
9. DEHRADUN : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, P.O. Raipur Ordnance Factory, Dehradun-248010
10. JAMSHEDPUR : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Near Bhatia Park, Kadma, Jamshedpur-831005
11. KANKHAL : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, P.O. Kankhal.Hardwar-249408, (Tel : 01334-246575)
12. KEDARNATH : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Near Himlok. P.O. Kedarnath, Chamoli-246445.
13. NAIMISHARANYA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Puran Mandir.P.O. Naimisharanya, Sitapur-261402, U.P. (Tel : 05865-251369)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মা আনন্দময়ী — অমৃতবার্তা

শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ীর দিব্য জীবন
ও
অমূল্যবাণী সম্বলিত ত্রৈমাসিক পত্রিকা

বর্ষ ৯ জুলাই ২০০৫ সংখ্যা ৩

সম্পাদকমন্ডল

★ ব্রহ্মচারী শিবানন্দ
★ ডঃ শুকদেব সিংহ
★ কুমারী চিত্রা ঘোষ
★ কুমারী গীতা ব্যানার্জী
★ ব্রহ্মচারিণী গুনীতা

কার্য্যকরী সম্পাদক
শ্রী পানু ব্রহ্মচারী

☆

বার্ষিক চাঁদা (ডাক ব্যয়সহ)
ভারত – ৬০ টাকা
বিদেশে – ১২ ডলার অথবা ৪৫০ টাকা
প্রতি সংখ্যা – ২০ টাকা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মুখ্য নিয়মাবলী

❋ ত্রৈমাসিক পত্রিকা বাংলা, হিন্দী, গুজরাতী ও ইংরাজী এই চার ভাষায় পৃথক পৃথকভাবে বৎসরে চার জানুয়ারী, এপ্রিল, জুলাই এবং অক্টোবর মাসে প্রকাশিত হইয়া থাকে। পত্রিকার বর্ষ জানুয়ারী সংখ্যা হ আরম্ভ হয়।

❋ প্রধানতঃ শ্রী শ্রী মায়ের দিব্য জীবন ও অমূল্যবাণী বিষয়ক প্রবন্ধাদি প্রকাশনই এই পত্রিকার মুখ্য উদ্দে অবশ্য দেশ-কাল-ধর্ম্ম ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে যে কোন আধ্যাত্মিক বা দার্শনিক হৃদয়গ্রাহী প্রবন্ধ এবং বি মহাপুরুষদের জীবনী ও উপদেশ সম্বলিত লেখা সাদরে গৃহীত হইবে। নিতান্ত ব্যক্তিগত অনুভব ব শ্রী শ্রী মায়ের দিব্যলীলা বিষয়ক লেখাও শ্রী শ্রীমায়ের অগণিত ভক্তবৃন্দের নিকট হইতে আশা করা যা

❋ প্রতিটি লেখা সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় সুস্পষ্ঠ অক্ষরে লিখিত থাকা বিশেষ আবশ্যক। কোনও কারণ লেখা পত্রিকায় প্রকাশিত না হইলে লেখকের নিকট ফেরৎ পাঠান অসুবিধাজনক।

❋ অগ্রিম বার্ষিক চাঁদা কেবলমাত্র মনি অর্ডার বা ডিমান্ড ড্রাফ্ট দ্বারা " **Managing Editor– Anandamayee Amrit Varta**" এই নামে পাঠাইবার নিয়ম।

❋ পত্রিকা সম্পর্কিত যোগাযোগ নিম্নলিখিত ঠিকানায় করিতে হইবে —

Managing Editor,
Ma Anandamayee - Amrit Varta
Mata Anandamayee Ashram
Bhadaini, Varanasi - 221 001

❖ ❖ ❖ ❖ ❖

পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিবার নিয়ম ঃ-
সম্পূর্ণ পৃষ্ঠা — ২০০০/- বাৎসরিক
অর্দ্ধেক পৃষ্ঠা — ১০০০/- "
১/৪ পৃষ্ঠা — ৫০০/- "

বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু সহ অগ্রিম টাকা উপরোক্ত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

শ্রীশ্রী আনন্দময়ী সংঘের পক্ষে মুদ্রক ও প্রকাশক শ্রী পানু ব্রহ্মচারী দ্বারা শ্রী শ্রী আনন্দময়ী ভাদাইনী, বারাণসী - ২২১ ০০১ উঃপ্রদেশ হইতে প্রকাশিত এবং রত্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস, বি ২ কামাচ্ছা, বারাণসী - ১০ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক — শ্রী পানু ব্রহ্মচারী।

CC0. In Public Domain. SSS Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিষয়-সূচী

১.	মাতৃবাণী	০০০০	১
২.	শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী প্রসঙ্গ –শ্রী অমূল্য কুমার দত্তগুপ্ত	০০০০	৩
৩.	কি করে চিনবো তোমায় (কবিতা) –শ্রী চিত্তরঞ্জন পাত্র	০০০০	৬
৪.	শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী লীলাকথা –ডঃ বীথিকা মুখার্জী	০০০০	৭
৫.	সমসাময়িক দৃষ্টিতে মা আনন্দময়ী –ডঃ নিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী	০০০০	১০
৬.	শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী লীলামাধুরী –স্বামী নির্ম্মলানন্দ গিরি	০০০০	১২
৭.	মাতৃ-স্বরূপামৃত –শ্রী প্রিয়ব্রত ভট্টাচার্য	০০০০	১৫
৮.	গুরুপ্রিয়াদিদির ডায়েরীর কয়েক পৃষ্ঠা –কুমারী চিত্রা ঘোষের সৌজন্যে	০০০০	১৯
৯.	মায়ের কথা –শ্রী নিগমকুমার চক্রবর্তী	০০০০	২১
১০.	অনন্তরূপিণী মা (গান) –চিন্ময় মুখোপাধ্যায়	০০০০	২৩
১১.	আমরা ক'জন বাংলাদেশে	০০০০	২৪
১২.	সুনামি ও মা আনন্দময়ী –সতীনাথ	০০০০	২৮
১৩.	আশ্রম-সংবাদ	০০০০	৩১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নূতন প্রকাশন

শ্রদ্ধেয় অমূল্য কুমার দত্তগুপ্ত লিখিত "শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী প্রসঙ্গ" অনবদ্য গ্রন্থের পঞ্চম ভাগ সদ্য প্রকাশিত হয়েছে। শ্রীশ্রীমায়ের দিব্য জীবন কাহিনী ও অমূল্য বার্তালাপের বিবরণ এবং সম্পূর্ণ অজ্ঞাত সব ঘটনা সমূহের অপূর্ব বর্ণন এই ভাগে স্থান পেয়েছে।

ভাল বাঁধানো ৩২৬ পৃষ্ঠার বই। মূল্য মাত্র ৫০ টাকা রাখা হয়েছে। শ্রীশ্রীমার অধিকাংশ আশ্রমেই শীঘ্র উপলব্ধ হবে। অসুবিধা হলে নীচের ঠিকানায় জানাতে অনুরোধ করা হচ্ছে। রেজিস্টার্ড ডাক ব্যয় অতিরিক্ত ৪০ টাকা।

সেক্রেটারী

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী আশ্রম

ভাদাইনী, বারাণসী-২২১০০১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Ma—just before taking her bath in the seas in front of the ashram in Puri (Orissa) in 1954.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাতৃ-বাণী

আলস্য, লালসা এই দুইটাই পরমার্থ পথের মহাবিঘ্ন। ধৈর্য ও তিতিক্ষাই অনুকূল। যদি কেহ পরমার্থ পথ মঙ্গল বলিয়া মনে করিবার সুযোগ পাইয়া থাকে ভগবান এরূপ করুণা কাহারও উপর করিয়া থাকেন--তাহা হইলে নিজের ইচ্ছাশক্তি যতটা চব্বিশ ঘন্টা তাঁহার সেবায় লাগান প্রয়োজন।

✯ ✯ ✯

অনুকূল কর্মগুলি বারবার গেঁথে নেওয়া, মালায় যেমন সূতা দেখা যায় না সেইরূপ মালার মত। মন ফাঁক পেলেই তাহার নিম্নগতির যে মৃত্যুর দিকের ক্রিয়া, সেই সব সে করবেই। সেই জন্য ধ্যান যদি কাহারও না হয়, যতটুকু শক্তি, চেষ্টা-জপ, পূজা, পাঠ, কীর্তন (যাহার গলায় যে ভাবে যেমন আসে) সদগ্রন্থ নিয়ে পড়ে থাকা, সদ্‌ভাব গুলি যে যে কর্মে উদয় হয়, বেছে বেছে ধরে থাকা।

✯ ✯ ✯

ভগবদ্ ভাবের অনুকূল কর্মগুলি যত বেশী হতে পারে, একেবারে দৃঢ় ভাবে সংকল্প করে গেঁথে নেওয়া। ইচ্ছা না করলেও করা, যেমন ঔষধ খাওয়া। ইচ্ছা না করলেও সেই ক্রিয়ায় লেগে থাকা। চঞ্চলতা প্রকাশ হওয়ার কোনই যেন সময় ওখানে না পায়।

✯ ✯ ✯

শরীরকে সুখ দেওয়া মানে ভগবদ্ ভাব হইতে সরে থাকা। জিহ্বার ভালমন্দ বিচার ও আস্বাদন গ্রহণ করিয়া রসনাকে তৃপ্ত করা, ভগবদ্ রস হইতে এখানেও সরে থাকা। সেইজন্য যা কিছু খাওয়ার সময়ে খাওয়া, ভগবানের প্রসাদজ্ঞানে গ্রহণ করা। পেটে যা সইবে না তা খাবে না। দুপুরে পেটভরে ভাত খাওয়া, পরে বিকালে দুধ খাবে। রাত্রিতে ফলটল যা হয় খাবে, আর জল খাবে।

✯ ✯ ✯

বিচারটা খুব উঁচু রাখতে হয়। স্তুতি, নিন্দা, ময়লা, চন্দন এক হতে হবে। জগতে ঘৃণা বলে কিছু থাকবেনা। নিজের দিকে তাকিয়ে ঘৃণা ঘৃণা হয়ে যাওয়া।

✯ ✯ ✯

ভগবদ্ কর্ম ও ভাব যতক্ষণ মনে স্থান পাবে তাহাই হবে বিশ্রাম; আহার, নিদ্রা, স্নান, কাপড়াদির ব্যবহার শুধু শরীর রক্ষার জন্য। শরীর পুষ্ট রেখে কি হবে? না, ভগবদ্ ভাবের অনুকূল হবে, শুধু সেই জন্য। জীবনের গতিটাকে বদলাইয়া ফেলিতে হইবে জগতের দিক থেকে। শুধু গতি থাকবে ভগবানের দিকে।

✯ ✯ ✯

ভগবানের দিকের কোন কোন কর্মগুলি বেশ আনন্দের সহিত করা যায় তাহা খুঁজে খুঁজে নিজেই বাহির করা। পারি না বলে বসে থেকে কি কেউ কখনও বড় হতে পেরেছে?

✯ ✯ ✯

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাগ, লোভ ইত্যাদির আশ্রয় একেবারে ত্যাগ করা। প্রশংসা, প্রতিষ্ঠার দিকেও তাকাবে না। কেহ বলিলে তাহার কথার বিরুদ্ধ ভাবে কোন জবাব দিবে না। ভাল ভাবে হাসিমুখে জবাব দেওয়া মাত্র।

☆ ☆ ☆

ভগবানের সেবাজ্ঞানে সমস্ত কর্ম করিয়া যাওয়া। যত দীর্ঘ সময় ভগবানের ভাব ভিতরে আলোচনা হইতে থাকে ততই তাহার দেহ ও মনের ভাব, কর্ম ইত্যাদি দিব্য ভাবের দিকে যাইতে থাকে।

☆ ☆ ☆

শুধু তাঁর ভাবে নিজকে গড়ে তোলা। তাঁহার চিন্তা যেখানে, সেই ভাব রূপে যে স্বয়ং তিনি সেইখানে সত্যানুসন্ধান মানুষের একমাত্র কর্তব্য।

☆ ☆ ☆

স্তব স্তোত্রাদি মুখস্ত করিয়া যখন হাটা চলার কাজে যাইবে তখন মনে মনে পাঠ করিবে। মনকে থাকিতে দিবে না। হয় মন্ত্র জপ, নাম ইত্যাদি নতুবা স্তোত্রপাঠ, নয়ত স্মরণ।

☆ ☆ ☆

আর একটা কথা, সময়ের অধীনে যাহা দুঃখ সুখ তাহাত স্থায়ী থাকে না। কাজেই কোনটাতে হইবে না। খেয়াল যাহাদের থাকে তাহাদেরও ত সময় চলিয়া যায়। উচ্চ আশায় দাঁড় বেয়ে যাওয়া। ফল আশা না করিয়া কেবল কর্ম করিয়া যাওয়া।

☆ ☆ ☆

আরও এক কথা সর্বভাবরূপে তিনিইত। যাহাকে ঘৃণা করা হয় নিজের ইষ্টকেইত করা হয় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সর্বভাবে, সর্বরূপে তিনি। সর্বনাম তাঁহার নাম সর্বরূপ তাঁহারই রূপ সর্বগুণ তাঁহারই সর্বভাব তাঁহারই ভাব।

☆ ☆ ☆

সত্যলাভের অনুকূলে গুরুরূপে, ইষ্টরূপে, মন্ত্ররূপে ভাবরূপে, যাহার কাছে যে ভাবে তিনি প্রকাশ আপনা হইতে না হইলেও বিচার করিয়া শ্রদ্ধা ভক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিতে চেষ্টা করা। তদনুরূপ যাহা কর্ম করিয়া যাওয়া।

☆ ☆ ☆

যতই বাধা বিঘ্নের ভিতর দিয়া নিজকে তাঁহার চরণে ধরে রাখার তীব্র চেষ্টা করা হয় ততই নিজের ভিতরে শক্তি বৃদ্ধি হয়। সময় মত এসে সেই শক্তিই নিজের কাছে ধরা দেয়। অমূল্য সময়ের সদ্ব্যবহার যে দিন, যে সময় যায় ফিরে আসে না।

☆

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী প্রসঙ্গ

নবমখণ্ড-পূর্বার্দ্ধ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—শ্রী অমূল্য কুমার দত্তগুপ্ত

গঙ্গায় অস্থিদানের উপকারিতা—

৩০শে ফাল্গুন, শনিবার (ইং ১৪।৩।৫৩)

রাত্রিবেলা মৌনের পর মা চণ্ডীমণ্ডপে আসিয়া বসিলেন। আজ বিকালবেলা আপতাপ মিত্র মহাশয় গঙ্গাস্নানের উপকারিতা সম্বন্ধে মাকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন। সেই সময় ধনঞ্জয় দাসজী উপস্থিত ছিলেন। মায়ের অনুরোধে ধনঞ্জয় দাসজী ঐ প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছিলেন যে গঙ্গায় স্নান বা গঙ্গায় অস্থি দিলে জীব অবশ্য মুক্ত হইয়া যায় না। তবে তাহার যদি প্রেত যোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকে তবে উহা হইতে উদ্ধার পাইয়া যায়। আমি বিকাল বেলা এই আলোচনার সূত্র ধরিয়া মাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"মা, আমাদের অস্থিতে এমন কি জিনিষ থাকে যাহার জন্য অস্থি গঙ্গায় দিলে প্রেতাত্মার কল্যাণ হয়?"

মা। দেখ, কোন জিনিষ দেখিয়া তোমার যদি উহার প্রতি লোভ হয় তবে তোমার সত্তার একটা অংশ ঐ জিনিষে পড়িয়া থাকে এবং যাঁহার সামর্থ্য আছে তিনি ঐ জিনিষ দেখিয়াই বলিয়া দিতে পারেন যে ঐ জিনিষের প্রতি কাহার কখন লোভ হইয়াছিল। বাহিরের জিনিষের বেলায়ই যখন এইরূপ হয় তখন তোমার দেহের প্রতি অণুপরমাণুতে তোমার যে মমত্ববোধ থাকিবে ইহাতে আর আশ্চর্য্য হইবার কি আছে? এই জন্যই মৃত ব্যক্তির অস্থি গঙ্গায় ফেলিবার ব্যবস্থা, কারণ ঐ অস্থির মধ্যেই মৃত ব্যক্তির সত্তার অংশ পড়িয়া থাকে। আবার দেখ সচরাচর কপালের অস্থিই গঙ্গায় দেওয়া হয়। বাবাজীকে (ধনঞ্জয় দাসজীকে) বলিতে শুনিলে না যে অস্থি গঙ্গায় দিলে প্রেতযোনি হইতে উদ্ধার হয়। তাহা ছাড়া গঙ্গা স্নানে চিত্তশুদ্ধি প্রভৃতিও হইয়া থাকে। জিনিষের মাহাত্ম্য, স্থান মাহাত্ম্য প্রভৃতি মাহাত্ম্য ত আছেই; কাজেই জ্ঞাতসারেই হউক বা অজ্ঞাতসারেই হউক শুদ্ধ জিনিষের সংস্পর্শ পাইলে উহার ফলত কিছুটা পাওয়া যাইবেই।

গর্ভবাস যাতনা বলিয়া কিছু আছে কি?

কথায় কথায় অন্যান্য কথাও উঠিল মাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "জীবের গর্ভবাস যাতনা বলিয়া কিছু আছে নাকি?"

মা। তোমাদের শাস্ত্রে বলে না যে জীব গর্ভে থাকার সময় এইরূপ প্রার্থনা করে যে ভগবান এবার জন্মগ্রহণ করিলে তোমার নাম জপ এবং ধ্যান ভিন্ন আর কিছু করিবনা।

আমি। আমি শুনিয়াছি যে গর্ভাবস্থায় লোকের বহির্বায়ুর সংস্পর্শ থাকে না বলিয়া ঐ সময় তাহাদের অজ্ঞান অবস্থা থাকেনা। কাজেই ঐ অবস্থায় তাহাদের যাতনাবোধ কোথাহইতে আসিবে? প্রসব হইলেই নাকি বৈষ্ণবী মায়ার প্রভাবে লোকের বিস্মৃতি আসে এবং সেইজন্যই তাহাদের দুঃখ সুখ ভোগ হইয়া থাকে।

মা। যাতনা বলিয়া যাহা বলা হয় তাহা না থাকিলেও গর্ভবাস যে একটা বদ্ধ অবস্থা সে জ্ঞানত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

থাকে। আর জ্ঞান বলিতে যদি তুমি মনে কর যে পূর্ণজ্ঞান তাহা হইলে প্রশ্ন হয় যে একবার পূর্ণজ্ঞান হই সেখানে বিস্মৃতি এবং অজ্ঞান কোথা হইতে আসিবে? যেহেতু প্রসবের পর লোকের জ্ঞান থাকে না সেই জ মনে করিতে হইবে যে গর্ভাবস্থায় যে জ্ঞান থাকে ইহা পূর্ণজ্ঞান নয়'।

এই সময় আরতির ঘন্টা বাজিয়া উঠিল। কাজেই আলোচনাও বন্ধ হইয়া গেল। আজ অমাব বলিয়া রাত্রিতে আমরা প্রসাদ পাইলাম। মা উপস্থিত থাকিলে প্রতি পূর্ণিমা ও অমাবস্যাতে আমরা এইভ প্রসাদ পাইয়া থাকি।

২রা চৈত্র, সোমবার (ইং ১৫।৩।৫৩)–

আজ হইতে আশ্রমের নবরাত্রির পূজা এবং দেবী ভাগবত নবাহ আরম্ভ হইল। ইহা সোলনের রা সাহেবের ইচ্ছাতেই হইতেছে। শুনিতে পাইলাম যে সোলনের স্বর্গীয়া রাণী সাহেবা নাকি রাজা সাহেব স্বপ্নে অনুরোধ জানাইয়াছেন যে তাঁহার দেবী ভাগবত পাঠ শুনিতে ইচ্ছা হইয়াছে। কাজেই রাজা সা যেন আর একবার দেবীভাগবত পাঠ করান।

এবার হলঘরে লোক সমাগম নিষিদ্ধ বলিয়া অন্নপূর্ণা মন্দিরের বারান্দায়ই এই ভাগবত পাঠের ব্য হইয়াছে। আজ বেলা দশটার সময় আশ্রমে গিয়া শুনিলাম যে সকাল হইতেই মা বাহিরে বাহিরে আছে এতক্ষণ মা পাঠের জায়গাতেই ছিলেন। এইমাত্র উঠিয়া গিয়াছেন। আমি চণ্ডী মণ্ডপে মায়ের জন্য অপে করিতে লাগিলাম।

শ্রীশ্রীমায়ের সংসার –

বেলা প্রায় ১০॥টার সময় মা আসিলেন। আপতাপ মিত্র মহাশয় ঐখানেই ছিলেন। তিনি সক বেলা হইতে শ্রীশ্রী মায়ের বিধি ব্যবস্থার রকম দেখিয়া অবাক হইয়া গিয়াছেন। মা চণ্ডী মণ্ডপে আসি আসন গ্রহণ করিলে মিত্র মহাশয় মাকে বলিলেন, "আপনি আমাদের চেয়ে অনেক বেশী সংসারী," ই শুনিয়া মা হাসিতে লাহিলেন এবং হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "হাঁ, বাবা, তুমি ঠিকই বলিয়াছ। আমি প সংসারী। আমার চেয়ে বড় সংসারী এবং ভোগী আর কেহ নাই। দেখিতেছ না দোতলায় থাকিতে কতরকম জিনিষ দিয়া আহার করিতেছি। এগুলি ভোগীর চিহ্ন বই আর কি?"

"আবার দেখ, কেহ কেহ ধ্যান, জপ, পূজা লইয়া একেবারে মত্ত হইয়া থাকে। তাহাদের আর অ কোন দিকে লক্ষ্য নাই; কিন্তু এই শরীরের কাছে জপ, ধ্যান অথবা যাহাকে তোমরা সাংসারিক কাজ ক -এই দুইয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। এই শরীর যখন রান্না করিয়াছে তখন ঐসব কাজও এই শরী কাছে যা ছিল, জপ ধ্যান ও ঠিক তাহাই ছিল। ইহাদের মধ্যে কোন ইতর বিশেষ দেখিওনা। এখনও খে হইলে কোথায় কোন গাছটি লাগাইতে হইবে, কোন ইঁট খানি কি ভাবে রাখিতে হইবে সমস্তই এই শ হইতে বলা হইয়া যায়। এ সমস্ত কিন্তু তোমাদের সুবিধার জন্যই হইয়া যায়। কারণ তোমাদের পক্ষে ভাল তাহা অনেক সময় তোমরাও জান না কিনা। কেবল এই আশ্রমেই যে এরূপ করি তাহা নহে। এ বৃন্দাবনে সন্তদাস বাবাজীর আশ্রমেও ঐরূপ করিয়াছি। লোকে দেখিয়া মনে করিয়াছে যে আমি যে আশ্রমের কেহ। কাজেই দেখিতেছ সকল আশ্রমই আমার সংসার। আমার মত বড় সংসারী আর কে আরও একটা কথা বলিয়া রাখি, যতক্ষণ এখানে আছি ততক্ষণই খেয়াল বশে আশ্রমের খুঁটিনাটি বি পরামর্শ দিয়া থাকি। এখান হইতে চলিয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সব কিছু ধুইয়া মুছিয়া যায়।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আপতাপ মিত্র। আপনি যে বলিলেন এক স্থান হইতে অন্য এক স্থানে গেলে পূর্ব স্থানের স্মৃতি আপনার একেবারেই থাকে না-একথা ঠিক না। কারণ আপনি সেবার যখন অল্পদিনের জন্য কলিকাতায় গিয়াছেলেন তখন আমি দমদম হইতে স্ত্রী সহ আপনাকে দেখিতে আসিলাম। দূর হইতে মাত্র দর্শন করিতে পারিলাম, কোন কথাবার্ত্তা হইল না। আপনি চলিয়া গেলে আমি স্ত্রীকে বলিলাম, "কাজ কর্ম বন্ধ করিয়া এতদূর হইতে কষ্ট করিয়া আসিলাম কিন্তু মায়ের সহিত একটি কথাও হইলনা। আপনি কলিকাতা হইতে পুরী গিয়া আমাকে বুনীদিদির মারফতে একখানা চিঠি দিলেন। উহার ভুল অর্থ করিতে পারি মনে করিয়া উহার পরদিনই আপনার আর একখানা চিঠি পাইলাম। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে পুরী গিয়া কলিকাতার আমাদিগকে একেবারে ভুলিয়া যান নাই।

মা। (হাসিয়া) মন থাকিলে ত ভুলিয়া যাইব? তবে তোমাকে আরও একটা কথা বলিয়া রাখি তোমার মনে কষ্ট হইয়াছিল বলিয়াই ঐরূপ করা হইয়াছিল। আবার এমনও হইতে পারে যে শত কান্নাকাটি করিয়াও লোকে এই শরীরের কোন সাড়া পায় না। এই শরীরের মনে রাখা আর মুছিয়া ফেলা যে এক জিনিষই।

সান্ন্যাল মহাশয়। আপনাকে সংসারী বলা যায়না। আপনি একেবারেই অন্য সত্ত।

মা। (আপনতাপ মিত্রকে) দেখ, এ বাবা আবার কি বলিতেছে! তুমি বলিলে যে আমি সবচেয়ে বড় সংসারী আর এ বাবা বলিতেছে যে আমি একেবারেই অনাসক্ত। বলত এখন আমি যাই কোথা? (সকলের হাস্য)। আসক্তি থাকিলে ত অনাসক্ত? সংসারী হইলে ত অসংসারী? এখানে যে ঐ সব প্রশ্নই নাই।

ছেলে ধরা মা—

আপতাপ মিত্র। আপনাকে যে ছেলে ধরা মা বলা হইয়াছে উহা যথার্থই হইয়াছে। রাজগীর থাকিতে শুনিতে পাইলাম যে ঐখানে আনন্দময়ী মা বলিয়া এক মা আসিয়াছেন। তিনি নাকি 'বড় আধার'। 'বড় আধার' এই মাত্রই শুনিলাম। শুনিয়াই দেখিতে ইচ্ছা হইল, কারণ ঐ সময় আমার সাধু দর্শন এবং সাধু সঙ্গ করার খুব একটা ইচ্ছা জাগিয়াছিল। যাহা হউক খোঁজ করিয়া যেখানে মা থাকেন সেইখানে গেলাম। আমার পোষাক হইল পরনে একখানা লুঙ্গি গায়ে চাদর, মুখে বড় বড় দাঁড়ি গোঁফ। প্রথমেই Jack এর সঙ্গে দেখা। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আনন্দময়ী মা কে?" সে দেখাইয়া দিল। মায়ের সঙ্গে কিন্তু একটা কথা ও হইল না। এমন সময় একজন মায়ের ফটো তুলিতে আসিল। আমরা একদিকে সরিয়া দাঁড়াইলাম। ফটো তুলিবার সময় মা আমাকে বলিলেন, "তুমি ও এস"। চেনা নাই, পরিচয় নাই অথচ ফটো তুলিবার সময় ডাক দিয়া কাছে বসাইলেন। ইহার পরই মা আহার করিতে গেলেন। আমি ঐখানকার একজনকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে আবার কখন মায়ের সঙ্গে দেখা হইবে। তিনি বলিলেন, "এখন আর দেখা হইবেনা। মা আহার করিয়াই বিশ্রাম করিতে যাইবেন। বিকাল বেলা আবার দেখা হইবে। উহা শুনিয়াও আমি ঐখানে রোদের মধ্যে প্রায় সোয়া ঘন্টা দাঁড়াইয়া রহিলাম। কেন যে দাঁড়াইয়া আছি তাহা আমিও জানিনা। এদিকে বাসায় কিছু বলিয়া আসি নাই। সে জন্য উহারা যে আমার জন্য ব্যস্ত হইবে তাহাও বেশ বুঝিতেছি। আমি তাড়াতাড়ি ফিরিয়া না গেলে উহাদের নানা অসুবিধা হইবে ইহাও বোধের মধ্যে আছে, অথচ বিনা কারণে দাঁড়াইয়া আছি। এমন সময় মা আহার করিয়া তাঁহার বিশ্রাম কক্ষের দিকে যাইতেই আমাকে দেখিতে পাইয়া ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার কোন কথা আছে নাকি?" আমি স্বীকার করিলে তিনি তখনই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমাকে তাঁহার ঘরের মধ্যে লইয়া গেলেন এবং আমার ইচ্ছা হইলে ঘরের কপাট বন্ধ করিয়া দি বলিলেন। তারপর কিছু কথাবার্তা হইল। কাজেই ইহাকে ছেলে ধরা মা বলিবনা কি বলিব?

আপতাপ বাবুর কথা শুনিয়া মা এবং উপস্থিত সকলেই হাসিতে লাগিলেন। ভদ্রলোক খুব সরলভা কথা বলেন এবং তাঁহার কথার আন্তরিকতা তাঁহার স্বরেই ধ্বনিত হইয়া উঠে।

মা তাঁহার কথা শুনিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "এ যেরূপ বলিতেছে বাস্তবিক ইহাকে এরূপ দেখিয়াছিলাম। ইহার পোষাক পরিচ্ছদ তখন ইহার অবস্থা অনুযায়ী ছিল না—একটা সাধারণ লুঙ্গি গা এবং মুখও গোঁফ দাঁড়িতে ভরা। কিন্তু ভাবটাতে একটু বিশেষ ছিল।

ঐ সময় বৈদ্যনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের সহিত একবৃদ্ধ সন্ন্যাসী আসিলেন। তিনি মাকে প্রণাম করি বলিলেন, "মা, আনন্দবার্তায় দেখিলাম যে আপনার একনাম হইয়াছে 'ছেলেধরা মা,' আর আপনি ছেলেমেয়ে কম ধরেন নাই। বলিতে গেলে ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত ছেলে মেয়েকেই ধরিয়া ফেলিয়াছেন, বাকী আছি আমি। তাই নিজকে ধরা দিতে আসিলাম।"

কথার সঙ্গে সঙ্গেই একহাসির রোল উঠিল। মা হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "আমার ভাল না দিয়াছে।"

(ক্রমশ

কি করে চিনবো তোমায়

মূল রচনা—নরেন্দ্র মোহন

বাংলা ভাষান্তর—চিত্তরঞ্জন পাত্র

হে বিশ্ব ব্রহ্মান্ডের স্বামী!
জানি, তুমি প্রতি অণু-পরমাণুতে ব্যাপ্ত
কে তুমি? কি তোমার স্বরূপ?
আমি কিছুই না জানি।
কে জানে? কে তোমায় করেছে জ্ঞাত?
অথবা সদাই তুমি থাকো অজ্ঞাত।
আর যে করে তোমার ব্যাখ্যান
সম্ভবতঃ তিনি করেন কল্পনায় আখ্যান।
তুমি কি কোনো অভিনব ব্যক্তি?
অথবা বিশেষ অকৃত্রিম শক্তি?
এ কথা আমরা কেমন ভাবে জানবো?
অজ্ঞাতকে আমরা কেমন ভাবে চিনবো?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী লীলাকথা

—ডঃ বীথিকা মুখার্জী

(ডঃ কৃষ্ণা ব্যানার্জী দ্বারা ইংরাজী হইতে রূপান্তরিত)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

শ্বশুরালয়ে বধূরূপিণী শ্রীশ্রীমা দৈনিক গৃহকার্য নির্বাহের জন্য হাসিমুখে ও নৈপুণ্য সহকারে যে অসাধারণ পরিশ্রম করতেন, সে সম্বন্ধে অনেক গল্পই তো আমরা শুনেছিলাম, কিন্তু একবার এমন একজনের মুখে সে সব বৃত্তান্ত শোনার সৌভাগ্য হয়েছিল, যাঁর জীবন সেদিনের ঘটনাগুলির সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। ১৯৪৮ সালের কথা। সেবার শ্রীশ্রী শারদীয়া দুর্গাপূজা উপলক্ষে শ্রীশ্রীমা কলকাতায় ছিলেন। একডালিয়া রোডের আশ্রমে দর্শনার্থীদের ভিড় উপচে পড়ছে। অসংখ্য ছোটবড় কাজে মা সারাক্ষণ ব্যস্ত। আমরা কোনমতে দূর থেকে মার একঝলক দর্শন পাচ্ছি। বিরাট বড় হলঘরের মধ্যে আমরা অনেকে স্থান পেয়েছিলাম। সেই হলঘরেরই এক কোণে এক বিশেষ ভদ্রমহিলার জন্য স্থান করা হয়েছিল। তিনি অতি প্রাচীনা, এবং আশ্রমের সকলে তাঁকে বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করছিলেন। তাঁর পরিচয় আমাদের অজানা ছিল।

একদিন গভীর রাতে দেখতে পেলাম, মা ধীর পদক্ষেপে তাঁর ঘর থেকে বেরিয়েছেন। ততক্ষণে দর্শনার্থীরা সকলেই বিদায় নিয়েছেন। আশ্রমের সর্বত্র নিদ্রার নিঝুম শান্তি। মাত্র দু এক জনের সমভিব্যাহারে মা হলঘরে প্রবেশ করে ক্রমশঃ সেই সম্মাননীয় বৃদ্ধার খাটের কাছে এসে অতি মৃদুভাবে তাঁকে জাগিয়ে তুললেন। বিছানার ওপর তাঁর কাছটিতে বসে মা সেই প্রবীণার হাত দুখানি নিজের দুহাতে ধরে মহানন্দে নিজের গ্রামের ভাষায় তাঁর সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন। হলঘরে আমরা যারা জেগে ছিলাম, অবাক্ বিস্ময়ে সেই কথোপকথন শুনতে লাগলাম, কিন্তু কিছুই বুঝতে পারলাম না। অতঃপর আমরা জানতে পারলাম, যে সেই বৃদ্ধা ভদ্রমহিলা আর কেউ নন, স্বয়ং প্রমদা দেবী, যাঁর সংসারে খেওড়া ছাড়ার পর নববিবাহিতা শ্রীশ্রীমা চার বছর বাস করেছিলেন। এতদিনে পরিস্থিতির যে আকাশ-পাতাল পরিবর্ত্তন ঘটে গিয়েছিল, তা এককালে প্রমদা দেবী স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি। অহরহ অসংখ্য দর্শনপ্রার্থী ভক্তবৃন্দের দ্বারা পরিবেষ্টিতা শ্রীশ্রীমাকে একান্ত ভাবে নিজের কাছে পাওয়া প্রমদা দেবীর পক্ষে এ যাবৎ সম্ভব হয়নি। মাকে হঠাৎ এত কাছে পেয়ে প্রমদা দেবী প্রথমে একটু হকচকিয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু শীঘ্রই তাঁর আত্মবিশ্বাস ফিরে আসে এবং তাঁর চেহারা স্বাভাবিক খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। এ যাবৎ সম্ভবতঃ তিনি তাঁর ছোট জায়ের সঙ্গে যে মন খুলে দুটো ঘরোয়া কথাবার্তা বলতে পারবেন, সে বিষয়ে হতাশ হয়েছিলেন। এখন মা নিজে এসে উপস্থিত হওয়ায় তাঁর সমস্ত কুন্ঠা দূর হয়ে গেল ও তাঁর অতি নিকটে উপবিষ্ট এই মহান গরিমামণ্ডিত ব্যক্তিত্বের মধ্যে তিনি অচিরে সেদিনকার সেই ছোট্ট নির্মলাকে আবিষ্কার করলেন, তাঁর সেই অতিপ্রিয় নির্মলা যে একদিন পরম নিষ্ঠাভরে তাঁর সংসারের কাজকর্ম সামলেছে। অতীতের দিনগুলি নিয়ে গল্প হচ্ছিল। মা যে সবকিছুই মনে রেখেছেন, বিগত দিনের ছোটখাট ঘটনা, কত মজার কথা, কত পুরোনো সঙ্গীসাথী, আত্মীয় ও পরিচিতদের কথা—এই দেখে প্রমদা দেবী অতিশয় প্রীত, আহ্লাদিত হলেন। শ্রীশ্রীমাকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গ্রাম্য ভাষায় কথা বলতে শুনে আমাদের খুব মজা লাগছিল। শ্রোতাদের উচ্চকন্ঠের হাসি শীঘ্রই আশ্রমে অন্যান্যদের ঘুম ভাঙ্গিয়ে দেয়, এবং কৌতুহলী মহিলাদের ভিড়ে হলঘরটি ভরে যায়। মা তখন উপস্থিত মহিলামন্ডলীর দিকে ইঙ্গিত করে প্রমদা দেবীকে বললেন, "দেখ দিদি, এরা সবাই ঘরগেরস্থালীর কাজে নিজেদের খুব পাকা বলে মনে করে। এদের বল, তোমার সংসারে এ শরীরটাও কেমন কাজকর্ম করেছে। মায়ের এই বিনোদপূর্ণ কথার উত্তরে প্রমদা দেবী অকুন্ঠ চিত্তে বলতে লাগলেন, 'ঘরের বউ হিসেবে তোমাদের এই মায়ের ব্যবহার যে কত মিষ্টি ছিল, কত সুন্দর ছিল, তা তোমরা কল্পনাও করতে পারবে না। যতদিন ও আমার কাছে ছিল, বাড়ির সব রকমের কাজ হাসিমুখে করেছে। শুধু তাই নয়, ওর প্রত্যেক কাজ এত নিখুঁত হত, যে আমাকে কখনোই কোন বিষয়ে ওকে টুকতে হয়নি। কাউকে ও অসন্তুষ্ট হবার সুযোগই দিতনা। এমন-সেবাভাব সত্যসত্যই দুর্লভ।'

আমার (লেখিকার) কাছে প্রমদাদেবীর এই উচ্ছ্বসিত প্রশংসাবাণীর চেয়েও যা আশ্চর্যজনক বলে মনে হয়েছে, তা হল বড় জায়ের মুখে নিজের প্রশংসা শুনে শ্রীশ্রীমায়ের লৌকিক আনন্দের অভিব্যক্তি। তাঁর সেবায় যে প্রমদা দেবী সন্তোষ ও প্রীতি লাভ করেছিলেন, সে কথা শুনে মা যথার্থই আনন্দিত হলেন। শ্রীশ্রীমায়ের অলৌকিক, অপূর্ব লীলার এও একটি দিক। কোনো ব্যাপারেই কোনো পূর্বাগ্রহ ছিলনা। যখন যে ভূমিকায় ছিলেন, তারই মধ্যে স্বাভাবিক পূর্ণতার প্রকাশ ঘটেছে। কৃত্রিম অভিনয়ের প্রশ্ন নেই। যখন যে রূপ, তখন সেই ভাব। গৃহবধূর রূপ এবং ভাবটিও তেমনি। লৌকিক জগৎ তাঁর কাছ থেকে স্থানকাল হিসাবে যখন যা প্রত্যাশা করেছে, তাই পূর্ণ মর্যাদিত, সুন্দর রূপে ফুটে উঠেছে। এটিই শ্রীশ্রীমায়ের দিব্য জীবনের অন্যতম ছন্দ। যেমন, যে সময়ে তাঁর জীবনে সাধনার খেলা চলছিল, তখন তিনি পুরোপুরি সাধিকার রূপে, সাধিকার ভাবে অবস্থান করছিলেন। সম্ভবতঃ একে লীলা ছাড়া তার কিছুই বলা চলে না।

লীলাকথার মূল ধারায় আবার ফিরে আসা যাক। শ্রী রমণী মোহন মহাশয় মাঝে মাঝে কর্মস্থল থেকে ফিরে আসতেন। পরিবারস্থ সকলের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হত। তিনি যেমন ভাইপো, ভাইঝি ইত্যাদিদের জন্য ছোটখাট উপহার আনতেন, তেমনি বধূ নির্মলার জন্যও দুচারটি জিনিষ নিয়ে আসতেন, যেমন পুঁতি ইত্যাদি। এ প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীমায়ের স্বমুখে বিবৃত একটি মজার ঘটনার কথা মনে পড়ছে। অতীত স্মৃতি নিয়ে কথা বলতে বলতে একদিন মা তাঁর স্বাভাবিক রঙ্গবিনোদ ভরে বলেন, 'ভোলানাথ মাঝে মাঝে এই শরীরের জন্য দু'একটি বই নিয়ে আসত। একবার আমায় বলল, জোরে জোরে পড়ে শোনাতে। এই শরীরের ভয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে দুচার ছত্র পড়া হলে পর সে বলল, "ব্যস এতেই হবে"। তারপর অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে আস্তে আস্তে বলল, "নিম্ন প্রাইমারীই বটে।"

পাড়া প্রতিবাসিগণের সঙ্গে শ্রীশ্রীমায়ের সম্বন্ধ ছিল যেন এক মধুর সঙ্গীতময়। বিপুল গৃহকর্ম থেকে মাঝে মধ্যে সামান্য বিরতি পেলেই প্রতিবাসিনীগণ সাগ্রহে নিজ নিজ বাটীতে নির্মলাকে আমন্ত্রণ জানাত। তাকে কাছে পেয়ে অতিশায় প্রীতিলাভ করত। তাদের গৃহে আনন্দের স্বল্পকালীন হাট বসত। সেইসব সময়ের মধ্যে পাড়ার মেয়ে বউদের কাছে মা অনেক রকমের হাতের কাজ শিখেছিলেন, যেমন সূতো কাটা, বেতের কাজ ইত্যাদি। ওই এলাকায় অ্যাসিস্টান্ট স্টেশন মাস্টারদের মধ্যে একজন মুসলমান ভদ্রলোক ছিলেন। তার বোনের সঙ্গে মায়ের বেশ সখ্যতা হয়েছিল। এই মেয়েটি তাঁর সঙ্গে খুবই অন্তরঙ্গ ভাবে ধর্ম বিশ্বাস ইত্যাদি নিয়ে মন খুলে আলোচনা করত, শুধু প্রভেদের দিকগুলি এড়িয়ে চলত। বস্তুতঃ তার সঙ্গে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কথা বলার সময় কখনো মনেই হতনা যে তাদের দুজনের ধর্ম আলাদা।

ওই সময়ে শ্রীমা একবার খেওড়ায় আসেন। সেখানে তাঁর ভাই এবং বোনেদের সঙ্গে করে তিনি গ্রামের ঘরে ঘরে সকলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। একজন মুসলমান প্রতিবাসীর বাড়িতে একজন কর্তাব্যক্তি তার সোনার বালা দেখতে চান। মা ও বালা খুলে তাঁকে দেখতে দেন। তারপর অনেকক্ষণ গল্প করার পর বিদায় নেবার সময় হয়। মা বালা জোড়া ফেরৎ না নিয়েই উঠে পড়েন এবং যাবার জন্য প্রস্তুত হন। সেই ভদ্রলোক তখন হন্তদন্ত হয়ে বালা নিয়ে এসে মাকে ফেরৎ দেন এবং অনুযোগের সুরে বলেন। 'তুমি তো বড় আশ্চর্যরকমের ভুলো মেয়ে! ধর যদি আমরা মনে করে তোমাকে বালা ফিরিয়ে না দিতাম, কি হত!' জাগতিক ব্যাপারে, বিষয়ের প্রতি মায়ের সম্পূর্ণ উদাসীন ভাব, চিরনিরাসক্তি ওই ভদ্রলোকের জানার কথা নয়। পরে অবশ্য বহুবার দেখা গেছে, মাকে যে যা দেয়, তা সোনারূপা, মণিমাণিক হোক, বা ফলফুল মিষ্টি ইত্যাদিই হোক, মা বিন্দুমাত্র বিভেদ না করে সবকিছুই দুহাত ভরে জনতাকে বিলিয়ে দিয়েছেন।

যেমন পূর্বে লেখা হয়েছে, ১৯১৩ সালে ভোলানাথ অষ্টগ্রামে একটি মনমত কর্ম লাভ করেন। এবং এই প্রথম তিনি নিজ সংসারের দায়িত্ব সামলানোর জন্য শ্রীশ্রীমাকে আনয়ন করার সিদ্ধান্ত নেন।

ইতিমধ্যে শ্রীশ্রীমায়ের পিত্রালয়ে ও শ্বশুরালয়ে অনেক পরিবর্তন ঘটে গেছে। মায়ের পিতামাতা খেওড়ার সম্পত্তি বিক্রয় করে ছোট ছেলে মাখনকে নিয়ে বিদ্যকূটে তাঁদের আদি নিবাসে ফিরে যান। ততদিনে মায়ের দুইবোনের বিবাহ সম্পন্ন হয়ে গেছে। রেবতীমোহন মহাশয় কিছুদিন যাবৎ অসুস্থ থাকায় ভোলানাথ তাঁকে চিকিৎসার জন্য ঢাকায় নিয়ে আসেন। তখনকার মতন তিনি সুস্থ হয়ে ওঠেন এবং আটপাড়ায় কিছুদিন বিশ্রাম নিয়ে নরুন্দিতে প্রত্যাবর্তন করেন। কিন্তু তিনি পুনরায় অসুস্থ হয়ে পড়েন ও ১৯১৩ সালে পরলোকে প্রস্থান করেন। তাঁর শোকাভিভূত পরিবার আটপাড়ায় ফিরে আসেন। শ্রীমা তাঁদের সঙ্গে ছ'মাস যাবৎ অবস্থান করার পর বিদ্যাকূটে তাঁর পিতামাতার কাছে যান ও সেখানে বছরখানেক থাকেন। বিবাহের পর এই প্রথম ভোলানাথ বিদ্যকূটে আগমন করেন। অতঃপর তিনি নিজেই শ্রীশ্রীমাকে অষ্টগ্রামে তাঁর নতুন ভাড়াকরা বাসায় নিয়ে আসেন।

(ক্রমশঃ)

☆

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সমসাময়িক দৃষ্টিতে মা আনন্দময়ী

—ডক্টর নিরঞ্জন চক্রবর্তী

কৃপা-মাধুরী

শ্রী কৃষ্ণের বাঁশীর সুরে গোপীরা পাগল প্রায় হয়ে ছুটে আসছেন তাঁদের প্রাণপ্রিয় সখাকে একবার দর্শনের জন্য। শ্রীকৃষ্ণের রথ অতিদ্রুত নিয়ে চলেছেন উদ্ধব। শ্রীকৃষ্ণের ক্ষণ-দর্শনে তাঁরা সবাই অভিভূত প্রত্যেকেরই মনে হল শ্রীকৃষ্ণ শুধু তাঁর প্রতিই তাঁর প্রেমময় দৃষ্টিক্ষেপ করে গেলেন। ভগবৎ মাধুর্যর প্রকাশ এমনি। মায়ের কৃপা-ধারায় অভিষিক্ত প্রভৃতি ভক্তই যদি স্মরণে মননের মধ্য দিয়ে লক্ষ্য করেন তবে মনে হবে মা যেন বিশেষ ভাবে তাঁকেই কৃপা করেছেন এবং সে কৃপার মাধুর্যে তিনি নিত্যকাল অভিভূত।

মায়ের লীলা-বিলাসের নানা ঘটনার সাক্ষী তাঁর অগণিত সন্তানদল। মা তখন পুণা আশ্রমে। এই পুণা-আশ্রমকে ঘিরে মায়ের লীলা-বিলাসের বিচিত্র সংবাদ প্রকাশ করেছেন পরমশ্রদ্ধেয়া গীতা ভট্টাচার্য তাঁর দুখন্ডে বিবৃত গ্রন্থে। কথা প্রসঙ্গে মায়ের অন্যতম ভক্ত শ্রীযুত অশোক গণেশ কুলকর্ণির অভিজ্ঞতার বড় অপরূপ বিবরণ তিনি জানালেন। কয়েকজন ভক্তের মনে ইচ্ছা হল দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম "শ্রীশ্রীভীমা-শংকর" দর্শনে যাবার। মায়ের অনুমতি প্রার্থনা করা হল। মা সানন্দে অনুমতি দিলেন। ভক্তরা অতি প্রত্যুষে রওনা হবেন একটি টাটা-সুমোতে। রওনা হওয়ার পূর্বে মাকে প্রণাম নিবেদন করার সময় মা একটি বড় ঝুড়িতে বেশ কিছু ফল দিলেন সঙ্গে নিয়ে যাবার জন্য। ভক্তরা বললেন যে এর কোন প্রয়োজন নাই। ১২৫ কিলো মিটার পথ মাত্র। বিকেলের মধ্যেই সবাই ফিরে আসবেন। অতএব কথা বাড়িয়ে লাভ কি? কিন্তু মা বললেন এটা গাড়ীতে ওঠাও। অতএব, ওঁরা রওনা হলেন। পাহাড়ী পথে গাড়ী ভক্তদের নিয়ে পৌঁছলো পাহাড়ের চুড়োয়। তারপর পাহাড়ের মধ্যে সিঁড়ি ভেঙ্গে ভক্তবৃন্দ "ভীমা-শংকরের" মন্দিরের প্রকোষ্ঠে পৌঁছলেন ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করতে। এবার সানন্দ-হৃদয়ে সকলের আশ্রম প্রত্যাবর্তনের পালা। প্রায় নির্ধারিত সময়-সীমার মধ্যেই যাত্রা-সমাপ্তি নিকটতর হচ্ছে। তখনও বেশ কিছুটা পথ বাকী হঠাৎ গাড়ীর ইন্জিন বিকল হল। ড্রাইভার-মেকানিকের বহু চেষ্টাতেও তা চালানো গেল না। অবশেষে একটি ছোট 'মারুতি ৮০০' পাওয়া গেল। মারুতির পিছনে 'টাটা-সুমো' কে বেঁধে মাতৃকৃপার তরণীতে ভর করে ভক্তরা ফিরছেন। বলা বাহুল্য, এই ঘটনার ফলে মায়ের দেওয়া ফলের ঝুড়িটি মা কেন দিয়েছিলেন তা বোঝা গেল। কিন্তু এখানেই এই ঘটনার সমাপ্তি হয় নি। আশ্রম পৌঁছতে আর মাত্র ৫।৬ মাইল বাকী 'মারুতি' গাড়ীটিও বিকল হল। অতএব, ভক্তরা হেঁটেই ফিরলেন আশ্রম এবং জানালেন দুর্গতির কথা এখন মেকানিক নিয়ে যেতে হবে এবং গাড়ী দুটি সারিয়ে ফিরতে হবে। কিন্তু মায়ের বিধান অন্য রকম ভক্তদের কথাবার্তায় জানা গেল যখন তাঁরা বলছিলেন টাটা-সুমোকে মারুতির পক্ষে টেনে আনা সহজ মারুতির পক্ষে গর্বের কাজ তখনই গাড়ীটি বন্দ হয়ে গেল। তারপর এই ভোগান্তি। মা বললেন এখন গিয়ে সুমোর পিছনে মারুতিকে বেঁধে নিয়ে এস। দ্বিরুক্তি না করে ঘটনা স্থলে গিয়ে অচল সুমোর পিছনে মারুতিটি বেঁধে গাড়ী চালু করার চেষ্টা করতেই গাড়ী চালু হল। মায়ের লীলার পার নাই।

দ্বাদশ জ্যোর্তিলিঙ্গের অন্যতম 'ভীমা-শংকরজী' দর্শন করে ফিরছি। এবার ও 'সুমো'-তে করেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তবে কোন অসুবিধের মধ্যে পড়তে হয় নি মায়ের কৃপায়। অন্যতম সঙ্গী গণেশ কুলকর্ণীজী উপরের ঘটনাটি বলার পর আর ও একটি সত্য ঘটনার কথা শোনালেন। তাঁর ছোট বোন শ্রীমতী সিন্ধু। তিনি পুণা-তে মায়ের আগমন সংবাদ জানতে পেরে শোলাপুর থেকে ছুটে এসেছেন মায়ের কাছে। সে সময় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাঁ হাঙ্গাঁমা শুরু হয়ে গিয়েছে ঐ অঞ্চলে। মায়ের কাছে তো এসেছেন কিন্তু কর্মস্থলে তাঁকে ফিরতেই হবে। না হলে বিশেষ অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে। অগত্যা, তাঁর সব কথা মাকে নিবেদন করলেন। কী আশ্চর্য! মা প্রসন্ন মনে অনুমতি দিলেন পরের দিন ভোরে রওনা হবার জন্য। অতি প্রত্যুষ বাস স্ট্যান্ডে গিয়ে দেখেন, তখনই একটি বাস ছাড়ছে। শ্রীমতী সিন্ধু সেই বাসে বসলেন মাকে স্মরণ করে। বাস পুণা শহর ছাড়বার আগেই দেখেন বাসটির সামনে ও পিছনে দুটি মিলিটারী ভ্যান চলেছে। বাসে একমাত্র যাত্রী শ্রীমতী সিন্ধু। অবশেষে, শোলাপুর এশে গেল প্রায়। শহরে ঢোকার আগে শ্রীমতী সিন্ধু লক্ষ্য করলেন সেই স্যামনের এবং পিছনের মিলিটারী ভ্যান দুটি আর নেই! শ্রীমতী সিন্ধু নিরাপদে পৌঁছলেন তাঁর কর্মস্থলে। এই বিস্ময়, এই আনন্দ, শ্রীমতী সিন্ধুরই নয়, আমাদের ও জীবন পথের পাথেয়। মা আছেন, ভয় কি?

সংযম সপ্তাহ মানে শুধু নিয়মে বদ্ধ থাকা নয়, নিয়মকে জীবনের আনন্দের সূত্রে গেঁথে নেওয়া। আর এই কাজটি করে দেন মা লক্ষ্যে থেকে এবং অলক্ষ্যে থেকেও। কিছুই দুর্নিরীক্ষ্য নয় আবার সবই দুর্নিরীক্ষ্য।

কুরুক্ষেত্রে সংযম সপ্তাহের আসর। মা রয়েছেন। সব জিজ্ঞাসার সমাধান মায়ের কাছে। কোন সংশয় নেই, নেই কোন দ্বিধা। যা মনে আসে অকপটে তাই শুধু নিবেদন করা। হাসি-গল্পো মায়ের সন্তানদের মন আনন্দে পূর্ণ। এরই মাঝখানে এক অশীতিপর প্রবীণ ভক্ত উঠে দাঁড়িয়ে মায়ের কাছে তাঁর ব্যক্তিগত সমস্যাটি নিবেদন করলেন। তিনি বললেন,-মা, আমার বয়স হয়েছে। মিলিটারীতে গৌরবের সঙ্গে কাজ করেছি। তোমার কৃপায় বিশেষ সম্মানেও ভূষিত হয়েছে। আমার পুত্র-পৌত্ররা সুপ্রতিষ্ঠিত। সংসার ভরা। তোমার কৃপায় আমার ধন-অর্থ-সম্মান-প্রতিপত্তি সবই আছে। মা, তুমি সবই দিয়েছ। কিন্তু মা, তবু মনের মধ্যে একটি শূন্যতা আমি নিরন্তর অনুভব করি। এই সব পেয়েও 'না পাওয়ার বেদনা' কেন মা? তুমি কিছু কর, এবার। বয়স তো হয়েছে মা 'তোমার কৃপা' হলেই সব হবে, তুমি একটু 'কৃপা কর।'

মা সব শুনলেন। সমাগত ভক্তবৃন্দ মায়ের মুখপানে চেয়ে আছে সতৃষ্ণ নয়নে। মায়ের অধরে স্মিত হাসি।

মা, সেই বৃদ্ধ ভক্তের দিকে চেয়ে বললেন,-"বাবা, ধন-অর্থ-সম্মান-প্রতিপত্তি" সব কিছু পাওয়ার জন্য তুমি সর্বদা চেষ্টা করেছ এবং পেয়েছ। এবার সময় হয়েছে, তুমি নিজেকে নিজের প্রতি কৃপা করবার। তা হলেই দেখবে, কোন প্রাপ্তিই অধরা থাকবে না। নিজেকে জানার মধ্যেই পূর্ণতার নিত্যপ্রতিষ্ঠা।

☆

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী লীলামাধুরী

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—স্বামী নির্ম্মলানন্দ গিরি

আধ্যাত্মিক চেতনার পীঠভূমি আমাদের এই ভারতবর্ষ। কালে কালে যুগে যুগে মুক্তি পথের পথিক সত্য জিজ্ঞাসুদের আবির্ভাবে এদেশ ধন্য। এখানে আবহমান কাল থেকে সত্যদ্রষ্টা বিষ্ণুর পরম পদের সন্ধ দর্শনকারী সমস্ত জগতবাসীকে অসত্য থেকে সত্যের যাত্রাপথের নিশানা পথ ও পাথেয়ের সন্ধান দেখিয়েছেন মৃত্যু থেকে অমৃতের উত্তরণের উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন। অবতার মহাপুরুষগণেরও লীলা-নিকেতন এ ভারতভূমি। অবতারগণের, মহাপুরুষগণের এবং মহাত্মাগণের শ্রীমুখ নিঃসৃত বাণী শাশ্বত সত্যের এ স্বপ্নময় নির্ঝরিণী। এসব বাণীর মহিমা স্বতন্ত্র, অনন্য ও অতুলনীয়। এঁদের কর্ম, আচার-আচরণ জীবন চর্য্যা সবই অসাধারণ। এই পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীশ্রীআনন্দময়ী মার জীবন-লীলা পর্য্যালোচনা করলে আমরা ক বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করি যা অন্যত্র বিরল।

মায়ের জীবন-লীলা প্রসঙ্গে এই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ স্বতন্ত্রতা সর্বত্র দেখতে পাওয়া যায়। তিনি একাধা সাধারণ ও অসাধারণ। তাঁর আহার-বিহার, ক্রিয়া-কর্ম, কথা-বার্তা কোন কিছুর সঙ্গে প্রচলিত ব্যবহার ব্যবস্থাদির মিল দেখতে পাওয়া যায় না। মোট কথা তাঁর জীবন-ধারা কোন সিষ্টেমের গতানুগতিকের ধ ধারেনি। সুপ্রচলিত কোন নিয়ম মেনে দীর্ঘদিন চলা তাঁর জীবনে দেখা যায় না। যেমন মাসের পর মাস প্র না খেয়েই থাকেন (শুধু তিনটে ভাতের দানা খেয়ে মা বহুদিন ছিলেন)। আবার কদাচিৎ এত বেশী অন্নগ্রহ করেন যে সাধারণ মানুষ দেখে স্তম্ভিত হয়ে যায়। মা একাধিকবার এমনও কথা বলেছেন—"গাছপালা যেম বায়ু থেকে খাদ্য আহরণ করে। মানুষও ঠিক তেমনি যোগবলে এই একই জায়গা থেকে খাদ্য আহরণ ক দিনের পর দিন বেঁচে থাকতে সক্ষম।" মায়ের দিন-রাত্রি সর্ব্বসাধারণের থেকে আলাদা। নির্দ্দিষ্ট সম ঘুমুতে যাওয়া, ঘুম থেকে ওঠা, কাপড়-ছাড়া এগুলি তিনি কখনও নিয়ম মেনে চলেননি। বস্তুতঃ ঘুমই ত নেই। সুষুপ্ত অবস্থায় ঘোর ঘুমের মধ্যে কেউ তাঁকে দেখেনি। সব সময় তিনি জাগ্রত। বিশ্রামে থাকা অথ বর্হিজগতের সঙ্গে লিপ্ত থাকার সময় কখনই সাধারণ মানুষের মত নিয়ম মেনে তিনি চলেন নি। দীক্ষা তিনি নেননি কারও কাছে। নিজেই নিজেকে দীক্ষা দিয়েছেন স্বয়ং গুরু, স্বয়ং শিষ্য। একটা বড় মজার ক এই যে সবাই আবলবৃদ্ধবনিতা তাঁর প্রতি তীব্র আকর্ষণ অনুভব করে। সবাই ভাবে মা তাকে সবচাইতে বেশী ভালবাসেন। কিন্তু মা নিরাসক্ত আকাশের মত নির্লিপ্ত অথচ সর্বক্ষণ নিজের চারিদিকে এক আনন্দ পরিবেশ ও পরিমণ্ডল সৃষ্টি করে চলেছেন। এ যেন তাঁর বাৎসল্যের লীলায়িত রূপ। অনন্যা এই আনন্দময়ী

আনন্দময়ী মায়ের জীবন-লীলা আনুপর্বিক বর্ণনা করা মাতৃ-কৃপা সাধ্য! বিশ্বপাবনী জগৎ জননী কৃপা থেকে কেউ কখনও বঞ্চিত হয় না। সেই অহৈতুকী কৃপাকে অবলম্বন করে এই লীলা মাধুরী বর্ণ করার প্রয়াস পাচ্ছি। সেই মহাশক্তির খেয়ালেই তাঁরই মহৎ ইচ্ছার দ্বারা প্রেরিত হয়ে হৃদয়ে পেতেছি তাঁর আসন, জ্বেলেছি পূজার ধূপ-দীপ। এই কৃপা দীপ-শিখাকে অবলম্বন করে লেখনী এগিয়ে চলেছে। আ নিজে কোন সাহিত্য-সাধনা করিনি। আমি জ্ঞানীগুণী পন্ডিত সাহিত্যিকও নই। আমি অজ্ঞ অকিঞ্চন মা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

-সন্তান। শুধুমাত্র হৃদয়ের ভক্তি ও আকুতি দিয়ে এই মাতৃ ভাগবত রচনার প্রয়াসী হয়েছি। জ্ঞানীর কাছে তিনি নিরাকার, নিরঞ্জন, নিরূপম, ভক্তের কাছে তিনি সাকার, সগুন, অনুপম। নিজের স্বরূপ স্বভাব ঢেকে ছোট হয়েছেন, শরীর ধারণ করেছেন, ভক্তের সঙ্গে লীলার জন্য। উদীয়মান সূর্য যেমন পূর্ণভাবে খোলা চোখে দেখা যায় কিন্তু সেই সূর্য যখন মধ্যগগনে অনন্ত আলোকরশ্মি বিকিরণ করে, তখন তার দিকে চেয়ে দেখতে পারে কে? কে গুনতে পারে তার অনন্ত রশ্মির সংখ্যা?

মা আনন্দময়ীর জীবনও সূর্যের মত বিরাট বিশাল হয়ে অগণিত ভক্ত-হৃদয়ের অন্ধকারকে নিজের বাৎসল্য স্নেহ-রশ্মির দ্বারা আলোকিত করেছেন ও করছেন। তার কতটুকুই বা আমরা জানতে বা বুঝতে পেরেছি। পূর্ণভাবে তাঁর লীলা প্রকাশের বিষয়ে ধারণা করা বা লেখনীর দ্বারা প্রকাশ করা কি আদৌ সম্ভব? এযেন ছোট্ট ঝিনুক দিয়ে সমুদ্র ছেঁচার মত। চন্দ্রালোকিত অনন্ত আকাশে জোনাকির আলোদানের মত। তবুও 'মাতৃকথাই কথা আর সব বৃথা ব্যথা' এইভাবকে অবলম্বন করে অকিঞ্চন সন্তানের লেখনী ধারণ, এযেন গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজার মত। ত্রুটি বিচ্যুতি, ভাব-দোষ, ভাষা-দোষ অনেক কিছুই অবশ্য এসে গেছে জানত ও অজান্তে। সেই গঙ্গা জলের সঙ্গে অনেক ঘোলা জলও মিশে গেলেও গঙ্গা জলের পবিত্রতা নষ্ট হয় না। জগত দেখে ভাষা-সাহিত্য, কর্ম ও কৃতি মা দেখেন ভাব ও হৃদয়। কথায় বলে-"ভাবগ্রাহী জনার্দন" মহাকবি তুলসীদাসের ভাষায় বলতে ইচ্ছা করে এই লীলা মাধুরী লেখার উদ্দেশ্য-'স্বান্তঃ সুখায় বহুজন হিতায়' (নিজের অন্তর-আত্মার সুখ ও শান্তির জন্য এবং বহুজনের হিতের জন্য)। নিজের স্বকীয় সুখ ও শান্তির জন্য বর্তমান এবং ভাবী প্রজন্মের কল্যান ও মঙ্গল কামনায় লেখনী ধারণ। 'কৃপাময়ী মা'-তুমি ক্রিয়া-কর্ম-কর্তারূপে, লিখন-লেখা-লেখকরূপে, পঠন-পাঠ ও পাঠকরূপে স্বয়ং আবির্ভূত হও-এই প্রার্থনা তোমার শ্রীচরণ কমলে, গ্রন্থের শুভারম্ভের মঙ্গল মুহূর্তে।

আবির্ভাব-পর্ব ও বাল্যলীলা-

সনাতন হিন্দু শাস্ত্র মতে পূর্বজন্মের কর্মফল অনুসারে জীবের জন্ম হয়। আবার কর্মফল ভোগ করার পর মৃত্যুও হয়। একে কর্মফল ভোগ বলে। পাতঞ্জল যোগ দর্শনের মতানুসারে জাতি, আয়ু ও সুখ-দুঃখ ভোগ এই কর্মফলের প্রমাণ। গীতাতেও ভগবান বলেছেন-"ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকম্ বিশন্তি।" কর্ম ফলানুসারে মানবের নরকভোগ, স্বর্গভোগ ও পৃথিবীতে আসা-যাওয়া। কিন্তু এছাড়াও স্বয়ং ভগবান ও জগতের মঙ্গলকামী মুক্ত পুরুষগণ এ ধরাধামে মানব শরীর ধারণ করে নানা প্রকার লীলা-বিলাস করে থাকেন। এঁদের এই মানব শরীর ধারণ করে আগমনকে আবির্ভাব এবং মানব শরীর ত্যাগ করে যাওয়াকে তিরোভাব বলে শাস্ত্রে বর্ণনা করা হয়েছে। এঁদের এই আগমন ও তিরোভাবের মধ্যেই যে বিশিষ্ট লীলা করেন স্বল্প কথায় গীতায় ভগবান স্বয়ং বলেছেন-দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন ও ধর্মের সংস্থাপন। এ ছাড়া আরও অন্যান্য আনুষ্ঠানিক কারণও থাকতে পারে।

উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীশ্রীআনন্দময়ী মার লীলা বিলাসের পর্য্যালোচনা করলে আমরা তাঁর দিব্য শ্রীবিগ্রহ ধারণ করে মর্ত্তে অবতরণকে আবির্ভাব এবং লীলা সম্বরণকে তিরোভাব বলতে কিছুই কুন্ঠা বোধ করি না। শ্রীমা স্বয়ং বলেছেন-"প্রারব্ধ ভোগের জন্য এ শরীরের জন্ম হয়নি", "তোমরা চেয়েছ তাই পেয়েছ। এটা একটা ভাবের পুতুল, এখনও যা আগেও তা পরেও তাই। যে যা বল তাই-কোন গোলমাল নাই"। এ জাতীয় অনেক কথা শ্রীমায়ের মুখ থেকে আমরা শুনতে পেয়েছি যার সারমর্ম কর্মফল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভোগের জন্য তাঁর শরীর ধারণ নয়। এবারের তাঁর আগমন বার্তায় দুর্গা সপ্তশতী চণ্ডীতে মহালক্ষ্মী আবির্ভাব প্রসঙ্গের কথা সহসা মনে জেগে ওঠে। সমস্ত দেবগণের তেজ বল ও ঐশ্বর্য্য মন্ডিত হয়ে মহাদেবী দুর্গার আবির্ভাব। এবারে তিনি দনুজ-দলনী নন, এবার তিনি পরম করুণাময়ী, বাৎসল্যময়ী, সন্তান-মাতৃ শতদল বিহারিণী।

অবতারগণের এবং মুক্তপুরুষ গণের মর্ত্তধামের শুভ আগমনের সময় স্থান, কাল, জনক-জননীর স্বীকার বা নির্ব্বাচন করার মাধ্যমে কিছু স্বকীয়তা, অসাধারণতা ও অলৌকিকতা আমরা পেয়ে থাকি। কোন কোন ব্যাপার বুদ্ধিগ্রাহ্য ও যুক্তিগ্রাহ্য হয়, আবার কোন কোন ঘটনা অনুভবগম্য ও হৃদয়গ্রাহী হয়ে থাকে। আমরা এখানে সবটারই যথাযোগ্য বর্ণনা দেবার প্রয়াস পাব, বাহুল্যকে ত্যাগ করে যথাযথ বর্ণনের মাধ্যমে।

প্রথমা ভগিনী সর্বমঙ্গলার তিরোধানের চার বছর পর মার আবির্ভাব হয়। ওই সময়টুকুতে মায়ের বৃদ্ধ ঠাকুমার বার বার মনে এই প্রার্থনা থাকত তিনি যেন পৌত্র মুখ দর্শন করে যেতে পারেন। শাস্ত্রেও এ কথা পাওয়া যায় যে পৌত্র মুখ দর্শন করলে পুণ্যলাভ হয় এবং সাংসারিক জীবনের সার্থকতাও হয়। তাঁ তিনি যখন যেখানে মন্দিরাদি দেবস্থান দর্শনে যেতেন সেখানে মনে মনে এই প্রার্থনা জাগত বিপিনের (তাঁ ছেলে, মায়ের পিতা) এবার যেন একটি পুত্র-সন্তান হয়। মায়ের আবির্ভাবের কয়েকমাস পূর্বে তিনি যখ খেওড়া গ্রাম (মায়ের জন্মস্থান) থেকে বেশ কিছু দূরে কসবা গ্রামের প্রসিদ্ধ কালী মন্দিরের দর্শনে গেলে তখন সেখানে এক অভাবনীয় ব্যাপার ঘটে গেল! তিনি কসবার কালীমার কাছে পুত্র কামনা না করে ক কামনা করে বসলেন। কালীমাকে বললেন-ওমা কালী! বিপিনের যেন একটি মেয়ে হয় এবং বেঁচে থাকে মায়ের আগমনী বার্তা এইভাবে যেন স্বতঃস্ফূর্ত্ত ভাবে ঠাকুমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল। তিনি নিজে চমকিত ও আশ্চর্য্যান্বিত হলেন। বাড়ী ফিরে এসে পুত্র বিপিনকে ডেকে বললেন-"ওরে বিপিন! মা কালী কি বলতে কি বলে এলাম বাবা-তোর যেন একটি মেয়ে হয় এবং বেঁচে থাকে। মা কালী আমায় ভুলি দিলেন"। বিপিনবিহারী বললেন এতো আনন্দের কথা মা। মা কালী স্বয়ং বোধ হয় মেয়ে হয়ে আমাদের ঘ আলো করতে আসবেন"। কাল সন্ধ্যায় তুলসী তলায় বাতি দেবার পরে তোমার পুত্রবধু (মোক্ষদা সুন্দ দেবী) ওই সন্ধ্যাকালে তুলসীতলায় এক অপূর্ব লাবন্যমন্ডিত দেবী মূর্ত্তির দর্শন করেছেন। ওই মূর্ত্তি তার সর্ব্বাঙ্গে মিলিয়ে গেলেন। এতো খুবই ভাল কথা মা। প্রতীক্ষা কর মায়ের আগমনী সংবাদের জন্য।

(ক্রমশঃ)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাতৃ-স্বরূপামৃত

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—শ্রী প্রিয়ব্রত ভট্টাচার্য

শ্রীজগন্মঙ্গল তন্ত্রে দ্বিতীয় উল্লাসে হরপার্ববতী সংবাদে মহাদেব বলেছেন যে দেবী ভগবতী বিপত্তারিণী, তিনি সর্ব বিপদ, সংকট, দুঃখ, ব্যাধি, মহামারী ভয়, গ্রহের ফের প্রভৃতি দূর করেন। "সর্বাপদাং বিনাশঃ স্যাৎ তস্য দেবি ন সংশয়" অর্থাৎ সমস্ত আপদ বিনাশ করেন, এ বিষয়ে কোন সংশয় নেই। পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণী এবার মা হয়ে প্রকাশ হয়েছেন, বার বার তিনি এসেছিলেন। যুগে যুগে এসে তিনি সন্তানকে মহাউৎপাত, মহাবিপদ, মহাদুঃখ, মহাশোক ও মহাভয় থেকে রক্ষা করেন-এসব তো কল্পকথা নয়, মহাশক্তি বিপদনাশিনী রূপে মা তাঁর খেয়ালে রক্ষাশক্তির লীলা প্রকট করেছেন। মা কি আমাদের বিপদ দেখে স্থির থাকতে পেরেছেন? তা থাকবেন কেন? সন্তানের কষ্টটা নিজ শরীরে গ্রহণ করেন ব্যবহারিক সত্তায়, একদিন হীরালাল নামে একটি ছেলে এসে জানাল তার ফাঁড়া আছে। জ্যোতিষীর কথাই সে এসে মাকে বলেছে। মা তো দৈন্যদুর্গতিনাশিনী দুর্গা।

মা ছেলেটিকে মাঝে মাঝে আসতে বললেন। একদিন সে এলে মা খুকুনীকে বললেন, "একটু আগুন আন"। আগুন নিয়ে এলে মা তাঁর হাতে আগুন দিতে আদেশ করেন কিন্তু খুকুনী না বলে আগুন সরিয়ে নিল। হীরালালকে মা একটা দেশলাই কাঠি জ্বালাতে বললেন, সে দেশলাই কাঠি জ্বালিয়ে মাকে দিল। মা সেই আগুন যতক্ষণ জ্বলছিল ততক্ষণ তাঁর হাতের একটি আঙ্গুলে ধরে রাখলেন। হীরালাল ব্যস্ত হয়ে বলল-"মা! এ কি করলেন? মা জানালেন,-তোমার ফাঁড়া কাটল" (মায়ের কথা, পৃ০ ২২২)।

দুর্গতিহারিণী দুর্গা স্বরূপিণী মা বলেছেন, "তোমরা যেখানেই থাক, যা কর এ শরীর দেখতে পায়"--এ কিন্তু মায়ের কথার কথা নয়। মানব-জীবনে কি দুঃখের অন্ত আছে? মানব প্রত্যহ দেহ-মন-আত্মা নিয়ে অনন্ত দুঃখ-দুর্গতির কবলে পড়ে দিশেহারা হয়ে পড়ে। দেহের ষড়বিকার, মনের ষড়রিপু এবং আত্মিক দিক থেকে ছয় প্রকারের দুর্গতি আমাদের অহরহ যন্ত্রনা দেয়। জীবনে চলার পথে বিপদই বিপদ, কখন যে কোন পথে বিপদ এসে দেখা দেবে তা তো আগে জানা যায় না কিন্তু মা সব জানেন এবং দেখেন, তাই তিনি তাঁর খেয়ালে কখনও কখনও অহৈতুকী কৃপা বর্ষণ করে সন্তানের বিঘ্ননাশ করেন। পন্ডিত জওহরলাল নেহেরুজীর উপর মায়ের এরূপ কৃপা বর্ষিত হয়েছিল একবার কুম্ভমেলায়। নেহেরুজী লর্ড মাউন্টব্যাটেনকে নিয়ে হাতীতে চড়ে কুম্ভমেলা দেখতে এসেছিলেন। এদিকে মা তাড়াহুড়ো করে ডাঃ ব্যাসজীর হাতে একটি মালা দিয়ে পন্ডিত নেহেরুজীকে দেওয়ার জন্য পাঠালেন। ডাঃ ব্যাসজী দৌড়ে গিয়ে পন্ডিতজীর হাতে মালাটি দিলেন এবং বললেন যে মা তাঁর জন্য মালাটি পাঠালেন। নেহেরুজী নিজেই মালাটি পড়ে নিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে একটা ইলেকট্রিকের তার ছিড়ে নেহেরুজী ও মাউন্টব্যাটেনের মাথায় লাগে প্রায়। নেহেরুজী মাউন্টব্যাটেনকে ধরে হঠাৎ মাথা নিচুকরে হাতীর উপর শুয়ে পড়লেন। এ ঘটনায় বুঝা গেল যে মা পন্ডিতজীকে রক্ষা করবার জন্যই এত ব্যস্ত হয়ে মালাটি পাঠিয়েছিলেন, তা না হলে সেদিন সর্ব্বনাশ হয়ে যেত (আনন্দবার্তা, ৩৩বর্ষ, সংখ্যা ৪, ১৯৮৬)।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিপত্তারিণী দুর্গা রূপে মায়ের লীলা সংঘটিত হয়েছিল নরেন চৌধুরীর জীবনে। ১৯৮৩ সালের জুন মাসে ক্যালকাটা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের অবৈতনিক সেক্রেটারীর কার্যভার গ্রহণের জন্য নরেন চৌধুরী কলেজে যান কিন্তু অধ্যক্ষ রায়ের প্ররোচনায় ছাত্ররা তাঁকে মারতে উদ্যত হয়। তিনি তখন পাশের ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে বসে থাকেন। ছাত্ররা দরজা ভাঙ্গতে চেষ্টা করে। প্রাণভয়ে নরেন চৌধুরী তখন দুর্গা সপ্তশতীর দুটি শ্লোক আবৃত্তি করেন মায়ের সাহায্য লাভের জন্য। শ্লোক দুটো হল - (১) রক্ষাংসি যত্রোগবিষাশ্চনাগা যত্রারয়ো দস্যুবলানি যত্র। দাবানযো যত্র তথাব্দি মধ্যে তত্রস্থিতা ত্বং পরিপাসি বিশ্বম্। (২) বিশ্বেশরী ত্বং পরিপাসি বিশ্বম্ বিশ্বাত্মিকা ধারয়সীতি বিশ্বম্। বিশ্বেশবন্দ্যা ভবতি ভবন্তি বিশ্বাশ্রয়া যে ত্বয়ি ভক্তি নম্রা॥–অর্থাৎ যেখানে রাক্ষস, যেখানে তীর্ব্র বিষধর সর্প, যেখানে শত্রু ও দস্যুদল এবং যেখানে দাবানল সেখানে ও সমুদ্রবক্ষে–সর্বত্র আপনি সদা বিরাজিতা থেকে বিশ্ব পরিপালন করেন।(২) বিশ্বেশ্বরী আপনি, বিশ্ব পরিপালন করেছেন। বিশ্বাত্মিকা আপনি, বিশ্বকে ধারণ করে আছেন। আপনি বিশ্বপূজ্যা। আপনাতে যারা ভক্তিনম্রা, তারা বিশ্বের আশ্রয়-স্বরূপ। তারপর নরেন চৌধুরীর দুই-ভাই আসেন এবং তিনজনে মিলে ৪০।৫০ জন ছাত্রের সঙ্গে ঘুষাঘুষি করেন। এক সময় একজন ছাত্র তিনফুট লম্বা একটা ভারী লোহার পাইপ তুলে নরেন চৌধুরীকে মারতে ঔদ্যত হয়। তখন নরেন চৌধুরী উবু হয়ে বসে দুহাত দিয়ে মাথাটা ঢেকে, মা-কেই স্বরণ করতে থাকেন। এই আঘাত তাঁর পিঠে পড়ে কিন্তু তিনি আঘাত বুঝতে নি। তবে আঘাতের পর তাঁর ভেতর থেকে কে যেন আদেশ দিল 'পড়ে যা,' তা শুনে তিনিও অজ্ঞান হওয়ার ভান করে পড়ে রইলেন। কয়েকজন শিক্ষক তখন 'মরে গেছেন', 'মরে গেছেন' বলে চেঁচিয়ে উঠেন, আর এমনি ছাত্ররা সব পালিয়ে গেল (মায়ের লীলা কথা, পৃ০ ৬২)। এখানের মায়ের রক্ষাকর্ত্রী লীলায় তাঁর সত্তা ও শক্তির বিস্তার এবং আত্মপ্রকাশ মূলতঃ মায়েরই বিস্তার এবং প্রকাশ। মায়ের সন্তানের মধ্যে প্রার্থনার শক্তি, ইচ্ছার শক্তি, সেবার শক্তি, পূজার শক্তি, আনন্দের শক্তি এবং মাতৃপ্রেমের শক্তি মায়েরই খেয়ালে অহৈতুকী কৃপায় যখন তাঁরই সঙ্গে যুক্ত হয়, তখনই কেবল সন্তানের হৃদয় আনন্দের ভেতর দিয়ে আনন্দময়ীকে পেতে পারে। 'মায়ের দর্শনের জন্য স্বামী বিরজানন্দজী একবার ব্যাকুল, হয়ে পদব্রজে কিষণপুর রওয়ানা হলেন উত্তরকাশী থেকে। তিনদিনের পথ একদিনেই অতিক্রম করতে চাইলেন। পাহাড়ী বিপদ সংকুল পথে রাতের অন্ধকারে এগিয়ে চললেন স্বামীজী। হঠাৎ সামনে এসে দাঁড়াল এক ভাল্লুক। 'মা যা করেন' ভেবে সামনে এগিয়ে গেলেন তিনি। ভাল্লুকটি জঙ্গলে চলে গেল। তিনি ভাবলেন যে এ নিশ্চয় মায়ের খেয়াল। আর ঠিক সেই সময় রাত্র দুটার সময় মা কিষণপুরে ঘরের মধ্যে 'ভাল্লুক' 'ভাল্লুক' বলে চিৎকার করে উঠেন। গুরুপ্রিয়াদিদি মাকে বললেন যে তিনি এ রকম করছেন কেন? তার উত্তরে মা বললেন যে তিনি ভাল্লুক তাড়াচ্ছেন, কাল সকালে সব জানতে পারা যাবে। স্বামী বিরজানন্দ কিষণপুরে পৌঁছে ভাল্লুকের কথা জানালেন আর মা তখনি গুরুপ্রিয়া দিদিকে ডেকে বললেন, "শোন কমলাকান্ত কি বলে" (আনন্দবার্তা, ৩৮ বর্ষ, সংখ্যা ৩, ১৯৯১, পৃ০ ২১২)।

বিশ্বের সবাই মাতৃশক্তিতে বিশ্বাসী। ব্যাবহারিক বা পারমার্থিক দিক দিয়ে সকলেই শাক্ত অর্থাৎ শক্তির আশ্রিত। জগতে যিনি শক্তি চান, তিনি মহাশক্তি মায়ের ভজনা করুন বা না করুন প্রত্যেকে শক্তির আশ্রিত শাক্ত। সত্যযুগ থেকে কলিযুগ পর্যন্ত সর্ব মানুষই অন্তরে শাক্ত–এ কিন্তু তর্ক বিচারের অপেক্ষা রাখে না। আচার্য জগৎগুরু শংকর বা মহাপ্রভু কৃষ্ণচৈতন্য সবাই তাঁরা মাতৃভক্ত, আসলে জীবের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে আপনা আপনি যে প্রবণতা, জন্মায় তা শক্তিমুখী, তারপর তো তার সরাটা জীবনই শক্তি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লীলায় তরঙ্গিত হয়ে চলে-শক্তি যেদিন তাকে ত্যাগ করেন সেদিনই তো তার মৃত্যুদিন। মহাশক্তি ভগবতী নিত্যা, যোগিগণ তাঁর পাদপখের নখদ্যুতি ধ্যান করেন, তাঁদের কাছে তিনি নিরাকারা জ্যোতির্ময়ী। যোগিদের রক্ষাকারিণী তিনি, শুধু যোগি কেন, দেবতাওনর সবাইর রক্ষা কারিণী মা-জগত আধার-ভূতা সর্ব্বরক্ষাকারিণী, পরমাশক্তি। শ্রীহরি পর্যন্ত তাঁর আশ্রিত, তিনি শ্রীহরির রক্ষাকারিণী দুর্গা-দুর্গতিনাশিনী। শ্রীমহাভাগবত বলেছেন যে সমুদ্রে যখন শ্রীহরি বিষ্ণু নিমগ্ন, দুর্গতি প্রাপ্ত, তখন মা দুর্গতি প্রাপ্ত বিষ্ণুর রক্ষার জন্য "বটপত্রময়ী ভূত্বা তৎ দধার মহাম্ভসি" (শ্রীমহাভাগবত, ৪৩ অধ্যায়) অর্থাৎ 'জলরাশির মধ্যে তাঁকে (হরিকে) ধারণ করেছিলেন'। দেবী ভাগবতম্ বলছেন যে ব্রহ্মা জগত সৃষ্টি করেছেন, আবার সেই ব্রহ্মা বিষ্ণুর নাভি কমল থেকে উৎপন্ন। বিষ্ণু প্রলয় কালে অনন্ত শয্যায় যোগনিদ্রাভিভূত, অনন্ত নাগ তাঁর আধার স্বরূপ। অনন্তের আধার একার্ণবের জল ও রসস্বরূপ। পাত্র ব্যতীত রস থাকে না, তাই তার আশ্রয় হলেন সর্ব্বভূতে শক্তিরূপে অবস্থিত হয়ে যিনি সকলের আশ্রয় হয়েছেন সেই মা ভগবতী (দেবী ভাগবতম্ ১.২.৬--৮)। দেবতা বা মানব বলে কোন কথা নেই-যখন যার বিপদ বা দুর্গতি হবে তখনি মা বিপদনাশিণী রূরে লীলায় মেতে উঠেন। মায়ের একটা লীলার সঙ্গে অন্যটার যেন মিল নেই-কখন যে কাকে কি ভাবে, বিপদ থেকে উদ্ধার করেন তা বুঝার কোন উপায় নেই। একদিন কাশীতে মা সৎসঙ্গে ছিলেন। হঠাৎ, তিনি সেখান থেকে উঠে চলে যান। মিনিট দশেক পরে যখন তিনি ফিরে এলেন তখন দেখা গেল যে তাঁর কাপড়ের নিম্নাংশ ভেজা, টপ্ টপ্ করে জল পড়ছে। ভক্তরা জানতে চাইল কি হয়েছে? মা বলে উঠলেন, "ওরা বেঁচে গেল। পরে তোমরা সব জানতে পারবে"। পরে জানা যায় মায়ের আশ্রিত এক শিষ্য সপরিবারে মোটরে করে নবদ্বীপ থেকে কৃষ্ণনগর যাচ্ছিলেন। মোটরটিকে গঙ্গা পার করাতে হবে, তখন সেতু ছিল না। চাপের নৌকায় তুলতে গিয়ে লোকজন সহ মোটরটি গঙ্গার জলে ডুবে যায়; তখন হঠাৎ মোটরের একটা দরজা খুলে যায় আর আশ্চর্য ভাবে মোটরটি জলের উপর ভেসে উঠে। মাঝি-মাল্লারা বাঁশ দড়িদড়া দিয়ে মোটরটিকে বেঁধে আবার ডাঙ্গায় তুলল-এ ভাবে রক্ষা পেলেন সপরিবারে মাতৃআশ্রিত, আর তাঁদের রক্ষা করতে গিয়েই তো বসন মায়ের ভিজে গেল। (মা আনন্দময়ী-অমৃতবার্তা, Vol. 2. No. 2. April 1996)

মহাশক্তি মা কলিযুগে কালীরূপে একমাত্র আরাধ্যা। "কলৌ কালী কলৌ কালী কলৌ কালী তু কেবলা। সাধিতা কালনাথেন প্রত্যক্ষা কালিকা কলৌ॥" অর্থাৎ কলিযুগে কালীই একমাত্র সাধনার ধন। কলিযুগে শিব কালিকার আরাধনা করে তাঁকে প্রত্যক্ষ করান (পুরশ্চযাণব তন্ত্র, তরঙ্গ ৯)। তারা রহস্যে বলা হয়েছে "কলৌ জাগর্তি কালী চকলৌ জাগর্তিপন্নগী"। অর্থাৎ "কলিতে কালী জেগে আছেন, জেগে আছেন পন্নগী" (তারা রহস্য, পৃ০ ১)। কালী ও দুর্গা পরাশক্তিরই ভিন্ন ভিন্ন রূপ। কালী রক্ষাকালী রূপে মৃত্যু নাশিনী মা ভগবতী। রক্ষাকালীর পূজার মন্ত্রটি হল 'ভগবতী রক্ষাকালী মৃতসঞ্জীবনী দেব্যৈ নমঃ' অর্থাৎ 'ভগবতী রক্ষাকালী মৃতে প্রাণসঞ্চার করতে পারেন তাই তিনি মৃতসঞ্জীবনী দেবী, তাঁকে প্রণাম'।

মৃতসঞ্জীবনী দেবী রূপে মা যে শক্তিলীলা প্রকাশ করেছেন তা এক কথায় অভাবনীয়, বিস্ময়জনক। ব্রহ্মচারী ব্রহ্মানন্দ (বিভুদা) লিখেছেন যে একবার বৃন্দাবনে মা দোল উৎসবে রং খেলায় মেতে উঠেছিলেন আর গলায় হারমোনিয়াম বেঁধে তিনি বেলা দেড়টা পর্যন্ত কীর্ত্তন করলেন। তার আগের দিন ও তিনি অবিরাম ভাবে ২৪ ঘন্টার অখন্ড কীর্ত্তন সমাপ্ত করেছিলেন। এতসব অনিয়মে তাঁর হাঁপানী উঠলো। তাঁর শ্বাস যেন বন্ধ হয়ে গেল। দিদিমা এসে তাঁকে দেখেই মাকে ডাকতে গেলেন। মা ছুটে এসে দেখলেন ব্রহ্মচারীর খারাপ অবস্থা। ব্রহ্মচারীর গায়ের জামাগুলি খুলে দিলেন এবং বীরকে বলে একটি রিক্সা আনিয়ে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাতে ব্রহ্মচারীকে বসিয়ে দিলেন। সাধনদা নাড়ি দেখলেন, কিন্তু নাড়ি পাওয়া গেল না। মা তখন ব্রহ্মচারীর শরীরের উপর অদ্ভুত সব ক্রিয়া শুরু করেন। চার ঘন্টা পর ব্রহ্মানন্দের জ্ঞান হল। এ ঘটনা সম্পর্কে মা স্বয়ং বলেছেন, "বিশ্বাস কর বিভুর শরীর থেকে প্রাণ বের হয়ে গিয়েছিল। খেয়াল হল ঐ সব ক্রিয়ায় যেন প্রাণ আবার ফিরে আসে। তাই ওকে একানে একান্তে নিয়ে এসেছিলাম।" মা বিভুদাকে রামকুঞ্জে নিয়ে এসেছিলেন (আনন্দবার্তা, ৩৩ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ১৯৮৬, পৃ০ ১৩৭-৪০)। শুধু বিভুদার প্রাণ তিনি ফিরিয়ে আনেন নি, আরো অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে মার মৃত্যুনাশিনী লীলার। একদিন রাধিকালাল তরফদার ও অবিনাশ চন্দ্র সরকার মায়ের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। অবিনাশ চন্দ্র সরকার তখন ইঞ্জিনীয়ারিং স্কুলে পড়ছেন। মা রাধিকালালকে বললেন যে এই অবিনাশ সরকার ছেলেটি কে? তাঁকে জানানো হল যে অবিনাশ সরকার রাধিকালালের আত্মীয় সম্পর্কে ভাই। মা একান্তে ডেকে অবিনাশ সরকারকে বললেন, "আমাকে চিনতে পারছ? অবিনাশ সরকার উত্তর দিলেন, কোথায় যেন তোমাকে দেখেছি মা"। মা বললেন, "বল বাবা বল। দশ এগার বছর আগে তোমাদের বাড়ির কাছে নদীতে খেলতে খেলতে ডুবে গিয়েছিলে, তখন কি কি দর্শন করেছিলে?" ঘটনাটি হল অবিনাশকে তার খেলার সাথীরা জলে ডুবাডুবি খেলার সময় জলে ডুবিয়ে রেখেছিল, তা প্রায় একঘন্টা হবে। সাথীরা ত সবাই তাকে জলের তলায় রেখে চলে এলো, সে ডুবন্ত অবস্থায় প্রাণ রক্ষার জন্য মা মা ডাকতে লাগল। তার ডাকে গর্ভধারিণী মা এলেন। সে তবু মা মা ডাকতে লাগল, তখন ভগবতী দুর্গা এসে তাকে বসালেন এবং ডানপাশে দাঁড়িয়ে রইলেন। কিছুক্ষন পরে ভোলানাথ মহাদেব এসে তার বাম ভাগে দাড়ালেন। মা ডাক সে তখনও ছাড়ে নি, তারপর এলেন রাধাকৃষ্ণ-মধুরবাঁশী বেজে উঠল। অবিনাশ বুঝতে পারল যে এই মা আনন্দময়ী জলের তলায় তার জীবন রক্ষা করেছিলেন। অবিনাশ মাকে জলের তলায় ভগবতী দুর্গা রূপেই দর্শন করেছিল, মাকে দেখে তার সেই ঘটনা মনে এলো (আনন্দবার্তা, ৩৯ বর্ষ, সংখ্যা ১, পৃ০ ২৪-২৭)।

মায়ের বিপদত্তারিণী হয়ে প্রকাশ, অন্তর্যামিনী হয়ে ভক্তবাঞ্ছা পূরণ, বিপদনাশিনী হয়ে সন্তানদের রোগমুক্তি, মৃতসঞ্জীবনী মহাশক্তি হয়ে প্রাণ দান প্রভৃতি সবকিছু আপনা হতেই হয়েছে-মা স্পষ্ট ভাবেই তো বলেছেন, "এ শরীরের সবই আপনা হইতে হইয়া গিয়াছে, তাই দেখিয়াছি যে এ শরীর ও অন্যের ভোগ গ্রহণ করিয়াছে। ইচ্ছা করিয়া যে ভোগ গ্রহণ করিয়াছে তাহা নয়, আপনা হইতেই হইয়া গিয়াছে" (শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী প্রসঙ্গ, ৩য় ও ৪র্থ খন্ড, পৃ০ ২১১)। মা ও মায়ের শক্তির বর্ণনা করতে গিয়া মা স্বয়ং বলেছেন যে এই শক্তি সাধনার খেলার সময় তার শরীর থেকে তাঁকেই আদেশ করেছিলেন। মা বলছেন, "একদিন স্পষ্ট আদেশ হইল, আজ হইতে কাহাকেও প্রণাম করিতে পারিবে না'। জিজ্ঞাসা করিলাম, 'তুমি কে?' উত্তর হইল, 'আপনার শক্তি' (শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী প্রসঙ্গ, ৩য় ও ৪র্থ ভাগ, পৃ০ ২১৪)। সাধনার খেলার পরও মাতৃলীলায় যে শক্তির বা বিভূতির প্রকাশ হত তাতে মায়ের ইচ্ছে অনিচ্ছের কোন কথা ছিল না, মায়ের খেয়ালে স্বভাবের প্রেরণায় তা সংঘটিত হত।

(ক্রমশঃ)

☆

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গুরুপ্রিয়াদিদির ডায়েরীর কয়েক পৃষ্ঠা

শ্রী গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের মহাপ্রয়াণ

—কুমারী চিত্রা ঘোষের সৌজন্যে

১২ই জুন, ১৯৭৬, কনখল

আজ খবর আসিল শ্রী গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় আজ দেহরক্ষা করিলেন। আজ সন্ধ্যায় মার অন্যত্র যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু মার নাকি খেয়াল হইতেছিল যাই কি না যাই। ইহার মধ্যেই কাশী হইতে পানুর ফোন দ্বারা খবর আসিল যে আজ বৈকাল ৫টা ২০ মিনিটে দেহরক্ষা করিলেন। কবিরাজ মহাশয়ের শরীর খুব খারাপ ছিল বলিয়া মা বিরজানন্দকে কাশী পাঠাইবার সময় তাহার হাতে একছড়া চন্দনের মালা দিয়া বলিয়া দিলেন—"যে অবস্থাতেই থাকুক পরাইয়া দিও"। পরে মার মুখে শুনিলাম মা নাকি দিদিমার মন্দিরের সামনে দাঁড়াইয়া আপন মনেই বলিতেছিলেন যে—"ইহারা যেন গিয়া পায়"। গঙ্গালহরীতে মা যখন ছিলেন তখন সূক্ষ্মে দেখিলেন—গোপীবাবা মার কাছে আশিয়া বলিতেছেন—"মা তুমি আমার বুকে হাত রাখ"। মাও স্নেহের সহিত তাঁহার বুকে হাত রাখিলেন। তিনি নাকি বলিলেন—"মা তুমি ছাড়া আমার আর কেহ নাই"। কবিরাজ মহাশয় মাকে খুবই শ্রদ্ধা ভক্তি করিতেন। তিনি মার ভোগ না হইলে প্রসাদ না নিয়া এই অসুস্থ শরীরেও বসিয়া থাকিতেন। কেহ খাবার নিয়া গেলে বলিতেন—"তোমরা কি জাননা? মার প্রসাদ না নিয়া খাইনা"। খাবার ফিরাইয়া দিতেন। মা আজ বলিলেন যে বাবাকে দেখার জন্যই মাঝে মাঝে কাশী যাওয়া হইত। মা বলিলেন যে কাল কবিরাজ মহাশয়ের জন্য শিব পুরাণ পাঠ করা হইবে।

১৫ই জুন, ১৯৭৬—

আজ শিব পুরাণ পাঠ আরম্ভ হইয়াছে। হয়ত কাল শেষ হইবে। মা আজ সন্ধ্যা বেলায় সাধু কুটিয়ায় চলিয়া গেলেন। ওখানেই থাকিবেন বলিলেন। আমাকে আজ সন্ধ্যা বেলায় যাইতে নিষেধ করিলেন। আগামী কল্য যখন ইচ্ছা যাইতে বলিলেন। মনটা খারাপই হইল, কিন্তু উপায় ত নাই। পানু বা বিরজানন্দ, নির্মল কেহই ফিরিয়া আসে নাই।

১৬ই জুন, ১৯৭৬—

আঝ বিরজানন্দ ও পানু ফিরিয়া আসিয়াছে। পানুর কাছে শুনিলাম। পানু বলিল "কবিরাজ মহাশয়ের শরীর কয়েকদিন যাবতই খারাপ চলিতেছিল। একদিন এক বোতল গ্লুকোজ দেওয়া হইল আশ্রমেই তাঁহার শুইবার ঘরে।

তারপর তাঁহার রক্ত দেওয়ার প্রয়োজন বুঝিয়া আমাদের হাসপাতালেই নিয়া যাওয়া হইল। সেইখানেই ভর্ত্তি করা হইল। হাসপাতালের সুপারিনটেনডেন্ট ডাঃ জগন্নাথ চ্যাটার্জী ও ডাক্তার উপদেশ মাথুর ইহারা খুবই যত্ন করিয়া চিকিৎসা করিতেছেন। মা বলিয়া পাঠাইয়া ছিলেন "কাশীর সব বড় বড় ডাক্তারকে দেখাও"। তাই করা হইল। হাসপাতালে তাঁহাকে কাশীর মহারাজা ও অন্যান্য অনেক বড় বড় পণ্ডিতরা এবং দুই ইউনিভারসিটিরই ভাইস্ চ্যান্সেলার দেখিতে গিয়াছিলেন। হাসপাতালে ৩।৪ দিন মাত্র ছিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চিকিৎসার কোন ত্রুটি হয় নাই। দুই বোতল রক্ত ও গ্লুকোজ দেওয়া হইল। কিন্তু বিশেষ কোন লাভ দেখা গেল না। ক্রমশঃই খারাপ হইতে লাহিল। নাড়ী ভালই ছিল সকলেই আশা করিতেছিল এবার হয়ত আরোগ্য লাভ করিবেন। হঠাৎ দেখা গেল ব্লাডপ্রেসার আজ দ্রুতভাবে কমিয়া যাইতেছে। তখন সকলের ভয় পাইল। পানু এই অবস্থা দেখিয়া নাম করিতে বলিল। সঙ্গে সঙ্গেই দেখা গেল একটু কাশি হইল সঙ্গে সঙ্গেই রক্ত বমি হইয়া প্রাণ বায়ু ত্যাগ হইয়া গেল। গত ১২।৬।৭৬ তারিখে বিকাল ৫টা ২০ মিনিটে তিনি দেহ রক্ষা করিলেন। তখন নাম করিতে করিতে তাহাকে আশ্রমে নিয়া আসিয়া চণ্ডী মণ্ডপের সামনে রাখা হইল। প্রায় ৪ঘন্টা শরীর আশ্রমে ছিল এবং কন্যাপীঠের মেয়েরা এই ৪ঘন্টাই কীর্তন করিল। তারপর ফুল মালা দিয়া সাজাইয়া খোলা ট্রাকে করিয়া তাঁহার সিগরার বাড়ীতে নিয়া যাওয়া হইল। সেইখানে কিছু সময় রাখিয়া মণিকর্ণিকায় নিয়া যাওয়া হইল। রাত ১২টায় মহানিশায় ধ্যান প্রত্যহই করিতেন। দেখা গেল ঠিক সেই সময়তেই তাঁহার মুখাগ্নি করা হইল।

সেইদিনই রেডিওতে এই খবর আমরা শুনিলাম। পরদিনই বিভিন্ন পত্রিকায় এই খবর প্রকাশিত হইল। মার কাছে আজ এই সব কথাবার্তা হইল।

মার শরীর বেশ খারাপ চলিতেছে। সব সময় তা সকলে জানিতেও পারে না। কিন্তু কখনও দেখা যাইতেছে মুখ, চোখ, ঠোঁট খুবই ফোলা। বলেন, "ভিতরটা ও ফুলিয়া গিয়াছে। কিন্তু সেজন্য কিছুই বিশ্রাম নিতেছেন না। যেমন চলার চলিয়া যাইতেছেন।

কবিরাজ মহাশয়কে কয়েক বছর পূর্বে গভর্ণমেন্ট মহামহোপাধ্যায় ও পদ্মবিভূষণ উপাধি দিয়াছিলেন। এত বড় বিদ্বান বিখ্যাত হইয়াও তাঁহার স্বভাব নম্র, শান্ত ছিল। বহুলোক আশ্রমে তাঁহাকে দর্শন করিতে যাইতেন। পানুকে কবিরাজ মহাশয়ের লোকেরা কবিরাজ মহাশয়ের কাজে যাইতে বলিয়া দিয়াছেন তাই পানু কাশী চলিয়া গেল। সঙ্গে জয়া ও গৌরী ও গেল। ইহারা গরমের ছুটিতে এখানে আসিয়া ছিল।

মা আজ সাধু কুটিয়া হইতে আশ্রমে আসিলেন। আগামী কল্য গুরু পূর্ণিমা উপলক্ষ্যে মার দেরাদুন যাওয়ার কথা। রাজাবেনের (খৈতান) ওখানে গুরুপূর্ণিমা করিবার কথা হইয়াছে।

☆

বিশেষ সূচনা

আগামী ১৮ই-১৯শে আগষ্ট শ্রীশ্রীমায়ের পুরী আশ্রমে ঝুলন পূর্ণিমা উপলক্ষে একটি বিশেষ উৎসবের আয়োজন করা হইতেছে। ইহার সূচনা ইতিপূর্বেই ভক্তদের নিকট পাঠান হইয়াছে। যাঁহারা এই উৎসবে যোগদান করিতে ইচ্ছুক তাঁহারা অতি অবশ্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় কবে, কোন ট্রেনে এবং কয়জন যাইবেন বিস্তারিত বিবরণ সহ জুলাই মাসের মধ্যে পত্র দ্বারা যোগাযোগ করিবেন—

— ব্রহ্মচারী গোলোকানন্দজী
শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী আশ্রম
স্বর্গদ্বার, পুরী-৭৫২০০১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মায়ের কথা

(আট)

—শ্রী নিগমকুমার চক্রবর্তী

যচ্চাপি সর্বভূতানাং বীজং তদহমর্জুন।
ন তদস্তি বিনা যৎ স্যান্ময়া ভূতং চরাচরম্॥৩৯
নান্তোহস্তি মম দিব্যানাং বিভূতীনাং পরন্তপ।
এষ তুদ্দেশতঃ প্রোক্তো বিভূতের্বিস্তরো ময়া॥৪০
যদ্ যদ্ বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোহংশসম্ভবম্॥৪১
অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ॥৪২

উপরিলিখিত তিনটি শ্লোক শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার দশম অধ্যায়ের শেষ তিনটির উদ্ধৃতি। মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ কর্তৃক সম্পাদিত মূল, অন্বয়, মূলের অনুবাদ শাঙ্করভাষ্য, আনন্দগিরিটীকা এবং ভাষ্যানুবদ সমেত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ৭ম সংস্করণ (সংশোধিত ও পরিমার্জিত) থেকে এই তিনটি শ্লোকের আলোচনায় নিম্নলিখিত অনুবাদ ও ভাষ্যানুবাদ পাওয়া যায়

অনুবাদ- হে অর্জুন। সকল ভূতের যাহা কিছু বীজ, তাহা আমিই। যাহাতে আমি নাই, এমন চর বা অচর বস্তু অর্থাৎ স্থাবর বা জঙ্গম কিছুই হইতে পারে না॥ (শ্লোক ৩৯)

ভাষ্যানুবাদ- যাহা কিছু সকল ভূতের 'বীজ' অর্থাৎ প্ররোহকারণ, হে অর্জুন, আমিই তাহা। প্রকরণের উপসংহার করিবার জন্য বিভূতির সংক্ষেপ করিয়া বলিতেছেন যে,–চরই হউক বা অচরই হউক, এমন কোন ভূতই থাকিতে পারে না, যাহা আমার সহিত সংসৃষ্ট নহে; যে বস্তুতে আমি নাই, আমি যাহা পরিত্যাগ করি, তাহাই শূণ্য অর্থাৎ নিরাত্মক; (সুতরাং তাহা থাকিবে কি প্রকারে?) এই কারণে সকল পদার্থই মদাত্মক অর্থাৎ আমি সকল বস্তুর আত্মা॥ (শ্লোক ৩৯)

অনুবাদ- হে পরন্তপ! আমার দিব্য বিভূতিগণের অন্ত নাই। এই মদীয় বিভূতির বিস্তার আমি যৎকিঞ্চিৎ বলিলাম॥ (শ্লোক ৪০)

ভাষ্যানুবাদ- নান্তোহস্তি ইত্যাদি শ্লোকের অর্থ। হে পরন্তপ! আমার দিব্য 'বিভূতি' বিস্তারের অন্ত নাই। সর্বাত্মা ঈশ্বরের দিব্য বিভূতি সমূহের ইয়ত্তা কেহ বর্ণনা করিতে বা জানিতে পারে না। আমার বিভূতির বিস্তর এই আমি 'উদ্দেশতঃ' অথবা একদেশতঃ বলিলাম॥ (শ্লোক ৪০)

অনুবাদ- যে যে বস্তু বিভূতিসম্পন্ন, সুন্দর ও উৎসাহপরিপূর্ণ সেই সেই বস্তুকেই তুমি আমার তেজোময় অংশ হইতে উৎপন্ন বলিয়া জানিবে॥ (শ্লোক ৪১)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাষ্যানুবাদ- যদ যদ ইত্যাদি শ্লোকের অর্থ। লোকে যাহা যাহা 'সত্ত্ব' বস্তু 'বিভূতিমৎ' বিভূতিযুক্ত শব্দের অর্থ লক্ষ্মী, সেই লক্ষ্মীর যুক্ত, বা 'উর্জিত' উৎসাহসমন্বিত, তাহাকে তাহাকেই তুমি আ 'তেজোহংশসম্ভবঃ' বলিয়া জান, তেজোহংশ শব্দের অর্থ আমার অর্থাৎ ঈশ্বরের তেজের একদেশ, তা যাহার উৎপত্তিহেতু, তাহাকেই তেজোহংশসম্ভব বলা যায়॥ (শ্লোক ৪১)

অনুবাদ- অথবা (হে) অর্জুন, তোমার এই সকল বিশেষ করিয়া জানিয়া কি লাভ? এইমাত্র জানি যথেষ্ট হইবে যে, আমি নিজের একাংশ মাত্রের দ্বারা এই সমুদয় বিশ্ব ব্যাপিয়া বিদ্যমান আছি॥ (শ্লোক ৪

ভাষ্যানুবাদ- অথবা ইত্যাদি শ্লোকের অর্থ। অথবা বহু এই প্রকার অনেক অবশিষ্ট (বাকী) রা জ্ঞাত হইলে হে অর্জুন! তোমার কি ফল হইবে? অশেষভাব (সামান্যরূপে) যাহা বলিতেছি, তাহা 'একাংশ' একটি মাত্র অবয়ব অর্থাৎ নিজের একটি পাদ, যাহা সর্বভূত স্বরূপ, তাহা দ্বারা এই স জগতকে বিশেষরূপে স্তব্ধ করিয়া (সর্বাংশে ব্যাপিয়া) আমি অবস্থিত রহিয়াছি। বেদের মন্ত্রাক্ষরে ও অ যে, 'এই পরমেশ্বরের একটি মাত্র পাদস্বরূপ এই ভূতনিচয়' ইত্যাদি॥ (শ্লোক ৪২)

এই চারটি শ্লোক ও তাহার অনুবাদাদি দ্বারা এ প্রবন্ধটি আরম্ভ করার উদ্দেশ্য 'মা' কে, জগৎজননী বিশ্বরূপাকে, পরমব্রহ্মময়ী নারায়ণীকে স্মরণ করা। সেই স্মরণমাত্রেণ নিজ অন্তরস্থিত আত্মাকে শীঘ্রি পরমাত্মার সঙ্গে যুক্ত করার প্রক্রিয়াটি আরম্ভ হয়ে যায়, যেমনটি হয়ে যায় "জয় মা" জপে ও মাতৃ ইষ্টমন্ত্র জপে। প্রক্রিয়াটি "মায়ের" কাছেই শোনা ও জানা। "চলতে ফিরতে করতে থেকো, বাবা (অ মা)"-এই নির্দেশ অনেকেরই শোনা ও জানা। সংযোগের বিচ্ছেদেই দুঃখ-কষ্ট-অভাববোধ ঘিরে ধরে, না হলে আনন্দ, সদানন্দ ও চিদানন্দ ক্রমে ক্রমে এগিয়ে নিয়ে চলে সচ্চিদানন্দের কাছে। পূর্বলি প্রবন্ধগুলিতে এই ভাবনার স্পর্শ থাকলেও, প্রতিটি স্পর্শই যে মাতৃকৃপাশীর্বাদ সেটাই মনে করার চে চলতে থাকা।

গীতার বিভূতিযোগ অধ্যায় আপন বিভূতির বর্ণনা দিতে গিয়ে শ্রীভগবান উপরিলিখিত শেষ চ শ্লোকে জানাচ্ছেন যে কত আর বলবেন। তাঁর বিভূতির অন্ত নেই, তাঁর অনন্ত সৃষ্টির মধ্যেই তাঁর অনন্তবিভূ প্রকাশ, যেটুকু জানালেন সেটুকু ভূমিকা মাত্র। তার থেকেই বুঝে নিতে হবে তাঁর বিভূতির প্রশস্তি। এ theory টুকু বোঝা ও আয়ত্ত করার পাঠ। পরবর্তী অধ্যায় practical class-- বিশ্বরূপদর্শনযোগ। theoryর পাঠ ও practical class একসঙ্গেই চালিয়ে যাচ্ছেন, ধাপে ধাপে এগিয়ে নিয়ে যেতে সেই মহাজী পথে, যে জীবন লাভ করলে আর ফিরতে হবে না।

"ন তদ ভাসয়তে সূর্যো ন শশাঙ্কো ন পাবক
যদ গত্বা ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম॥"
(পুরুষোত্তম যোগ অধ্যায়ের চতুর্থ শ্লোক)

এই প্রসঙ্গে এপ্রিল ২০০৪ সংখ্যায় প্রকাশিত "মায়ের কথাতে" লেখাটি থেকে কয়েকটি পুনরুদ্ধৃত করছি–

সূর্যচন্দ্র নেইকো সেথায়, নেইকো তারার হীরকমালা
নেইকো পূজার বেদী ঘেরা অর্ধ-খালি ববণডালা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চিন্ময় ও চিরন্তনের বুকের উপর চিরন্তনী
চিন্ময়ী সেই চিৎ-শক্তি করছেন সদানন্দ-লীলা॥
উড়ে যা মন ওই মহাকাশে, পথের যেথায় নেই ঠিকানা
ঘটবে সেথায় দৃশ্যান্তরের পরে যে তোর প্রাপ্তি নানা
সেই প্রাপ্তির চেয়ে অধিক প্রাপ্তি কোথাও মিলবে না রে-
মিটবে যে তোর সকল তিয়াস, খুঁজবি না আর ঘর-বিছানা॥"

মায়ের কৃপায় মহাজীবন লাভ করতে গেলে, যেখান থেকে ফিরে আসার "রিটার্ণ টিকিট" কাটার প্রশ্ন ওঠেনা, যে পথ দিয়ে এই জীবন চলতে হবে তার সন্ধন তো 'মা' দিয়েছেন। সেই সাধন পথের অনেক অভিজ্ঞতার কথা বলেছি, প্রতিবারেই আরও এগিয়ে চলার নির্দেশ পেয়েছি। এটি একটি প্রাক্তন অভিজ্ঞতা। পথের শেষ কোথায় ও কতদিনে সে পথ অতিক্রম করে 'মা'র কাছে পৌঁছাতে পারবো জানি না। এই প্রবাস থেকে স্বস্থানে পৌঁছানোর পথ দিয়েই 'মা' নিয়ে চলেছেন সকল কর্মবন্ধন থেকে মুক্তি দিতে। চরৈবেতি চরৈবেতি চরৈবেতি।

(ক্রমশঃ)

☆

অনন্তরূপিণী মা

(গান)

—চিন্ময় মুখোপাধ্যায়

এই বিশ্বব্রহ্মান্ডে অগণিত মন্দির, তীর্থস্থান ইত্যাদি ছড়িয়ে আছে, যেখানে ভগবান বিভিন্ন রূপে বিরাজমান, তাই মনে প্রশ্ন জাগে-কোনটি ভগবানের আসল রূপ? আমার ভগবানকে দর্শন করা হয় নি, তবে শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী কে দর্শন করা ও তাঁর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করার সৌভাগ্য হয়েছে। আমার কাছে আমার গুরু অর্থাৎ শ্রীশ্রীমাই ভগবান। তাই মায়ের কাছে এই অধমের জিজ্ঞাসা –

সুর - ভৈরবী
তাল - কাহরবা

জগৎ জুড়ে ছড়িয়ে আছে তোমার ঠিকানা।
(মাগো) তাইতো তোমার দুয়ার হতে কেউ তো ফেরে না॥

যখন তুমি ডাকলে মোরে সাড়া আমি দিলাম না যে,
তোমায় আমি চিনিনি তাই দিশা পেলাম না॥

বিশ্ব মাঝে তুমি এসে লীলা মাগো করেছিলে।
অনন্তরূপ তোমার মাগো, আমি বুঝি না–

তুমি কৃষ্ণ, তুমি রাধা তুমি শিব তুমিই তারা,
(ওমা) কোনরূপে যে পূজি তোমায় আমায় বলো না–॥

CC-0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমরা ক'জন বাংলাদেশে

শ্রী স্বপন গাঙ্গুলী - কোলকাতা
শ্রী বিরেন মৈত্র - মালদহ
শ্রী অঞ্জলি চ্যাটার্জী - নিউ দিল্লী (নওদা)
শ্রীমতী মাধবী মুখার্জী - নিউ দিল্লী (নওদা)
শ্রী ভোলানাথ ব্যানার্জী - পুরুলিয়া
শ্রী উমাপদ চ্যাটার্জী - বর্দ্ধমান
শ্রীমতী গোধুলী দত্ত - নিউ দিল্লী
শ্রীমতী গোপা ঘোষ - নিউ দিল্লী
শ্রীমতী নন্দিতা দত্ত - কোলকাতা
শ্রী মনোতোষ পাইন - কোলকাতা
শ্রী প্রিয়তোষ চৌধুরী - কোলকাতা
শ্রীমতী শুক্লা হাজরা - কোলকাতা
শ্রীমতী বনশ্রী সামন্ত - কোলকাতা
শ্রী দ্বিজেন মিত্র - আগড়পাড়া
শ্রীমতী নন্দিতা মিত্র - আগড়পাড়া
শ্রীমতি স্থিতি ভট্টাচার্য্য - নিউ দিল্লী
শ্রীমতী মঞ্জু চৌধুরী - কোলকাতা
শ্রীমতী কোয়েলী চ্যাটার্জী - কোলকাতা
শ্রীমতী পূর্ণিমা পাইন - কোলকাতা

আমাদের যাত্রা হলো শুরু
ওগো মা তোমারে করি নমস্কার,
এখন বাস ছাড়ুক, গতি বাড়ুক
ফিরবো না-গো আর,
মা-গো তোমারে করি নমস্কার॥

ভোরের সূর্য্য উদয় হওয়ার আগেই আমরা যে-যার আবাস স্থান থেকে একটি গন্তব্যস্থলের দিকে রওনা হয়ে পড়ি, গন্তব্যস্থলটি হলো লবণ-হ্রদের ঢাকা-কোলকাতা বাস টার্মিনাস। পাসপোর্ট চেক্-ইনের জন্য সকাল ছয়টার মধ্যে আমাদের হাজির হতে হবে বাস টার্মিনাসে। আমরা উনিশজন ঢাকা অভিমুখে যাওয়ার জন্য বাস টার্মিনাসে মিলিত হলাম। আমরা ছিলাম বহু (১৯জন), হলাম এক (একটি দল)। বাসের কর্মীরা আমাদের জিনিষপত্রে পরিচয়-পত্র লাগিয়ে বাসের পেটে ও মাথায় চালান করে দিলো। আমরা বাসের মধ্যে প্রবেশ করে যে-যার নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন করলাম। আমাদের দলটির অধিনায়ক ছিলেন মায়ের একনিষ্ঠ ভক্ত ও কর্মবীর স্বপন গাঙ্গুলী। তিনি এই দর্শনের আয়োজন না করলে-একক ভাবে মায়ের জন্মস্থান ও ঢাকা ঘুরে আসা আমাদের পক্ষে সম্ভব হতো না। মায়ের কাজে তার প্রবল উৎসাহ ও আগ্রহ এবং অসম্ভব ইচ্ছাশক্তির মিলিত প্রয়াসে, কর্মের মাধ্যমে এবং মায়ের অজস্র কৃপা ও করুণা প্রাপ্ত হয়ে বিভিন্ন প্রান্তে ভক্তদের নিয়ে মায়ের অনুষ্ঠান করে চলেছেন। মায়ের আশীর্ব্বাদ।

জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ ও ভক্তিযোগের মিলিত প্রয়াসে, আশী বছরে উপনীত মায়ের একনিষ্ঠ কর্মবীর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri Siddhanta Gyan Kosha Trust. Funding by MoE-IKS

সাধক শ্রদ্ধেয় শ্রী পানুদার কথা না বললে এই লেখা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। এই বয়সেও শরীরের সমস্যা নিয়েও যে তিনি সুদূর বারাণসী থেকে এসেছেন সব ব্যবস্থাপনার জন্য তা দেখে আমাদের মনে বিস্ময় জাগে। তাই ভাবি, মায়ের অশেষ কৃপা ও করুণা না থাকলে এত পরিশ্রম করা হয় তো সম্ভব হতো না। মাগো, প্রার্থনা জানাই- তোমার অজস্র কৃপা করুণা ধারায় আমাদের সকল মাতৃ-সন্তানের উপর বর্ষিত হোক-আর আমরা শ্রদ্ধেয় পানুদা ও স্বপনদার পরিচালনায় বিভিন্ন প্রান্তে তোমাকে নিয়ে যেন আনন্দের হাট বসিয়ে যাই।

আমাদের বাংলাদেশ পরিক্রমায় ফিরে আসি। বাস দশটার কাছাকাছি সময়ে সীমান্ত-ভূমিতে প্রবেশ করে। তিন ঘন্টা সময় ধরে সীমান্ত কর্মীরা নিয়মের বেড়াজালে আমাদের ফেলে কর্তব্য পালন করার চেষ্টা করে। অবশেষে বাস মুক্তি পেয়ে কালো সুন্দরীর বুকের উপর দিয়ে দৌড়তে শুরু করে। ১-১৫ মিনিটে সীমান্ত ভূমির পেট্রাপোল ও বেনাপোল অতিক্রম করলাম। বেনাপোলের এই জায়গাটির নাম শার্শা। যশোর ও ফরিদপুরের মধ্যে দিয়ে এই পথ ঢাকা অভিমুখে এগিয়ে চলেছে। মাগুরায় একটি হোটেলে মধ্যাহ্ন ভোজনের বিরতি পেয়ে আমরা কিছুটা তাজা হওয়ার চেষ্টায় বাস থেকে নেমে পড়ি। তখন বেলা তিনটে বেজে গেছে। কুড়ি মিনিটের বিরতির পর আবার পথ-চলা শুরু। কিছুক্ষণের মধ্যেই ফির-ঘাটে পৌঁছে যাই। পদ্মা নদীতে দাঁড়ানো দৈত্যাকার লঞ্চের বুকের উপরে বাসটি উঠে পড়ে। অনেক বাস ও লরি সারিবদ্ধ ভাবে পাশাপাশি দন্ডায়মান। সকলেরই গন্তব্যস্থল পদ্মা-নদীর ওপার। এ পার-ও পারের একমাত্র সংযোগ স্থল এই ফেরি-ঘাট। দৈত্য-লঞ্চটি আমাদের ও-পারে নামিয়ে দিতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করে। আবার পথ চলা শুরু। ফরিদপুর ও আরও গ্রাম এবং ছোট শহর অতিক্রম করে অবশেষে সন্ধ্যা ৭-৩০টা নাগাদ ঢাকা পৌঁছাই।

ঢাকায় মায়ের সিদ্ধেশ্বরী মন্দিরের কর্ম-কর্তারা গাড়ী নিয়ে অভ্যর্থনা জানান। ঢাকেশ্বরী মন্দিরের অতিথি-ভবনে থাকার বন্দোবস্ত করা হয়েছিল। সেখানে পৌঁছে স্বপনদা আমাদের সাথে পরবর্তী অনুষ্ঠান-লিপি নিয়ে ছোট্ট আলোচনায় বসেন এবং কিছু সময়ের জন্য দলটি বিভক্ত হয়ে পড়ে। ছ'জনের ছোট্ট দলটি ১-লা মে রাত্রে চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার অভিমুখে রওনা হয়ে যাবে। স্বপনদা সিদ্ধেশ্বরী মন্দিরে চলে গেলেন-আমরা অল্প আহার গ্রহণ করে ক্লান্ত শরীরটিকে নিয়ে যে-যার ঘরে চলে যাই। পরেরদিন ১-লা মে যে যেমন ভাবে ঘুরে দুপুরে সিদ্ধেশ্বরীতে প্রসাদ গ্রহণ করলাম। ফিরে এলাম ঢাকেশ্বরীর অতিথি ভবনে। সন্ধ্যায় আমরা ছ'জনের একটি দল বাসে ও রিক্সায় রামকৃষ্ণমিশনে যাই। রামকৃষ্ণমিশন দর্শন করে ঐ রিক্সা তিনটিতেই আবাস স্থানে ফিরে আসি। রাত্রে খাওয়া-দাওয়া সেরে ডঃ অঞ্জলিদি ও সহ-যাত্রীরা চট্টগ্রামের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেলেন। ১-লা মে সকাল দশটা নাগাদ স্বপনদা ও ব্রাহ্মণ বাড়িয়ার শ্রী পিনাকীদা মায়ের পবিত্র জন্মস্থান খেওড়ার উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যান। আমাদের দ্বিতীয় দলটিকে নির্দেশ দিয়ে যান আগামীকাল দুপুরে খাওয়ার পরেই যেন খেওড়ার উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যাই। এই সময় সংক্ষেপের মধ্যেই আমরা ছ-জনের একটি দল বারদীতে বাবা লোকনাথের সমাধি-মন্দির দর্শন করে আসি। তারপর খেওড়া রওনা হয়ে যাই। বারজনের দলটির ভুল পথ-পরিক্রমায় ব্রাহ্মণ-বাড়িয়ায় পৌঁছতে অধিক বিলম্ব হয়। জাতীয় সড়কে স্বপনদা ও পিনাকীদা আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। রাত্রি প্রায় ৮টা বেজে যাওয়াতে তাঁরা ভীষণ চিন্তান্বিত হয়ে পড়েছিলেন। তার উপর চারিদেক ঘুটঘুটে অন্ধকার। পাশের লোককে চেনার উপায় নেই। অবশেষে তাঁদের অপেক্ষার পরিসমাপ্তি ঘটে এবং চিন্তা ও দূরীভূত হয়। অন্ধকারের মধ্যেই টর্চের আলোর সাহায্যে অনেকগুলো রিক্সা জোগাড় করে আমাদের খেওড়া গ্রামে মার আশ্রমে নিয়ে আসেন। আশ্রমে পা রাখার পরেই মায়ের উপস্থিতি অনুভব করি। কিছু সময়ের জন্য আমি নিজের মধ্যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ছিলাম না। মনে হলো মা-স্বয়ং তাঁর গ্রামে আমাদের বরণ করলেন। ধন্য তুমি হে মাতা, তোমার রাঙ্গা শ্রীচরণে সহস্রকোটি প্রণাম। আমাদের থাকার ব্যবস্থা হলো মায়ের নামে স্কুল বাড়ীর দোতলায়।

৩রা মের সকাল থেকেই গ্রামের মানুষের মধ্যে উৎসবের আনন্দ প্রকাশ হতে দেখলাম। আশ্রমে ভক্তদের আগমন শুরু হলো। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ দুপুরে একটি অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন। বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ছাত্র-ছাত্রীরা সারিবদ্ধ ভাবে বসে থাকে। বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক ঘোষকের ভূমিকায় ছিলেন। শ্রদ্ধেয় পানুদা, মানিক মহারাজ, স্বপনদা ও বিশেষ অতিথিবৃন্দকে ফুলের স্তবক দিয়ে আপ্যায়িত করা হয়। আনন্দময়ী বিদ্যলয়ের উন্নতি-কল্পে ৬০ হাজার টাকা ভক্তদের কাছ থেকে দান হিসাবে গৃহিত হয়। সমাপ্তিতে পানুদা ছাত্র-ছাত্রীদের মায়ের প্রসাদ বিতরণ করেন। দুপুরে বিদ্যালয়-প্রাঙ্গণে শৃঙ্খলাবদ্ধ ভাবে বসে প্রায় ১৫০ মানুষ মায়ের মহাপ্রসাদ গ্রহণ করলেন। সকাল থেকেই নাম-গান চলিছিল। সন্ধ্যায় মায়ের আশ্রমের সামনে গ্রামের মানুষেরা নাম ও কীর্তন গাইছিল আমরাও এই আসরে গানে অংশগ্রহণ করি।

রাত্রি নয়টায় অন্ধকার পথে গ্রামের মানুষের সাহায্য নিয়ে আমরা মায়ের জন্মস্থান আতুর-ঘরে হাজির হই। এই আতুর ঘরই এখন মায়ের মন্দির। মন্দিরে মায়ের একটি ছোট মূর্তি স্থাপন করা হয়েছে। শিব-লিঙ্গ রয়েছে। একপাশে মায়ের একটি ফটো। এখানেই মায়ের ১৯শে বৈশাখ আবির্ভূতা ক্ষণটি পালিত হলো। আমরা ও গ্রামের ভক্তরা মন্দিরের চারিপাশে যে খালি জায়গাটুকু ছিল-সেখানেই একে অপরের সাথে সমঝোতা করে বসে পড়লো। সুশৃঙ্খল ভাবে মহিলারা একদিকে অন্যদিকে পুরুষেরা বসে মায়ের নাম ধরলো। স্বপনদা দুজন সহকারী নিয়ে পানুদার নির্দেশে পূজার সামগ্রী এগিয়ে দিচ্ছিল। মানিক মহারাজ আজকে মায়ের পূজারী। সমস্ত পরিচালনায় পানু মহারাজ। পানুদা মন্দিরের বারান্দায় বসে সব কিছু আদেশ ও নির্দেশ দিচ্ছিলেন। রাত্রি ৩ থেকে মায়ের পূজো আরম্ভ হলো। জগত জননী মা সচ্চিদানন্দময়ী মা-আনন্দ-স্বরূপা পূর্ণ ক্ষণটিতে আবির্ভূতা হলেন। শঙ্খ ধ্বনি ও উলি ধ্বনি দিয়ে মায়ের জন্ম লগ্নটিকে বরন করা হলো। সেই শুভ ক্ষণটিতে দেখা গেল মায়ের মন্দিরের ছাদে একটি সাদা পায়রার আগমন। বিস্ময় জাগে এত ভক্তের গুঞ্জন ও উপস্থিতি সত্ত্বেও সাদা পায়রাটির নির্ভীক ভাবে কিছুক্ষণ মন্দিরের ছাদে পায়চারী। তবে কি স্নেহময়ী মা ঐ ক্ষণেই তাঁর আগমন করে আমাদের জানান দিলেন? ধন্য তুমি মা জননী যুগ-যুগান্ত ধরে কৃপা করে আসছো-এখনও করছো-আর দিনেও করবে। 'জয় মা'। পানুদা ঘোষণা করলেন ৩-১৫ মিনিট থেক ৩-৪৫ মিনিট পর্যন্ত মৌন থাকতে হবে সেভাবেই মৌন-ব্রত পালিত হলো। পানুদা বললেন এখন 'মা-নাম' করুন। গ্রামের হিন্দু-মুসলমান ছেলেরা মিলিতভাবে খোল-করতাল সহযোগে 'মা-নাম' শুরু করলো। শুধু 'মা-নামে' এত মাদকতা, এত উদ্মাদনা ভাব আনা যায় এদের না দেখলে বিশ্বাস করতাম না। ১৫।১৬ বছর থেকে ৩৫।৪০ বছরের ছেলেরা 'মা-নাম' খেওড়ার আকাশ-বাতাস মুখরিত করে তুললো। তাদের নামের সঙ্গে খোল-করতালের মধুর আওয়াজ ও সুরের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে যে নৃত্য পরিবেশন করলো-তা দেখে আমরা মুদ্ধ। ব্যক্তিগত ভাবে আমি কোলকাতা ও ভারতে মায়ের যে সব আশ্রমগুলোতে যাওয়ার সৌভাগ্য ঘটেছে সেখানে কোথায় ও শুধু মা-নামে এরূপ ভাব উদ্মাদনা আনতে কোন গায়ক-গায়িকা ও ভক্তদের প্রকাশ করতে দেখিনি। সাবাশ খেওড়ার মায়ের সন্তানেরা তোমাদের থেকে ব্যক্তিগত ভাবে আমরা এই শিক্ষা লাভ করলাম কি ভাব নিয়ে 'মা নাম' উচ্চারণ করতে হয়। আমাদের কানে, রক্তের মধ্যে ও লোম-কূপে এখন ও তোমাদের সুরে গাওয়া 'মা-নাম' গুন গুণ করে ধ্বনিত হচ্ছে। ওদের মা-নামে উদ্মাদনা যেন আয়ত্তের বাইরে যা যায়-তাই পানুদা মাঝে মাঝে হাতের ইসারায় নিষেধ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দিচ্ছিলেন। কিন্তু ওরা মা-নামে পাগল হয়ে গিয়েছিল ভাবের বাঁধকে আয়ত্তে রাখতে পারছিলো না। এই ভাবের মধ্যেই রাত্রির অবসান হলো।

৪ঠা মের ভোরের আলো মা-ময় হয়ে আমাদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়লো আশীর্ব্বাদ হয়ে। মায়ের প্রসাদ বন্টন শুরু হলো। কে আগে প্রসাদ পাবে-তারই রেষারেষি। এক সময়ে প্রসাদ বিতরণ ও শেষ হলো। আমরা আস্তানায় ফিরে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে ব্রাহ্মণ বাড়িয়ায় পিনাকীদার বাড়ী যাওয়ার জন্য তৈরী হলাম। যথা সময়ে তিনখানি মাইক্রো-ভ্যানে আমরা পিনীকীদার বাড়ীতে মধ্যাহ্নের প্রসাদ গ্রহণ করে বিকাল ৫টা নাগাদ ঢাকা অভিমুখে রওনা হয়ে গেলাম। পথে কাল-ভৈরব দর্শন করলাম। সিদ্ধেশ্বরীতে রাত্রি সাড়ে ৮টায় এসে পৌঁছালাম। সিদ্ধেশ্বরী কালীমন্দিরে তিন তারিখের পরিবর্তে চার তারিখ মায়ের অনুষ্ঠান রাখা হয়েছিল আমাদের উপস্থিতির জন্য। আমাদের আসতে কিছু বিলম্ব ঘটায় অনুষ্ঠান শুরু হয়ে গিয়েছিল। ঢাকা সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি, বিশ্ব বিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং আরও গণ্য-মাণ্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। সম্মানীয় অতিথি হিসাবে আমাদের সামনের সোফায় বসানো হয়েছিল। সেমিনারটি ছিল 'মায়ের ব্যক্তিত্ব ও জীবনী'। বহু গণ্যমাণ্য ব্যক্তিরা এবং প্রধান বিচারপতি ইসলাম-ধর্মীয় হয়েও মায়ের সম্বন্ধে যে ভাব ও জ্ঞান প্রকাশ করলেন তা শ্রদ্ধা ও ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য। আমাদের মধ্যে ডঃ অঞ্জলি চ্যাটার্জী মহাশযাকে বলার জন্য অনুরোধ জানানো হয়। কিন্তু তিনি ভীষণ ভাবে ক্লান্ত থাকায় বলতে পারেননি। আমাকে বলার সুযোগ দেওয়ায় আমি নিজেকে ধন্য মনে করি। এ সবই আমার উপর মায়ের কৃপা। আমার সুযোগ পাওয়ার কোন কথাই নেই। মা আমাকে কৃপা করে সুযোগ দিলেন। পরীক্ষা নিলেন আমি 'মা'র সম্বন্ধে কি বলি! 'মা'-গো তোমার রাঙ্গা শ্রীচরণে শত সহস্র কোটি প্রণাম। রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত অনুষ্ঠানে হাজির থেকে আমরা ঢাকেশ্বরী অতিথি ভবনে ফিরে এলাম। ৫ই মে সিদ্ধেশ্বরী কালী বাড়ীতে সাধু ভান্ডারা ছিল এবং আমরাও আমন্ত্রিত ছিলাম। মধ্যাহ্নে প্রসাদ পেয়ে-সিদ্ধেশ্বরী কমিটি দ্বারা আয়োজিত ঢাকা নগর দর্শন পরিক্রমায় আমরা দুটি মাইক্রো-ভ্যানে রমনা-কালী বাড়ী, শাহবাগের গোলঘর মা যে মসজিদে নামাজ পড়েছিলেন, এয়ারপোর্ট, রামকৃষ্ণমিশন এবং বাবা লোকনাথের মন্দির দর্শন করে ঢাকেশ্বরী অতিথি ভবনে ফিরে আসি।

৬ই মে সকাল ৬টার মধ্যে ঢাকা কোলকাতা বাস টার্মিনাসে এসে পৌঁছালাম। খেওড়া ও সিদ্ধেশ্বরী আশ্রম কমিটি সদস্যদের সুন্দর অভ্যর্থনা ও আয়োজনের জন্য অজস্র ধন্যবাদ জানাই। তাদের আপ্যায়নে আমরা মুগ্ধ। অবশেষে খেওড়া সিদ্ধেশ্বরী, ঢাকেশ্বরী এবং ঢাকাকে বিদায় জানিয়ে বাসে উঠে পড়ি। একটি সপ্তাহ কিভাবে কেটে গেলো মায়ের আনন্দ হাটে টের পেলাম না। মা গো যদি আবার কৃপা করো তবে তোমার আবির্ভাব মুহুর্তে ঐ আতুর ঘরে হাজির থাকার চেষ্টা করবো। নিজের অজান্তে কোথায় ও কোন ভূল ত্রুটি ও অপরাধ হয়ে থাকলে নিজগুণে ক্ষমা করে দেবেন। মাগো তুমি ও অপরাধ ক্ষমা করো। "জয় মা"।

সংকলন - শ্রী প্রিয়তোষ চৌধুরী

☆

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুনামি ও মা আনন্দময়ী

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—সতীনাথ

শ্রীশ্রী ঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংস বলতেন—সকল জীবের ভিতর ভগবান আছেন বটে, কিন্তু কোথাও তাঁর প্রকাশ বেশী কোথাও বা কম। ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার ও আদেশ ব্যতীত জীব শিক্ষা বা জীব কল্যাণ ইত্যাদি মানবের হিত সাধন কর্ম করা যায় না। এই জীব শিক্ষা ও জীব কল্যাণ ইত্যাদি মানবের হিত সাধন করতে যে সমস্ত সত্য নিষ্ঠ অবতার স্বরূপ মহাপুরুষগণ এই ধরা ধামে অবতীর্ণ হয়ে তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করেন এবং সংসার জালে আবদ্ধ মোহগ্রস্ত মানবকে সৎচেতনা ও মুক্তি পথের সন্ধান প্রদান করেন তাঁদের জন্মলগ্নে রাশি চন্দ্রর গ্রহ সন্নিবেশ কী রূপ—এ কথা জানতে অনেকেই উৎসুক হন তাই শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী জন্ম কুন্ডলীর গ্রহ সমাবেশ সাধারণ ভাবে আলোচনা করতে সচেষ্ট হয়েছি।

মান-নির্ম্মলা দেবী

শুভ জন্ম - ১৯শে বৈশাখ ১৩০৩ বঙ্গাব্দ

বৃহস্পতি বার ৩০শে এপ্রিল ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দ।

রাত্রি ৩ দন্ড অবশেষে (১ দন্ড-২৪ মিনিট)

জন্মস্থান - বাংলাদেশ, কুমিল্লা জেলায়, খেওড়া গ্রাম

লগ্ন - মীন রাশি - ধনু নক্ষত্র - মূলা

মায়ের রাশি চক্রে বৃহস্পতি রবি ও শনি তুঙ্গস্থ ধর্মকারক ও অধ্যাত্মকারক এই গ্রহগণ অত্যন্ত বলশালী মনো কারক ও গৃহ কারক চন্দ্র বৃহস্পতির গৃহে তুঙ্গ শনি দ্বারা পূর্ণভাবে দৃষ্ট। কাজেই মায়ের রাশি চক্রে গৃহে থাকিয়া ও ত্যাগ, ধর্ম ও সিদ্ধির পূর্ণ প্রকাশ হইয়াছে। চন্দ্র ও রবি পরস্পর নবম-পঞ্চম সম্বন্ধ যোগ করিয়াছেন এবং বৃহস্পতি পঞ্চম স্থানে থাকিয়া লগ্ন নবম ও একাদশে পূর্ণদৃষ্টি দান করিয়াছেন। চন্দ্রের উপর শনির পূর্ণ প্রভাবের ফলে বিবাহাদি সংসার ধর্ম পালন করিয়াও মায়ের তুঙ্গ শনির প্রভাবে ত্যাগ, সংযম, ধৈর্য্য, ন্যায় নিষ্ঠা ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ইত্যাদি সদগুণ সম্পন্না হইয়া সাধনার অতি উচ্চস্তরে আরোহণ করিয়াছেন এবং মুমুর্ষূ মানবের মুক্তি কামনায় সদাব্রতী হইয়া ছিলেন। এবং এখন সুনামি কবলে শোক বিহ্বল ব্যাথা জর্জর দুর্দশাগ্রস্ত মানুষ গুলির জন্য ত্রান সামগ্রী ছাড়াও সেবাকার্য্যের সদাব্রতী হলেন। ঐশ্বরিক ক্ষমতা লাভ ও পূর্ণ চৈতন্য প্রাপ্তি বৃহস্পতি শনির প্রভাব ভিন্ন সম্ভব নহে। রবি চন্দ্র তার বিকাশ করেন মাত্র।

মা বলেছেন-"মা যা বলে তাই করলে মাকে জানা যাবে মাকে জানা মাকে পাওয়া আর মা হয়ে যাওয়া মা মানে "আত্মা" মা মানে ময়"।

মাকে লৌকিক বা অলৌকিক দৃষ্টিতে জানতে চাইলে ভাইজী (জ্যোতিষ চন্দ্র রায়) ও গুরুপ্রিয়া দেবীর (পূর্ব্বাশ্রমের নাম আদরিনী বা খুকুনী) এঁদের জানতে হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জগতের সর্ব মানব তাংর কৃপা প্রার্থী হয়ে আসেন এবং কৃপা ধন্য মা নর লোকে এসে ছিলেন নরাকার পরব্রহ্মা হয়ে যেমন ত্রেতা যুগে শ্রী রাম চন্দ্র এসেছিলেন পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ হয়ে। তিনি জন্মমৃত্যুর অধীনা নন। কলিহত এবং ত্রিতাপ তপ্ত জীবকে আনন্দ দান করার জন্যই তিনি এসেছিলেন। নরলোকে তাই তিনি আনন্দময়ী।

কেউ বলে "মা তো বড় লোকের মা" আমি ও মনে করি মা যে বড় লোকের মা তা সম্পূর্ণ সত্য। কিন্তু বিষয় সম্পত্তির বড় নয় ভক্তের বড় লোক। সঙ্গে সঙ্গে একথাও মনে করি মা সমভাবে গরীবের ও মা। সুনামি, পীড়িতদের ও মা। যাঁরা লৌকিক দৃষ্টিতে মাকে দেখেন তাঁদের যুক্তিতেই আসা যাক্ তাঁরা যখন একই মাতাপিতার পাঁচটি সন্তান তাঁরা সকলে কি সমান? কই তা তো নয় তবে কেন এমন হয়? তাঁদের মাতাপিতা কি নিজ সন্তানের মধ্যে ইচ্ছাকৃত ভাবে এই অসাম্য প্রতিষ্ঠা করেছেন না কি ইচ্ছাকৃত ভাবে তা দূর করতে পারেন? যদি উত্তরে তাঁরা বলেন যে তাঁদের মাতাপিতার অভিসন্ধি তাঁরা জানেন না বা বোঝেন না তবে জিজ্ঞাসা করি মহাশয় গণ আপনারা কি নিজ সন্তানদের সমভাবে গড়ে তুলেছেন? যদি তা করে থাকেন তবে তারা অসম হল কেন? পারেন কি শত চেষ্টাতে এই অসমতা দূর করতে? এর ফলে লৌকিক দৃষ্টিতে মাতৃদর্শন কারীগণ কি বড়ই বিপন্ন বোধ করবেন? সে প্রয়োজন নেই। আসুন আমরা মূল সত্যের অনুসন্ধান করি। সেই সত্য হল যা অসম তা সৃষ্টিগত। কেবল ভূমি দিয়েই ভূমন্ডল গঠিত নয় স্থল আছে, আবার জল ও আছে। একে অপরের অসম। সূর্য্যের যেমন তাপ আছে, চন্দ্রের আছে স্নিগ্ধতা এও একে অপরের অসম এবং সৃষ্টির পক্ষে অপরিহার্য্য। পুরুষ আছে আবার নারী আছে একে অপরের অসম। এ দুয়ের একটি না থাকলে অপরটি অর্থহীন হয় এবং সৃষ্টিও অচল হয়। ব্যবহারিক জীবনের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই একজন জজের অসাধারন বুদ্ধি। সে তুলনায় একজন ঝাড়ুদার বুদ্ধিহীন, সৃষ্টিকর্ত্তা যদি ঝাড়ুদারকে জজের বুদ্ধি দিতেন তবে তিনি (ঝাড়ুদার) কখনই নিজ কাজ করতেন না। কারণ তা না করাটাই হত যুক্তি সম্মত এবং সেক্ষেত্রে ব্যবহারিক জীবন অচল হত। ডোবা যদি কেবলই আক্ষেপ করে বলে 'বরুণ দেব কি নিষ্ঠুর যত জল সবই তো সাগরে তবুও তাকে আরও জল দেয় আমার এত কম জল, তবু আমাকে জল দেয় না' এ থেকে বুঝতে হবে যে তার আধার জ্ঞান একেবারেই নেই, তাই তার এত দুঃখ। শিক্ষক মহাশয় ছাত্রদের পড়ান। পরীক্ষায় তাদের গুণগত এবং মানগত অসাম্য হয়। কিন্তু কেন এমন হয়? শিক্ষক মহাশয় কি পক্ষপাত দোষদুষ্ট? এই অসাম্য আধার গত। "বড় লোকের মা" এই বলে যাঁরা আক্ষেপ করেন তাঁরা কি একবার ও ভেবে দেখেছেন কত নিরাশ্রয়, অনাথ অসহায় মায়ের কৃপা লাভে ধন্য হয়েছেন। আমাদের মনোমুকুর যদি আমরা মলিনতামুক্ত করতে পারি একমাত্র তবেই আমরা মাতৃস্বরূপোলব্ধি করতে সমর্থ হব। নান্য পন্থা বিদ্যতে। বাক্‌বৈদগ্ধে নয়, হৃদ-কমলে যদি মাকে আসন দিতে পারি, তবে আমাদের চতুবর্গফল লাভে কোনও বাধাই থাকতে পারে না কিন্তু আমরা তা পেরেছি কজন? মা যে অন্তর্য্যামী, তাই তাঁর কাছে কপটতা চলে না। একথা আমাদের বোঝার প্রয়োজন আছে। আমরা মায়ের কাছে স্থূল বস্তুর কামনা বাসনা নিয়ে যাই। পুত্রের চাকুরী, কন্যার বিবাহ, স্ত্রীর কঠিন ব্যাধি-প্রভৃতি সাধারনতঃ মায়ের কাছে আমাদের নিবেদনের বিষয় হয়ে থাকে। সুনামি গ্রস্ত মৃত আত্মার জন্য শান্তি কামনা আমরা কেন করব না। কবির ভাষায়—

"ওরে চাহিতে জানে না দয়াময়
চাহে ধন, জন, আয়ু আরোগ্য বিজয়।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মা সর্ব ঐশ্বর্য্যময়ী এবং রাজরাজেশ্বরী। তবুও কেন আমাদের এত দুঃখ এত বেদনা? মাকে পেয়ে যখন আমাদের সব পাওয়া যায় তখন আমরা মাকে পাই না কেন? যে বস্তুটি থাকলে মাকে পাওয়া যায় চেয়ে সহজ উপায়ে সেই বস্তুটির সবচেয়ে অভাব আমাদের মধ্যে। সেই বস্তুটি হল ব্যাকুলতা।

ঠাকুর রামকৃষ্ণের ভাষায় "ব্যাকুল ভাবে ডাকলে মা ভাতের হাঁড়ি ফেলে রেখে সন্তানকে কোলে তুলে নেন"। মা লীলাময়ী তিনি কি ভাবে কখন কি লীলা করেন তা বোঝা আমাদের সাধ্যতীত। "সুনামি" মাতে লীলার এক রূপ। রাম প্রসাদের ভাষায়-

"মা ভক্তে দুলিতে তনয়ারূপে
বাঁধেন আসি ঘরের বেড়া"।

কখন ও মায়ের মধ্যে শিশুর ভাব "আমাদের ছোট্ট মেয়ে" এই বলে কখনও তিনি নিজ পরিচয় দিতেন। আমার কখনও তিনি বালগোপাল। এখন তিনি সুনামি রূপে লীলা। এও তাঁর লীলা কাকে তিনি বিপদ দেন আবার বিপদ নিবারণ করেন। তাই তিনি বিপরভঞ্জন। তিনি সব কিছু সইতে পারে কেবল সইতে পারেন না সন্তানের বিচ্ছেদ। তাই 'মা' ডাক শোনার জন্য তিনি প্রয়োজনে বিপদ ও দেন যেমন সুনামি ও মা আনন্দময়ী।

সর্বস্বরূপে সর্বেশে সর্ব্বশক্তি সমন্বিতে ভয়েভ্যস্ত্রাহি নো দেবি দুর্গে দেবি নমোহস্তু তে। মা সর্ব্বমঙ্গল তিনিই নারায়ণী, তিনি বরাভয়দায়িনী। রূপে তিনি রূপাতীতা। তিনি সৌম্যা, সৌম্যতরা সৌম্যেভ্যস্ত্বতি সুন্দরী। তুমি মা পরমা, তুমিই সেই পরমেশ্বরী। মা তুমি প্রসন্না হও। আমরা তোমার কৃপার যোগ্য নই

তুমি মা, তাই তুমি নিজ হতে আমাদিগকে তোমার কৃপার যোগ্য করে গড়ে নাও। মা নিজেকে দেখিয়ে বলতেন "তোমরা চেয়েছ তাই পেয়েছ" সুনামিতে ত্রাণ সামগ্রী সেবাকার্যে এই দুর্ভাগ্যের মোকাবিলা ত্রাণের জন্য মাকে যে প্রয়োজন। এ চাওয়া এবং পাওয়া এই জীবনের নয়, জন্ম-জন্মান্তরের মাকে প্রকৃত যাঁরা পেয়েছেন মা ব্রহ্মলীন হবার পরও তাঁদের কারও কারও কাছে ধরা দিয়েছেন। মায়ের অনন্তকোটি রূপ, অনন্তকোটি গুণ মা ভুবন মনো মোহিনী, তাই তোমায় দেখে দেখে আঁখি না ফেরে, তুমি আমার জন্মভূমি, তোমাতে বিশ্বময়ী বিশ্বমায়ের আঁচল পাতা। তুমি আনন্দময়ী, তোমার আনন্দে সকলের আনন্দ হোক তোমার চরণারবিন্দে এই আমার প্রার্থনা

ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব
ত্বতেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব।
ত্বমেব বিদ্যা দ্রবিণং ত্বমেব
ত্বমেব সর্বং মম দেব দেব॥

মা আমি তোমার শরণাগত চরণাশ্রিত। দেহ সুখ চাই না মা। লোকমান্য চাই না, অষ্টসিদ্ধি চাই না কেবল এই করো যেন তোমার শ্রী পাদপদ্মে শ্রদ্ধা ভক্তি হয়। নিষ্কাম অমলা অহৈতুকী ভক্তি হয়। আর যেন মা তোমার ভুবন মোহিনী মায়ায় মুগ্ধ না হই-তোমার মায়ার সংসারে কামিনী-কাঞ্চনের উপর ভালবাসা যেন কখনও না হয়! মা! তোমারই আমার আর কেউ নাই। আমি ভজনহীন, সাধনহীন, জ্ঞানহীন ভক্তিহীন, কৃপা করে তোমার শ্রী পাদপদ্মে আমায় শ্রদ্ধাভক্তি দাও।

☆

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আশ্রম-সংবাদ

১। কনখল–

হিমালয়ের পাদপীঠে অবস্থিত পবিত্র কনখল তীর্থে শ্রীশ্রীমায়ের আশ্রমে প্রতিবারের মত এবারও শ্রীশ্রীমায়ের ১১০তম জন্মোৎসব গত ৩রা মে হতে ২৭শে মে, ২০০৫ সুন্দর ভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ৩রা মে হতে ২৬শে মে শ্রীশ্রী শতচণ্ডী পাঠ, পূজা ও হোম অনুষ্ঠিত হয়। ১১ই মে অক্ষয় তৃতীয় ও ১৩ই মে শংকর জয়ন্তী অনুষ্ঠিত হয়। গত ১৬ই মে বাবা ভোলানাথের তিরোধান তিথি মহোৎসব বৈশাখী শুক্লা অষ্টমী তিথিতে অনুষ্ঠিত হয়। সাধু ভাণ্ডারা হয়। স্থানীয় মন্দির সমূহে বিশেষ পূজা হয় ২৩শে মে বিশিষ্ট মহাত্মাবৃন্দের ধার্মিক প্রবচনও অনুষ্ঠিত হয়। বিশেষ করে সাধুদের মধ্যে কৈলাসপীঠাধীশ্বর ম০ম০ স্বামী বিদ্যানন্দগিরিজী, ভোলাগিরি আশ্রমের মহামণ্ডলেশ্বর স্বামী দেবানন্দ গিরিজী, গীতামন্দিরের মহামণ্ডলেশ্বর স্বামী মঙ্গলানন্দজী প্রভৃতি ভাষণ দেন। ২৩শে মে ১০৮ কুমারী পূজা, দ্বাদশ বটুক পূজা ও ভোজন সম্পন্ন হয়। দরিদ্রনারায়ণ সেবা, স্থানীয় হাসপাতালে রোগীদের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। অন্যান্য ধার্মিক ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের মধ্যে রাসলীলা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ২৬শে মে শেষ রাত্রিতে শ্রীশ্রীমায়ের পুণ্য তিথি পূজা বিশেষ ভাবে অনুষ্ঠিত হয়। ২৭শে মে মধ্যাহ্নে বস্ত্র ও দক্ষিণা সহ সাধুভাণ্ডারা হয়। সাধু ভাণ্ডারা তে এবার অনেক মহামণ্ডলেশ্বর ও মহাত্মাগণের সমাগম হয়। এদিন সন্ধ্যায় নাম যজ্ঞের অধিবাস হয় ও পরদিন ২৮শে মে সন্ধ্যায় নাম যজ্ঞের সমাপ্তি হয়। আগামী ২১শে জুলাই গুরুপূর্ণিমা মহোৎসব অনুষ্ঠিত হবে।

২। বারাণসী–

বারাণসীতেও শ্রীশ্রীমায়ের আশ্রমে ৩রা মে হতে ২৭শে মে, শ্রীশ্রীমায়ের জন্মোৎসব সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে। ৩রা মে মায়ের শুভ জন্মদিনের পূজা শেষ রাত্রে অনুষ্ঠিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে যথারীতি কীর্তন, ভজন অনুষ্ঠিত হয়। পূজা সমাপনের পর পুষ্পাঞ্জলি ও প্রসাদ বিতরণ করা হয়। ৩রা মে হতে ২৬শে মে ২০০৫ পর্যন্ত আশ্রমে চণ্ডী মণ্ডপে উদয়াস্ত অখণ্ড নাম জপ চলে। প্রতিদিন প্রাতে মায়ের বিশেষ পূজা, মধ্যাহ্নে গীতা, চণ্ডী পাঠ ও ভোগ হয়। বিকালে পাঠ ও সৎসঙ্গ এবং রামায়ণ, স্তব পাঠের পর সন্ধ্যারতি ও সান্ধ্যকীর্তনের পর প্রতিদিনের অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হত। ১১ই মে শুভ অক্ষয়তৃতীয়ার পুণ্য পর্বে মন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে মাতৃ মন্দিরে শ্রীশ্রীমায়ের ষোড়শোপচারে বিশেষ পূজা ও গোপাল মন্দিরে গোপালের বিশেষ পূজা অনুষ্ঠিত হয়। শিবের ও ষোড়শোপচারে পূজা কীর্তন ও ভোগ সম্পন্ন হয়। এদিন সবস্ত্র দক্ষিণা সহ ২৪জন সাধু ভাণ্ডারা হয়। জল পূর্ণ ঘট দান সকালেই করা হয়েছে। ১৬ই মে ভোলানাথের বিশেষ পূজা ও সাধু ভাণ্ডারা অনুষ্ঠিত হয়।

২৬শে মে শ্রীশ্রীমায়ের তিথি পূজার দিন মায়ের বিশেষ পূজা উপলক্ষে আনন্দজ্যোতির্মন্দিরের হল ঘরকে ফুল ও পাতা দিয়ে বিশেষ এক নতুন ধরনের সাজে সজ্জিত করা হয়। সমস্ত হলঘরের দেওয়ালে ও ওপরে ফুল মালা দিয়ে সুন্দর ঝালর তৈরী করে সাজানো হয়। মন্দিরের সামনে ফুল, বেলপাতা দিয়ে খুব সুন্দর তোরণ দ্বার নির্মিত হয়। মন্দিরের পদ্মবেদীতে মায়ের তিন শ্রীবিগ্রহকেই সুন্দর সাড়ী পরিয়ে ফুল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মালা দিয়ে সাজানো হয়। মাঝখানে মায়ের প্রতীক রূপে শ্বেত পাথরের যে স্তম্ভ স্থাপিত রয়েছে, তাতে রেশমের কাপড় জড়িয়ে তার উপর শ্বেত শুভ্র বেলীফুলের মালা দিয়ে সাজানোতে অপূর্ব শোভার সৃষ্টি হয়েছিল। যথাসময়ে ব্রহ্মচারিণী জয়া ভট্টাচার্য পূজার আসনে বসলেন। শঙ্খ বেজে উঠল। যেন মায়ের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে কন্যাপীঠের ব্রহ্মচারিণীদের কন্ঠে মাতৃনাম গান ধ্বনিত হল। বেদপাঠের পর যথারীতি ৩:১৫ মিঃ হতে ৩:৪৫ মিঃ পর্যন্ত মৌন পালিত হল। তারপর সময়োপযোগী স্তব, স্তুতি, ভজন, কীর্তন হতে থাকল। ঠিক মায়ের সামনে বাইরে হলঘরে ফুলের আলপনা দিয়ে মাঝখানে ১০৮ প্রদীপ সাজানো হয়েছিল। পূজার শেষ ভাগে মায়ের গলায় ১০৮ পদ্মের মালা সুশোভিত হল। এদিকে ১০৮ প্রদীপ জ্বলে উঠল। প্রদীপের আলোয় মায়ের বদন মণ্ডল অপূর্ব মহিমামণ্ডিত হয়ে উজ্জ্বল হয়ে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল। কি যে মায়ের রূপ তা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। তখন এক অপূর্ব ভাব সকলের মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে উঠল। অপরূপ মায়ের রূপ। অপূর্ব মায়ের পূজা। যে দেখেছে সেই মুগ্ধ হয়েছে। কুমারী পূজার পর ধীরে ধীরে মায়ের পূজার সমাপ্তি হল। সঙ্গে সঙ্গে উষা কীর্তন "ভজ মা আনন্দময়ী, জপ মা আনন্দময়ী" ধ্বনিত হয়ে উঠল। পুষ্পাঞ্জলি ও প্রসাদ বিতরণের পর মায়ের এই বিশেষ পূজার বিশেষ ভাবে পরিসমাপ্তি ঘটে।

পরদিন কন্যারা কিছুপরেই সকলে মিলে মার মন্দিরে মিষ্টি, ফল ইত্যাদি সাজাতে আরম্ভ করল। এদিকে মার ভোগ রান্না হতে লাগল। মধ্যাহ্নে মায়ের অনুরূপ ৫৬ প্রকারের অন্নব্যাঞ্জন ও মিষ্টি ইত্যাদি দিয়ে ভোগ সাজানো হল। ভোগের সময় ও প্রদীপ জ্বালানো হয়েছিল। ভোগারতির পর যথারীতি "ত্বংস্বাহা" চণ্ডীর স্তব ও প্রণাম মন্ত্রের পর "মৈয়া তেরা বনা রহে দরবার" এই মাতৃগীতির পর মধ্যাহ্নের অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়। এরপর সকলকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

আগামী ২১শে জুলাই গুরু পূর্ণিমাতেও মায়ের বিশেষ পূজা ও গিরিজীর পূজা অনুষ্ঠিত হবে।

৩। আগরতলা–

আগরতলাতে শ্রীশ্রীমায়ের আশ্রমে শুভ আবির্ভাব মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে ৩রা মে (১৯শে বৈশাখ) মায়ের শুভ জন্মদিনে প্রাতে শ্রীশ্রীমায়ের বিশেষ পূজা এবং সন্ধ্যায় আশ্রম নাট মন্দিরে বিশেষ সৎসঙ্গ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। ২৬শে মে প্রাতে "নির্মলা শিশু ভবনে" শিশুদের মধ্যে ফল-মিষ্টি বিতরণ করা হয়। সন্ধ্যায় সন্ধ্যা আরতির মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের আবাহন করা হয়। সন্ধ্যা ৬টা থেকে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত আশ্রম নাট মন্দিরে "মা আনন্দময়ী বিদ্যাপীঠের" ছাত্র ছাত্রীদের দ্বারা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। রাত্রি ১২টা থেকে আশ্রম নাট মন্দিরে বিশেষ ভক্তি মূলক সঙ্গীতানুষ্ঠান চলে এবং রাত্রি ৩টা থেকে শ্রীশ্রীমায়ের বিশেষ পূজা আরম্ভ হয় তারপর নাট মন্দিরে বিশেষ "প্রভাতী অনুষ্ঠান" অনুষ্ঠিত হয়।

পরদিন ২৭শে মে ভোর ৫টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত নাট মন্দিরে "উদয়াস্ত কীর্তন" হয়। সকাল ৫টায় "কুমারী পূজা" হয়। দ্বিপ্রহরে মাতৃ পূজা ও ভোগারতির পর বিরাট ভাবে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

৪। আলমোড়া–

নগাধিরাজ দেবতাত্মা হিমালয়ের উত্তুঙ্গ শিখরে অবস্থিত আলমোড়া নগরী মনোরম প্রাকৃতিক সুষমার জন্য বিশেষ বিখ্যাত ও গ্রীষ্মকালে শৈলাবাসের একটি প্রধান কেন্দ্র রূপে পরিগণিত। এই আলমোড়া নগরীতে পাহাড়ের কোলে ধ্যান গম্ভীর মৌন পরিবেশে অপূর্ব প্রাকৃতিক শোভায় মণ্ডিত মায়ের আশ্রম অবস্থিত। মাতৃভক্তদের পূর্বসূরী, মায়ের সঙ্গে মহামিলনের কারণ স্বরূপ অধ্যাত্মপথের শ্রেষ্ঠ দিশারী শ্রীশ্রী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জ্যোতিষ চন্দ্র রায়ের (ভাইজীর) সমাধি এই আলমোড়া আশ্রমেই অবস্থিত। শ্রীশ্রী মায়ের প্রেরণাতে কন্যাপীঠ ও বিদ্যাপীঠের স্থাপনায় শ্রদ্ধেয় ভাইজীই সর্বপ্রথম উদ্যোগী হয়েছিলেন। তাঁরই ঐকান্তিক আগ্রহে কন্যাপীঠ ও বিদ্যাপীঠের প্রতিষ্ঠা।

এবারে গ্রীষ্মের অবকাশে শ্রদ্ধেয় পানুদার তত্ত্বাবধানে মা আনন্দময়ী কন্যাপীঠের ১৫ জন কন্যা ও ৩ জন অধ্যাপিকা আলমোড়া আশ্রমে আসে। তাদের কীর্তন, বেদপাঠ, সৎসঙ্গ প্রভৃতি যথারীতি নিয়ম অনুসারে আশ্রমে অনুষ্ঠিত হয়।

৫। খেওড়া (বাংলাদেশ)–

শ্রীশ্রীমায়ের শুভ আবির্ভাবের পুণ্য ভূমিতে উদয় তীর্থ খেওড়াতে এবারে মায়ের ১১০ তম শুভ আবির্ভাব মহোৎসব ১৯শে বৈশাখ বিশেষ ভাবে অনুষ্ঠিত হয়। এই উৎসব উপলক্ষে বারাণসী আশ্রমের শ্রদ্ধেয় পানুদা, কোলকাতা হতে শ্রী স্বপন গাঙ্গুলীর নেতৃত্বে কলকাতা ও দিল্লী হতে বহুভক্তগণ সমবেত হন এই পবিত্র উদয়তীর্থ খেওড়াতে মায়ের আশ্রমে।

জন্মদিনের আগের দিন ২রা মে প্রাতে খেওড়াতে মায়ের নামে স্থাপিত "মা আনন্দময়ী উচ্চ বিদ্যালয়ের" ছাত্র ছাত্রীদের প্রত্যেককে সবরী কলা, অমৃতি, মুড়ির মোওয়া ও দরবেশ লাডডু দেওয়া হল।

৩রা মে সকাল থেকে এক অপূর্ব দৃশ্য দেখা গেল। দূর দূরান্ত থেকে কাতারে কাতারে লোক আসছে। সে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। যেন অপার জনস্রোত। মানুষের যেন শেষ নেই। সকলের মুখে একই কথা "আমরা আনন্দময়ী মার উৎসবে যাচ্ছি"। সকলের হাতেই কিছু না কিছু জিনিষ রয়েছে। কেউ কলা, কেউ তরমুজ, কেউ কাঁঠাল, কেউ বা অন্য তরকারী এবং ধূপকাঠী ও মোমবাতীর প্যাকেট পরম শ্রদ্ধাভরে যে যা পারছে নিয়ে আসছে। তরমুজের যেন পাহাড় রচিত হল। সকলকে কেটে ফল প্রসাদ ও বাতাসা দেওয়া হচ্ছে। আশ্রমের সামনেই প্যাণ্ডেল তৈরী হয়েছিল। সকলে সেখানেই অখণ্ড নাম কীর্তনে যোগ দিচ্ছিলেন। ৫॥ মন খিচুড়ী রান্না হয়েছিল। সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত যে আসছে সেই মহাপ্রসাদ পাচ্ছে। আনন্দময়ীর আগমনে কবিরভাষায় "আনন্দেরই সাগর হতে এসেছে আজ বান"। চতুর্দিকে তাই আজ আনন্দেরই ছড়াছড়ি।

রাত্রিবেলা ব্রাহ্মণ বাড়িয়ার মাতৃভক্ত পিনাকীদার বড় ছেলে শ্রীমান পলাশ সারাদিন উপবাসী থেকে মার ভোগ লুচি, হালুয়া, ভাজা ইত্যাদি রান্না করল।

শেষ রাত্রিতে শুভ আবির্ভাবের পুণ্যময় লগ্নে তিনটার সময় মায়ের জন্ম স্থানে মন্দিরে মায়ের জন্মদিনের বিশেষ পূজা করলেন শ্রদ্ধেয় শ্রী মাণিক মহারাজ। মাতৃ ভক্তদের অপূর্ব মাতৃনাম গানে আকাশ বাতাস মুখরিত হয়ে উঠল। পূজার সময় প্রায় ৩০০ লোক উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে কিছু মুসলমান ও ছিলেন। গেটের বাইরে বহু মুসলমান ভক্তরা অপেক্ষা করছিলেন। পূজার সমাপ্তি হতে হতে পূর্ব দিকের আকাশ পরিষ্কার হয়ে ভোর ৬টা বেজে গেল। পূজার পর সকলকে ব্রাহ্মণ বাড়িয়া হতে আনীত প্লাস্টিকের প্লেটে কালা জামুন (অর্ডার দিয়ে তৈরী) আম বা কলা সকলকে দেওয়া হল। ১০ কিলো মুগের ডাল ভিজানো হয়েছিল। তা নারকেল ও চিনি দিয়ে মিশিয়ে সকলকে মুগের জালা ও ১৫ কিলো লাল দই ও প্রচুর খৈ প্রসাদ রূপে দেওয়া হল। এই ভাবে উদয়তীর্থ খেওড়াতে এই অপূর্ব উৎসব দর্শন করে সকলে ধন্য হলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৪ঠা মে খেওড়ার পাট উঠিয়ে সকলে ঢাকার সিদ্ধেশ্বরীতে মায়ের আদি আশ্রমে এসে উপনীত হলেন। সিদ্ধেশ্বরীতে কালীবাড়ীতে সামনে বিরাট মঞ্চ তৈরী হয়েছিল। বিকালে মায়ের জন্মোৎসব উপলক্ষে একটি সভা আয়োজিত হয়। এই সভাতে ঢাকার বিচারপতির অধ্যক্ষতায় একটি অনবদ্য অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এই অপূর্ব উৎসবের মুধুর স্মৃতি সঙ্গে করে সকলে নিজেদের গন্তব্য স্থলের দিকে রওনা হলেন।

এবারে সিদ্ধেশ্বরীতে মায়ের এই আদি আশ্রমটিকে একটি বিশেষ ভবনে রূপায়িত করা হবে স্থির হয়েছে।

৬। উত্তরকাশী–

উত্তরকাশীতেও শ্রীশ্রী মায়ের আশ্রমে শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি উৎসব ২৬শে ও ২৭শে নিম্নলিখিত কার্যক্রম অনুসারে সুসম্পন্ন হয়। ২৬শে মে সন্ধ্যায় ভজন, কীর্তন আরম্ভ হয়। শেষ রাত্রিতে পূজা আরম্ভ ও ভোরে হোম হয়। ২৭শে মে সকালে সাধু ভাণ্ডারা, কুমারী ভোজন ও ১১টা থেকে অন্ন প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

৭। জামশেদপুর–

জামশেদপুর স্থিত আশ্রমে অক্ষয় তৃতীয়ার পুণ্যলগ্নে মূর্তি প্রতিষ্ঠা ও শ্রীশ্রীমায়ের জন্মবার্ষিকী উৎসব ও অন্যান্য অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

১৩ই এপ্রিল শ্রী১০৮ মুক্তানন্দ গিরিজীর সন্ন্যাস উৎসব উপলক্ষে সান্ধ্যনাম কীর্তন, আরতি সমবেত ভক্তবৃন্দের দ্বারা অনুষ্ঠি হয়। ৩রা মে শ্রীশ্রীমায়ের পুণ্য জন্মদিবস উপলক্ষে মাতৃপূজা, নাম কীর্তন, আরতি অনুষ্ঠিত হয়। অক্ষয় তৃতীয়ার পুণ্য লগ্নে শ্রীশ্রীমায়ের মূর্তি প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে শ্রীশ্রীমায়ের বিশেষ পূজা ভোগ ও আরতি এবং দ্বিপ্রহরে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। ১৬ই মে বাবা ভোলানাথের তিরোভাব তিথি উদযাপন উপলক্ষে পূজা ও সান্ধ্যনাম কীর্তন ও আরতি ইত্যাদি সম্পন্ন হয়। ২৬শে মে ভজন, কীর্তন ইত্যাদি রাত্রিতে অধিবাস, পূজা ও আরতি হয়। শেষ রাত্রিতে শ্রীশ্রীমায়ের পুণ্য জন্ম তিথির বিশেষ পূজা হয়। পরদিন ২৭শে মে নগর কীর্তন, সূর্যোদয় হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত অখণ্ড 'জয় মা' নাম কীর্তন হয়। সকাল ৯টায় মাতৃপূজা, হোম, পুষ্পাঞ্জলি, ফল ও মিষ্টি বিতরণ, দরিদ্রনারায়ণ সেবা ও প্রসাদ বিতরণ করা হয়। সন্ধ্যা ৬টায় অখণ্ডনাম কীর্তনের সমাপ্তি, শ্রীশ্রীমায়ের সান্ধ্য নাম কীর্তন ও আরতি ও প্রণাম মন্ত্রের পর অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

৮। পুণা–

শ্রীশ্রীমায়ের পুণা আশ্রমে শ্রীশ্রীমায়ের জন্মদিনের বিশেষ পূজা ৩রা মে রাত্রি ৩টায় অনুষ্ঠিত হয়। ২৬শে মে প্রাতে ৫টা হতে রাত্রি ৩টা পর্যন্ত অখণ্ড জপ, স্থানীয় প্রমুখ মন্দিরে বিশেষ পূজা, রাত্রি ৯টা হতে রাত্রি ৩টা পর্যন্ত ভজন, কীর্তন এবং শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথির বিশেষ পূজা, কুমারী পূজা, হোম ও পুষ্পাঞ্জলি হয়। ২৭ শে মে প্রাতে ১০টা হতে মধ্যাহ্নে কীর্তন ও প্রবচন চলে। মধ্যাহ্নে ভোগ ও আরতির পর মহাপ্রসাদ বিতরণ এবং দরিদ্র নারায়ণ সেবা হয়।

৯। ভীমপুরা–

শ্রীশ্রীমায়ের ভীমপুরা আশ্রমে গত ১৮ই এপ্রিল, রামনবমীর পুণ্য পর্বে এক বিশেষ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হয়। ২৪শে এপ্রিল হনুমান জয়ন্তী এবং ১৩ই মে শংকর জয়ন্তী অনুষ্ঠিত হয়। ২৬শে মে শেষ রাত্রিতে শ্রীশ্রী বিশেষ পূজা এবং অন্য কার্যক্রম, ১০৮ চণ্ডীপাঠ, ১০৮ শ্রীসূক্ত অভিষেক, সাধুভোজন, কুমারী ভোজন, দরিদ্রনারায়ণ সেবা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়।

১০। রাজগীর—

গত ৮ই মার্চ, ২০০৫ শ্রীশ্রী মায়ের রাজগীর আশ্রমে মহাশিব রাত্রি উৎসব সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়। এদিন সারারাত চারপ্রহর শিবজীর অভিষেক ও ষোড়শোপচারে বিশেষ পূজা অনুষ্ঠিত হয়। পাটনা স্থিত মাতৃভক্তরাও রাতভর প্রহরে প্রহরে শিবের বিধিবৎ পূজা করেন। পরদিন মায়ের ও শিবের বিশেষ ভোগ দেওয়া হয় এবং প্রায় সাড়ে ৩০০ ভক্ত ও রাজগীরবাসী অনেক গণ্যমান্য ব্যাক্তি প্রসাদ পেয়ে তৃপ্ত হন।

১১। রাঁচী—

শ্রীশ্রীমায়ের রাঁচী আশ্রমে গত ৩রা মে শেষ রাত্রে শ্রীশ্রীমায়ের বিশেষ পূজা অনুষ্ঠিত হয়। ২৬শে মে প্রাতে ৫টা হতে রাত্রি ৩টা অবধি অখণ্ড জপ ও চণ্ডী পাঠ, স্থানীয় মন্দিরে বিশেষ পূজা, স্থানীয় হাসপাতালে রোগীদের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। রাত্রি ৯টা হতে রাত্রি ৩টা পর্যন্ত ভজন, কীর্তন, রাত্রি ৩টায় শ্রীশ্রীমায়ের বিশেষ পূজা, কুমারী পূজা, হোম, পুষ্পাঞ্জলি হয়। পরদিন ২৭শে মে প্রাতে ১০টা হতে ১টা পর্যন্ত গীতাপাঠ, সৎসঙ্গ, প্রবচন ও কীর্তন এবং মধ্যাহ্নে প্রসাদ বিতরণ ও দরিদ্রনারায়ণ সেবা হয়।

১২। আগরপাড়া—

শ্রীশ্রী মায়ের অপার করুণায় "পাবলিসার্স এন্ড বুকসেলার্শ গিল্ড" পরিচালিত ৩০তম কোলকাতা পুস্তকমেলায় ২০০৫ সালে এবার আগরপাড়া আশ্রম প্রথম বার অংশ গ্রহণ করে। বহু বিদেশী রাষ্ট্র অংশগ্রহণ করার ফলে এই পুস্তকমেলা আন্তর্জাতিক রূপ নিয়েছিল। গত ২৬শে জানুয়ারী থেকে ৬ই ফেব্রুয়ারী ২০০৫ এই মোট ১২ দিনে প্রায় ১০০০ টি স্টলের মাধ্যমে এই মেলার বিরাটত্ব, অভিনবত্ব ফুটে উঠেছিল।

সম্প্রদায় নির্বিশেষে অসংখ্য ক্রেতাদের মধ্যে শ্রীশ্রীমায়ের ব্যক্ত থেকে অব্যক্ত লীলার সঙ্গে জীবন চরিত্রের চাহিদা দেখা যায়। সমাজের বহুমানুষ শ্রীশ্রীমা যে অবিস্মরণীয়া আধ্যাত্মিকতার বিমূর্ত বিগ্রহ-এই জ্ঞানে তাঁকে জানতে চায়, বুঝতে চায়। স্বয়ংসিদ্ধা শ্রীশ্রীমায়ের বাল্যকাল থেকে ১৯৮২ পর্যন্ত ভক্ত সান্নিধ্যে বহু ঐশ্বরিক লীলা, ভক্ত বাঞ্ছাকল্পতরু হয়ে অগণিত কলিনিবহ জীবের তৃষিত প্রাণের শান্তির জ্বলন্ত আশ্বাসরূপে, অধ্যাত্মসাম্রাজ্যে অবিস্মরণীয়া আরাধ্যা হিসাবে আত্মপ্রকাশ, সূর্যাগ্নি জ্যোতি স্বরূপা রূপে বিরাজ থাকা-অগণিত ঈশ্বর প্রেমীর নিকট অপার বিস্ময় ও জিজ্ঞাসা। এই 'জিজ্ঞাসা' মাতৃ বিষয়ক একমাত্র পত্রিকা 'অমৃতবার্তা'র মাধ্যমে সারা ভারত ও বিদেশে মাতৃভক্তদের কাছে জানাবার সময় এসেছে। স্বনামধন্য প্রাক্তনকেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র, প্রাঃ রাজ্যপাল মাননীয় বিষ্ণুকান্ত শাস্ত্রী, মাতৃস্নেহ ধন্য ডঃ গোপিন্দ গোপাল মুখোপাধ্যায়, প্রতিষ্ঠিত লেখক, সাহিত্যিক, কবি, ঔপন্যাসিক, সঙ্গীতশিল্পী, আবৃত্তিকার এঁরা সকলেই স্টলে এসে শ্রীমাকে প্রণাম জানিয়ে গেছেন। কলিকাতা দূরদর্শনে, প্রসার ভারতী থেকে বিভিন্ন চ্যানেলে শ্রীমাকে প্রায় প্রতিদিনই প্রচার করেছে।

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী প্রসঙ্গের পুস্তকের চাহিদা খুবই ভাল ছিল। ক্যাসেটে শ্রীমার নামসঙ্গীত, কন্ঠের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুমধুর বাঙ্ময় বাণী, সৎসঙ্গ, প্রবচন, মহাত্মাগণের সঙ্গে প্রশ্নোত্তর এই সব সিডির চাহিদাও ছিল খুব বেশী। স্বামী কৃষ্ণানন্দ গিরি প্রথম থেকে শেষ দিন পর্যন্ত স্টলে থাকতেন। পুরানভক্ত ভারতচন্দ্র সরকারের সুযোগ্যপুত্র শ্রীধীরেন সরকার মহাশয় সর্বতোভাবে সক্রিয় সহায়তা করেন। পাবলিকেশন সেলের দায়িত্বে থাকা শ্রীকেশব ব্যানার্জী পুস্তকমেলার স্টল পরিচালনার ক্ষেত্রে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন।

স্বামী সর্বানন্দ গিরি (কনখল) স্টল থেকে পুস্তক 'প্রকাশ' করেন। বই মেলায় এ বারের উদ্বোধক ফ্রান্সের প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক, সাহিত্যিক দ্যানিয়েল পেনাক। এদের সকলের কাছেই আশ্রম কতৃপক্ষ বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞ।

কৃতজ্ঞতা ও অকুন্ঠ ধন্যবাদ জানানো হচ্ছে পাবলিসার্স এন্ড বুক সেলার্স গিল্ডের সভাপতি শ্রী কল্যাণ শা মহাশয়ের সম্পাদক শ্রী ত্রিদেব কুমার চট্টোপাধ্যাকে, স্টল পাওয়ার বিশেষ সহায়তার জন্য অন্যান্য পদাধিকারী ব্যক্তিত্বগণকে গিল্ডের সমস্ত সহকর্মী বন্ধুগণকে সক্রিয় সহায়তার জন্য।

* * *

কলকাতার পুস্তকমেলায় অংশ গ্রহণের পর ১লা ফাল্গুন, ১৩ই ফেব্রুয়ারী ২০০৫ শ্রীশ্রীসরস্বতী পূজা উপলক্ষে যথেষ্ট ভক্ত সমাগম হয়। প্রায় ৩০০ জন ভক্ত অংশগ্রহণ করেন ও প্রসাদ পান।

২৪শে ফাল্গুন ৮ই মার্চ শ্রীশ্রীশিবরাত্রি উপলক্ষে দেবাদিদেব শিবজীর পূজা হয় প্রহরে প্রহরে। সঙ্গে চলতে থাকে স্তব, স্তোত্র, অষ্টোত্তর সহস্র বিশেষ আহুতি। সারারাত্র ব্যাপী ভক্তি সঙ্গীতসহ শ্রীশিব সঙ্গীত পরিবেশিত হয়।

১০ই চৈত্র ২৪শে মার্চ'০৫ সন্ধ্যায় দোলমঞ্চের পার্শ্বে বহ্ন্যুৎসবের জন্য বিশেষ ঘর নির্মাণ করা হয়। শ্রীশ্রীরাধা কৃষ্ণজীকে বিশেষ পূজা করে নিতাই-গৌরসহ বুড়ীর ঘরে চাঁচর উৎসব পালন করা হয়। পরে বিগ্রহ দোলমঞ্চে বসান হয়। পরদিবস রাধা গোবিন্দের বিশেষ পূজা হয় দোলমঞ্চে। বিগ্রহ চরণে পূর্ণব্রহ্মনারায়ণ শ্রীশ্রীমায়ের রাতুল চরণে-ফল্গুচূর্নসহিত তুলসীপত্রে অঞ্জলিদান। এই দিন যথেষ্ট ভক্ত সমাগম হয়।

৩০শে চৈত্র, ১৪ই এপ্রিল'০৫ শ্রীশ্রী ১০৮ মুক্তানন্দ গিরিজীর সন্ন্যাস তিথি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। গিরিজীর আশ্রিত বহু পুরাতন ভক্ত সমাগম হয়। আমন্ত্রিত সন্ন্যাসীগণ-সন্ন্যাসের অন্তর্নিহিত অর্থ ব্যাখ্যা করেন। গিরিজীর জীবনে সন্ন্যাসের পটভূমিকা সহ প্রায় পঁচিশ বছর ধরে দিদিমার যে শত শত নরনারীর শ্রীগুরুরূপে আশ্রিতজনের মুক্তিপথের মহাযাত্রার ভবসাগরের কাণ্ডারীর দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন-সেই সব জীবন লীলার অপূর্ব অমৃতভাষণ-সন্ন্যাসীগণ ব্যক্ত করেন।

তিনি ছিলেন সুখদা, মোক্ষদা-তাই তিনি মুক্তানন্দ। চৈত্র সংক্রান্তির এই বিশেষ দিনে সাধুভাণ্ডারা সহ প্রায় ৩৫০ জন ভক্ত সমাগম হয়। নববর্ষের অরুণোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে শুভবর্ষের বিশেষ পূজা শুরু হয় মন্দিরে। ভক্তগণ তাঁদের ব্যাবসা বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধিকল্পে শ্রীশ্রীমায়ের কৃপাস্বরূপে খাতা পূজা করান। ভক্ত সমাগম ভালই হয়।

৩রা মে'০৫ রাত্র শেষ যামে পরমাধ্যা শ্রীশ্রীমায়ের শুভ ১১০তম আবির্ভাব দিবসে ষোড়শোপচারে বিশেষ পূজা ও কুমারী পূজা হয়। এদিন থেকে আশ্রম অভ্যন্তরে শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী খাটের পাশে জপকক্ষে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পালাক্রমে উদয়াস্ত ইষ্টনাম জপ আরম্ভ হয়। এই বিশেষ জপ চলে ২৬শে মে পর্যন্ত।

১১ই মে সত্যযুগাদ্যা শুভ অক্ষয় তৃতীয়া দিবসে শ্রীশ্রীমায়ের বিশেষ পূজা ও পুণ্যার্থী ভক্তগণ সবস্ত্রাচ্ছাদিত ভোজ্য দান করেন মন্দিরে।

১লা জ্যৈষ্ঠ পরমসাধক, শ্রীশ্রীতিব্বতানন্দ তীর্থের (বাবা ভোলানাথ) বিশেষ পূজা হয় (বৈশাখী পূর্ণিমা) পুণ্যদিবসে ধ্যানপীঠ সহ শ্রীশ্রীমায়ের মর্মর মূর্তি ও পাদপীঠের শতবর্ষের আলোকের প্রতিষ্ঠা দিবসে ষোড়শোপচারে পূজা হয়। উপস্থিত ভক্তদের মাতৃসঙ্গীতে মুখরিত হয় ধ্যানমন্দির। বিকালে যশস্বী কীর্তনীয়া শ্রীমতী জানকী ভট্টাচার্য ও সম্প্রদায়ের নৌকাবিলাস পালা কীর্তনে ধ্যান মন্দির ভক্তমনোরঞ্জনে প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। অবশেষে শুভ ১১০ তম আবির্ভাব তিথির মহালগ্ন মহামাতৃকা কৃষ্ণাচতুর্থীর প্রাককালে ২৬শে মে'০৫ সকাল থেকেই ভক্ত সমাগম হতে থাকে। সূর্যোদয়ের সঙ্গে মাতৃনামে (অখণ্ড) মুখর হয় আশ্রম। অনুষ্ঠান চলতে থাকে সারাদিনই। সন্ধ্যার পর পুষ্পশোভিত কারুকার্যে রাজরাজেশ্বরীর সৌম্যমধুর মূর্তি ও তাঁর নির্মল কল্যাণবর্ষী দৃষ্টিসম্মুখে ভক্তদের আকুল মা-মা-ধ্বনিতে মাতৃসঙ্গীতে মুখর হয় প্রাঙ্গণ। অধিক রাত্রে মাতৃস্নেহধন্য শ্রীশ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সুযোগ্য পুত্র 'ঋষি'কে নিয়ে মাতৃগীতি ভক্তিগীতির অসামান্য হৃদয়স্পর্শী আবেগমণ্ডিত সঙ্গীত-উপস্থিত ভক্তপ্রাণে আনন্দের হিল্লোর তোলে। প্রায় ২ ঘন্টার অনুষ্ঠান শেষে শ্রীমায়ের প্রসাদীবস্ত্র ও উত্তরীয় দিয়ে তাঁদের সম্মানিত করা হয়।

স্বামী মুক্তানন্দ গিরিজীকে অঞ্জলি প্রদানে শুরু হয় অনুষ্ঠান। মহামাতৃকা কৃষ্ণা চতুর্থীর বিশেষ লগ্ন সমাগতা। মানসচক্ষে পুরানভক্ত প্রাণে সেই সব স্মৃতি আজও মনে পড়ে যায়। পুরাতন মাতৃলীলাপরিকরগণ কৃতাঞ্জলিপুটে দেবীর মর্ত্তে আগমনের আবির্ভাব লগ্নটিকে স্মরণীয় বরণীয় করে তুলতে মা-নামাঙ্কিত চাদর অঙ্গে ধারণ করে রূপোর সিংহাসনে রাজরাজেশ্বরীকে মঞ্চে আনা হত-শ্রীশ্রীমা উপস্থিত অগণিত ভক্তমণ্ডলীকে দর্শন দিয়ে আশীর্বাণী দিয়ে মঞ্চাসীনা হয়ে সমাধিস্থ হতেন। সেই সব দিনের কথা মনে করলে শরীর ও মনে শিহরণ ও আনন্দ হয়।

প্রথমে শঙ্খধ্বনি মৌন পালন কোকিলের কূজনে দেবীর আবির্ভাব লগ্নে দেবীর যন্ত্রে স্নান, ষোড়শোপচারে পূজা সঙ্গে চলতে থাকে মাতৃ ভাব সঙ্গীত মাতৃভক্ত শ্রীহরেকৃষ্ণদাস, মধুরকন্ঠী শ্রীমতী জয়শ্রীবসু মজুমদার ও শ্রীমতী চৈতালী রায় টানা তিন ঘন্টা পালাক্রমে মাতৃ সঙ্গীত পরিবেশন করে সকলকে মুগ্ধ করেন ও পুরাতন দিনের ভাবগম্ভীর পরিবেশ সৃষ্টি করেন। মূলপূজান্তে কুমারী পূজা, অঞ্জলি ও হোম শেষে প্রসাদ বিতরণ। এর সঙ্গে স্থানীয় দুঃস্থ ও হস্‌পিট্যালে রোগীদের ফল বিতরণ করা হয়।

২৭শে মে দেবীর পুনরায় পূজা, সমস্ত মন্দিরে যথা পূজার্চনা, বিভিন্ন মঠমিশনাগত সন্ন্যাসী ও পূজ্যপাদ সাধুগণের অমৃতভাষণ ও সঙ্গীতের পর 'ভোগ' শেষে 'সাধু ভাণ্ডারা'। প্রায় ১৫০০ শত ভক্ত প্রসাদ পান।

☆

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকাশন সূচী

শ্রীশ্রী আনন্দময়ী সংঘ দ্বারা প্রকাশিত শ্রীশ্রী মায়ের সম্পর্কে বাংলায় নিম্নলিখিত পুস্তক সমূহ শ্রীশ্রী মায়ের বিভিন্ন আশ্রমে উপলব্ধ আছে।

Pictorial Biography of Ma -- শ্রীশ্রী মায়ের সমগ্র জীবন লেখা ও রেখায় উপস্থাপিত এক অনন্যসাধারণ গ্রন্থ। অতি উচ্চমানের কাগজে অসংখ্য চিত্র সহ মুদ্রিত। রেক্সিন বাধাই। বাংলা সংস্করণ। মূল্য ৩৫০/- টাকা।

আনন্দ জ্যোতি (শতবার্ষিকী স্মারক) — এক গৌরবগরিম সংকলন। মায়ের দিব্য জীবনের ঘটনাপঞ্জী (১৮৯৬-১৯৮২), মায়ের বাণীর সুনির্ব্বাচিত শত উদ্ধৃতি। মাতৃ আশ্রমগুলি ও মাতৃ প্রতিষ্ঠিত সংস্থাগুলির অসংখ্য চিত্র সম্বলিত বিবৃতিমূলক ইতিহাস, বহু বিশিষ্ট লেখকের লেখনী নিঃসৃত স্মৃতিচারণা, সর্বোপরি মায়ের বিরল আলোক চিত্রের বহু সংখ্যক সমাবেশ। অতি উচ্চমানের কাগজে মুদ্রিত। মূল্য ১০০/- টাকা।

মাতৃ দর্শন — শ্রদ্ধেয় শ্রী জ্যোতিষ চন্দ্র রায় (ভাইজী) রচিত এক অতুলনীয় পুস্তক। মূল্য ৪০/- টাকা।

শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী — শ্রদ্ধেয় গুরুপ্রিয়া দেবী দ্বারা লিখিত শ্রীশ্রী মায়ের অপূর্ব লীলা কথা ও ভ্রমণ কাহিনীর অনবদ্য বিবরণ। পণ্ডিত প্রবর পদ্মবিভূষণ ডা০ গোপীনাথ কবিরাজ কর্ত্তৃত লিখিত বিশেষ ভূমিকা সহ প্রথম ভাগ পুনর্মুদ্রিত। মূল্য ৪০/- টাকা।

সদ্‌বাণী — শ্রদ্ধেয় শ্রী জ্যোতিষ চন্দ্র রায় দ্বারা সঙ্কলিত শ্রীশ্রী মায়ের অপূর্ব্ব উপদেশ সংগ্রহ। মূল্য ২০/- টাকা।

শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী প্রসঙ্গ — শ্রীশ্রী মায়ের অতি পুরাতন ভক্ত শ্রী অমূল্য কুমার দত্তগুপ্ত কর্ত্তৃক শ্রীশ্রী মায়ের লীলা কাহিনী ও কথোপোকথনের সুললিত ভাষায় লিখিত অপূর্ব্ব গ্রন্থ। পঞ্চম ভাগ পর্য্যন্ত প্রকাশিত।

মাতৃবাণী — শ্রীশ্রী মায়ের অমূল্য বাণীর সঙ্কলন। পকেট সাইজ। মূল্য ৫ টাকা।

বিশ্বজননী শ্রীশ্রী মা – মায়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী সহ শত উপদেশ। সুললিত ভাষায় লেখা হাতে রাখার মত ছোট একখানি বই। ডঃ গীতা ব্যনার্জী প্রণীত। মূল্য ১৫/- টাকা।

শ্রী গুরু ও দীক্ষা — মাতৃভক্ত শ্রী তাপস কুমার সোম কর্ত্তৃক সংকলিত শ্রীশ্রী মায়ের মুখ--নিঃসৃত গুরু ও দীক্ষা সম্বন্ধে নানা প্রসঙ্গ। মূল্য ২৫/- টাকা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"হরি কথাই কথা, আর সব বৃথা ব্যথা।"

— শ্রীশ্রী মা

পেন্‌সিলভেনিয়া আমেরিকাতে স্থায়ী রূপে পঞ্জীকৃত প্রতিষ্ঠান "মা আনন্দময়ী সেবা সমিতি"র পক্ষ হতে পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমায়ের সকল ভক্তজনকে সপ্রেম 'জয় মা' জানানো হচ্ছে।

এই প্রতিষ্ঠানের মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে শ্রীশ্রীমায়ের জীবনলীলা ও অমূল্য বাণীর প্রচার, বিবিধ আধ্যাত্মিক কার্য্য সম্পাদন। সৎসঙ্গের পরিচালন, সনাতন ভাগবৎ ধর্ম্মযুক্ত প্রক্রিয়ার পরিচালনা এবং জনজনার্দ্দনের সেবা।

আমেরিকান সরকার দ্বারা এই সমিতি আয়কর হতে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত ঘোষিত হয়েছে —No. 23/2967597/I.R.S Code 501 (C) (3)

আমেরিকা ও নিকটবর্ত্তী দেশসমূহের স্থায়ী রূপে নিবাসী ভক্তদের কাছে অনুরোধ জানানো হচ্ছে যে 'মা আনন্দময়ী অমৃতবার্তা' (ত্রৈমাসিক পত্রিকা যা বাংলা, ইংরাজী, হিন্দি ও গুজরাতী এই চার ভাষায় প্রকাশিত হয়ে থাকে) সেই পত্রিকা এবং শ্রীশ্রী মায়ের দিব্যজীবন লীলা ও অমূল্য বাণী সম্বলিত নানা গ্রন্থ উপরোক্ত সেবা সমিতির কাছ থেকে সংগ্রহ করতে পারেন।

বিস্তৃত বিবরণের জন্য নীচের ঠিকানায় সম্পর্ক স্থাপন করুন —

Mahadev R. Patel
Secretary, Ma Anandamayee Seva Samiti (MASS) Inc.
212, Moore Road, Wallingford, PA 19086-6843
Tel : 610-876-6862 Mobile : 484-410-4844
Email : matriseva@yahoo.com

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রখ্যাত সাহিত্যিক ডঃ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য দ্বারা লিখিত কয়েকটি অমূল্য পুস্তক —

আনন্দময়ী মায়ের কথা — শ্রীশ্রী মার জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে প্রকাশিত অসংখ্য চিত্র সম্বলিত বিস্তারিত জীবন আলেখ্য। ভারতের রাষ্ট্রপতি মাননীয় ডঃ শঙ্করদয়াল শর্মার ভূমিকা সহ এক অনন্য-সাধারণ গ্রন্থ। রেক্সিন বাঁধাই। প্রকাশক — শ্রীশ্রী আনন্দময়ী সংঘ, কনখল, হরিদ্বার - ২৪৯ ৪০৮, মূল্য - ৩৫০/- টাকা।

গল্পে মা আনন্দময়ী বাণী — গল্পে ও কথায় শ্রীশ্রী মায়ের অমূল্য উপদেশ এবং এই মহাজীবনের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে আলোচনা ও সংক্ষিপ্ত জীবনী সহ। প্রকাশক - ডি. এম. লাইব্রেরী, ৩২, বিধান সরণী, কলকাতা-৬। দুই খণ্ডে প্রকাশিত। বোর্ড বাঁধাই। মূল্য২৫/- টাকা ও ৪০/- টাকা।

অমৃতের আহ্বান — শ্রীশ্রী মায়ের বিশিষ্ট কিছু বাণীর বিষদ আলোচনা সহ অপূর্ব গ্রন্থ। প্রকাশিকা — শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী সৎসঙ্গ সম্মিলনীর পক্ষে শ্রীমতী অঞ্জলি ভট্টাচার্য্য। এ-বি ১৭৫, সল্টলেক, কলকাতা - ৬৪, সুন্দর প্রচ্ছদপট সহ বোর্ড বাঁধাই। মূল্য - ৫০/- টাকা।

তিন মায়ের কথা — মা সারদা, মা আনন্দময়ী ও শ্রী অরবিন্দ আশ্রমের "মাদারের" অমৃত-জীবনের বিভিন্ন দিক ও তাঁদের সাদৃশ্য সম্পর্কে এক অভিনব পুস্তক। প্রকাশক —সাহিত্য বিহার, ১ বি, মহেন্দ্র শ্রীমানী স্ট্রীট, কলকাতা-৯, বোর্ড বাঁধাই। মূল্য ৩৫/- টাকা। প্রাপ্তি স্থান ঃ সাহিত্য - বিহার ও ওরিয়েন্টাল বুক কোম্পানী। ৫৬ সূর্য্য সেন স্ট্রীট, কলকাতা - ৯।

প্রাপ্তিস্থান ঃ উপরোক্ত সব কয়টি পুস্তকই কলকাতায় স্থানীয় বিভিন্ন প্রকাশক অথবা শ্রীমতী অঞ্জলি ভট্টাচার্য্য, এ-বি ১৭৫, সল্টলেক, কলকাতা - ৬৪ এই ঠিকানায় উপলব্ধ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিশেষ সূচনা

"পরমার্থ প্রসঙ্গে মহামহোপাধ্যায় শ্রী গোপীনাথ কবিরাজ"

পন্ডিতপ্রবর পদ্মবিভূষণ ড০ গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের শ্রীমুখনিঃসৃত শাশ্বত অমৃতবাণীর তত্ত্বে পরিপূর্ণ এই অতুলনীয় গ্রন্থের একাদশ খন্ড সদ্য প্রকাশিত হইয়াছে। পরমার্থ পথের পথিক তথা তত্ত্ব জিজ্ঞাসুর নিকট ইহা এক অমূল্য সম্পদ। প্রতিটি খন্ডই স্বয়ং সম্পূর্ণ। একাদশ খন্ডের মূল্য ৫০ টাকা

প্রাপ্তিস্থান :—

১. মহেশ লাইব্রেরী : ২/১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কোলকাতা-৭০
২. সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার : ৩৮, বিধান সরণী, কোলকাতা-৬
৩. সর্বোদয় বুক স্টল : হাওড়া স্টেশন

"মা আছেন কিসের চিন্তা ?"

With Best Compliments from :

Amrita Bastralaya

157-C, Rashbehari Avenue, Ballygunje, Calcutta – 700 029.
Phone : 24642217

Suppliers of Quality Sarees, Woolen and Redymade Garments and School Uniforms

WE HAVE NO OTHER BRANCH

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ওঁমা শ্রীমা জয় জয় মা ওঁমা শ্রীমা জয় জয় মা ওঁমা শ্রীমা জয় জয় মা

মা আমার আনন্দময়ী, সুখদায়িনী, শান্তিদায়িনী
জন্মদাত্রী মা ত্রিপুরাসুন্দরী, করুণারূপী, কৃপাময়ী,
দয়াময়ী মা আনন্দময়ী, জগৎরূপিনী জগত্তারিণী।

মায়ের শ্রীপাদপদ্মে :—

Every Step with

☎ (0381) 2221975 (O)
2201274 (R)

Anand

Deals in : Footwear, Luggage and Leather products.

2, H.G. Basak Road,
Kaman Chowmuhani,
Agartala - 799 001,
Tripura (W)

ওঁমা শ্রীমা জয় জয় মা ওঁমা শ্রীমা জয় জয় মা ওঁমা শ্রীমা জয় জয় মা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

✿ Branch Ashrams ✿

14. NEW DELHI : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Kalkaji, New Delhi-110019 (Tel : 011-26826813)

15. PUNE : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Ganesh Khind Road, Pune-411007, (Tel : 020-25537835)

16. PURI : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Swargadwar, Puri-752001, Orissa. (Tel : 06752-223258)

17. RAJGIR : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, P.O.Rajgir, Nalanda-803116, Bihar (Tel : 06112-255362)

18. RANCHI : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Main Road,P.O. Ranchi- 834001 (Tel : 0651-2312082)

19. TARAPEETH : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, P.O. Chandipur-Tarapeeth, Birbhum-731233,

20. UTTARKASHI : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Kali Mandir, P.O. Uttarkashi-249193,

21. VARANASI : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Bhadaini, Varanasi-221001, U.P. (Tel : 0542-2310054+2311794)

22. VINDHYACHAL : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Ashtabhuja Hill, P.O. Vindhyachal, Mirzapur-231307, (Tel : 05442-242343)

23. VRINDABAN : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, P.O. Vrindaban, Mathura-281121 U.P. (Tel: 0565-2442024)

*

IN BANGLADESH :

1. DHAKA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, 14, Siddheshwari Lane, Dhaka- 17 (Tel _ 0880-9356594)

2. KHEORA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, P.O. Kheora, Via-Kasba, Brahmanbaria.

*

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS
FOR INDIA AS NO. 65438/97

रत्ना ऑफसेट्स लिमिटेड कमच्छा, वाराणसी, फोन- २३९२८२०

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মা আনন্দময়ী

অমৃত বার্তা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

VOL. 9 OCTOBER 2005 NO. 4

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

SHREE SHREE ANANDAMAYEE SANGHA

❁ Branch Ashrams ❁

1. AGARPARA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram.
P.O. Kamarhati Calcutta-700058 (Tel : 25531208)

2. AGARTALA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram.
Palace Compound P.O. Agartala- 799001.
West Tripura (Tel : 0381-2208618)

3. ALMORA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
Patal Devi. P.O. Almora-263602,
(Tel : 05962-233120)

4. ALMORA : ShreeShree Ma Anandamayee Ashram,
P.O.Dhaul-China. Almora-263881,
(Tel : 05962-262013)

5. BHIMPURA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
Bhimpura. P.O. Chandod, Baroda- 391105,
(Tel : 02663-233208+ 233782)

6. BHOPAL : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
P.O. Bairagarh. Bhopal-462030, M.P.
(Tel : 0755-2641227)

7. DEHRADUN : ShreeShree Ma Anandamayee Ashram,
Kishenpur.P.O. Rajpur, Dehradun-248009
(Phone : 0135-2734271)

8. DEHRADUN : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
Kalyanvan, 176, Rajpur Road, P.O. Rajpur,
Dehradun-248009, (Phone : 0135-2734471)

9. DEHRADUN : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
P.O. Raipur Ordnance Factory, Dehradun-248010

10. JAMSHEDPUR : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
Near Bhatia Park, Kadma, Jamshedpur-831005

11. KANKHAL : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
P.O. Kankhal.Hardwar-249408,
(Tel : 01334-246575)

12. KEDARNATH : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
Near Himlok. P.O. Kedarnath, Chamoli-246445,

13. NAIMISHARANYA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
Puran Mandir.P.O. Naimisharanya,
Sitapur-261402, U.P. (Tel : 05865-251369)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মা আনন্দময়ী — অমৃতবার্তা

শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ীর দিব্য জীবন
ও
অমূল্যবাণী সম্বলিত ত্রৈমাসিক পত্রিকা

বর্ষ ৯ অক্টোবর ২০০৫ সংখ্যা ৪

সম্পাদকমন্ডল

★ ব্রহ্মচারী শিবানন্দ
★ ডঃ শুকদেব সিংহ
★ কুমারী চিত্রা ঘোষ
★ কুমারী গীতা ব্যানার্জী
★ ব্রহ্মচারিণী গুনীতা

কার্য্যকরী সম্পাদক
শ্রী পানু ব্রহ্মচারী

☆

বার্ষিক চাঁদা (ডাক ব্যয়সহ)
ভারত – ৬০ টাকা
বিদেশে – ১২ ডলার অথবা ৪৫০ টাকা
প্রতি সংখ্যা – ২০ টাকা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মুখ্য নিয়মাবলী

❋ ত্রৈমাসিক পত্রিকা বাংলা, হিন্দী, গুজরাতী ও ইংরাজী এই চার ভাষায় পৃথক পৃথকভাবে বৎসরে চারবার জানুয়ারী, এপ্রিল, জুলাই এবং অক্টোবর মাসে প্রকাশিত হইয়া থাকে। পত্রিকার বর্ষ জানুয়ারী সংখ্যা হইতে আরম্ভ হয়।

❋ প্রধানতঃ শ্রী শ্রী মায়ের দিব্য জীবন ও অমূল্যবাণী বিষয়ক প্রবন্ধাদি প্রকাশনই এই পত্রিকার মুখ্য উদ্দেশ্য। অবশ্য দেশ-কাল-ধর্ম্ম ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে যে কোন আধ্যাত্মিক বা দার্শনিক হৃদয়গ্রাহী প্রবন্ধ এবং বিশিষ্ট মহাপুরুষদের জীবনী ও উপদেশ সম্বলিত লেখা সাদরে গৃহীত হইবে। নিতান্ত ব্যক্তিগত অনুভব ব্যতীত শ্রী শ্রী মায়ের দিব্যলীলা বিষয়ক লেখাও শ্রী শ্রীমায়ের অগণিত ভক্তবৃন্দের নিকট হইতে আশা করা যাইবে।

❋ প্রতিটি লেখা সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় সুস্পষ্ঠ অক্ষরে লিখিত থাকা বিশেষ আবশ্যক। কোনও কারণবশতঃ লেখা পত্রিকায় প্রকাশিত না হইলে লেখকের নিকট ফেরৎ পাঠান অসুবিধাজনক।

❋ অগ্রিম বার্ষিক চাঁদা কেবলমাত্র মনি অর্ডার বা ডিমান্ড ড্রাফ্ট দ্বারা " **Managing Editor— Ma Anandamayee Amrit Varta**" এই নামে পাঠাইবার নিয়ম।

❋ পত্রিকা সম্পর্কিত যোগাযোগ নিম্নলিখিত ঠিকানায় করিতে হইবে —

Managing Editor,
Ma Anandamayee - Amrit Varta
Mata Anandamayee Ashram
Bhadaini, Varanasi - 221 001

❖ ❖ ❖ ❖ ❖

পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিবার নিয়ম ঃ-
সম্পূর্ণ পৃষ্ঠা — ২০০০/- বাৎসরিক
অর্দ্ধেক পৃষ্ঠা — ১০০০/- "
১/৪ পৃষ্ঠা — ৫০০/- "

বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু সহ অগ্রিম টাকা উপরোক্ত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

শ্রীশ্রী আনন্দময়ী সংঘের পক্ষে মুদ্রক ও প্রকাশক শ্রী পানু ব্রহ্মচারী দ্বারা শ্রী শ্রী আনন্দময়ী সংঘ, ভাদাইনী, বারাণসী - ২২১ ০০১ উঃপ্রদেশ হইতে প্রকাশিত এবং রত্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস, বি ২১/৪২ কামাচ্ছা, বারাণসী - ১০ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক — শ্রী পানু ব্রহ্মচারী।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিষয়-সূচী

১.	মাতৃবাণী	০০০০	১
২.	শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী প্রসঙ্গ –শ্রী অমূল্য কুমার দত্তগুপ্ত	০০০০	৩
৩.	মাতৃ-দর্শন (গান) –শ্রী চিন্ময় মুখোপাধ্যায়	০০০০	৭
৪.	শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী লীলামাধুরী –স্বামী নির্ম্মলানন্দ গিরি	০০০০	৮
৫.	ঋষি কবি রবীন্দ্রনাথ ও ভারতীয় সংস্কৃতি –ড০ বীরেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায়	০০০০	১২
৬.	দিদির ডায়েরীর কয়েক পৃষ্ঠা	০০০০	১৭
৭.	বিন্ধ্যাচল আশ্রম (কবিতা) –ডা০ চিত্ততোষ চক্রবর্ত্তী	০০০০	২০
৮.	মায়ের কথা –শ্রী নিগম কুমার চক্রবর্ত্তী	০০০০	২২
৯.	মাতৃ-স্বরূপামৃত –শ্রী প্রিয়ব্রত ভট্টাচার্য	০০০০	২৬
১০.	আশ্রম সংবাদ	০০০০	৩০
১১.	শ্রদ্ধাঞ্জলি (শ্রী বিরজানন্দজী মহারাজ)	০০০০	৩৫

☆

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"হরি কথাই কথা, আর সব বৃথা ব্যথা।"

— শ্রীশ্রী মা

পেন্‌সিলভেনিয়া আমেরিকাতে স্থায়ী রূপে পঞ্জীকৃত প্রতিষ্ঠান "মা আনন্দময়ী সেবা সমিতি'র পক্ষ হতে পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমায়ের সকল ভক্তজনকে সপ্রেম 'জয় মা' জানানো হচ্ছে।

এই প্রতিষ্ঠানের মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে শ্রীশ্রীমায়ের জীবনলীলা ও অমূল্য বাণীর প্রচার, বিবিধ আধ্যাত্মিক কার্য্য সম্পাদন। সৎসঙ্গের পরিচালন, সনাতন ভাগবৎ ধর্ম্মযুক্ত প্রক্রিয়ার পরিচালনা এবং জনজনার্দ্দনের সেবা।

আমেরিকান সরকার দ্বারা এই সমিতি আয়কর হতে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত ঘোষিত হয়েছে —No. 23/2967597/I.R.S Code 501 (C) (3)

আমেরিকা ও নিকটবর্ত্তী দেশসমূহের স্থায়ী রূপে নিবাসী ভক্তদের কাছে অনুরোধ জানানো হচ্ছে যে 'মা আনন্দময়ী অমৃতবার্তা' (ত্রৈমাসিক পত্রিকা যা বাংলা, ইংরাজী, হিন্দি ও গুজরাতী এই চার ভাষায় প্রকাশিত হয়ে থাকে) সেই পত্রিকা এবং শ্রীশ্রী মায়ের দিব্যজীবন লীলা ও অমূল্য বাণী সম্বলিত নানা গ্রন্থ উপরোক্ত সেবা সমিতির কাছ থেকে সংগ্রহ করতে পারেন।

বিস্তৃত বিবরণের জন্য নীচের ঠিকানায় সম্পর্ক স্থাপন করুন —

Mahadev R. Patel
Director, Ma Anandamayee Seva Samiti (MASS) Inc.
212, Moore Road, Wallingford, PA 19086-6843
Tel : 610-876-6862 Mobile : 484-410-4844
Email : matriseva@yahoo.com

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাতৃ-বাণী

অখণ্ড ভাবে মনটাকে ভগবানের দিকে লাগান। তাহলে অখণ্ড দর্শন ও প্রকাশ আশা। পূজা, জপ, ধ্যান, পাঠ, কীর্তন যখন যেমন ইচ্ছা করে তা নিয়াই সব সময় মনটা ভগবানের চরণে লাগাইবার চেষ্ঠা।

★ ★ ★

ভাল লাগুক আর না লাগুক সেই তাঁকে নিয়ে থাকতেই হবে। ঔষধ খাওয়ার মত গিলতেই হবে। হরি সত্যই কথা, আর সব বৃথা ব্যথা। তাঁকে ভাল না লাগলে যে চলবেই না। এটা সব সময় মনে রাখা।

★ ★ ★

প্রথমতঃ লেখাপড়া শিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলে কোনও বিচার দ্বন্দ্ব নিয়া নয় তো? শুনে মেনে নেওয়া। নানারকম বিচার যদিও আসে, মনে করিতে হয়-আমারই ত নির্বুদ্ধিতার বিচার। শুদ্ধ জ্ঞানের বিচার নয়তো। যতটা সম্ভব মেনে সময় উপযোগী আলস্য ত্যাগ করে চেষ্টা করা। না করার দিকে বিচার বুদ্ধিটা আসা স্বাভাবিক। করবার দিকেই লক্ষ্য রাখা। পারব না হবে না এইটাকে দূর করা। কষ্ট ত শরীরেই আসে। এ কষ্টের মধ্যে তো আফিসওয়ালা আফিস করিতেছে কত পরিশ্রম। সময় করে নেওয়া সবটার। মনটাকে শুদ্ধ পবিত্র যত রাখবে ততই এই সব দিকটা খুলবে।

★ ★ ★

সত্যবাদী সবদিকে। শুদ্ধতা না থাকিলে ভগবানের দিকে অগ্রসর হওয়া যায় না।

★ ★ ★

তৎ ধ্যান, তৎ চিন্তায় মনটা সর্বক্ষণ রাখবার চেষ্টা। সত্যকথা, সংযমব্রত, সদ্‌গ্রন্থাদি পাঠ, সৎসঙ্গ, চব্বিশ ঘন্টা নিজকে বেঁধে রাখা। অনুকূল সঙ্গ গ্রহণ, প্রতিকূল ত্যাগ অর্থাৎ শ্রেয় গ্রহণ, প্রেয় ত্যাগ। এ ভাবে চলিতে থাকিলে আপনা-আপনি অনুকূল সাহায্য আসিবে।

★ ★ ★

প্রথমতঃ স্নান আহার সহজ ভাবে করা। সুনিদ্রা যেন হয়। তাহলে ভগবানকে ভাবা, ধ্যান ইত্যাদি সহজ হবে। শরীরটা সুস্থ থাকলে মনটা তাঁহাতে লাগাতে সুবিধা। ক্রমোন্নতিতে আহার, নিদ্রা যেখানে যতটুকু আপনা হইতে পরিবর্তিত হইয়া যাইবে।

★ ★ ★

যাঁর থেকে জিজ্ঞাসা এসেছে অর্থাৎ যাঁহা হইতে তুমিও অন্যান্য সব কিছুর প্রকাশ, তিনিই ঈশ্বর। হাঁ লাভ লোকসানের দৃষ্টি দিয়েও ধরতে চেষ্টা করা যায় বই কি? ভগবান কে পাওয়ার চেষ্টা না করাই লোকসান, আর চেষ্টা করাই লাভ। অবশ্য তিনি স্বয়ং প্রকাশ। তাঁকেই একমাত্র প্রয়োজন। আর সবই অপ্রয়োজন। তাঁকে বিনা মানুষের চলে না; ছেড়ে চলবার জায়গা নাই। সে জন্য বাদ দেওয়া যায় না, বাদ হয় না।

★ ★ ★

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তিনি সর্বস্ব বলেই তাঁর খেলায় এই ঢং, এই চলা। তাঁকে বাদ দিয়ে চলা হচ্ছে না। কিন্তু তিনিই যে একমাত্র। তাঁকে ভুলে থাকা হয় মোহে। অজ্ঞানতাতেই এই কষ্ট। ধর্মের সংসার করতে চেষ্টা করলে মানুষ ক্রমে দুঃখের দিক হতে শান্তির দিকে যেতে পারে। পরম শান্তি পেতে হলে তাঁকে ছাড়া হতেই পারে না।

☆ ☆ ☆

সৎ স্বরূপ, সুখ স্বরূপ, আনন্দ স্বরূপ একমাত্র ভগবান। ব্রহ্মানন্দ, আত্মানন্দ বিনা আর কিছুর অপেক্ষা রাখে না। আর যে কিছু দাঁড়ায়না। যেখানে কিছু দাঁড়ায় সেও সব ভ্রান্তি। নিজকে পাওয়ার চেষ্টা। ডাকা-ডাকি মানুষের স্বভাব। অভাব দূর করবার জন্যই ডাকা-ডাকি। মনুষ্য জীবনে উদ্দেশ্য থাকা উচিত ভগবান লাভ। যা ত্যাগ হয়ে যায় তাকেই ত্যাগ করবার কথা ওঠে। যা নিত্য সত্য তাই গ্রাহ্য। যে নিজে বদ্ধ, আকর্ষণ ও তার বদ্ধেতেই। এর নাম জীব ভাব। গুরুর আশ্রয়ে অনিত্যতা উপলব্ধি করা যায়। সব কিছুই গুরু শক্তিতে সম্ভব।

☆ ☆ ☆

ধৈর্য হারিয়ে গেছে মনে হলেও চেষ্টা ছাড়তে নাই। বার বার কেবল চেষ্টা। প্রাণ থাকতে চেষ্টা ছাড়তে নাই। তাঁর কাছে প্রার্থনা যে ২৪ ঘন্টা যাতে মনটা তাঁর চরণে থাকে। যার গুরুকরণ হয়েছে, গুরুর আদেশ নিয়ে পূজা, জপ, ধ্যান, পাঠ, কীর্তন, সৎসঙ্গ ইত্যাদিতে ২৪টা ঘন্টা মন কে টেনে ধরে রাখার কেবল চেষ্টা। নিজের যতটুকু শক্তি, তা কাজে লাগাতে পারলেই, তখন তিনিত আছেনই, সম্পূর্ণ করে দেন।

☆ ☆ ☆

ঠাকুরের দেহ, ঠাকুরের মন, ঠাকুরের জন, যার জন্য যা করা কেবল তাঁর সেবা। মনটাকে ঊর্দ্ধে তুলে রাখার চেষ্টা করা। অদেখা আর কখন? কেবল প্রকাশ বাকী।

☆ ☆ ☆

ভিতরে শক্তি বোধ করলে, নূতন দৃষ্টি অনুভব করলে, যত নীরব শান্ত ভাবে চেপে রাখে ততই তার ভিতর শক্তি বৃদ্ধি হয়। একটু ছিদ্র পেলেই বের হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা। সাবধান। প্রয়োজন মত তিনিই সব করে দেন। দীক্ষা শিক্ষা যত ইতি।

☆

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী প্রসঙ্গ

নবমখণ্ড-পূর্বার্দ্ধ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—শ্রী অমূল্য কুমার দত্তগুপ্ত

মা আছে বলিয়াই দুঃখ বোধ

কথায় কথায় মায়ের উপস্থিতে যে একবার হারমোনিয়াম চুরি গিয়াছিল সেই কথা উঠিল। মা ঐ গল্পটি করিলেন। উহা একবার উল্লেখ করিয়াছি বলিয়া আর পুনরুল্লেখ করিলাম না। ডাঃ পান্নালাল মাকে বলিলেন, "আপনি চোরকে চুরি করিতে দেখিয়াও বাধা দিলেন না কেন?"

মা। বাধা কাহাকে দিব? সকলেই যে আপন। তুমি যদি লীলার (ডাঃ পান্নালালের মেয়ে) কোন জিনিষ তাহাকে না বলিয়া লইয়া আস তবে লীলা কি তোমাকে চোর বলিবে? আপন জনে কিছু লইয়া গেলে কেহ কি তাহাকে চোর বলে? তাই বলিতেছিলাম আমার সংসারের মত এত বড় সংসার আর কাহার? সেই জন্যই ত বাবা (অর্থাৎ আপতাপ মিত্র) আমাকে বড় সংসারী বলিয়াছে।

ডাঃ পান্নালাল। আমরা কিন্তু চোরকে বাধা না দিয়া থাকিতে পারিতাম না।

মা। সেই জন্যই ত তোমাদের দুঃখ। তোমরা তোমাদের চারিদিকে boundary দিয়াছ বলিয়াই এই দুঃখ। Boundary ভাঙ্গিয়া ফেল তবেই দুঃখ যাইবে। মনে করিতে হয় আমরা সকলেই ইষ্ট গোষ্ঠী। ইষ্ট কি? না, যেখানে অনিষ্ট হয় না। চিন্তা করিতে হয় যে আমরা সকলেই এক পরিবার ভুক্ত। সীমা ভাঙ্গিলেই উহা বুঝা যায়। এই সীমাত অহঙ্কারের সীমা। তাই ভগবান আঘাত দিয়া এই সীমা ভাঙ্গিয়া দেন। এ আঘাতও মঙ্গলের জন্য। পিতা মাতাও ছেলে-পেলে দিগকে শাস্তি দিয়া থাকেন। ইহা যেমন সন্তানের মঙ্গলের জন্য, ভগবানের আঘাত ও তাহাই। তিনি বিপদ দিয়া বিপদ হরণ করেন। এইজন্য তাঁহার নাম বিপদ্‌হারী। কাল কথা হইতে ছিল না যে ভগবান দীনের দয়াল, অনাথের নাথ, সেইরূপ তিনি বিপদভঞ্জন, বিপদহারী।

ডাঃ পান্নালাল। তিনি বিপদ দিয়া বিপদ হরণ করেন কি রূপে?

মা। জগতে কিছুই স্থায়ী নয়। আজ যে ধনী, কাল সে দরিদ্র, আবার আজ যে দরিদ্র, কাল সে ধনী। তাই ভগবান বিপদ দেন ও আবার বিপদ হরণ করিয়া ও নেন। এ সমস্তই আমাদের মঙ্গলের জন্য।

বৃদ্ধ সন্ন্যাসী। মা, ভগবানকে ভালবাসিলে ভগবান কি দেন?

মা। (হাসিয়া) ভগবান কিছু দেন না, তিনি পূরা (অর্থাৎ পূর্ণভাবে) দেন অর্থাৎ তিনি নিজকেই দিয়া ফেলেন। সেইজন্য তাঁহাকেই চাহিতে হয়। কিছু আশা করিয়া ভগবানকে ডাকা ত ব্যবসায়ী বুদ্ধি। তাঁহার জন্যই তাঁহাকে ডাকিতে হয়। তাঁহার কৃপাও অহৈতুকী।

এক ভদ্রলোক। অহৈতুকী কি?

মা। তাঁহার কৃপার কোন হেতু নাই। তিনি কিছু আশা করিয়া কৃপা করেন না। তাহা হইলে ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভগবানে ব্যবসায়ী বুদ্ধি থাকিয়া যায়। তাঁহার রাজ্যে একদিকে যেমন নিয়ন্ত্রণ এবং কর্মফল আছে, আবার নিয়ন্ত্রণ এবং কর্মফল ইত্যাদি কিছুই নাই। যাহা আছে তাহাই আছে। (আমাকে) সেদিন তুমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে না যে যা তা কে তুমি কোথায় ফেলিবে? তাই বলিলাম যে এই স্থিতিকেই যা তা বলা হয়। এখানে নিয়ন্ত্রণ অনিন্ত্রণের কোন প্রশ্নই নাই। এই রূপ আরও অনেক কথা হইল।

৩রা চৈত্র, মঙ্গলবার (ইং ১৭।৩।৫৩)

আজ যখন গঙ্গাস্নান করিতে যাই তখন শ্রীশ্রী মাকে আশ্রমের দ্বার দেশে দেখিতে পাইলাম। দেখিয়াই মনে হইল যে ধনঞ্জয় দাসজীর জন্যই মা এই সময় রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। ধনঞ্জয় দাসজী আজ সশিষ্য রায়পুর আশ্রমে রওনা হইয়া গেলেন। তিনি একদিন গঙ্গাদিদির আশ্রমে ছিলেন। গতকল্য ঐখান হইতে আশ্রমে আসিয়া আজ দেরাদুনে চলিয়া গেলেন। গৃহীই হউক কি সাধু সন্ন্যাসী হউক মা যে ভাবে সকলের পদবী অনুযায়ী সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকেন তাহা হইতে আমাদের শিক্ষণীয় অনেক কিছুই আছে। ধনঞ্জয় দাসজী শ্রীশ্রীমাকে যে আন্তরিক শ্রদ্ধা ভক্তি করেন সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই; কিন্তু তবুও যখনই ধনঞ্জয় দাসজী এই আশ্রমে মায়ের সকাশে আসিয়াছেন মা অমনি আসন হইতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়াছেন। কেন না তিনি সাধু ত বটেনই আবার আচার্য্য পদারূঢ়। তাঁহার যাহা কিছু দরকার উহা প্রকাশ করিবার পূর্বেই যেন উহার বন্দোবস্ত হইয়া গিয়াছে। শ্রীশ্রীমায়ের কর্থাবার্তা বা আচরণে এমন কিছু প্রকাশ হয় না যাহা দ্বারা তাঁহাকে সাধারণ হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া মনে হয়।

বৈষয়িক এবং আধ্যাত্মিক ব্যাপার শ্রীশ্রী মায়ের নিকট ভিন্ন নহে

স্নানান্তে আশ্রমে গিয়া দেখিলাম, মা ডাঃ পান্নালালের সহিত কথা বলিতেছেন। প্রশ্ন কি ছিল এবং আদৌ কোন প্রশ্ন ছিল কিনা তাহা বুঝিতে পারিলাম না। মাকে বলিতে শুনিলাম-"এই যে আশ্রমে এটা ওটা করিতে বলা হয় উহা খেয়াল বশেই হইয়া থাকে। কেবল এইখানেই যে এরূপ করি তাহাই নয়। উড়িয়া বাবার আশ্রমে যখন থাকি তখনও ঐরূপই করিয়া থাকি। যখন যেখানে থাকি সেইখানেই এইরূপ হইয়া যায়। এ আশ্রমকে এ শরীরের আশ্রম মনে করিয়া যে বিশেষ কিছু করা হয় তাহা নহে। ধনঞ্জয় দাসজী যে রায়পুর আশ্রমে গেলেন তাহাও দিদির (খুকুনী দিদির) কথায়। তিনি নির্জন কোন স্থান খুঁজিতেছিলেন। তখন দিদি বলিল যে রায়পুর আশ্রম ত খুব নির্জন সেখানে গিয়া থাকিতে পারেন। তাই ধনঞ্জয় দাসজী রায়পুর গেলেন। কত বুড়া স্ত্রীলোক কাশীর আশ্রমে থাকিবার জন্য এ শরীরের কাছে চিঠি লিখে তাহাদিগকে বলা হয় যে তাহারা দিদির কাছে যেন ঐ কথা জিজ্ঞাসা করে কারণ আশ্রম ত তাহাদেরই। আশ্রম বলিয়া এ শরীরের কিছু নাই। ইহা মাঝে মাঝে এখানে আসিয়া থাকে মাত্র।

তাহা ছাড়া তোমরা এ শরীরটাকে আশ্রমের সামান্য সামান্য ব্যাপারে উপদেশ ইত্যাদি দিতে দেখিয়া মনে কর যে মা এই সব সামান্য সাংসারিক ব্যাপারে কথা বলিতে যান কেন? তোমাদের নিকট সাংসারিক কথা এবং আধ্যাত্মিক কথা আলাদা আলাদা; কিন্তু এ শরীরের কাছে সবই যে এক। তোমরা এ শরীরের নিকট আধ্যাত্মিক কথা শুনিয়া সন্তুষ্ট। তোমাদিগকে একটা ঘটনা বলিতেছি-তোমরা গোপালজীকে ত জান? সে একবার হরিদ্বারে এ শরীরের কাছে গিয়াছিল। তখন বোধহয় ভোলানাথ ও এ শরীরের সঙ্গে ছিল। হরিদ্বারে আসিয়া গোপালজীর কাজ ছিল বার বার রান্না করিয়া এ শরীরকে খাওয়ান। সকাল বেলা হয়ত হালুয়া তৈয়ার করিল, তৈয়ার করিয়াই, "মা এদিকে এস, এদিকে এস বলিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিল এবং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এ শরীরের মুখে একটু দিয়া নিজেরা আহারাদি করিল। দুপুর বেলায় ও ঐরূপ করিত। একদিন দুপুরে সে রান্না করিতেছে। এ শরীর ও তাহার কাছে বসিয়া তাহার কাজে সাহায্য করিতেছে, এমন সময় কতকগুলি লোক এ শরীরের সহিত দেখা করিতে আসিল। ইহা দেখিয়া গোপালজী তাড়াতাড়ি আমাকে ঐখান হইতে সরিয়া যাইতে বলিল। তাহার ইচ্ছা নয় যে অপরিচিত কেহ আসিয়া আমাকে রান্নার কাছে সাহায্য করিতে দেখে। আমি যে কখনও তাহার ঐ সব কাজে সাহায্য না করি এরূপ কিন্তু তাহার ইচ্ছা নয়। আবার অপরিচিত লোক সমক্ষে যে আমি ঐরূপ করি ইহাও তাহার ইচ্ছা নয়।

"দশজন এ শরীরের কাছে আসিয়া আধ্যাত্মিক কথাবার্তা শুনুক এরূপ ভাব তোমাদের অনেকেরই আছে। কিন্তু এ শরীরের কাছে আধ্যাত্মিক অধ্যাত্মিক বলিয়া আলাদা আলাদা কিছু ত নাই। আচার্যের মত কথাবার্তা বলা এ শরীরের ভাব নয়। অবশ্য আচার্য্যের ও স্থান আছে, অবস্থা আছে। ভগবৎ চিন্তা ও ধ্যানে তন্ময় হইয়া থাকা, বৈরাগ্য আশ্রয় করিয়া থাকা এ গুলি ভিন্ন ভিন্ন stage এর কথা। এ শরীরের ঐ সব ভাব ত কোন দিনই নাই। ছোটবেলা এ শরীরের মা যাহা করিতে বলিয়াছে এ শরীর তাহাই করিয়াছে। বিবাহের পর ভোলানাথ যাহা করিতে বলিয়াছে, তাহাই এ শরীর পালন করিয়াছে। সরল ছিলাম বলিয়া এ শরীরের মার কতই না চিন্তা! উহারা ভাবিত যে, এ শরীর যখন এত সরল তখন না জানি ইহার কি দশা হইবে। তাই বিবাহের পর এ শরীরের মা উহাদিগকে লিখিয়া দিল যে এ শরীর বড়ই সরল, উহারা যেন এ শরীরকে চালাইয়া নেয়, তাই দেখিতেছ যে সকল সময়ই এ শরীরের এক অবস্থা। হাঁ যখন এ শরীরের উপর দিয়া সাধনার খেলা হইয়া যাইতেছিল তখন অবশ্য এ শরীর ভগবদ্ ভাবেই ভরপুর থাকিত। তখন সাধকের খেলা হইতেছিল কিনা তাই ঐরূপ। সাধন অবস্থায় ঐরূপই হইয়া থাকে। সাধকের নিকট বৈষয়িক আলাপ করিলে তাহার যে কেবল ভাল লাগেনা এমন নয়, তাহার দস্তুর মত ইলেকট্রিক শক লাগার মত শক্ লাগে। ইহাও কিন্তু স্বাভাবিক। তোমাদের বেলায় ও দেখিতে পাও যে, তোমরা টাকা পয়সা লইয়া যখন মত্ত থাক তখন তোমাদের কাছে কেহ ধর্মের কথা বলিলে তোমরা যে কেবল বিরক্ত হও এমন নহে, তোমাদের ইহাতে যেন শক্ লাগার মত হয়। সাধকের বেলায় ও তাহাই, কারণ সাধকও পরমধন লইয়া মত্ত। ঐ পরম ধনের কথা ভিন্ন অন্য কথা বলিলেই তাহারও তোমাদের মত আঘাত লাগে। সাধনার অবস্থার কথা ছাড়িয়া দিলে দেখিতে পাইতেছ যে এ শরীর বৈষয়িক ব্যাপার এবং আধ্যাত্মিক ব্যাপারের মধ্যে কোন পার্থক্য করে না। একটা উপমা দিয়া বুঝান যাইতে পারে। উপমা যদিও সর্বাংশে সমান হয় না। শিশু যেমন চন্দন ও বিষ্ঠার মধ্যে ভেদ জ্ঞান করে না এবং উহা যেমন তাহার পক্ষে স্বাভাবিক ভাবাই জাগতিক এবং আধ্যাত্মিক অবস্থা বলিয়া কোন ভেদ জ্ঞান নাই। এ শরীরের কাছে রান্না করাও যা জপধ্যান করাও তা।

"তোমরা বলিতে পার মা ত সাধারণের মত কাপড় চোপড় পরিয়াই থাকে, উলঙ্গ হইয়া ত থাকে না। তবে জানিও, এ শরীরের কাছে উলঙ্গ হইয়া থাকা বা কাপড় পরিয়া থাকা এই দুইয়ের মধ্যে কোন ভেদ নাই। তোমরা মনে কর যে পরে লোকজনকে আধ্যাত্মিক উপদেশ দিতে হইবে বলিয়াই এ শরীরে সাধনার খেলা হইয়াছে। বাস্তবিক কিন্তু তাহা নয়। খেয়াল বশেই এ শরীরের সাধনার খেলা হইয়াছে, পরে কি হইবে না হইবে এরূপ কোন ভাবই তখন ছিল না। এ শরীরকে নানাস্থানে ঘুরিতে দেখিয়া তোমরা বল যে জন কল্যাণের জন্যই এ শরীর ঐরূপ করিয়া থাকে। আরে, এ শরীরের কাছে জন থাকিলে ত জন কল্যাণ করিবে? তোমাদের দৃষ্টিতে এ শরীর এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যায়, কিন্তু এ শরীর বলে যে এ শরীর কোথায় যায়ও না বা আসেও না। এ শরীর এক জায়গায়ই আছে। তোমাদের মধ্যে সীমা আছে বলিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তোমরা ঐ রূপ ভাগ, ভাগ করিয়া দেখ। আবার দেখ, তোমরা তোমাদের বাড়ীতে থাকিয়া যখন এ ঘর, ও ঘর কর, তখন কি বলা যায় যে তোমরা এক জায়গা হইতে অন্য জায়গায় যাও? কেহ যদি তখন তোমাদের কথা জিজ্ঞাসা করে তখন কি তোমরা বল না যে, তোমরা কোথায় ও যাও নাই, বাড়ীতেই আছ? তবে তোমাদের মত এ শরীরের বাড়ীর কোন boundary নাই। এ শরীরের বাড়ী নদী নালা দিয়া ভাগ করা নাই। অনেক সময় মহাত্মাদের কথা তোমরা দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলিয়া থাক। ঐ সম্বন্ধে জানিও যে ঐ সব ভিন্ন ভিন্ন stage বা অবস্থার কথা। এ শরীর ও ত বলে, জীবাত্মা, মহাত্মা, পরমাত্মা, জীবাত্মা কি না, সাধারণ জীব, মহাত্মা হইলেন তাঁহারা যাঁহারা সেই মহান আত্মা বা ভগবানকে লাভ করিতে চেষ্টা করিতেছেন, পরমাত্মা হইলেন সেই অবস্থা যাহার পরে আর কিছু নাই অর্থাৎ যিনি স্বয়ং ভগবান। যাঁহারা এই ভগবানকে লাভ করিতে চেষ্টা করেন তাঁহাদের নানা গতি এবং স্থিতি আছে এবং ঐ স্থিতি অনুসারেই তাঁহাদের প্রকাশ ও ভিন্ন ভিন্ন। এই জন্য মহাত্মাদিগের সম্বন্ধে বলা হয় যে পিশাচবৎ, বালকবৎ, উন্মত্তবৎ, জড়বৎ। পিশাচবৎ কি? না যাঁহাদের চন্দন, বিষ্ঠায় সমজ্ঞান, বালকের বেলায় ও তাহাই। তাহাদের কাছে ত বিষ অমৃত, আগুন জল, সবই সমান। উন্মত্ত কি? না, অসাধারণ, যে পাগল সে কি সাধারণ হইতে আলাদা নয়? আর জড় হইল সেই অবস্থা যেখানে ভগবানে তন্ময় হইয়া জড় পিন্ডের মত পড়িয়া থাকা। মহাত্মাদের স্থিতি অনুসারে এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ হইতে পারে। আবার যাঁহারা পরমাত্মা লাভ করিয়াছেন তাঁহাদের প্রকাশও নানাভাবে হইতে পারে। আবার এমন স্থিতিও আছে যেখানে আত্মা, পরমাত্মা বলিয়া কোন প্রশ্নই নাই। এই স্থিতির প্রকাশ হইল অবাধ প্রকাশ। এখানে যা আছে তাই আছে।

"আবার অন্য ভাবে বিষয়টি দেখ, যে যাহা খায় উহার পরিণতি কিন্তু একরূপই। মানুষ ডাল, চাল ফল ইত্যাদি খায়, গরু, ছাগল ঘাস ইত্যাদি খায়। মানুষ যাহা খায় তাহার সারাংশ দেহের পুষ্টি সাধনে লাগিয়া বাকী অংশ বিষ্ঠা রূপে বাহির হইয়া যায়। পশুদের বেলায়ও তাহাই। মানুষের বিষ্ঠা এবং পশুদের বিষ্ঠা দেখিতে আলাদা হইলে ও দুই-ই বিষ্ঠা। আবার এই বিষ্ঠা কিসে পরিণত হয়? না, মাটিতে। মানুষ, পশু, পক্ষী, গাছ, লতা যাহা কিছু দেখ উহার পরিণতি কিন্তু একই অর্থাৎ সবই কালক্রমে মাটি হয়। এই মাটি কি? ইহাত মা-টিই অর্থাৎ তিনিই। কাজেই পশু পক্ষী, কীটপতঙ্গ, যাহা কিছু দেখা যায় সর্বরূপে একমাত্র তিনিই। এখানে বড় ছোট, সাধারণ অসাধারণ ইত্যাদি ভাগ ভাগ করিয়া দেখিবার অবসর কোথায়? তাই বলিতেছিলাম যে এ শরীরের কাছে সাংসারিক বা আধ্যাত্মিক বলিয়া আলাদা কিছু নাই। সবই সমান।

স্বামী শঙ্করানন্দ। তুমি যাহাই বল, তোমার পূর্ণত্ব লাভ করিতে কিছু বাকী আছে। পূর্ণত্বের মধ্যে দীক্ষা, কৃপা, দয়া প্রভৃতি সবই আছে; কিন্তু তোমার মধ্যে ঐ গুলির অভাব অর্থাৎ তুমি দীক্ষা দিতে পার না, কাহাকেও কৃপা করিতে পার না। (সকলের হাস্য)

মা। (হাসিয়া) এ শরীরের দীক্ষার খেলাও হইয়াছে। আর কৃপা, দয়া ইত্যাদি যাহা বলিলে উহার উত্তরে বলিতে পারি যে এ শরীর ত ছোট বাচ্চী। ইহা হইতে তোমরা কি রূপ দয়া, কৃপা পাইয়াছ বা পাইতে পার তাহা তোমরাই জান।

এমন সময় শ্রীমান কুসুম আসিয়া খবর দিল যে উপরে আজিকার মত দেবী ভাগবৎ পাঠ সমাপ্ত হইয়াছে। এখন আরতির যোগাড় চলিতেছে। ইহা শুনিয়া মা উঠিলেন। আমরাও সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অন্নপূর্ণা মন্দিরের বারান্দায় গিয়া দাঁড়াইলাম। রাজা সাহেব নবরাত্রি উপলক্ষ্যে প্রত্যহ একজন করিয়া কুমারী পূজা করিতেছেন এবং ব্রতী হইয়া শাস্ত্রীয় সমস্ত বিধি পালন পূর্বক দেবী ভাগবত পাঠ এবং ব্যাখ্যা শ্রবণ করিতেছেন। বাস্তবিক এ রাজার আচার ব্যবহার দেখিয়া ইহাঁকে রাজর্ষি ভিন্ন অন্য কিছু মনে হয় না। সাধু, মহাত্মা কত লোকই ত শ্রীশ্রীমায়ের কাছে আসিয়া থাকেন। কিন্তু অভিজ্ঞ দর্শকগণ এক বাক্যে এই কথা বলিয়া থাকেন–"সাধু বলিতে আমরা মাত্র একজনকেই দেখিতে পাই, তিনি হচ্ছেন সোলনের রাজাসাহেব দুর্গা সিং।"

(ক্রমশঃ)

☆

মাতৃ-দর্শন

–চিন্ময় মুখোপাধ্যায়

সুর-রাগ মিশ্র খাম্বাজ তাল-দাদ্‌রা

দূরে দেখি মাগো তোমায় কাছে কেন পাই না,
তোমায় দেখে প্রাণে আমার আনন্দ আর ধরে না।

অরূপরূপিণী তুমি, জ্যোতির্ময়ী তুমি মা,
দূরে দেখে মাগো তোমায় আমার মন যে ভরে না।

আজি আধোরাতে আমি স্বপনেতে দেখি তুমি
বলছ, "প্রাণেই আছিরে তোর, কেন দেখিস্ না"।

ভাবি আমি একা বসে কৃপা করে কবে এসে
অভয়ধামে মোরে নিয়ে যাবে ওগো মা॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী লীলামাধুরী

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—স্বামী নির্ম্মলানন্দ গিরি

এবারে আমরা আসি মায়ের আবির্ভাব পর্বের পূর্ব মুহূর্তে মায়ের জননী মোক্ষদা সুন্দরী দেবীর শারীরিক ও মানসিক অবস্থার অপূর্ব বর্ণনায়। মোক্ষদা সুন্দরী দেবীর বয়স তখন আঠার-উনিশ বছর। পরম শুভ আবির্ভাবের পূর্বাভাস। মোক্ষদা সুন্দরীর চিত্ত পটে অপূর্ব দিব্য ভাবের সমাবেশ। শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী মার আবির্ভাবের পূর্বে বা আগে তাঁর মাতা মোক্ষদা সুন্দরী দেবী বহু দেব-দেবীগণের দর্শন পেতেন। কখনও সাক্ষাত ভাবে কখনও বা স্বপ্নে বিভোর হয়ে। তাঁদের সকলকে তিনি আবাহন করে বরণ করে ঘরে তুলতেন। তাঁর মনে হত ঐ সমস্ত দেব-দেবীরা যেন জীবন্ত বিগ্রহ ধারণ করে আনন্দে আত্মহারা হয়ে তার শরীরের মধ্যে প্রবেশ করে মিলিয়ে যাচ্ছেন।

ভক্ত-শিষ্যগণের সাগ্রহ জিজ্ঞাসায় তিনি পরবর্তীকালে এ বিষয়ে যা বলেছেন এখানে আমরা তার কিয়দংশের উদ্ধৃতি দিচ্ছি-"তোমাদের মা আসিবে আমাতে প্রকাশ দেখিবার ২/৩ মাস পূর্ব হইতেই এমনই যোগাযোগ। আমি অনেকবার কেবলই দেখিতাম-নানারূপের অবতারগণ, বহুঠাকুর-দেবতা আমার নিকটে আসিয়া কি সুন্দর প্রকাশ! আবার আমাতে যখন তোমাদের মার প্রকাশ নিশ্চিত ইহার ভিতরেও কখনও জাগ্রতই বসিয়া আছি দেখিতেছি কেমন একটা পরিস্থিতি এসবের দর্শন ঘরে বসেই বার বার এই রূপে দেখিয়া যাইতছি। পূর্ণ দৃশ্য যেন-আর মুনি ঋষি গণ যেই যেই গড়নের শুনিয়াছি আর বহু ঠাকুরবিগ্রহআদিও--সবতো আর ঐ সময় ধরা দিতেন না-প্রত্যক্ষ প্রকাশ হইতেন চলাচলের মধ্যেও কখনও কিছু কিছু। আমিও তাহাদিগকে কেমন একভাবে সাদর আহ্বান করিয়া যাইতেছি।" (স্বক্রিয় স্বরসামৃত গ্রন্থ হইতে)।

এই প্রসঙ্গে মুক্তানন্দ গিরিজী (মোক্ষদা সুন্দরী দেবী) আরও এক স্থানে বলছেন-"আমিতো ঘরে বসা, জাগ্রত কেমনই এক ভাব। কিন্তু সেই দিন দেখি কোথা হইতে লাল পাড়শাড়ী পরা ঘোমটা দেওয়া বধূবেশ ধারিণী একটি যুবতী স্ত্রীলোক আমার হাতে একটি বরণ-কূলা (বরণ-ডালা) দিয়ে গেল এবং ঐ খানেই অদৃশ্য হইয়া গেল। দেখ, এই যে সব দেখিলাম সঙ্গে সঙ্গে ঐ খানেই সব অপ্রকট। কাহাকেও বাহির হইয়া চলিয়া যাইতে দেখিলাম না"। (উদ্ধৃতি স্বক্রিয় স্বরসামৃত)।

পূর্ববঙ্গে (অধুনা বাংলাদেশে) বিশেষ করে কোন কোন বিগ্রহ আদি পূজা করবার জন্য গৃহে আনলে সর্বপ্রথম বাড়ী ও পাড়ার বধূগণ উলুধ্বনি, শঙ্খ ধ্বনি ও ধান-দুর্বা দিয়ে বিগ্রহকে বরণ করে তারপর যথাস্থানে স্থাপন করবার প্রথা আছে। এখানেও মনে হয় মোক্ষদা সুন্দরী দেবী ওইভাবে বরণ করে নিলেন। অন্য এক স্থানে মোক্ষদা সুন্দরী দেবী বলছেন-"ওই সময় যাহা যাহা দেখিতাম সবই জীবন্ত পূর্ণ জ্যোতি নিয়ে জ্বল জ্বল করে প্রকাশিত হতেন। বিগ্রহগণের মধ্যে রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, নারায়ণ, বিষ্ণু, মহাপ্রভু, শিবদুর্গা, কালী, সরস্বতী, কার্ত্তিক, লক্ষ্মী, গণেশ আরও আরও কত। মহাপুরুষ মহাত্মাগণদেরও দেখিতাম। তাঁদের তেজে প্রভাবে ও আনন্দে কেমন একটা বিহ্বল হয়ে যেতাম তাহা ভাষায় প্রকাশ করতে পারি না। এইসব কথা কাহাকেও বলিবারও খেয়াল হইত না, খুব আনন্দে কাটিত"। (উদ্ধৃতি স্বক্রিয় স্বরসামৃত)।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আনন্দময়ী মা যখন মাতৃগর্ভে তখন একদিন মোক্ষদা সুন্দরীকে দেখে শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী ভট্টাচার্যর মাতামহীর এক সই আশ্চর্য চকিত চমকিত হয়ে বলে উঠলেন-"বাপরে বাপ, কিরূপ! কি জ্যোতি? জ্যোতি যেন ফাটিয়া পড়িতেছে"। (বাসুদেব পত্নী দেবকীর গর্ভে যখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অবস্থান করেছেন তখন এই রূপ জ্যোতি সকল ব্রহ্মাদিদেবগণ দর্শন করেছিলেন, এমনকি মহারাজা কংসও অভিভূত ও চমকিত হয়েছিলেন।)

অবতারগণ ও মুক্তাত্মা মহাত্মাগণ যখন সাময়িক ভাবে জগৎ কল্যাণের জন্য (দুষ্ট দমন, শিষ্ট-পালন, ধর্ম-স্থাপন ও অন্যান্য লীলা-বিলাসে) মানব শরীর ধারণ করে মর্ত্যধামে আবির্ভূত হন, তখন সচরাচর দেখা যায় তাঁদের এই আবির্ভাবের পূর্বে ও পরে কিছু কিছু অলৌকিক ও অসাধারণ ঘটনারও সমাবেশ হয়। লোকমুখে পরম্পরায় এবং সমকালীন লেখকদের লেখার মধ্যেও এ সবের কোথাও কোথাও সংক্ষেপে কোথাও কোথাও বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা পাওয়া যায়। উদাহরণ স্বরূপ শ্রীরামচন্দ্রের ও শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব, ভগবান বুদ্ধের আবির্ভাব, যীশুখৃষ্টের আবির্ভাব ও যুগাবতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবের সময়ও আমরা বহু অলৌকিক ঘটনার বর্ণনা পুস্তকাদিতে পেয়ে থাকি। এইভাবে শ্রীশ্রীআনন্দময়ীমা মর্ত্যধামে আবির্ভাবের পূর্বকালেও বহু অসাধারণ ঘটনাবলী তৎকালীন ভক্ত-শিষ্যগণ বলে গেছেন ও লিখে গেছেন। সর্বপ্রথমে আমরা গুরুপ্রিয়া দেবীর লিখিত শ্রীশ্রীমাআনন্দময়ী গ্রন্থের এক অংশ থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছি।

"আমার (গুরুপ্রিয়া দেবী) ডায়েরী মায়ের জীবনীর পূর্বাংশ যা প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে একটি খন্ড লইয়া মাকে কিছু কিছু শুনাইতেছিলাম একস্থানে দেখিলাম লেখা আছে যে-'দাদামহাশয় একবার ঘরের বাহির হইয়া গিয়াছিলেন, তিনবৎসর পর বাড়ী ফিরিয়া আসেন। ঘরে ফিরিয়া আসিবার পরেই মায়ের শরীরের প্রকাশ হয়'। এই কথাটি মায়ের কানে যাইতেই মা বলিয়া উঠিলেন-'এ কথায় সাধারণতঃ সকলেই মনে করিতে পারে যে সাধারণভাবে জীবের মত মাতাপিতা হইতে এ শরীরের জন্ম-এইটুকু বলিয়া মা চুপ করিলেন। অনেক জিজ্ঞাসাতেও মার মুখ হইতে কিছু বাহির হইল না। ইহার কিছুদিন পর গুরুপ্রিয়াদিদি মাকে আবার জিজ্ঞাসা করিলেন-"মা সেদিন তুমি এমন কথা বলিয়াছিলে যে তোমার জন্ম সাধারাণ মানুষের মত মাতাপিতা থেকে হয় নাই"। উত্তরে মা ধীরে ধীরে বলিলেন-"এ শরীরটার কথা ছাড়িয়া দে, কিন্তু ঈশ্বরসজাত না হয়েও মাতৃগর্ভে সন্তানের মত প্রকাশ হইতে পারে"।

শ্রীশ্রীমায়ের এই আবির্ভাব লীলা প্রসঙ্গে যুগাবতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্যতম লীলাসহচর স্বামী সারদানন্দ মহারাজজীর লিখিত 'শ্রীরামকৃষ্ণ লীলা প্রসঙ্গ' গ্রন্থে নিম্নলিখিত বিবরণে পাওয়া যায়।

গয়াধামে প্রত্যাগত তদীয় ধর্মপ্রাণ পতি ক্ষুদিরামের নিকট শ্রীরামকৃষ্ণ জননী চন্দ্রমণি দেবী তাঁর দিব্য দর্শন ও অনুভূতির কথা এইভাবে প্রকাশ করেন-"একদিন যুগীদের শিবমন্দিরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ধুনির সহিত কথা কহিতেছে এমন সময় দেখিতে পাইলাম মহাদেবের দিব্য জ্যোতিঃ নির্গত হইয়া মন্দির পূর্ণ করিয়াছে এবং বায়ুর ন্যায় তরঙ্গাকারে আমার নিকট ছুটিয়া আসিতেছে। সহসা উহা নিকটে আসিয়া আমাকে যেন ছাইয়া ফেলিল, আমার ভিতর প্রবল বেগে প্রবেশ করিতে লাগিল। ভয়ে বিস্ময়ে মূর্ছিত হইয়া পড়িলাম। পরে ধুনীর শুশ্রুয়ায় চৈতন্য হইলে তাহাকে সকল কথা বলিলাম। সে শুনিয়া প্রথমে অবাক হইল পরে বলিল তোমার বায়ু রোগ হইয়াছে। আমার কিন্তু মনে হইতেছে ওই জ্যোতিঃ যেন আমার উদরে প্রবেশ করিয়াছে। আমার যেন গর্ভ সঞ্চারের উপক্রম হইয়াছে।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই প্রসঙ্গে প্রেমাবতার যীশুর জন্মের ঘটনারও যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে Saint Luke কথিত Gospel গ্রন্থে আমরা দেখতে পাই-দেবদূত গ্যাব্রিয়েল প্যালেস্টানের গ্যাসিসি প্রদেশের অন্তর্গত নাজারথ গ্রামের বাসিন্দা সূত্রধর যোসেফের বাগ্‌দত্তা ভার্জিন (কুমারী) মেরীকে দিব্যদর্শন দ্বারা অনুগৃহীত করে বললেন-Hail, thou art highly favoured, the Lord with thee blessed, art thou among women. (L১/২৮). Thou hast found favour with God (L১/৩০).

And behold thou shall conceived in thy womb and bring forth a son and shall call his name 'Jesus'.

কুমারী রমণীর পক্ষে এইরূপ অলৌকিক ভাবে গর্ভ ধারণ করার বিষয়ে আদিষ্ট মেরীর তৎকালীন মনোভাব সহযেই অনুমেয়। মেরীর এই সংশয় ও উৎকন্ঠার আভাস পেয়ে দেবদূত সুস্পষ্টভাবে মেরীর প্রতি পুনর্বার ভবিষ্যৎবাণী করলেন। 'The Holy ghost shall come upon thee, and the hour of the highest shall overshadow thee, therefore, also that holy thing which shall be born of thee shall be called the son of God. (Luke-১/৩২) কামাখ্যাপ্রসাদ রায় লিখিত গ্রন্থ। "সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ শ্রীশ্রী আনন্দময়ী মা।

শ্রীশ্রীআনন্দময়ী মাও সদাই বলে থাকেন-সেখানে সবই সম্ভব। অসম্ভব বলে কিছুই নেই। দেবদূত গ্যাব্রিয়েলও একথাই বলেছেন। 'For with god nothing shall be impossible (L-১/৩৭) আবার এই বাক্যেরই প্রতিধ্বনি, শ্রী অরবিন্দের লিখিত 'সাবিত্রী' মহাকাব্যে পাই-All can be done, if the god's touch is there (Sabitri Book-১, Canto-১)

মায়ের জন্ম-কর্ম সবই দিব্য-অনুপম ও নিরুপম তার ডুপ্লিকেট কি কোথাও পাওয়া যায়? মার ভুবনমঙ্গল শ্রীবিগ্রহ যে দিব্যভাবের দিব্য বস্তুতে গড়া, তার বহু বহু পরিচয় আমরা গ্রন্থের মাধ্যমে পেতে থাকব, তবে মায়ের স্বরূপ জ্ঞান সন্তানের পক্ষে জানা সম্ভব নয়। তবে লীলাময়ী জননীর লীলাবিলাস স্বতই অনুভব করা যায়।

ত্রিপুরা জেলার খেওড়া গ্রামে স্বপ্ন যেন নেমে এল, ধরা দিল ধরাকে। যেন বলে উঠল-"দেখ, ওঠ আমি এসেছি"। শুধুমাত্র আলোর ছটা নয় সত্য সত্যই এক জ্যোতির্ময়ী ফুটফুটে এক ছোট্ট শিশু আর্বিভূত হলেন খেওড়া গ্রামে, পৃথিবীর বুকে, মাটিতে। মানব লোকে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের পর্ণকুটীরে। সেদিন বাংলা ১৩০৩ সালের ১৯শে বৈশাখ, কৃষ্ণপক্ষের চতুর্থী তিথি বৃপস্পতিবার ব্রাহ্ম মুহূর্তে, ইংরাজী ১৮৯৬, ৩০শে এপ্রিল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষলগ্নে এই নবজাত শিশুই হলেন ভবিষ্যতের বিশ্বজননী শ্রীশ্রীআনন্দময়ী মা।

"বৈশাখ মাস বৃহস্পতিবার রাত্রি অবসানের দিক দিয়ে এই শরীর খেওড়ার এক খড়ের ঘরে তোদের দৃষ্টিতে তো? প্রায় পূর্ব-উত্তর কোনের দিকে মাথা-শরীর, কিন্তু তোদের দেখা মাটির স্পর্শমাত্র চিৎভাবে একটু বামে হেলিয়া তখনই এ শরীরের ঠাকুমার আপন খুড়ীমা ধরে ফেলেন। একমাত্র তিনি ওই সময়তে ওই ঘরে ছিলেন আর তো কেউ ছিল না। তাহার প্রকাশ তিনিই জানেন। খড়ের চালের ফাঁক দিয়ে (বেড়ার ফাঁক দিয়ে?) নিম গাছের ও আম গাছের ডাল-পালা দেখিতেছিলাম"। (মায়ের বাণী, মায়ের কথা গ্রন্থ হইতে)।

"আজি ভূলোকে দ্যুলোক পুলকে মাতিল জননী গো তব আগমনে"।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri Siddhanta Trust. Funding by MoE-IKS

মায়ের এই দিব্য আবির্ভাব সংবাদে ছোট্ট খেওড়া গ্রাম কতটা জাগরিত হয়েছিল শিহরিত হয়েছিল আমরা জানি না, তবে ভোরের আলো এই শিশুকে তার অরুণ আলো দিয়ে নিশ্চয় আদর করেছিল। পাখীরা স্বাভাবিক ভাবে নিশ্চয় তাদের কলতানে চারদিকে ভরিয়ে দিয়েছিল। আম গাছের মঞ্জরীতে মধুকরগণ আনন্দে নিশ্চয় গুন্ গুন্ রব করে উঠেছিল। বৈশাখের ভোরের বাতাস নিশ্চয়ই সুগন্ধি নিয়ে দিব্য শিশুকে বরণ করেছিল। পাশের পুকুরে পদ্মফুল ফুটেছিল কিনা জানি না তবে সাপলা ও শালুক নিশ্চয় ফুটেছিল এবং বাতাসের আন্দোলনে খড়ের ঘরের ভিতরে শায়িত দিব্য শিশুকে হাত নেড়ে শুভ আমন্ত্রণ নিশ্চয় জানিয়েছিল।

মাতা মোক্ষদা সুন্দরী ও পিতা বিপিনবিহারীর আজ আর আনন্দ ধরে না। সর্বমঙ্গলার দীর্ঘ তিরোধানের পরে আজ তাঁদের পর্ণকুটীর আলো করে আবির্ভূত এক স্বর্গীয় শিশু। মুখে তার অনাবিল নিষ্পাপ স্মিত হাস্য। গায়ের রং ফুট্‌ফুটে ধব্‌ধবে দুধে-আলতার মত। কচি কচি হাত-পা নরম নরম কেশরাশি খিল খিল স্বরে হাসছে। প্রথম দর্শনেই মাত-পিতা আনন্দে আত্মহারা হলেন। আদর করে তাঁরা নাম রাখলেন নির্মলাসুন্দরী। যিনি নির্মল তিনিইতো সুন্দর। যিনি সুন্দর তিনিই তো সকলের আদরের বস্তু। সার্থক নির্মলাসুন্দরী নাম।

(ক্রমশঃ)

☆

বিশেষ সূচনা

আগামী ২৪শে অক্টোবর থেকে ৩রা নভেম্বর, ২০০৫ রাঁচী আশ্রমে প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রী কালী মাতার মূর্তি প্রতিষ্ঠার ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে স্বর্ণজয়ন্তী উৎসবের আয়োজন করা হচ্ছে। বিশেষ অনুষ্ঠানাদি ৩০শে অক্টোবর থেকে ৩রা নভেম্বর এই পাঁচ দিন রাখা সাব্যস্ত হয়েছে।

যাঁরা এই উৎসবে যোগদান করতে ইচ্ছুক তাঁরা অতি অবশ্য ১৫ই অক্টোবরের মধ্যে নিম্নলিখিত ঠিকানায় সূচনা দেবেন অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

সেক্রেটারী
শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী আশ্রম
মেন্ রোড, রাঁচী-৮৩৪০০১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঋষি কবি রবীন্দ্রনাথ ও ভারতীয় সংস্কৃতি

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

— ডঃ বীরেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায়

ভারতীয় সংস্কৃতির আদর্শ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ 'শান্তিনিকেতন' গ্রন্থের একস্থানে লিখেছেন, "প্রত্যেক জাতিই আপনার সভ্যতার ভিতর দিয়ে আপনার শ্রেষ্ঠ মানুষটিকে প্রার্থনা করেছে। গাছের শিকড় থেকে তার ডালপালা পর্যন্ত সমস্তেরই যেমন একমাত্র চেষ্টা এই যে, যেন তার ফলের মধ্যে তার সকলের চেয়ে ভালো বীজটি জন্মায়, অর্থাৎ শক্তির যতদূর পরিণতি হওয়া সম্ভব তার বীজে যেন তারই আবির্ভাব হয়, তেমনি মানুষের সমাজও এমন মানুষকে চাচ্ছে যার মধ্যে সে আপনার শক্তির চরম পরিণতিকে প্রত্যক্ষ করতে পারে।" (শান্তিনিকেতন)

আর একস্থানে বলেছেন, "ভারতবর্ষ আপনার সমস্ত গুণী-জ্ঞানী, শূর-বীর, রাজা মহারাজার মধ্যে এমন কোন মানুষদের দেখেছিল যাঁদের নরশ্রেষ্ঠ বলে বরণ করে নিয়েছিল। তাঁরা কে? তাঁরা ঋষি। সেই ঋষি কারা? যাঁরা পরমাত্মাকে জ্ঞানের মধ্যে পেয়ে জ্ঞানতৃপ্ত, আত্মার মধ্যে মিলিত দেখে কৃতাত্মা, হৃদয়ের মধ্যে উপলব্ধি করে বীতরাগ, সংসারের কর্মক্ষেত্রে দর্শন করে প্রশান্ত. সেই ঋষি ওঁরা, যাঁরা পরমাত্মাকে সর্বত্র হতেই প্রাপ্ত হয়ে 'বীর' হয়েছিল, সকলের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন, সকলের মধ্যেই প্রবেশ করেছেন।" ('বিশ্ববোধ', শান্তিনিকেতন)

এই আদর্শ ও উপনিষদের ব্রহ্মবিদের বা গীতার স্থিতপ্রজ্ঞ পরাভক্তের আদর্শ একই। সনাতন হিন্দু ধর্মের চতুর্বর্গ বা চারটি পুরুষার্থ অর্থাৎ জীবনাদর্শ হচ্ছে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ। ধর্ম (শীলাচার) পথে থেকে অর্থ ও কামের সংযত ভোগ করে মোক্ষ (বাসনাময় জীবন থেকে মুক্তি) লাভ করাই ভারতবাসীর শাশ্বত আদর্শ। এই আদর্শকে কবি আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে এক সুন্দর রূপে পরিবেশন করেছেন।

বিশ্ব কবি দেশপ্রেমী রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন ভারতবর্ষকে বিশ্বের সমগ্র সংস্কৃতির পুণ্য তীর্থরূপে দেখতে। 'ভারত-তীর্থ' নামক কবিতায় তিনি গেয়েছেন–

"হে মোর চিত্ত, পুণ্য তীর্থে জাগোরে ধীরে,
এই ভারতে মহামানবের সাগরতীরে।
এসো হে আর্য, এসো অনার্য, হিন্দু মুসলমান,
এসো এসো আজ তুমি ইংরাজ, এসো এসো খৃষ্টান।"

চণ্ডীদাসের উক্তি "সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই," রবীন্দ্রনাথের মানবতাবাদী আদর্শ সম্বন্ধেও খাটে। মানবতাবাদী রবীন্দ্রনাথের কাছে ব্যক্তিগত মুক্তির জন্য ভগবদ্ ভক্তি ও আরাধনা থেকেও বড় কথা বিশ্ববোধ ও মানব-প্রীতি। ভগবদ্ গীতার 'সবভূতহিতেরত' ঋষির আদর্শ ও শ্রীরামকৃষ্ণের শিবজ্ঞানে জীব-সেবার আদর্শ একই পর্যায়ের ভাবনা। ধর্ম গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "আমরা বিশ্বের অন্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সর্বত্র ব্রহ্মের আবির্ভাব কেবলমাত্র সাধারণ ভাবে জ্ঞানে জানতে পারি। জলস্থল আকাশ গ্রহ নক্ষত্রের সহিত আমাদের হৃদয়ের আদানপ্রদান চলে না,–তাহাদের সহিত আমাদের মঙ্গলকার্যের সম্বন্ধ নাই। আমরা জ্ঞানে, প্রেমে, কর্মে অর্থাৎ সম্পূর্ণভাবে কেবল মানুষকেই পাইতে পারি। এইজন্য মানুষের মধ্যেই পূর্ণতার ভাবে ব্রহ্মের উপলব্ধি মানুষের পক্ষে সম্ভবপর। নিখিল মনে আত্মার মধ্যে আমরা সেই পরমাত্মাকে নিকটতম অন্তরতমরূপে জানিয়া তাঁহাকে বারবার নমস্কার করি। আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি, হৃদয়েরবৃত্তি, কর্মবৃত্তি, আমাদের সমস্তশক্তি সমগ্রভাবে প্রকাশ করিলে, তবে আমাদের পক্ষে আমাদের অধিকার যথাসম্ভব সম্পূর্ণ হয়। এইজন্য ব্রহ্মের অধিকারকে বুদ্ধি, প্রীতি ও কর্ম দ্বারা আমাদের পক্ষে সম্পূর্ণ করিবার ক্ষেত্র মনুষ্যত্ব ছাড়া আর কোথাও নেই। - - - ব্রহ্ম মানুষের নিকট একমাত্র মনুষ্যত্বের মধ্যেই সর্বাপেক্ষা সত্যরূপে, প্রত্যক্ষরূপে বিরাজমান, – এই সম্বন্ধের মধ্য দিয়াই আমরা তাঁহাকে জানি, তাঁহাকে প্রীতি করি, তাঁহার কর্ম করি। এইজন্য মানব সংসারের মধ্যেই প্রতিদিনের ছোট বড় সমস্ত কর্মের মধ্যেই ব্রহ্মের উপাসনা মানুষের পক্ষে একমাত্র সত্য উপাসনা"।– (ধর্ম)

রবীন্দ্রনাথের এই মানবধর্মের আদর্শের একদিকে যেমন ঈশোপনিষদের 'ঈশাবাস্যমিদং সর্বম্' মন্ত্র ও ভগবদ্গীতার নিষ্কাম কর্মযোগের সাধনা ধ্বনিত হয়েছে, তেমনি অন্যদিকে বৌদ্ধধর্মের মৈত্রী, করুণা ও সেবার আদর্শ ফুটে উঠেছে। আবার কবির সার্বভৌমিক সর্বাঙ্গীন যোগসাধনায় তন্ত্রশাস্ত্রের জীবন ও প্রকৃতিকে ত্যাগ করে নয় বরং স্বীকার করে সাধনাপথে অগ্রসর হওয়ার আদর্শও বাদ পড়েনি। কবি বলেছেন,–

বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নহে,
অসংখ্য বন্ধন মাঝে লভিব মুক্তির স্বাদ।'

রবীন্দ্রনাথের ভারতের মধ্যযুগের ভক্তসাধক চৈতন্য, দাদূ, মীরা, কবীর, নানক, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, রামানুজ, বল্লভ, নিম্বার্ক ইত্যাদির লীলাবাদী ভক্তিসাধনার দ্বারাও যথেষ্ট প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন। কেননা বৈষ্ণব সন্তদের মধ্যে ভগবদ্ ভক্তির সাথে সাথে মানব প্রীতি ফুটে উঠেছিল। রবীন্দ্রনাথের 'আবর্ত্তন' কবিতায় বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী লীলাবাদ পরিস্ফুট হয়েছে।

'অসীম সে চাহে সীমার নিবিড় সঙ্গ
সীমাচায় হতে অসীমের মাঝে হারা।
প্রলয়ে সৃজনে না জানি এ কার যুক্তি,
ভাব হতে রূপে অবিরাম যাওয়া আসা।
বন্ধ ফিরিছে খুঁজিয়া আপন মুক্তি
মুক্তি মাগিছে বাঁধনের মাঝে বাসা।

কবি জীবনে সত্যোপলব্ধির ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাই তিনটি অবস্থা–

১) একত্বে প্রতীতি বা সর্বেশ্বরবাদে প্রীতি।

২) বিশ্বদেব বা অন্তরতমের সাথে বিরহ-বোধ।

৩) ভালবাসার মধ্যে তাঁকে পাওয়ার আনন্দ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পাশ্চাত্য সভ্যতার অন্ধ অনুকরণের বিরুদ্ধে কবির সাবধান বাণী –

সনাতন হিন্দু সংস্কৃতির শাশ্বত শ্রুতি বাণীর পরিপ্রেক্ষিতে পরিবর্ত্তনশীল দেশ-কাল-পাত্র অনুযায়ী স্মৃতি-আচারেরও মহত্ত্ব আছে এবং দেশপ্রেমের সাথে দেশাচারের যে ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে ঋষি-কবি রবীন্দ্রনাথ সে বিষয়ে শুধু সচেতন ছিলেন না বরং দৃঢ় বিশ্বাসী ছিলেন এবং বজ্রনির্ঘোষ-কন্ঠে ঘোষণা করেছিলেন-

'করো না, করো না লজ্জা, হে ভারতবাসী,
শক্তিমদমত্ত ওই বণিক বিলাসী
ধনদৃপ্ত পশ্চিমের কটাক্ষ সম্মুখে।
শুনোনা কী বলে তারা, তব শ্রেষ্ঠ ধন
থাকুক হৃদয়ে তব, থাক্ তাহা ঘরে।
দেখিতে যা বড়ো,
চক্ষে যাহা স্তূপাকার হইয়াছে জড়ো,
তারি কাছে অভিভূত হয়ে বারে বারে
লুটায়োনা আপনারে।
(নৈবেদ্য, ৯৩ নং কবিতা)

চল্লিশ বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্য সভ্যতার অন্ধ অনুকরণ সম্বন্ধে যে সাবধান বাণী ঘোষণা করেছিলেন, তা আজ ভারতে স্বাধীনতা লাভের ৫৭ বছর পরেও প্রাসঙ্গিক, কেননা স্বাধীনতা সংগ্রাম কালের ভারতীয়দের জীবনাদর্শ ও লোকাচার স্বাধীনতা লাভের এতদিন পরে ভারতবাসীরা জলাঞ্জলি দিতে বসেছে এবং বেশ ভূষা, আচার-ব্যবহার, উপভোগ সামগ্রীর ভোগ, শিক্ষার মাধ্যম ইত্যাদি সর্ব বিষয়ে এখন আমরা বেশী করে পাশ্চাত্য সভ্যতার দাস হয়ে পড়েছি এবং ফলে সংস্কৃতি ও সাধনার ক্ষেত্রেও পিছিয়ে পড়েছি। ঋষি কবির হিন্দু লোকাচার সমর্থন-মূলক বাণী –

সমাজের সচেতন ভারতীয় সভ্যতার ও সংস্কৃতি প্রেমী রবীন্দ্রনাথ বিংশ শতাব্দীর গোড়াতেই বলতে পেরেছিলেন –

১) 'লোকাচার যে সমুদ্রযাত্রা নিষেধ করে তাহার একটা অর্থ আছে। হিন্দু সমাজের অনেকগুলি নিয়ম পরস্পর দৃঢ়সম্বদ্ধ। একটা ভাঙ্গিতে গেলে আরেকটা ভাঙ্গিয়া পড়ে'। (সমুদ্র যাত্রা)

২) 'যেমন করিয়া হউক আমাদের হিন্দুসমাজের সমস্ত গ্রন্থি যদি শিথিল হইয়া যায়, তবে ইহা নিশ্চয় যে বহু সহস্র বৎসরে হিন্দুজাতি যে অচল আশ্রয়ে বহু ঝড়ঝঞ্ঝা কাটাইয়া আসিয়াছে তাহা নষ্ট হইয়া যাইবে'। (ঐ)

৩) 'ভারতবর্ষের সেই বৃহৎ অতীত ধ্বংস হয় নাই, হইতে পারে না। নূতনটাকে সিঁধ কাটিয়া প্রবেশ করাইলেও, নূতনে পুরাতনে মিশ না খাইলে সমস্তই পণ্ড হয়'। (ব্রাহ্মণ)

৪) 'সেইজন্য আমাদের অতীতকেই নূতন বল দিতে হইবে, নূতন প্রাণ দিতে হইবে। শুষ্কভাবে শুষ্কবিচারবিতর্কের দ্বারা সে প্রাণ সঞ্চার হইতে পারে না'। (ঐ)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৫) 'জটিল ব্যাখ্যার দ্বারা জাদু করিবার চেষ্টা না করিয়া, অতীতের রসে হৃদয়কে পরিপূর্ণ করিয়া দিতে হইবে। তাহা দিলেই আমাদের প্রকৃতি আনার কাজ আপনি করিতে থাকিবে'। (ঐ)

৬) 'এখনও ইহার মধ্যে এমন কিছু দেখিনাই যাহাতে পূর্বদেশের মানুষ হইয়া জন্মিয়াছি বলিয়া আমার মনে কোনোপ্রকার ক্ষোভ হইতে পারে'। (চীনেম্যানের চিঠি)

৭) 'য়ুরোপীয় সভ্যতাকে কেবল নিজের দীনতাটুকুর সহিত তুলনা করিয়া নিজেদের সম্বন্ধে হতাশ্বাস হইয়া পড়ি'। (ঐ)

৮) 'য়ুরোপীয় ব্যাপারের বৃহত্ব আমাদের বুদ্ধিকে দলন-পোষণ করিয়া তাহাকে আপনার চিরদাস করিয়া রাখিবে। সেই বুদ্ধির দাসত্ব, রুচিরদাসত্ব আমরা প্রত্যহ অনুভব করিতেছি'। (ঐ)

৯) 'প্রাচীন ভারতের সহিত নিজেকে সংযুক্ত করিয়া নিজেকে বড়ো করিয়া তুলিতে হইবে। - - - য়ুরোপের প্রাণ-বানিজ্যে, পলিটিক্সে, আমাদের প্রাণ অন্যত্র'। (ঐ)

১০) 'জীবনযাত্রার আয়োজন বৃদ্ধি করিতে সকলেই এত ব্যগ্র যে, কাহারো জীবনযাত্রার অবকাশ জোটে না'। (ঐ)

১১) 'যদি তোমাদের (য়ুরোপের) আচার-অনুষ্ঠানের নকল না করিলে ধনে বিজ্ঞানে ও শিল্পে তোমাদের সঙ্গে টক্কর না দেওয়া যায়, তবে আমরা টক্কর না দেওয়াই ভাল মনে করি'। (ঐ)

১২) 'আজ ব্রাহ্মণ শূদ্রে সকলে মিলিয়া হিন্দুজাতির অন্তর্নিহিত আদর্শের বিশুদ্ধ মূর্ত্তি দেখিবার জন্য সচেষ্ট হইয়া উঠিয়াছে'। (প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতা)

১৩) 'হিন্দু সভ্যতা রাষ্ট্রীয় ঐক্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত নহে। সেইজন্য আমরা স্বাধীন হই বা পরাধীন থাকি, হিন্দুসভ্যতাকে সমাজের ভিতর হইতে পুনরায় সঞ্জীবিত করিয়া তুলিতে পারি এ আশা ত্যাগ করিবার নহে'। (ঐ)

উপসংহার –

তথাকথিত ব্রাহ্ম রবীন্দ্রনাথের উল্লিখিত উক্তিগুলিতে প্রাচীন ভারতের হিন্দু সভ্যতা ও জীবনাদর্শের প্রতি গভীর প্রেম দেখে অভিভূত হতে হয় এবং তিনি যে একজন বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী বেদান্তের সমর্থক ও প্রচারক এ বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকে না। মায়াবাদী নয়, বরং উপনিষদের লীলাবাদী বেদান্ত দর্শনের ভিত্তিতে রবীন্দ্রনাথের ভারত ভাবনা প্রতিষ্ঠিত।

ভারতীয় সংস্কৃতির মূলসূত্র সম্বন্ধে বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের প্রধান সার্থকতা সম্বন্ধে স্পষ্ট ভাষায় লিখেছেন–"ভারতবর্ষের প্রধান সার্থকতা কী, এ কথার স্পষ্ট উত্তর যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন সে উত্তর আছে; ভারতবর্ষের ইতিহাস সেই উত্তরকে সমর্থন করিবে। ভারতবর্ষের চিরদিনই একমাত্র চেষ্টা দেখিতেছি, প্রভেদের মধ্যে ঐক্যস্থাপন করা, নানা পথকে একই লক্ষ্যের অভিমুখীন করিয়া দেওয়া এবং বহুর মধ্যে এককে নিঃসংশয়রূপে অন্তরতররূপে উপলব্ধি করা, বাহিরে যে সকল পার্থক্য প্রতীয়মান হয় তাহাকে নষ্ট না করিয়া তাহার ভিতরকার নিগূঢ় যোগকে অধিকার করা"। ('ভারতবর্ষের ইতিহাস', বিচিত্র, ২০৬পৃ০) প্রভেদের মধ্যে ঐক্যস্থাপন করার দার্শনিক ভিত্তি সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কবি আবার বলেছেন, "এই ঐক্যবিস্তার ও শৃঙ্খলাস্থাপন কেবল সমাজ ব্যবস্থায় নহে, ধর্মনীতিতেও দেখি। গীতায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জ্ঞানপ্রেম ও কর্মের মধ্যে যে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য স্থাপনের চেষ্টা দেখি তাহা বিশেষরূপে ভারতবর্ষের। য়ুরোপে 'রিলিজন' বলিয়া যে শব্দ আছে ভারতবর্ষীয় ভাষায় তাহার অনুবাদ অসম্ভব, কারণ ভারতবর্ষ ধর্মের মধ্যে মানসিক বিচ্ছেদ ঘটিতে বাধা দিয়াছে–আমাদের বুদ্ধি বিশ্বাস আচরণ, আমাদের ইহকাল পরকাল, সমস্ত জড়াইয়াই ধর্ম। ধর্মকে ভারতবর্ষ দ্যুলোকভূলোকব্যাপী, মানবের সমস্ত জীবনব্যাপী একটি বৃহৎ বনস্পতিরূপে দেখিয়াছে। পৃথিবীর সভ্যসমাজের মধ্যে ভারতবর্ষ নানাকে এক করিবার আদর্শরূপে বিরাজ করিতেছে, তাহার ইতিহাস হইতে ইহাই প্রতিপন্ন হইবে। এককে বিশ্বের মধ্যে ও নিজের আত্মার মধ্যে অনুভব করিয়া সেই এককে বিচিত্রের মধ্যে স্থাপন করা, জ্ঞানের দ্বারা আবিষ্কার করা, কর্মের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করা, প্রেমের দ্বারা উপলব্ধি করা এবং জীবনের দ্বারা প্রচার করা–নানা বাধাবিপত্তি দুর্গতি–সুগতির মধ্যে ভারতবর্ষ ইহাই করিতেছে। ইতিহাসের ভিতর দিয়া যখন ভারতের সেই চিরন্তন ভাবটি অনুভব করিব তখন আমাদের বর্ত্তমানের সহিত অতীতের বিচ্ছেদ বিলুপ্ত হইবে"। (ঐ, পৃ০ ২০৯)

রবীন্দ্রনাথ ছাড়া ভারতের আধ্যাত্মিক সংস্কৃতির আধুনিক ইতিহাসে ঊনবিংশ শতাব্দীর সর্বধর্মসমন্বয়ের সর্বোচ্চ আদর্শ আমরা পাই শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনী ও বাণীতে এবং বিংশ শতাব্দীতে পাই শ্রী অরবিন্দের যোগ সমন্বয়ে এবং শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ীর পূর্ণব্রহ্মনারায়ণী সত্তাতে ও তাঁর বেদান্তবাণীতে।

দ্রষ্টব্য – ১) শ্রীম, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত। কলিকাতা, ১৯৮৩

২) Shi Aurobindo, Essays on the Gita & Life Divine, Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry.

৩) গুরুপ্রিয় দেবী, বাণী মাধুরী (মা আনন্দময়ীর বাণী সঙ্কলন) শ্রীশ্রী আনন্দময়ী সঙ্ঘ, ২০০২

৪) Acharya Bireshwar Gangopadhyaya, Practical Vedanta from Sri Krishna to Ma Anandamayee, Bharatiya Vidya Bhavan, Mumbai ৭, ২০০৩

☆

উৎসব-সূচী

১. শ্রীশ্রী কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা	– ১৬ই অক্টোবর
২. শ্রীশ্রী কালীপূজা	– ১লা নভেম্বর
৩. অন্নকূট উৎসব	– ২রা নভেম্বর
৪. সংযম সপ্তাহ	– ৮–১৫ নভেম্বর
৫. গীতা জয়ন্তী	– ১১ই ডিসেম্বর
৬. পরমশ্রদ্ধেয় বিপিন বিহারী ভট্টাচার্য্য (দাদামহাশয়ের) তিরোধান তিথি	– ১৪ই ডিসেম্বর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দিদির ডায়েরীর কয়েক পৃষ্ঠা

(কুমারী চিত্রা ঘোষের সৌজন্যে)

১০শে মে, ১৯৭৬, কনখল—

মার জন্মোৎসব কাল বিরাট ভাবে শেষ হইয়া গিয়াছে। অনেক ভক্তরাই চলিয়া গিয়াছে। আগামী কল্য বৈকালে মারও অন্যত্র যাইবার কথা। মার শরীরত বেশ খারাপ। কিছুই প্রায় খাওয়া নাই। রাত্রি প্রায় ৬॥টায় আমি উপর হইতে (মার নিকট) নীচে আমার ঘরে আসিলাম।

১১শে মে, ১৯৭৬—

মা আজ সকালের দিকেই পুরানো আশ্রমে গিয়াছেন। সেইখানেই খাওয়া দাওয়া করিয়া বিশ্রাম করিলেন। বিকালে প্রায় ৫॥টায় উঠিয়া বারান্দায় নিজের চৌকির উপর বসিলেন। দর্শনার্থীরা বহু। তাঁহারা সব দর্শন করিয়া গেলেন। মার মৌন চলিতেছে। আমি মার চৌকির কাছেই বসিয়ছিলাম। একটু দুঃখের সহিত বলিলাম—"মা মৌন লইয়া চলিলেন। কি আর করিব? তখন মা প্রথম বলিলেন, "রাম, রাম, রাম"। পরে বলিলেন, "গুরুপ্রিয়া, গুরুপ্রিয়া গুরুপ্রিয়া"। বলিয়া একটু একটু হাসিতে লাগিলেন। প্রায় ৬॥টায় মাকে নীচে নিয়া আসিল, গাড়ী দাঁড়াইয়াই ছিল। মা গাড়ীতে গিয়া বসিলেন। কোথায় গেলেন জানিনা। শুনিলাম অল্প দিনের মধ্যেই মার একবার এখানে ফিরিয়া আসার কথা। আসিয়া পরে উত্তর কাশী যাওয়ার কথা। মা রওনা হইয়া যাওয়ায় চতুর্দিক যেন শূন্য। এত ভীড় সব খালি হইয়া গেল। যেন যাদু মন্ত্রে সব শূন্য হইল। মনটা আমাদের সকলেরই বেশ খারাপ। কিছু উপায় নাই। ইহাদের কাহারওত বাঁধিবার উপায় নাই।

খবর পাইলাম, মা দূরে যান নাই, হরিদ্বার-হৃষিকেশের দিকেই গঙ্গালহরীতে আছেন। যাক এই আশ্রমেত মাকে ছাড়া খুবই খারাপ লাগিতেছে।

মার নিকট হইতে খবর আসিয়াছে—"দিদিকে বলিও মা ভালই আছেন, দিদি কেমন আছে?" মার সঙ্গে সন্ধ্যা, চিত্রা, দাসু ও অনসূয়া গিয়াছে। পানুও মধ্যে মধ্যে যাইয়া খবর আনে।

১৩শে মে, ১৯৭৬—

সকালে শুনিলাম, মার জ্বর হইয়াছে। বেশী জ্বর। বৈকালে খবর পাইলাম জ্বর কিছু কম আছে। মা নাকি "শান্তি আশ্রম" ১০ মাইল দূর বিড়লার বাড়ীতে আছেন। ভাস্করানন্দও দেরাদুন চলিয়া গেল। মার নাকি বেশ সর্দি আছে। রাত্রিতে পানুর কাছে এই খবর পাইলাম।

১৪শে মে, ১৯৭৬—

পারুল, বুবা ও রীণা, দয়ানন্দ আজ সকালে মার কাছে গেল। বুবা বম্বে হইতে ও রীণা কলিকাতা হইতে আসিয়াছে। মা ফেলিয়া চলিয়া গেলেন, তাহারা খুবই দুঃখ করিতেছিল। অন্তর্যামী মার পরদিনই ডাক আসিল। পারুল ও কোথায় থাকিবে ইত্যাদি মা আসিলে জিজ্ঞাসা করিবে বলিতেছিল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২৭শে মে, ১৯৭৬—

খবর পাইলাম মা আগামী কল্য দুপুরে আসিবেন। ভোগ এইখানেই হইবে। শরীর মার ভাল নয়। মা আসিয়া পরশুই আবার দেরাদুন চলিয়া যাইবেন।

২৯শে মে, ১৯৭৬—

মা আজ দেরাদুন রওনা হইতেছেন। সেখান হইতে এখানে কাল বৈকালে আসিয়া ২রা জুন উত্তরকাশী কয়েক দিনের জন্য যাওয়ার কথা।

গতকল্য আখড়ার মোহন্তরা ৭জন মার দর্শনে আসিয়াছিলেন। দেরাদুনের স্বামী গোবিন্দ প্রকাশজী একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করিতেছেন। তাই মাকে সেখানে যাইবার জন্য অনুরোধ জানাইতে গোবিন্দ প্রকাশজী নিজেই আসিয়াছিলেন। মার ২রা জুন উত্তর কাশী রওনা হইয়া ৮ই জুন এখানে ফিরিয়া আসিবার কথা। এবার মার মৌন, কাষ্ঠ মৌন নয়। যখন দেখা যায় কেহ বুঝিতেছেনা তখন ২।১ টি শব্দ বলিয়া তাহাদের বুঝিবার সুবিধা করিয়া দেন। মার সঙ্গে ৫।৭ জন মেয়েরাও এবার গিয়াছে। চিত্রা, বুবা, রীণা, পারুল, অনসূয়া, নন্দু, সন্ধ্যা ও বেলা গিয়াছে। আর পানু, দাসু ও স্বামী পরমানন্দজীকেও এবার মা সঙ্গে নিয়া গেলেন।

৩০শে মে, ১৯৭৬—

মা বৈকালে আসিলেন। দেখিলাম পায়ে ভয়ানক ব্যথা। কোনরকমে মেয়েদের হাত ধরিয়া ধরিয়া সিঁড়ি দিয়া উপরে গেলেন। উপরে গিয়া শুইয়া পড়িলেন।

শুনিলাম দেরাদুনে মাকে রামতীর্থ আশ্রমে গোবিন্দ প্রকাশজী নিয়া ছিলেন। দেরাদুন হইতে কনখল ফিরিবার পথে সপ্তঋষি আশ্রমের নিকট কচ্ছি আশ্রমে নিয়া গেলেন। সেখানে ডোঙ্গরে মহারাজের ভাগবত হইতে ছিল। ইনি খুব সুন্দর ব্যাখ্যা করেন। সেইখানে মা আধঘন্টা খানেক থাকিয়া কনখল আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন। খানিকক্ষণ পর প্রদেশের স্বাস্থ্য মন্ত্রী মার দর্শনে আসিলেন। পূর্বেই খবর দিয়াছিলেন। মার দর্শনে খুব আনন্দ প্রকাশ করিলেন। রামকৃষ্ণ মিশনের সেক্রেটারী প্রভৃতিও অনেকেই আসিয়াছেন। এবং শিবানন্দ স্বামীজীর আশ্রমের (হৃষিকেশ) প্রধান স্বামীজী আসিয়াছেন মার দর্শনে। ভারত মাতা মন্দিরের স্বামীজীও আসিয়াছেন মাকে উত্তরকাশী যাবার পথে ভারতমাতা মন্দির এবং শিবানন্দ স্বামীজীর আশ্রমে যাইবার জন্য অনুরোধ জানাইলেন। শিবানন্দ স্বামীজীর আশ্রমের সাধুটি বলিলেন, "মা যদি ওখানে না নামেন তবে মার গাড়ী আশ্রমের সম্মুখে হইতে যাইতে দিব না, মার যাওয়ার রাস্তায় রাস্তার উপর শুইয়া পড়িব"। এইরূপ ভাবে মার প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রীতিপূর্বক কত কথাই বলিলেন। মা ও বলিলেন-"বাবা, যদি শরীর ঠিক রাখে যাওয়া হয় তবে বাবারা যাহা বলিল খেয়াল করাই হইবে"। কথা হইল ভারতমাতা মন্দিরে ১০ মিনিট এবং শিবানন্দজীর আশ্রমে আরও একটু বেশী সময় থাকিবেন। যাওয়ার সময় ভারতমাতা মন্দিরে এবং ফিরিবার পথে শিবানন্দজীর আশ্রমে যাইবেন।

১লা জুন, ১৯৭৬—

প্রত্যহই প্রায় বহু বিশিষ্ট লোকেরা মার দর্শনে আশা যাওয়া করিতেছেন। গতকাল হইতে মার পায় ভয়ানক ব্যথা। আজও মা বেলা প্রায় ১১টায় কচ্ছি আশ্রমে গেলেন। আজই তাহাদের পাঠ শেষ হইবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাই মা কাপড়, চাদর, নামাবলী, ফল, মিঠাই সব নিয়া গেলেন। ডোঙ্গরে মহারাজের জন্য গরদের চাদর ইত্যাদি নিলেন।

মা আগামী কাল উত্তরকাশী রওনা হইবেন। ব্যথার কথা জিজ্ঞাসায় বলিলেন,–"কিছু কমিয়াছে"। আমি একটু হাসিয়া বলিলাম,–"চিরদিনই দেখিতেছি তোমার নিজের খেয়ালে যে কাজ সেই সময় তোমার অসুস্থতা কিছু কমিয়া যায়ই"। মা ও হাসিলেন। রাত্রি প্রায় ১১॥টায় শুইবার জন্য নীচে আসিলাম। আজ মা দুপুরে গিয়া পাশের বাগিচায় আশ্রমের যে অংশ, সেই অংশের লিচু গাছ হইতে কিছু লিচু পাড়িয়াছেন। রাত্রিতে সেই লিচু হইতে ২টা আমায় দিলেন।

৩রা জুন, ১৯৭৬–

আজ মা সকালে খানিকক্ষণ উপরে নিজের ঘরের সামনে বসিয়া পরে পুরাতন আশ্রমে স্বামীজীর ঘরে বসিলেন। তারপর যথাসময়ে পানু যাওয়ার সময় হইয়াছে খবর দেওয়ায় মা প্রায় ১০টায় উত্তরকাশী রওনা হইয়া গেলেন। শুনিলাম স্বামী বিদ্যানন্দজী একটা ঘাট তথায় করিয়াছেন। তাহা মার হাত দিয়া উন্মোচন করাইবেন। তাই মাকে উত্তরকাশী যাওয়ার প্রার্থনা জানাইয়া মাকে নিয়া যাইতেছেন। মনটা খুবই খারাপ লাগিতেছিল। তবে মার ৮ তারিখেই আসার কথা। নিজের ঘরে চলিয়া আসিলাম। লোকের ভীড় সব যেন যন্ত্রের মত সব মিলাইয়া গেল।

কনখলে এই নূতন আশ্রমের পিছন দিকে শেঠানীর এক বাগান আছে। তাহা হইতে আমাদের প্রায় ১০ বিঘা জমি নেওয়া হইল। দাম সর্ব সমেত প্রায় ৮৫ হাজার টাকা। ৩১শে মে, ১৯৭৬ ইহা রেজিস্ট্রি হইয়া গিয়াছে। উত্তরকাশী রওনা হওয়ার পূর্বে মাকে আজ ওখানে নিয়া যাওয়া হইল। আমরা ও সব সঙ্গে সঙ্গে গেলাম। শুনিলাম নহর সামনে আছে। সেই পর্যন্ত আমাদের জমি হইল। জমি হইতে আসিয়াই মা রওনা হইলেন। মোটরে গিয়া বসিলেন। ৮ই মার ফিরিয়া আসিবার কথা। এত অল্প দিনের জন্য মা উত্তরকাশী যাইতেছেন, তাই পরমানন্দ স্বামীজীকে যাইতে বলা সত্ত্বেও তিনি যাইতে রাজি হইলেন না।

(ক্রমশঃ)

☆

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিন্ধ্যাচল আশ্রম

(শ্রীশ্রী মায়ের লীলাধাম "বিন্ধ্যাচল আশ্রম" অবলম্বনে)

—ডঃ চিত্ততোষ চক্রবর্তী

উন্মুক্ত আকাশের নিচে
স্নিগ্ধ শান্ত পরিবেশে
অষ্টভূজা পাহাড়ে ঘেরা
সবুজ আস্তরণে মোড়া
মাতৃ পদরজ ধন্য
অপূর্ব অনন্য
নয়ন শোভন অতি মনোরম
শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী আশ্রম॥

মাতৃ মুখ নিঃসৃত
মাতৃ মন্দিরের অবস্থান,
ত্রিকোণে তিন দেবীস্থান
অষ্টভূজা ও কালীখো স্থান
মধ্যবিন্দু পবিত্র মাতৃধাম॥

ভোরের কুয়াশা ঘেরা
অষ্টভূজা পাহাড়ের শোভা
নিজেরই অজান্তে কখন
উদাস করে প্রাণ মন॥
মায়ের যতো স্মৃতি কথা
চিত্ত পটে ফুটে উঠে
প্রাণ মন জুড়ে
আনন্দে ভরে রাখে মন॥

আশ্রমের মুক্ত অঙ্গন হতে
যতদূর দৃষ্টি চলে যায়
শুধু দেখা যায়
বনবীথি ঘেরা সবুজ প্রান্তর,
শেষ সীমানায় ঝাপসা বলয় রেখা,
বিস্তীর্ণ বালুকা ভূমিতে মিশে
রজত শুভ্র জাহ্নবী রেখা॥

যে ভূমিতে আজ
মাতৃমন্দির মাতৃস্থান
শুধুমাত্র শ্রুতিকথা নয়
বিলুপ্ত এক বিশাল মন্দির
এখানে ছিল তার অবস্থান
আশ্রমের পাশে পাশে
আজো পড়ে আছে
বিলুপ্ত মন্দিরের শত শত
বিশ্বয়কর অখন্ড প্রমাণ।

মাতৃ মন্দিরে প্রবেশে মনে হয়
এ আমি এসেছি কোথায়?
এই কি সেই আনন্দ ভূমি
স্বর্গ বলতে যাকিছু বোঝায়॥
মাতৃ সান্নিধ্যের স্নেহ অনুভূতি
কানায় কানায় ভরে ওঠে মন
আবেগে কন্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে
জলে ভাসে দু-নয়ন॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধীরে ধীরে সন্ধ্যা নেমে আসে
আধো আলো আধো অন্ধকারে
নিরন্তর ঝিঁঝিঁ পোকার ঝঙ্কারে
নিজেরই অজানেতে কখন
ভূমাবোধে ভরে ওঠে মন॥

তারাঘেরা শান্ত আকাশ তলে
বসে শিউলী ফুলের বৃক্ষমূলে,
মৃদু মন্দ স্নিগ্ধ হাওয়া
পরমের ছোঁয়া দিয়ে যায় চলে॥

শ্বেত মর্মরের মাতৃ সিংহাসন
অতি অপরূপ দৃষ্টি নন্দন
মাতৃ পরশে ধন্য হয়ে
কতো সুখস্মৃতি করিছে বহন॥

অশান্ত মন মাতৃচিন্তায় কখন
ধীরে ধীরে স্থির হয়ে আসে॥
নিমীলিত নেত্রে মনে ভাব আসে,
বৈকুন্ঠ যেন মর্ত্যে নেমে আসে॥

☆

আবশ্যক সূচনা

সকল গ্রাহকদের বিশেষ ভাবে জানানো হচ্ছে যাঁরা আগামী বৎসর ২০০৬এর বার্ষিক চাঁদা এখনও পাঠাননি তাঁরা অতি অবশ্য মেল চাঁদার টাকা মনি অর্ডার বা ব্যাঙ্ক ড্রাফ্‌ট যোগে আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে পাঠাবার ব্যবস্থা করেন। নতুবা জানুয়ারী সংখ্যা পাঠানো সম্ভব হবে না। চেকে টাকা দয়া করে পাঠাবেন না। চেক বাধ্য হয়ে ফেরৎ দেওয়া হবে।

— Managing Editor
Ma Anandamayee Amrit Varta
Bhadaini, Varanasi-221001

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মায়ের কথা

(নয়)

—শ্রী নিগম কুমার চক্রবর্ত্তী

কোনোটাই কথার কথা নয়, মায়ের কথার প্রতিভাত রশ্মি। এই রশ্মিচ্ছটা আমাদের অভিভূত করে রাখে পূর্ণ বিশ্বাস, সমর্পণ ও নির্ভরতার ভিত্তিতে। এই ভিত্তি অন্তর্নিহিত থাকলেও তাকে পূজার বেদীর মতই সর্বদা পরিষ্কার করে রাখতে হয়। কোনো সংশয়, দ্বিধা বা অন্তর কালিমা যেন একে ম্লান না করে। আমার জীবনেই চারটে বড় দুর্ঘটনা হয়েছে, এ ছাড়া দুঃখ কষ্ট দুর্ভোগ অভাব অভিযোগ তো সঙ্গের সাথী। কত প্রাপ্তিযোগ কাছে এসেও ফসকে গিয়েছে। আবার কত আশাতীত প্রাপ্তিও ঘটেছে। "যেটা হয়ে যায়, বাবা সেটাই হওয়া"। সর্বাবস্থায় মায়ের এই কথাটিই মনে জেগে উঠেছে। মনে পড়ে যখন মায়ের কাছে প্রথম গিয়াছিলাম, তাঁকে প্রশ্ন করেছিলাম, কত লোক তো আপনার কাছে আসেন, কেউ হেঁটে, কেউ রিক্সায়, কেউ মোটরগাড়িতে-কত লোক কত কী নিয়ে আসেন-ফুল, মালা, বস্ত্র, মিষ্টান্ন ইত্যাদি নৈবেদ্য-তাঁরা সবাই কী ঐহিক সামগ্রী-প্রাপ্তির আশায় আসে না পরমার্থলাভের আশায়, আমি তো 'মা' খালি হাতেই এসেছি। এই প্রশ্নের যে উত্তর 'মা' তৎক্ষণাৎ দিয়েছিলেন তা স্মরণ করলে এখনও গায়ে কাঁটা দেয়। উত্তর শুনে 'মা' র পায়ে লুটিয়ে পড়েছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে যেন ভেসে উঠলো গীতার সপ্তম অধ্যায়ের শ্লোক দুটি-

চতুর্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোহর্জুন
আর্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ॥১৬
তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে।
প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোহত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ॥১৭

অভিভূত অবস্থায় যখন উঠে বসলাম তখন মা স্মিতাননা। বললেন, তোমাকে যে পথে যেমনভাবে চলতে বলেছি, তোমার সেটাই। তারপরে ব্যাখ্যাও করলেন অতি সুন্দর ও মধুর ভাবে। এখন সে কথা মনে পড়লেই আপন মনেই কেঁদে উঠি-'মা', তোমার এত কৃপা, এত করুণা, এত স্নেহ, এত ভালবাসা-আমি কী তার যোগ্য!

তারপর ও সেদিন থেকেই কত কিছু ঘটে গেছে। 'মা' দিয়েই যাচ্ছেন। সে প্রাপ্তির কী কোনো হিসাব বা মূল্যায়ন করা যায়। এই যে মনঃসংযোগ ও মনঃসংযম, যা না পেলে এ রচনাধারা শুরু করতে বা চালিয়ে যেতে পারতাম না, সে-ও কী সামান্য প্রাপ্তি? যে প্রাপ্তির ফলে ১০৮টি সংস্কৃত শ্লোকের "মাতৃবন্দনা" দশদিনের মধ্যে স্ফূরিত হয়েছিল এবং সেই বন্দনা শ্রীশ্রীমাতৃচরণে নিবেদন করার সৌভাগ্যলাভ হয়েছিল, "রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শ"-এর মধ্যে, ষড়ঋতুর মধ্যে, আকাশ-জলে-স্থলে, স্বর্গে-মর্ত্যে-পাতালে যুগে-যুগান্তরে, দেবলোকে-বৈকুন্ঠে, শিবলোকে-সর্বত্র 'মা'কে দেখতে পাওযার অনুভূতির বর্ণনার স্ফূরণের প্রকাশে যে দর্শনলাভ হয়েছিল, সব কিছুই অল্পসময়ের ব্যবধানে। সব কিছুই আছে, মা-ও আছেন, আমিও আছি,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাঁরা চোখের সামনে বা বাহিরে তাঁরাও আছেন, এই যে দেশকালভেদী অবস্থানের লীলা, সবকিছু মিলিয়েই পরমপ্রাপ্তির পথ ও সেই পথের যাত্রা।

গীতার বিভূতিযোগের শেষাংশ থেকে এই লেখার আরম্ভ। সেই প্রসঙ্গে জুলাই ২০০৩ সংখ্যার অমৃতবার্তার অষ্টমপৃষ্ঠা থেকে কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত করছি –

"প্রকাশিলে ভবে পরমেশ্বরি! কী অপরূপ সাজে
ষড়ৈশ্বর্য ভাতিছে তোমার দিব্যকান্তি মাঝে॥
আনন্দঘন মূরতি মাঝে বাজিছে পূর্ণানন্দ
সত্যশিবসুন্দর তুমি নির্গুণ নির্দ্বন্দ্ব॥"

গীতায় বর্ণিত শ্রীভগবানের বিভূতি ও শ্রীশ্রীমা-র ষড়ৈশ্বর্য অভিন্ন। "ষড়ৈশ্বর্য"র আর এক নাম 'ভগ' এবং এই 'ভগ' এর অধিকারীকে ভগবান বলা হয়। ভগ বা ষড়ৈশ্বর্য পরমব্রহ্মের প্রকাশ, যা অনন্তপ্রসারী। মোটামুটি বুঝাবার জন্য ভগ শব্দের অর্থপ্রকাশ করেছেন ভগবৎ-দ্রষ্টা ঋষিরা–

ঐশ্বর্যস্য সমগ্রস্য বীর্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ
জ্ঞানবৈরাগ্যযোশ্চৈব ষন্নাং ভগ ইতীঙ্গনা॥

মতান্তরে, 'বীর্য'-'ভিন্ন' 'ঐশ্বর্যাদি' ও 'ধর্ম'॥

আমার লেখা "মাতৃবন্দনা"তে গায়ত্রীরূপে মায়ের প্রকাশ সম্বন্ধে লেখনী দিয়ে নির্গত হয়েছিল ও মাতৃশ্রবণে নিবেদিতও হয়েছিল –

নমামি গায়ত্রীং ওঙ্কারযুক্তাং মন্ত্রভূতাং ছন্দোময়ীং সুগীতাম্।
আদি ব্রহ্মমুখপদ্মনিসৃতাং ব্রহ্মবাদিনীং ত্বাং বাঙ্ময়ীং বন্দে॥
কল্পনাতীতা কল্পারম্ভকালে অবিকল্পা কল্পক্ষয়ে চ ত্বংহি।
প্রণবিতা ত্বং ব্রহ্মশক্তিযুক্তা অনন্তস্রষ্টা চ শব্দভূতাসি॥
নমোহস্তু দেব্যৈ চ সর্বশ্রেষ্ঠায়ৈ সৃষ্টিস্থিতি চ প্রলয়কারিণ্যৈ।
অমিতবিভূতি চৈশ্বর্যময়ৈ জগদম্বিকায়ৈ নমো নমস্তে॥"

প্রথম দর্শনেই "মা"কে চিনতে পারাটাও তাঁর বিভুতির-ই প্রকাশ। স্বপ্নদর্শন ও আবাহন সেই বিভূতির-ই উৎস। এই যোগাযোগের পরে দ্রষ্টার আমিত্ব ঘুচে গিয়ে অভিভূতিতে রূপান্তরিত হয়। এই অভিভূতি যেন সারা বিশ্বকে আমার সামনে তুলে ধরেছিল, "মা" মানেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ড মানেই "মা"। তাই মনের সব কথাই "মা" কে জানাতে লাগলাম, প্রত্যক্ষ্য তো বটেই-এ ছাড়া চিঠিতে, মনে মনে ও জপে. ধ্যানে। তাতেই সুরু হল –

নমোহস্তু দেব্যৈ মাতৃস্বরূপায়ৈ
নমোহস্তু ভক্ত-হৃদিসংস্থিতায়ৈ
নমোহস্তু সর্বমঙ্গলদায়িন্যৈ
সহস্র বাধা বিঘ্নবিনাশিন্যৈ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নমামি মাতর্ভক্তবৎসলে ত্বাং
সমর্চিতা ত্বমসি সুধীবৃন্দৈঃ
আনন্দরূপেণ ভুবি ভক্তানাং
প্রাণারবিন্দেষু স্থিতাসি ত্বংহি॥
তস্মাদখিলে বিদিতাসি বিশ্বে
আনন্দময়ীত্যেব সমাখ্যয়া
নিরানন্দানাং মনসি জনানাং
চিরানন্দামৃতং বর্ষিতং ত্বয়া॥
কাশীশ্বরী চ দুর্গাসি ত্বমেব
চণ্ডিকাসি ত্বংহি বিশ্ববরেণ্যা।
ভবসাগরস্য ভয়ার্তি মধ্যে
ভয়ার্তস্যাসি হি গতিস্ত্বমেকা॥
যস্যাশ্রয়োনাস্তি নৈব চ বলং
জগতি যস্যৈক সখাপি নাস্তি
শরণং ত্বমেকং সর্বমেবাপি
তস্য বিপন্নস্য প্রপন্নস্য হি॥
জ্ঞানপিপাসূনাং মনসি জ্ঞানং
ভক্তির্ভক্তিপথ গামিনাং হৃদি
চিত্তেষু নিরাসক্তানাং কর্মিণাং
দদাসি বৈরাগ্যং ত্বমেব দুর্গে।
বৈকুন্ঠবাসিনী লক্ষীস্ত্বমেব
কমলা শ্বেতশতদলারূঢ়া
মাধবস্য পদ্মনাভস্য বিষ্ণোঃ
শক্তিস্বরূপা চ প্রিয়া মনোজ্ঞা॥
প্রশান্তিময়ী চ প্রশান্তনেত্রা
সদাস্মিতা চারুললাটযুক্তা
প্রজ্বলিতং দেহে কনকদ্যুতিঃ
জ্যোতির্ময়ী ত্বংহি তিমিরান্তকা॥

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডস্য স্থিতিস্বরূপা
দীনার্তদুঃখীজনানাং পালিকা
ত্বমীশ্বরী দেবি ত্রিলোকমধ্যে
প্রাণময়ী ত্বংহি প্রাণদায়িনী॥
সর্বেষু ভূতেষু প্রাণস্ত্বমেব
অন্নং চ বস্ত্রং চ পেয়ং চ ত্বংহি
তরুলতাসু চ ত্বমেব বৃদ্ধিঃ
ত্বমেব চেতনা জড়ত্বং ত্বংহি॥
ব্রহ্মলোকে মাতর্ব্রহ্মানী ত্বংহি
ত্বমসীন্দ্রাণী চ সুরেন্দ্রলোকে
অনাদ্যনন্তশ্চ ধারা ত্বমেব
জন্মদাত্রী জননী মর্ত্যলোকে॥
উদ্ভাসিতা চন্দ্রলোকে চ জ্যোৎস্না
লব্ধোদয়া চন্দ্রমসি চ লেখা
মেঘলোকে বিদ্যুৎপ্রভা ত্বমেব
জ্বালাময়ী ত্বংহি পাতাললোকে॥
গিরীন্দ্রনন্দিনী গৌরী ত্বমেব
অপর্ণা-উমা-তপস্বিনী ত্বংহি
ত্রিলোচনা মৌলিবদ্ধেন্দুলেখা
গিরিশগৃহিনী কৈলাসলোকে॥
বামাঙ্গিনী বামদেবস্য ত্বংহি
শক্তিরূপাসি ত্রিভুবনপতেঃ
পূতোদকা কলনাদিনী গঙ্গা
জটিলজটায়াং ধূর্জটেস্ত্বংহি॥
কালী কপালিনী করালবক্ত্রা
করালী কন্ঠে চ নৃমুণ্ডমালা
শবস্থিতা লোললেলিহজিহ্বা
শিবা শ্যামা শিবদূতী ত্বমেকা॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এ কথা সত্য "মায়ের" প্রকাশ অন্তরে ও বাহিরে আমার সামনে ভেসে উঠেছিল। আরও অনেক আছে। সেগুলি ক্রমশঃ প্রকাশ্য। যদি অমৃতবার্তায় পৃষ্ঠা সংকুলান হত, পুরোটাই লিখে দিতে পারতাম। তটা একসংখ্যায় ছাপা যায়, একটু পৃষ্ঠাসংখ্যা বাড়িয়ে এই লেখাটুকু একসঙ্গে প্রকাশিত হলে আনন্দিত তাম। সবই মায়ের খেয়াল, তার বাইরে তো যাওয়া যায়না। তাই শ্রীশ্রীমাতৃপ্রণাম জানিয়ে শেষ করছি-

নমোহস্তু দেব্যৈ সর্বস্বরূপায়ৈ
নমোহস্তু ভক্তহৃদিসংস্থিতায়ৈ
অখণ্ডমণ্ডলাকারায়ৈ দেব্যৈ
বিশ্বচরাচরব্যাপ্তিময়ীং ত্বাম্॥

নমো মহামন্ত্রশক্তিভূতায়ৈ
জ্ঞানভূতায়ৈ জগতোহখিলস্য
অমিতশক্তিবিভূতিধারিণ্যৈ
জগদম্বিকায়ৈ নমো নমস্তে॥

ত্বংহি সচ্চিদানন্দঘনরূপা
ত্বমেব সর্ববিষয়বিশালা
পরমাস্পদা ত্বং নমস্তে ভক্ত্যা
আনন্দময়ৈ শরণদায়িন্যৈ॥
জয় মা! জয় মা! জয় মা!

☆

আবশ্যক সূচনা

মাতৃভক্তবৃন্দের বিশেষ আগ্রহে শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী আশ্রম, রাজগীরে আগামী ৭ই ডিসেম্বর হইতে ১৪ই ডিসেম্বর, ২০০৫ শ্রীশ্রীমায়ের প্রীতির জন্য শ্রীমদ্ ভাগবৎ সপ্তাহ পারায়ণের আয়োজন করা হইতেছে। বৃন্দাবন ধামের প্রখ্যাত ভাগবৎ প্রবক্তা প্রতিদিন নিয়মিত ভাবে শ্রীমদ্ ভাগবতের অতি সুললিত সুমধুর ব্যাখা করিবেন।

যাঁহারা এই শুভানুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক তাঁহারা আগামী ১৫ই নভেম্বরের মধ্যে অতি অবশ্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় বিস্তারিত সূচনা পাঠাইবেন ইহাই অনুরোধ—

—Secretary
Shree Shree Anandamayee Sangha
P.O. Rajgir, Nalanda - 803116
Phone : 06112-255362

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাতৃ-স্বরূপামৃত

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—শ্রী প্রিয়ব্রত ভট্টাচার্য

জ্যোতির্ময়ী

ব্রহ্মসূত্রে বলা হয়েছে "জ্যোতিশ্চরণাভিধানাৎ" অর্থাৎ জ্যোতি ব্রহ্ম। ব্রহ্মজ্যোতির অমৃতস্বরূপ তিনপাদ স্বর্গলোকে অবস্থিত আর একপাদ হল বিশ্ব ব্রহ্মান্ড। ব্রহ্মজ্যোতি আর ব্রহ্মশক্তি ব্রহ্মময়ীর জ্যোতি অভিন্ন। বৈদিক অদিতি জ্যোতির্ময়ী, সূর্যজননী তিনি আবার দেবমাতাও তিনিই। জ্যোতি তো মায়ের দেহরশ্মিচ্ছটা। তাঁকে সামনে রেখে আর্যগণ চলেছিলেন, তাই তাঁদের বলা হয়েছে "জ্যোতিরগ্রাঃ"। বেদে বলা হয়েছে "মাতৃদেব ভব" অর্থাৎ মাকে উপাসনা কর। আসলে 'দেব' শব্দের অর্থই তো 'জ্যোতি'। আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে মা'ই অদিতি, বিশ্ব-ব্রহ্মান্ডের সকলের মাতা। মায়ের রাজ্যে আলো, আলোর রাজ্যে থাকেন দেবতাগণ। মানব যেতে চায় আলোর রাজ্যে, দেবত্ব লাভ করতে চায়। আলোর উৎস মা। সাধনার খেলার সময় অদিতি স্বরূপিণী মা একদিন একটি দালানে দেখলেন জীবন্ত অনেক দেবদেবীর মূর্তি। লক্ষণে মা বুঝতে পারলেন তাঁরা দেবতা। মহাদেব, দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ইত্যাদি সহ যুগল মূর্তিও মা দেখলেন—তাঁদের মধ্যে স্ব স্বরূপে ছিলেন, লক্ষ্মীনারায়ণ, শিব-পার্ব্বতী, রাধাকৃষ্ণ, সীতারাম ইত্যাদি। দেবতারা মায়ের দুপাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন। মা ওখানকার পরিবেশ সম্পর্কে বলেছেন "ওখানকার পরিবেশই কি এক রকম। ওখানের বায়ুমন্ডল, ওখানের আলো বিগ্রহ, সব অলৌকিক তেজোময়, সতেজ। এক একটি বিগ্রহ চাঁদের মত গড়া বলিলেও বলা হয় না, কেমনই। অবর্ণনীয় জ্যোতি সৌন্দর্য বলিলেও সৌন্দর্যের দিক বলা হইল না" (স্বক্রিয় স্বরসামৃত চতুর্থ ভাগ, পৃঃ ১৪২)।

মা তো ব্যক্ত হলেন, জ্যোতির্ময়ীর প্রকাশ হল। কি করে এমনটা হল? জ্যোতি যখন বাইরের, তখনই প্রকাশ হলেন তিনি। মহাজ্যোতি থেকে জ্যোতি বের হয়েই সত্ত্বে পড়ে—যাকে বলা হয় প্রকাশ মান জ্যোতি। এই প্রকাশমান জ্যোতি আকার, বন, ঔজ্বল্য, গতি, স্থিতি নিয়ে বৈচিত্র্যময় হয়ে উঠে। সাধনার খেলার সময় মার আলোজ্যোতির শরীর বৈচিত্র্যময় হয়ে উঠেছিল। এ সম্পর্কে মা আপন খেয়ালে বলেছিলেন যে "হঠাৎ মা দেখিলেন, শরীর হাটিয়া যাইতেছে বা দাঁড়াইয়া আছে-নিজেকেই নিজে দেখিতেছেন-ছায়ার পরিবর্তে আলো-জ্যোতির শরীর। সে আলো অন্ধকারের মধ্যেও বেশ চলা যাইতেছে-অন্ধকারের মধ্যেও সেই আলো। আবার দেখা গেল, সূর্য চন্দ্রের আলোতেও যেমন প্রদীপের বা ইলেকট্রিক লাইট দেখা যায়, আর প্রদীপ বা ইলেকট্রিক লাইট থাকা সত্ত্বেও যেমন চন্দ্রসূর্য দেখা যায়, তেমন চন্দ্রসূর্যের আলোতে থাকিলেও মায়ের ঐ আলোর রূপটি বিশেষ করিয়া পারস্ফুট। যেন এ সব আলোও ছাপাইয়া উজ্বল তেজোপূর্ণ দেখা যাইত। নিজেই নিজেকে দেখা। দাঁড়াইয়াও যেদিকে তাকান যাইত, প্রমাণ মূর্তিতে ঐ আলোর দেহ মার দৃষ্টিপথে পড়িত। সে আলোর রকমটাই যেন কিরূপ অবর্ণনীয়। কোন উপমাই চলে না। চন্দ্রসূর্যের আলোতে যেমন শরীরের ছায়া, মার ছায়ার পরিবর্তে এই আলোর রূপটিই দেখা যাইত। কোন সময় নীলাভা, কোন সময় পীতাভা, কোন সময় লালাভা ইত্যাদি রকমারিটাও। শুভ্র জ্যোতিটাও প্রধান

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

খনও অন্যটাও প্রধান, ইহাও হইত। শুভ্র এক জ্যোতি সব সময়। মার তখনই ভিতর হইতে সুমীমাংসা-আচ্ছা, তবে তো ছায়াও নাই, এ শরীরত নাই, ঐ তো সেই দেহ। চিন্ময় এই শব্দটাও, এই দিকটার প্রকাশ" (স্ব০স্ব০ ৪র্থ ভাগ, পৃঃ ১৩০)।

মাকে বিশদ ভাবে বলার জন্য প্রার্থনা করা হয়েছিল, তখন মা প্রকাশ করেছিলেন মহাজ্যোতির কথা-"মেঘ হইতে সূর্যোদয় যেমন নির্মল কেমন একটা প্রকাশ, বিশ্বব্রহ্মান্ডময় সমগ্র এক জ্যোতি–ঐ মহাজ্যোতি, কেমনই" (স্বক্রিয় স্বরসামৃত চতুর্থ ভাগ, পৃঃ ১২৯-৩০)।

এই মহা জ্যোতি থেকে, প্রভা বিশুদ্ধ সত্ত্বে পড়ে বিকীর্ণ হয় না, কারণ বিশুদ্ধ সত্ত্ব নিরেট।তাহলেও তার বাইরের সীমা রজতবলয়, সেখান থেকেই জ্যোতির আভাস তথা রশ্মি বিকীর্ণ হয়, তারপর তমোবলয়-যা অন্ধকার, গভীর অন্ধকার। উভয়ের মধ্যে আলো-অন্ধকারের মিশ্র প্রভা। মা গুণময়ী, সত্ত্ব রজঃ তমে তিনি ত্রিগুণময়ী হয়ে আছেন সর্বত্র। নিখিল ব্রহ্মান্ডের জ্যোতির্ময়ীর খেয়াল তারই মহাজ্যোতি থেকে বা পূর্ণ জ্যোতিরূপ থেকে জ্যোতি বের হয় এবং তাঁরই উপাচার প্রদীপালোকে প্রকাশিত। আরতি কালে মঙ্গলপ্রদীপজ্যোতি আবার তাঁরই উদ্দেশ্যে নিবেদিত হয়। মাতৃভক্ত মঙ্গলারতির শুদ্ধজ্যোতি স্পর্শ করে তার হস্তাঙ্গুলী দিয়ে গভীর আবেগে জ্যোতিকে ধারণ করে মস্তকে।

জ্যোতির্ময়ী মায়ের লীলামূর্তি কি করে প্রকাশিত হল। এ একটা প্রশ্ন বটে। বেদ থেকে মহাজ্যোতির কথা শুরু করলে প্রথমেই রাত্রিদেবীর কথা আসে। দ্যোতনশীল রাত্রি দেবতা "জ্যোতিষা বাধতে তমঃ" রাত্রিসূক্ত, ১০ম মন্ডল, ১০ম অনুবাক, ১২৭) অর্থাৎ, স্বীয় ব্রহ্মজ্যোতিদ্বারা অন্ধকার বা অজ্ঞান নাশ করে। রাত্রি মহাজ্যোতি, ঋকবেদের ৩.৩৯.৪ সূক্তে বলা হয়েছে 'ইন্দ্র রাত্রি হতে প্রাদুর্ভূত হয়ে জ্যোতি ধারণ করলেন'-এখানে মহাজ্যোতি থেকে জ্যোতির প্রকাশ স্পষ্ট ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। "যে ত্বাং দেবী প্রপদ্যন্তি ব্রহ্মণা হব্যবাহনীম্"–অর্থাৎ রাত্রিকে হব্যবাহিনী বলায় তিনি যে মূলত অগ্নি তা'তে সন্দেহ নেই। অগ্নিই জ্যোতিরূপ সূর্য। অগ্নিজ্যোতি আর সূর্যজ্যোতি মূলত ব্রহ্মাগ্নি, তা থেকেই দেবাগ্নি এবং ভূতাগ্নি প্রকাশিত। মায়ের শরীরকে অবলম্বন করে অগ্নিজ্যোতির প্রকাশ ভাবুক ভক্তের দৃষ্টিগোচর হয়েছিল। অষ্টগ্রামের সন্নিকট গ্রামে ব্রহ্মাণী দেবীর একমন্দির ছিল। মা সেই মন্দিরে গেলেন। ভোলানাথ মায়ের মধ্যে অস্বাভাবিকতা দেখলেন, অন্যরাও দেখল। "মা'র পা হইতে মাথা পর্যন্ত সর্বাঙ্গ দিয়া যেন একটু বিদ্যুৎ বিচ্ছুরিত ও ঐ সময়ে। ইহাও কাহারও দৃষ্টিতে পড়িয়াছিল। বেশ একটু সময় এলান ভাব। চোখ মুখের ভাবও হাসি হাসি, ক্ষণে ক্ষণে বদলাইতেছে, কেমনই অস্বাভাবিক। রং এর পরিবর্তনও মাঝে মাঝে একটু, লালিমা আভাও সর্বাঙ্গে। আবার যেন নীলাভা, পীতাভা-এই জাতীয় আরও নানা রং, হাল্কা গাঢ় কত কত শরীরে ক্ষণে ক্ষণে। চোখমুখ দেহখানি ও উজ্জ্বল" (স্বক্রিয় স্বরসামৃত, চতুর্থ ভাগ, পৃঃ ৩৩-৩৪)। বিদ্যুৎ রূপ অগ্নিজ্যোতির প্রকাশে মায়ের শরীর তখন এক পরম জ্যোতির্ময়ী লীলামূর্তি ধারণ করেন। এই বিদ্যুৎ-জ্যোতির প্রকাশ মা উমা ইন্দ্রকে একবার দেখিয়ে ছিলেন। জগতে যতকিছু শক্তি আছে-সর্বশক্তির মূলে রয়েছেন ব্রহ্ম বা ব্রহ্মশক্তি। দেবতারা তা জানতেন না। একবার অসুরদের সঙ্গে যুদ্ধে দেবতারা বিজয়ী হয়ে গর্ব করতে থাকেন, তখন তাঁদের সামনে এক দিব্যমূর্তি প্রকাশিত হলেন।

তিনি একটি তৃণখন্ড তাঁদের সামনে রেখে দিলেন। অগ্নি তৃণখন্ডটিকে পোড়াতে পারলেন না বায়ুও তাকে উড়াতে পারলেন না। ইন্দ্র যখন দিব্যমূর্তির কাছে গেলেন তখন তিনি অন্তর্হিত হলেন। "স তস্মিনে-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাকাশে স্ত্রিয়মাজগাম বহু শোভমানামুমাং হৈমবতীং তাং হোবাচ-কিমেতদ্ যক্ষমিতি" ॥ (কেন, উ. ৩.১২) অর্থাৎ ইন্দ্র সেই আকাশেই বহু শোভমানা হৈমবতী উমার নিকটে যান এবং তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন-"এই যক্ষ কে? উমা বললেন যে তিনি ব্রহ্ম। আচার্য শংকর উমা অর্থে ব্রহ্মবিদ্যা বা পরাবিদ্যা বলেছেন। অরূপ উমার রূপ সেখানে জ্যোতির্ময়ী, তাই তিনি জ্যোতির্ময়ী ব্রহ্মশক্তি। ব্রহ্মের যা মহিমা সবই ব্রহ্মশক্তির স্বক্রিয়ায়। ব্রহ্মশক্তি বলেই উমা ব্রহ্মের স্বরূপ নির্ধারণে সমর্থা হয়েছিলেন। উমা শক্তি, ব্রহ্মশক্তিমান-উভয়ে একাত্ম। মা শব্দের এক অর্থ দীপ্তি। গমনার্থক অৎ ধাতুতে ডু(উ) প্রত্যয়ে উ শব্দ নিষ্পন্ন হয়। তাই আকাশে ইন্দ্র যে উমার সাক্ষাৎ পান, সেই উমা গতিশীল আলোক-অমৃতজ্যোতি ব্রহ্মবিদ্যা, তিনিই মা।

সোমকে ঋকবেদে বলা হয়েছে "হে সোম, তুমি সব ওষধী উৎপন্ন করেছ, বিশ্ব ও জল সৃষ্টি করেছ, গাভী সৃষ্টি করেছ, অন্তরিক্ষকে বিস্তৃর্ণ করেছ এবং তার আঁধার জ্যোতির দ্বারা দূর করেছ (ঋ.বে.১.৯১.২২)। এই ঋকমন্ত্রে তো স্পষ্ট ভাবে সোমকে পরমাত্মা বলা হল। সোম সূর্যাগ্নিরূপী পরমাত্মা, কারণ তাঁর মধ্যে জ্যোতি স্বরূপ ব্রহ্মান্ডাত্মক সর্বদেবতাশক্তি রয়েছে, আর রয়েছে সর্বব্যাপীত্ব। ইন্দ্র আকাশে উমার কাছে গিয়েছিলেন-উমা আকাশে শোভমানা সূর্যাগ্নি রশ্মিরূপে ব্যক্ত ঋকমন্ত্রটিতে রয়েছে। উমাই ব্রহ্মবিদ্যা, ব্রহ্মজ্যোতিরূপিনী আদিশক্তি, জ্যোতিরূপা বলেই তিনি সুবর্ণকান্তি, হৈমবতী। তাছাড়া হেমকান্তি জ্ঞানের সাথে যুক্ত, তাই মা হেমকান্তি'-মাতৃধ্যানে হেমকান্তি শব্দটি প্রযুক্ত হয়েছে তিনি জ্যোতির্ময়ী ব্রহ্মশক্তি ব্রহ্মময়ী বলেই।

দুর্গাসপ্তশতি বলেছেন যে সর্বদেব তেজোরাশি একত্র হয়ে একনারীমূর্তি ধারণ করল। তাঁর অঙ্গজ্যোতিতে ত্রিভুবন আলোকিত হয়েছিল। জ্যোতির্ময়ী রূপ ধারণ করে ব্রহ্মময়ী মা লীলায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। তেজই আলো, আলোই জ্যোতি। মাতৃ-জ্যোতি থেকেই মায়ের লীলামূর্তি ধারণ। জ্যোতির্ময়ীর জ্যোতি নিয়েই লীলা এবারকার আবির্ভাবে ভক্তদৃষ্টিতে ধরা পড়ল। মায়াশক্তিতে সমাবৃতা হয়ে মা প্রকট হলেন আমাদের চাওয়ায়। সাধনার খেলার সময় হরিনামের কীর্তনের মধ্যদিয়ে মার জ্যোতির্ময়ী রূপের প্রকাশ ঘটল। হরকুমার তুলসীতলায় কীর্ত্তনের ব্যবস্থা করেছিলেন। মা মধুবাবুর স্ত্রীর বিছানায় বসে ছিলেন-দরজার ফাঁক দিয়ে তিনি কীর্তন দেখছিলেন। মা দেখলেন "সমস্ত বাড়ীটা অত্যুজ্জ্বল আলোতে ভরিয়া উঠিয়াছে। যেন খলপার বেড়ার ফাঁক দিয়া ঘরের মধ্যে এমন প্রকাশ, ঘরে বাতি নাই, প্রায় সবই দেখা যাইতেছে"। হরিনামই আলো হয়ে প্রকাশ হয়েছিল। মা ই আলোর স্বরূপ সম্পর্কে বলেছিলেন, "যিনি নাম, তিনিই আলো"। তারপর "মায়ের শরীর ঐ আনন্দে ঐ আলোর সঙ্গে মিশিয়া কেমন একভাবে কীর্তনে"। (স্বক্রিয় স্বরসামৃত, তৃতীয় ভাগ, পৃঃ ৬২-৬৩)। আর একদিন গগনসাধুর কীর্ত্তন শুনে মার ভাবদশা প্রকাশিত হল--পরে সারদাবাবু মাকে জিজ্ঞাসা করেন যে মা কীর্তনে কি দেখলেন, তার কেন এ রূপ অবস্থা হল। মা তখন বলেছিলেন যে কীর্তন যখন আরম্ভ হল, বালকবেশে গৌর নিতাই দু'জন তখন সেখানে প্রকট হলেন। কীর্তনের ঘরের বাঁশের কেঁচার বেড়া তো। মা'র এই দেখায় নাকি ঐ বেড়ার আড়াল মুক্ত। সমস্ত ঘরটি যেন স্বর্ণাভাযুক্ত শুভ্রজ্যোতি, আলোময় হইয়া আছে। আলোর গড়ন ও কিরূপ গভীর জ্যোতিঃপূর্ণ। গৌরনিতাইয়ের প্রকাশ কোথা থেকে জিজ্ঞাসায় মা বললেন-"ঐখানেই" অর্থাৎ মা প্রকাশ করলেন যে তাঁর থেকেই তাঁদের আবির্ভাব। আর আলো এল কোথা থেকে? মা এ সম্পর্কে স্পষ্টভাবে বলেছেন, "দেখি কি এই শরীর দিয়া বিদ্যুৎ চমকাইবার মত অস্বাভাবিক ভাব এবং বিজলীবাতির আলোর মত প্রকাশ পাইতেছে-কেমন জানি এক রকমটা" (মায়ের কথা, পৃঃ ৪১)।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মায়ের জ্যোতিলীলা দর্শন করে ধন্য হয়েছেন অগণিত ভাবুক ভক্ত। আপন খেয়ালে সাধনার খেলার সময় মার দিব্যজ্যোতি প্রকাশিত হয়েছিল মূলত তাঁর আবির্ভাবের অপূর্ব উদাহরণ হিসেবে। বেদ, বেদান্ত, ব্রাহ্মণ, উপনিষদ ও তন্ত্র থেকে শুরু করে সাধকদের উপলব্ধিজাত যে আলোজ্যোতির অনুভব, তা'ই তো শরীর ধারণ করে ধরায় অবতীর্ণ হলেন মাতৃরূপে। জ্যোতির্ময়ী মা জ্যোতির স্বরূপ প্রকাশ করেছেন নানা ভাবে। তিনি বলেছেন যে সাধনার খেলার সময় অন্ধকার ঘরে নাম নিয়ে বসতেন এবং ঘরের মধ্যেই আকাশ ও তারা দেখতেন। তারপর তো তিনি এক জ্যোতির সঙ্গেই সব সময়। 'একজ্যোতি' কি? এ প্রশ্নের উত্তর দিলেন মা এইভাবে-"ঐ যে শব্দে শব্দাতীত। সেই শব্দ জ্যোতি রূপে সমকালীন (স্বক্রিয় স্বরসামৃত, তৃতীয় ভাগ, পৃঃ৮৯)। কোনদিন লীলাময়ী মা আপন খেয়ালে নাম করতেন, তাঁর বাম চোখের কিনারায় একটি আলো প্রকাশিত হত। নাম বন্ধ হলে আলোটি থাকত না। তার কারণ সম্পর্কে মা বলছেন, "নাম মন্ত্রাদি জ্যোতি তাঁহারই রূপ। ঐ রূপেও স্বয়ং তাঁহারই প্রকাশ" (স্বক্রিয় স্বরসামৃত, তৃতীয় ভাগ, পৃঃ ১৪৭)।

☆

সদ্য প্রকাশন

বিশেষ আনন্দের সঙ্গে জানানো হচ্ছে যে শ্রদ্ধেয় শ্রী অমূল্য কুমার দত্তগুপ্তর লেখা অনবদ্য গ্রন্থ "শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী প্রসঙ্গের" ৬ষ্ঠ ও ৭ম ভাগ সদ্য প্রকাশিত হয়েছে। শ্রীশ্রীমায়ের দিব্য জীবন কাহিনী ও অমূল্য বার্তালাপের বিবরণ এবং সম্পূর্ণ অজ্ঞাত সব ঘটনা সমূহের অপূর্ব বর্ণন এই দুই ভাগে স্থান পেয়েছে।

উত্তম কাগজে ছাপানো। ভাল বাঁধাই। ষষ্ঠ ভাগে ৩২৫ পৃষ্ঠা, দাম মাত্র ৬০ টাকা। সপ্তম ভাগে ২২০ পৃষ্ঠা। দাম ৫০ টাকা রাখা হয়েছে।

অষ্টম ভাগও আশা করা যায় অতি শীঘ্রই প্রকাশিত হবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আশ্রম-সংবাদ

১। কনখল–

কনখলে মায়ের আশ্রমে গত ২১শে জুলাই, ২০০৫ বৃহস্পতিবারে "গুরু পূর্ণিমা মহোৎসব" শ্রী নটবরলাল প্যাটেল পরিবার এবং ভক্তগণের সহযোগিতায় সম্পন্ন হয়। ১২ই আগষ্ট শ্রী মুক্তানন্দ গিরিজীর নির্বাণ তিথিতে গিরিজীর ষোড়শোপচারে বিশেষ পূজা ও সাধু ভাণ্ডারাও হয়। ১৭ই আগষ্ট ভাইজীর নির্বাণ তিথিতে ভাইজীর ষোড়শোপচারে পূজা, ১৯শে আগষ্ট ঝুলন পূর্ণিমাতে বিশেষ পূজা ও রাত্রিতে শ্রীশ্রীমায়ের স্বয়ং দীক্ষা উপলক্ষে ধ্যান হয়। ২৭শে আগষ্ট জন্মাষ্টমীর বিশেষ পূজা ও অনুষ্ঠিত হয়।

শ্রীশ্রী আনন্দময়ী সংঘের সাধু প্রমুখ শ্রদ্ধেয় বিরজানন্দজী গত ১লা আগষ্ট মহাপ্রয়াণ করেন। দ্বিতীয় দিবস ২রা আগষ্ট নীলধারাতে তাঁকে জল সমাধি দেওয়া হয়। ১৭ই আগষ্ট মহা ধুমধামের সঙ্গে তাঁর ষোড়শ ও ১০৮ জন সাধু ভাণ্ডারা হয়।

আগামী ৮ই অক্টোবর হতে ১২ই অক্টোবর শ্রীশ্রী শারদীয়া দুর্গা পূজা অনুষ্ঠিত হবে।

২। বারাণসী–

বারাণসীতে শ্রীশ্রীমায়ের আশ্রমে ২১শে জুলাই, ২০০৫ বৃহস্পতিবারে গুরুপূর্ণিমার পুণ্য তিথিতে শ্রীশ্রী মায়ের ও গিরিজীর ষোড়শোপচারে বিশেষ পূজা ও সাধু ভাণ্ডারা অনুষ্ঠিত হয়। ১২ই আগষ্ট শ্রী মুক্তানন্দ গিরিজীর নির্বাণ তিথিতে গিরিজীর বিশেষ পূজা ও সাধু ভাণ্ডারা এবং ১৭ই আগষ্ট ভাইজীর বিশেষ পূজা অনুষ্ঠিত হয়।

১৫ই আগষ্ট স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে "মা আনন্দময়ী কন্যাপীঠে" পতাকা উত্তোলন ও কন্যাদের দ্বারা দেশগান, ভাষণ ইত্যাদি হয়। সেদিন সন্ধ্যায় কন্যাপীঠের ঠাকুরঘরে ঠাকুরদের ঝুলনায় বসানো হয়। গোপাল মন্দিরে গোপালকে ঝোলানো হয় ও সেই সঙ্গে কীর্তন ইত্যাদি হয়। ১৯শে আগষ্ট ঝুলন পূর্ণিমার দিন গোপালের বিশেষ পূজা অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীশ্রীমায়ের স্বয়ং দীক্ষা উপলক্ষে রাত্রিতে ১১॥ টা থেকে ১২॥টা পর্যন্ত ধ্যান, কীর্তন প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়।

২৭শে আগষ্ট জন্মাষ্টমী উপলক্ষে কন্যাপীঠে ঠাকুরঘর বিশেষ ভাবে সাজানো হয়। রাত্রিতে মায়ের বিশেষ পূজা হয়। কন্যাপীঠের হল ঘরে মাটির পুতুল দিয়ে নানা রকমের ঝাকি সাজানো হয়। এদিকে গোপাল মন্দিরে শ্রীগোপলজীকে নামিয়ে ঠিক রাত্রি ১২টার সময় বিশেষ অভিষেক আরম্ভ হয়। কীর্তন চলতে থাকে। মহা অভিষেক ও স্নানের পর নতুন পীতাম্বর ধারণ করিয়ে ফুলের গয়নার শৃঙ্গার ও নানা স্বর্ণ-অলংকারের সাজে গোপালের অপরূপ রূপ দর্শনে সকলে মুগ্ধ হন।

অভয়দার অমর লেখনীর গীতি–

"আমার কৃষ্ণগোপালরে আমার কৃষ্ণগোপালরে।
আমার সোনা গোপাল মাণিক গোপাল জীবন গোপালরে॥"

এই প্রাণ মাতানো গানে সকলে ভাবে বিভোর হয়ে ওঠেন। এদিকে গোপালের নানাভোগ কন্যাপীঠের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কন্যাদের দ্বারা বানানো তালক্ষীর, তালের বড়া, মালপোয়া, ক্ষীরের নাড়ু, পঞ্জরী, লেডিকেনী ইত্যাদি সুন্দর ভাবে সাজিয়ে গোপালের বিশেষ পূজা ও ভোগ সুসম্পন্ন হয়। পরদিন সকালে কন্যাপীঠের ছোট কন্যারা গোপবালক সেজে দধি হাঁড়ি মাথায় নিয়ে

"শিবনাচে ব্রহ্মানাচে আরনাচে ইন্দ্র।

গোকুলে গোয়ালা নাচে পাইয়া গোবিন্দ॥"

এই কীর্তনের সঙ্গে মণ্ডলাকারে নাচতে থাকে। তারপর দধির হাঁড়ি ভেঙ্গে নন্দোৎসব সমাপ্ত হয়। ঝুলন জন্মাষ্টমী উৎসব উপলক্ষে তিনদিন রাত্রিতে কন্যাপীঠের হলঘরে শ্রীকৃষ্ণলীলা ও মহাপুরুষ চরিত্র কন্যাপীঠের কন্যাদের দ্বারা সুষ্ঠুভাবে অভিনীত হয়। জন্মাষ্টমী উপলক্ষে কোলকাতা হতে বহু ভক্ত সমাগম হয়েছিল।

কাশীর গৌরব মহামহোপাধ্যায় পদ্মবিভূষণ পণ্ডিত গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের ১১৯তম শুভ জন্মোৎসব ৮ই সেপ্টেম্বর সুন্দর ভাবে অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের কুলপতি প্রোঃ পাঞ্জাব সিংহ মহাশয় মুখ্য অতিথি এবং "কেন্দ্রীয় উচ্চ তিব্বতী শিক্ষা সংস্থানের" নিদেশক মাননীয় প্রোঃ গেশে নবাঙ্গ সামতেন বিশিষ্ট অতিথির পদ অলংকৃত করেন। সম্পূর্ণানন্দ সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের কুলপতি প্রোঃ অশোক কুমার কালিয়া মহাশয়ের অধ্যক্ষতায় কার্যক্রম সম্পন্ন হয়। কবিরাজ মহাশয়ের জন্মদিন "মা আনন্দময়ী কন্যাপীঠের" দ্বারা 'সংস্কৃত দিবস' রূপে পালিত হয়। এই উপলক্ষে সংস্কৃত ভাষায় নানা কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। কাশীর গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ এই অনবদ্য অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে মনীষীর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পন করেন।

গত ১০ই সেপ্টেম্বর হতে ১৬ই সেপ্টেম্বর শ্রীমদভাগবত সপ্তাহ অনুষ্ঠিত হয়। কাশী আশ্রমের ও কন্যাপীঠের মূল সংস্থাপিকা পরমশ্রদ্ধেয়া গুরুপ্রিয়া। এবার দিদির নির্বাণের ২৫ বছর পূর্ণ হয়েছে। তাই তাঁর শ্রীচরণে বিশেষ শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণের জন্য এবারে শ্রীমদভাগবত সপ্তাহ অনুষ্ঠিত হয়। দিদি গুরুপ্রিয়ার নির্বাণ তিথি পবিত্র ললিতা সপ্তমী তিথিতেই এবার ভাগবত জয়ন্তী প্রারম্ভ হয়েছে। মা আনন্দময়ী কন্যাপীঠের প্রাক্তন ছাত্রী ও বর্তমান অধ্যাপিকা ব্রহ্মচারিণী গীতা ভাগবতের ব্যাখ্যা করে ১০ই আগষ্ট গুরুপ্রিয়া দিদির তিরোধান তিথি উপলক্ষে গুরুপ্রিয়াদিদির ষোড়শোপচারে পূজা ও সাধু ভাণ্ডারা হয়।

মাতা আনন্দময়ী চিকিৎসালয়–

মাতা আনন্দময়ী চিকিৎসালয়ে ১৫ই আগষ্ট স্বাধীনতা দিবসের শুভ অবসরে আয়োজিত হয় পতাকা উত্তোলনের বিশেষ কার্যক্রম। এই উপলক্ষে মাননীয় বিধায়ক ও প্রদেশের পূর্ব বিত্তমন্ত্রী শ্রী হরীশচন্দ্র শ্রীবাস্তবজী মুখ্য অতিথি ও মাননীয় বিধায়ক এবং পূর্বমন্ত্রী শ্রী শ্যামদেব রায়চৌধুরী বিশিষ্ট অতিথির পদ অলংকৃত করেন। শ্রী হরীশ জী বলেন, "আজকের এই শুভদিনে আমরা চতুর্দিকে আনন্দোৎসব দেখতে পারছি। প্রত্যেকেই সানন্দে ও সগৌরবে ভারতীয় রাষ্ট্রীয় পতাকা উত্তোলন করছেন। কিন্তু এমন ও দিন ছিল, যখন পরাধীন ভারতে একবার মাত্র 'বন্দেমাতরম্' উচ্চারণ করলে বা পতাকা হাতে নিলেই পাপ মানা হত এবং ব্রিটিশ শাসিত ভারতে অনেক অত্যাচার সহ্য করতে হত। ব্রিটিশ গ্রাম কে গ্রাম জ্বালিয়ে দিত। যখন ভীতিতে আর্তিতে জনতা পালাত, সৈন্যেরা আবার তাদের ধরে জোরকরে আগুনে ফেলে দিত এবং পাশবিক উল্লাসে মেতে উঠত। তখন তাদের হাসিররোলে জনতা স্তব্ধ হয়ে যেত"। এই কথা বলতে বলতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীহরিশজীর কন্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে। তিনি আরো ও বলেন, "আজ আমাদের প্রধান কর্তব্য হল এই পতাকার সম্মান রক্ষা করা। ভারতের গৌরব বিশ্বের মাঝে প্রতিষ্ঠিত করাই হবে দেশ মাতৃকার বেদীমূলে সমর্পিত প্রাণ শহীদদের প্রতি শ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধাঞ্জলি"।

প্রখ্যাত স্বাধীনতা সংগ্রামী ও শ্রীশ্রীমায়ের একনিষ্ঠ ভক্ত স্বর্গীয় কালাচাঁদ ব্রহ্মচারীজীর পুণ্য স্মৃতিতে চিকিৎসালয়ে সমস্ত রোগীদের ফল প্রভৃতি বিতরণ করা হয় এবং ৫১ জন নির্ধন ব্যক্তিকে গরম চাদর ও ভোজন বিতরণ করা হয়। দক্ষিণাও দেওয়া হয় সাথে।

৩। তারাপীঠ–

তারাপীঠে শ্রীশ্রীমায়ের আশ্রমে গত ২১শে জুলাই গুরুপূর্ণিমার পুণ্য তিথিতে শ্রীশ্রীমায়ের ষোড়শোপচারে বিশেষ পূজা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২০শে জুলাই সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীমায়ের অধিবাস ও আরতি (সৎসঙ্গ ও ভক্তি গীতি ইত্যাদি) ও পরে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। ২১শে জুলাই সকালে শ্রীশ্রী তারামায়ের মন্দিরে ও শ্রীশ্রীবাম দেবের মন্দিরে বিশেষ পূজা অনুষ্ঠিত হয়। এরপর নগর ভ্রমণ ও কীর্তন, শ্রীশ্রীমায়ের ষোড়শোপচারে বিশেষ পূজা, কুমারী পূজা, চণ্ডীপূজা, শিব মন্দিরে পূজা, গীতা, চণ্ডীপাঠ ও কীর্তন, ভোগ, আরতি, যজ্ঞ ও ব্রাহ্মণ ভোজন অনুষ্ঠিত হয়। মধ্যাহ্নে প্রসাদ বিতরণ এবং সন্ধ্যায় আরতি এবং মাতৃনাম, সৎসঙ্গ ও মৌনের পর আনন্দোৎসবের পরিসমাপ্তি হয়।

৪। দেরাদুন–

দেরাদুনে কিশন পুরে শ্রীশ্রী মায়ের আশ্রমে ১৯শে জুলাই হতে ২১শে জুলাই পর্যন্ত 'শ্রী গুরুপূর্ণিমা মহোৎসব' অনুষ্ঠিত হয়। এই শুভ অবসের শ্রীমতী মালতী ভার্গব, যোগেশ শর্মা, ভসীনজী এবং তাঁদের সহযোগীদের দ্বারা রামায়ণের সঙ্গীতময় পাঠের বিমুগ্ধকারী কার্যক্রম পরিবেশিত হয়। সকালে মাতৃ পূজার পর প্রসাদ এবং ভাণ্ডারা আয়োজিত হয়।

৫। পুণা–

পুণাতে শ্রীশ্রীমায়ের আশ্রমে ২১শে জুলাই "গুরু পূর্ণিমা-মহোৎসব" শ্রী ময়ূর আনন্দময়ী ট্রাস্ট, মোরভী এবং ভক্তবৃন্দের সহযোগিতায় সম্পন্ন হয়েছে। পূজা, কীর্তন, ভজন, পুষ্পাঞ্জলি, ভোগ আরতি এবং হোম ও মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। গত ২২শে আগষ্ট হতে ৩০শে আগষ্ট 'শ্রীমদ্‌ভাগবত সপ্তাহ জ্ঞানভক্তি মহাযজ্ঞ আয়োজিত হয়। শ্রীমদ্ মাধব গৌড়েশ্বর সম্প্রদায়ের আচার্য ভাগবত ভূষণ, শ্রীরাজেশ কিশোর গোস্বামী ভাগবতের ব্যাখ্যা করেন।

৬। পুরী–

পুরীতে স্বর্গদ্বারে মায়ের আশ্রমে ঝুলন উৎসব উপলক্ষে একটি অনবদ্য অনুষ্ঠান 'মাতৃস্মরণ উৎসব' অনুষ্ঠিত হয়। দ্বিদিবসীয় এই অনুষ্ঠানে গত ১৮ই আগষ্ট সন্ধ্যায় একটি বিশিষ্ট সভা আয়োজিত হয়। এই সভার অধ্যক্ষতা করেন পুরী নরেশ গজপতি মহারাজ শ্রী দিব্য সিংহ দেবজী। মুখ্য অতিথির পদ অলংকৃত করেন উড়িষ্যার মহামহিম রাজ্যপাল শ্রী রামেশ্বর ঠাকুরজী। সভার উদ্বোধন হয় "মা আনন্দময়ী কন্যাপীঠের" কন্যাদের বৈদিক মঙ্গলাচরণের দ্বারা। সর্বপ্রথম মঞ্চে সুসজ্জিত শ্রীশ্রীমায়ের ছবিতে মাল্যদান করেন শ্রী রাজ্যপালজী এবং পুরী নরেশ ও অন্যান্য বিশিষ্ট অভ্যাগতেরা। সঙ্গে সঙ্গেই শ্রীশ্রী আনন্দময়ী সংঘের পক্ষ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

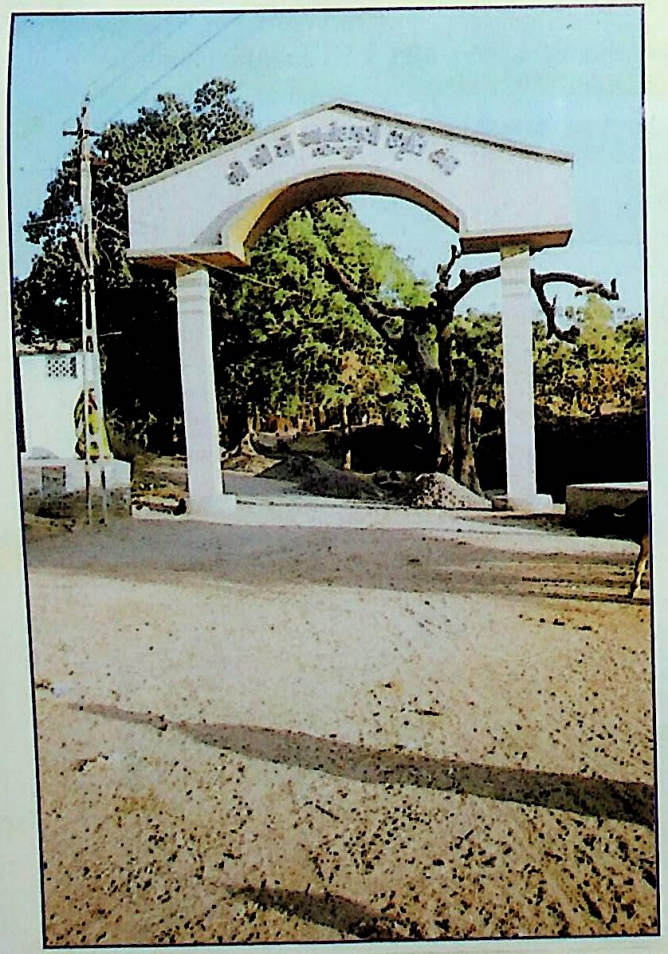

New Memorial Gate, Bhimpura Ashram

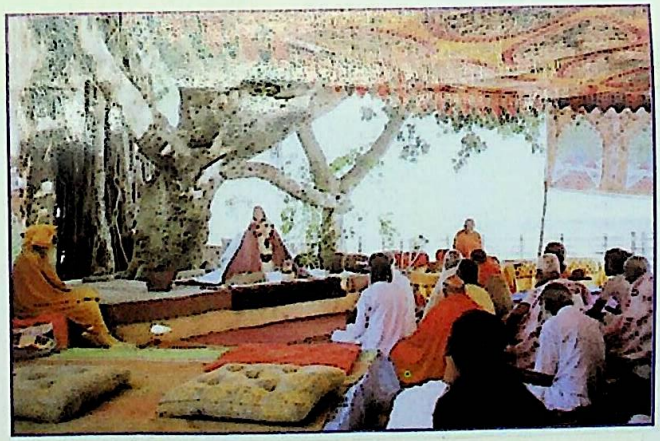

6th Samyam Saptaha, Bhimpura Ashram

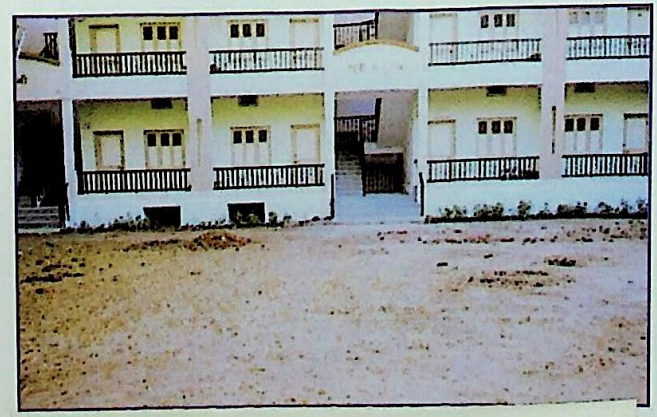

Sadhana Kutir, Bhimpura Ashram

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

(1) Shri Shri Ma Anandamayee Primary Health Centre, Dedadra, Distt. Surendranagar, Gujarat

(2, 3, 4) Inauguration of Primary Health Centre by Sw. Bhaskaranandji & Hon. Min. I.K. Jadeja (Health)

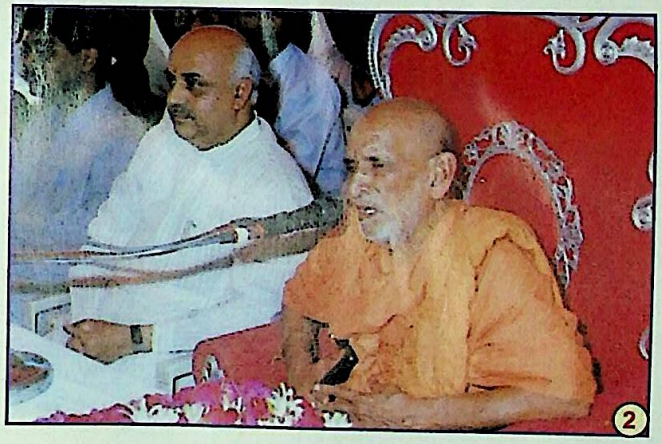

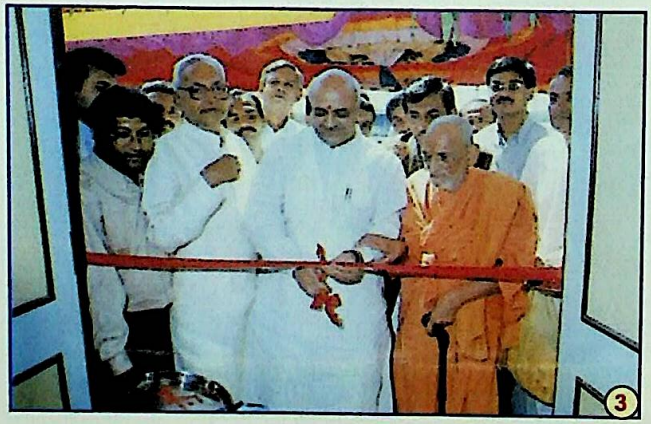

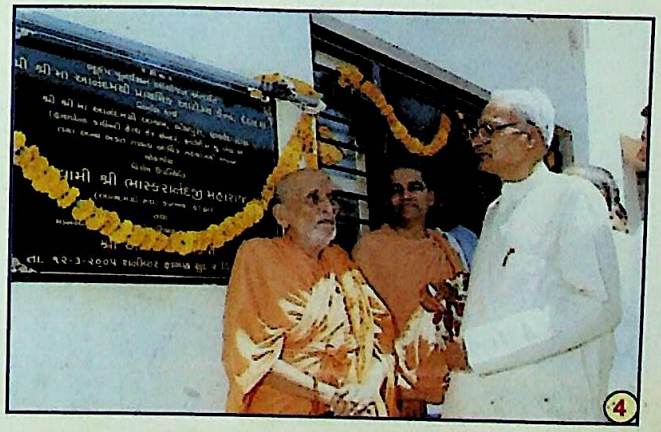

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তে শ্রদ্ধেয় শ্রী পানু ব্রহ্মচারীজী মহামহিম রাজ্যপাল এবং বিশিষ্ট অতিথিদের মাল্য এবং সিল্কের চাদর র্পণ করে সম্মানিত করেন। তারপর পুরী আশ্রমের প্রবন্ধ সমিতির অধ্যক্ষ এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের াক্তন বরিষ্ঠ মন্ত্রী শ্রী বীরেন্দ্র কুমার মৈত্র মহাশয় স্বাগত ভাষণ করেন। এরপর ব্রহ্মচারিণী গীতা ব্যানার্জী পুরীর আশ্রম ও এই 'মাতৃ স্মরণ উৎসবে'র বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বিবরণ পাঠ করেন। অতঃপর উড়িষ্যার খ্যাত সঙ্গীত শিল্পী শ্রীমতী ভুবনেশ্বরী মিশ্রজী সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

পুরী নরেশ নিজের অধ্যক্ষীয় ভাষণে শ্রীশ্রী মায়ের সঙ্গে তাঁর পরিবারের দীর্ঘ দিনের পুরাতন সম্বন্ধের বিষয়ে বিস্তারিত ভাবে বলেন। জগন্নাথ ধামের মহিমা বলতে গিয়ে তিনি স্কন্দ মহাপুরাণের উল্লেখ করে বলেন "জগন্নাথ ক্ষেত্র মাহাত্ম্যে বর্ণিত আছে প্রাচীন কালে এখানে শ্রী ভগবান নীল মাধব রূপে বিরাজিত ছিলেন। তাঁর নামেই এই স্থান নীলাচল নামে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছে। বর্তমান মন্দির ৮০০ বৎসর পূর্বে নির্মিত হয়েছে। এই পুণ্যতীর্থে শ্রীশ্রী মা বহু বার এসেছেন। যে পবিত্র ভূমিতে শ্রীশ্রীমা এতবার এসেছেন, সেই ভূমির সেই স্বর্গদ্বারে অবস্থিত মায়ের আশ্রমের পবিত্রতা অক্ষুন্ন রাখা আমাদের একান্ত কর্তব্য। এর জন্য যা সহযোগিতার প্রয়োজন তার জন্য আমি অবশ্য সচেষ্ট থাকব"।

এরপর পুরী আশ্রমের Advisory Committeeর Chairman স্বামী ব্রহ্মানন্দজী নিজের সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। সবার শেষে মহামহিম রাজ্যপাল নিজের ভাষণে শ্রীশ্রী মায়ের সম্বন্ধে, পুরী আশ্রমের সঙ্গে মায়ের সম্বন্ধ ও এই আশ্রমের প্রতি তাঁর পবিত্র কর্তব্য সম্বন্ধে বলেন।

অবশেষে সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে ও দ্বিতীয় দিবসের কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বিজ্ঞপ্তির পর সভার সমাপ্তি ঘটে শ্রী শংকরাচার্যের 'জগন্নাথাষ্টকম্' গানের দ্বারা-'জগন্নাথ স্বামী নয়ন পথ গামী ভবতুমে'। প্রচুর বৃষ্টির মধ্যে ও শ্রী জগন্নাথ দেবের কৃপায় অনুষ্ঠানটি সাফল্য মণ্ডিত হয়ে ওঠে।

এদিন রাত্রিতে পরদিনের উদয়াস্ত কীর্তনের অধিবাস হয় আশ্রমের সম্মুখের আঙ্গিনায় সুন্দর মঞ্চ সাজিয়ে। গীতশ্রী ছবি বন্দ্যোপাধ্যায় কীর্তনের আরম্ভ করেন। অধিবাসের পর সেদিনের মত কীর্তনের বিশ্রান্তির পর পরদিন ভোরের থেকেই মঙ্গল আরতি করে কীর্তন আরম্ভ হয়। এদিকে মার ঘরে সুন্দর ঝুলন সাজিয়ে প্রতিদিন সন্ধ্যায় ছবিদির রাধাগোবিন্দ ও অন্যান্য ঠাকুরও মায়ের ছবি ঝুলনায় বসিয়ে ঠাকুরদের ঝুলন ও তার সঙ্গে আরতি কীর্তন প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হত। সকালে ও মার ঘরে রোজ মঙ্গল আরতি হত।

১৯শে আগষ্ট ঝুলন পূর্ণিমার দিন সারাদিন অখণ্ড ভাবে অপূর্ব মহানাম কীর্তন ও রাত্রিতে কীর্তনের সমাপ্তি করেন ছবিদি। এই অবসরে দুপুরে মালসা ভোগ, মহাপ্রভুর ভোগ প্রভৃতি সুন্দর ভাবে হয়। রাত্রিতে মার ঘরে রাধাগোবিন্দের ষোড়শোপচারে পূজা হয়। শ্রীশ্রীমায়ের স্বয়ং দীক্ষা উপলক্ষে রাত্রিতে ১১॥০টা হতে ১২॥০টা পর্যন্ত উপরে মার ঘরের সামনে কীর্তন, ধ্যান প্রভৃতি সুসম্পন্ন হয়। এই সঙ্গে "মাতৃ স্মরণ উৎসব" ও সমাপ্ত হয়। উৎসবের পরিচালনায় ছিলেন শ্রী বীরেন মৈত্র, শ্রী স্বপন গাঙ্গুলী ও অপরাপর মাতৃভক্তগণ। গোলোকানন্দজী ও চতুর্দিকে ক্রিয়াশীল ছিলেন।

সর্বোপরি শ্রদ্ধেয় পানুদার নির্দেশে উৎসবটি এত সুন্দর ভাবে সম্পন্ন হয়। এই উৎসব উপলক্ষে কাশী থেকে কন্যাপীঠের মেয়েরা ও কোলকাতার বহু ভক্তগণ সমবেত হন। এই উৎসবের প্রধান আকর্ষণের বিষয় ছিল শ্রী জগন্নাথ দেবের দর্শন ও শ্রী জগন্নাথ দেবের প্রসাদ গ্রহণ। সকলেই শ্রীশ্রী জগন্নাথ দেবের দর্শনে আনন্দে উৎসবের মধুর স্মৃতির পাথেয়সহ যার যার গন্তব্য স্থলে গমন করলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৭। বৃন্দাবন–

বৃন্দাবনে শ্রীশ্রী মায়ের আশ্রমে ৮ই আগষ্ট হতে ১৯শে আগষ্ট পর্যন্ত শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ ছলিয়াজীর ঝুলনোৎসব এবং ২৭শে আগষ্ট শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী মহোৎসব আয়োজিত হয়। এই শুভ অবসরে ৮ই আগষ্ট হতে ১৮ই আগষ্ট প্রতিদিন প্রখ্যাত রাস মণ্ডলীর দ্বারা রাসলীলা এবং ১৫ই আগষ্ট হতে ১৯শে আগষ্ট প্রতিদিন সন্ধ্যায় শ্রী রাধাকৃষ্ণজীর ঝুলন পূজা, ১৯শে আগষ্ট ঝুলন পূর্ণিমার দিন প্রাতে বেদপাঠ, বিষ্ণু সহস্র নাম পাঠ, ভজন কীর্তন, শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণজী বিহিত পূজা, অখণ্ড শ্রী হরি নাম সংকীর্তন ও দ্বিতীয় দিন প্রাতে কীর্তন সমাপ্ত হয়। ২৭শে আগষ্ট রাত্রিতে শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী বিহিত পূজা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

৮। রাঁচী–

গত ২১শে জুলাই শ্রীশ্রী মায়ের রাঁচী আশ্রমেও 'গুরু পূর্ণিমা মহোৎসব' সুষ্ঠু ভাবে সম্পন্ন হয়েছে। পূজা, ভজন, কীর্তন এবং সৎসঙ্গ, মধ্যাহ্নে ভোগ আরতি ও পরে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

আগামী কার্তিকী অমাবস্যা, ১লা নভেম্বর, ২০০৫ শ্রীশ্রীমায়ের রাঁচী আশ্রমে শ্রীশ্রী মহাকালীর প্রতিষ্ঠার স্বর্ণ জয়ন্তী মহোৎসব অনুষ্ঠিত হবে। এই শুভ অবসরে সপ্তাহ ব্যাপী বিশেষ অনুষ্ঠান ২৮শে অক্টোবর হতে ৩রা নভেম্বর আয়োজিত হচ্ছে। ধার্মিক অনুষ্ঠানের অন্তর্গত দুর্গাসপ্তশতি ও রুদ্রচণ্ডী পাঠ, হোম, শ্রীশ্রী মহাকালীর অঙ্গরাগ, বিশেষ অভিষেক ও ষোড়শোপচার পূজা, ৫১জন কুমারী পূজা, ৫১ জন সাধু ভোজন, অন্নকূট, অখণ্ড নাম সংকীর্তন ইত্যাদি বিবিধ কার্যক্রম আয়োজিত হবে। এ ছাড়া একটি বিশেষ স্মারিকা গ্রন্থেরও উন্মোচন হবে।

৯। রাজগীর–

শ্রীশ্রী মায়ের রাজগীর আশ্রমে ২১শে জুলাই "গুরু পূর্ণিমা মহোৎসব" অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে শ্রীশ্রী মায়ের বিশেষ পূজা অনুষ্ঠিত হয়। শিব মন্দিরে ও পূজা হয়।

☆

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রদ্ধাঞ্জলি

শ্রদ্ধেয় বিরজানন্দজী মহারাজ স্মরণে

—ব্রহ্মচারিণী চন্দন

"বাবা বিশ্বনাথ! তোমার চরণে আমার এই একমাত্র প্রাণপ্রিয় পুত্রকে এই মুহূর্তে নিঃসর্তে নিবেদন করলাম"। এক ধর্মশীলা জননীর আকুতিভরা প্রাণের প্রার্থনা সাক্ষাৎ নিয়তির মত অমোঘ। তাইতো বলা হয়-"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"। এখানেই শ্রদ্ধেয় বিরজানন্দজীর জীবনের পট পরিবর্তনের বীজ উপ্ত হল।

এবার পূজ্যপাদ বিরজানন্দজীর মহাজীবনের পূত পরিক্রমায় সচেষ্ট হচ্ছি মাতৃকৃপা অবলম্বনে।

বিরজানন্দজী বহুমুখী প্রতিভাধর পুরুষ ছিলেন। আধ্যাত্মিক জীবনে তিনি যেমন সর্বত্র জয়ী, তেমনি লৌকিক কার্যক্ষেত্রেও এক নিপুণ সুদক্ষ পরিচালক ছিলেন। শ্রীশ্রী আনন্দময়ী সংঘের সাধু-প্রমুখ ছিলেন তিনি। তাঁর মহৎ জীবন আনন্দময়ী সংঘের প্রেরণাস্রোত ও আদর্শ স্বরূপ।

বিরজানন্দজীর জীবন আলোচনায় প্রথমেই আমরা দেখতে পাই আলোকিত করে রয়েছে তাঁর জীবনাদর্শ--শ্রীশ্রী মায়ের প্রতি শ্রদ্ধা, ভক্তি ও একান্ত নির্ভরতা। জীবনে চলার গতি ও মাতৃ আদর্শ বজায় রেখে মাতৃপরিবারে তিনি একজন মায়ের বিশেষ ঘনিষ্ট পার্ষদ।

বিরাজানন্দজীর জীবন বেদান্তনিষ্ঠ। বেদান্ত বিচারে শ্রীশ্রীমাকে ধরা ও বোঝার চেষ্টা থাকলেও কখনও সময়ে সময়ে শ্রীশ্রীমায়ের প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি ও একান্ত শরণাগতির প্রকাশ দেখা যেত তাঁর বেদান্ত সাধনায়। নিজেকে পরিপক্ক করার ইচ্ছায় পাহাড়ে পর্বতে নির্জন স্থানে বেরিয়ে পড়তেন এবং বেদান্ত অধ্যয়নে নিমগ্ন হতেন। ধ্যানের অনুকূল স্থান পেলেই ধ্যান মগ্ন থাকার চেষ্টা করতেন। মহামহোপাধ্যায় শ্রী গোপীনাথ কবিরাজজীর সান্নিধ্যে কিছুদিন তিনি শাস্ত্রালোচনায় ব্যস্ত ছিলেন। ফলস্বরূপ বেদান্তের গুহ্যাতিগুহ্য তত্ত্বের যেমন তাঁর মধ্যে প্রকাশ ও প্রাঞ্জলীকরণ দেখা যায়, তেমনি শ্রীশ্রীমায়ের সূত্ররূপ বাণীর স্পষ্টীকরণও বিশেষ ভাবে তাঁর মধ্যে দেখা যায়। শ্রীশ্রীমায়ের নিকট বাল্যকাল হতেই তাঁর আসা যাওয়া ছিল। কারণ তাঁর মামা শ্রীযুক্ত অটলবিহারী ভট্টাচার্য শ্রীশ্রীমায়ের একজন অনুরক্ত ভক্ত ছিলেন। যিনি রাজসাহী কলেজের প্রোফেসর ছিলেন। বিরজানন্দজীর কলেজ জীবন মামার বাড়ীতে অতিবাহিত হয়। মামার সঙ্গে তিনিও আসতেন মাতৃদর্শনে।

বিরজানন্দজীর আদি নিবাস ঢাকা বিক্রমপুর জেলার মেদিমণ্ডল গ্রামে। তাঁর পিতা শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য অতি ধার্মিক, অমায়িক ও সত্যনিষ্ঠ ছিলেন। মৈমনসিং জেলার জমিদারের নায়েব ছিলেন তিনি। সুতরাং বিরজানন্দজীর বাল্যকাল আরাম ও সচ্ছলতার মধ্যেই কেটেছে। তাঁর মুখে শুনেছি কবি কালিদাসের ভাষায় তাঁর পিতা "শালপ্রাংশুর্মহাভুজঃ" ছিলেন। অর্থাৎ লম্বা চওড়া সুপুরুষ চেহারা ছিল তাঁর পিতার। আর জননী ছিলেন সতী সাধ্বী ধীর স্থির সর্বকর্মে সুনিপুণা। বিরজানন্দজীর চেহারা ছিল মায়ের মত।

১৯৩৬ সনে বিরজানন্দজী শ্রীশ্রীমায়ের অজ্ঞাতবাসেরও কিছুদিন সঙ্গী ছিলেন। পরে শ্রীশ্রীমা তাঁকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কোলকাতায় পাঠিয়ে দেন। ১৯৪২ সনে বিধবা মা, স্ত্রী, দুই কন্যা ও একপুত্রকে মামার বাড়ী পাঠিয়ে দেন। নিজে উচ্চপদস্থ চাকরী ছেড়ে মাতৃসান্নিধ্যে চলে আসেন। তিনি ইঞ্জিনীয়ার ছিলেন। বিদেশী কোম্পানীতে উচ্চপদে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁর কর্মকুশলতা ও সত্যনিষ্ঠায় কোম্পানীর মালিকরাও তাঁকে সমীহ করে চলতেন।

কিছুদিন অপেক্ষা করে গর্ভধারিণী জননী ছেলেকে বুঝিয়ে সুজিয়ে বাড়ী নিয়ে যাওয়ার আশায় বেনারসে শ্রীশ্রীমায়ের নিকট আসেন। তিনি যে ঘরে থাকতেন সেখানে ইঁদুর তাড়াতে গিয়ে তাঁর হাতের আঘাতে একটি ইঁদুরের বাচ্চা মারা যায়। তিনি ভীত ও দুঃখিত হয়ে ঠাকুরকে বললেন, "বাবা বিশ্বনাথ! তোমার রাজ্যে তোমার সৃষ্ট জীবের হত্যা আমার হাতে হল। ঠাকুর আমার ছেলের কল্যাণ কোরো"। তিনি তাঁর দুঃখের কথা শ্রীশ্রীমাকে জানান। শ্রীশ্রীমা তাঁকে বললেন-"তুমি তোমার ছেলেকে নিয়ে কাশী বিশ্বনাথ দর্শন করে এসো"। তিনি গেলেন দর্শন ও পূজা করে ছেলেকে বিশ্বনাথের চরণে সমর্পণ করে প্রার্থনা করলেন-"তোমার ছেলেকে দেখো বাবা বিশ্বনাথ"। ভবিতব্য যা হবার তাই হল। এরপরেই বিরজানন্দজীর ভাব পরিবর্তন হল। ভাবলেন বিশ্বনাথজীর চরণে নিবেদিত জীবন সার্থকতায় তাঁরই শ্রীচরণে ঠাঁই নেওয়াই হবে আমার জীবনের একমাত্র কাম্য কর্ম। তবেইত শ্রেয় পথ গ্রহণ হবে। অন্যত্র যাওয়া নয়। তাঁর জননী অনেক বোঝালেন কিন্তু তিনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। সংকল্পচ্যুত হওয়া নয় কোন মতেই। নিরুপায় হয়ে জননী আশ্রমে ফিরলেন এবং কাঁদতে কাঁদতে প্রাণের সকল ব্যথা মাকে বললেন। শ্রীশ্রী মা তাঁকে অনেক সান্ত্বনা দিলেন। তিনিও শান্ত হয়ে শ্রীশ্রীমায়ের কথা মেনে নিলেন। শ্রীশ্রীমা আশ্রমবাসী ব্রহ্মচারী যোগেশদাকে বিশ্বনাথ মন্দিরে পাঠান। শ্রীশ্রীমায়ের আদেশে বিরজানন্দজী আশ্রমে ফিরে এলেন। তিনি এলেন মায়ের আশ্রয়ে।

সংস্কৃতে ইঁদুরকে বলা হয় 'মূষিক', মূষিক গণেশের বাহন। 'মুষ্ণাতি অপহরতি ইতি মূষিকঃ' তাই বিশেষ অর্থের দ্যোতক। সিদ্ধি দাতা গণেশের বাহনকে নিমিত্ত করে শ্রী বিরজানন্দজীর মহাজীবনের পটপরিবর্তন।

এই ঘটনা পড়ে জেনে শুনে বর্হিজগতের অনেকের মনে হতে পারে বিধবা মা, স্ত্রী, ছোট দুই কন্যা ও এক পুত্রকে বেঘর ও অসহায় অবস্থায় ফেলে সাধু পথ যাত্রা-এ কোন দেশী ধর্ম?, এখানে ত দেখি গর্ভধারিণী জননীর প্রার্থনায় বিশ্বনাথজীর চরণে নিবেদিত জীবন তাঁর মহাজীবনের পথ প্রদর্শক।

ভারতীয় আদর্শেত দেখা যায় মর্যাদা পুরুষোত্তম শ্রীরাম স্বয়ং পিতৃসত্য পালনে বনগমন করেন। এই দৃষ্টান্ত সারা পৃথিবীতে আজকের ভোগবাদী কলুষতায় পাবন স্বরূপ। বিরজানন্দজীও মাতৃসত্য পালনে সমস্ত বৈভব, উচ্চপদস্থ চাকরী, আনন্দ ও শান্তির সংসার কুন্ঠাহীন ভাবে বিসর্জন দিয়ে ব্রহ্মর্ষির জীবন বরণ করলেন। 'মাতৃদেবো ভব' এই মহাবাক্যের সার্তকতম রূপকার অনায়াসে বলা যেতে পারে।

তাঁর জননীও কিছু সময় আশ্রমে ছিলেন। এখানেই শ্রীশ্রীমায়ের সান্নিধ্যে, নাম জপ করতে করতে নশ্বর দেহ ত্যাগ করে বিশ্বনাথের ধামে বিশ্বনাথের চরণে বিলীন হয়ে যান।

শ্রীশ্রী মায়ের অব্যক্ত লীলার পরবর্তী সময়ে কোন একজন ব্রহ্মচারিণী দুঃখ করে তাঁকে বলে- "বিরজানন্দজী, যা দেখে আশ্রমে আসা আজ কাল তার কিছুই পাইনা। কখনও কখনও মনে হয় এর থেকে বাড়ীতে থাকাই ভাল"। তৎক্ষণাৎ তিনি বললেন, "না না যাসনা, যাসনা। তোকে ফিরিয়ে আনতে আবার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

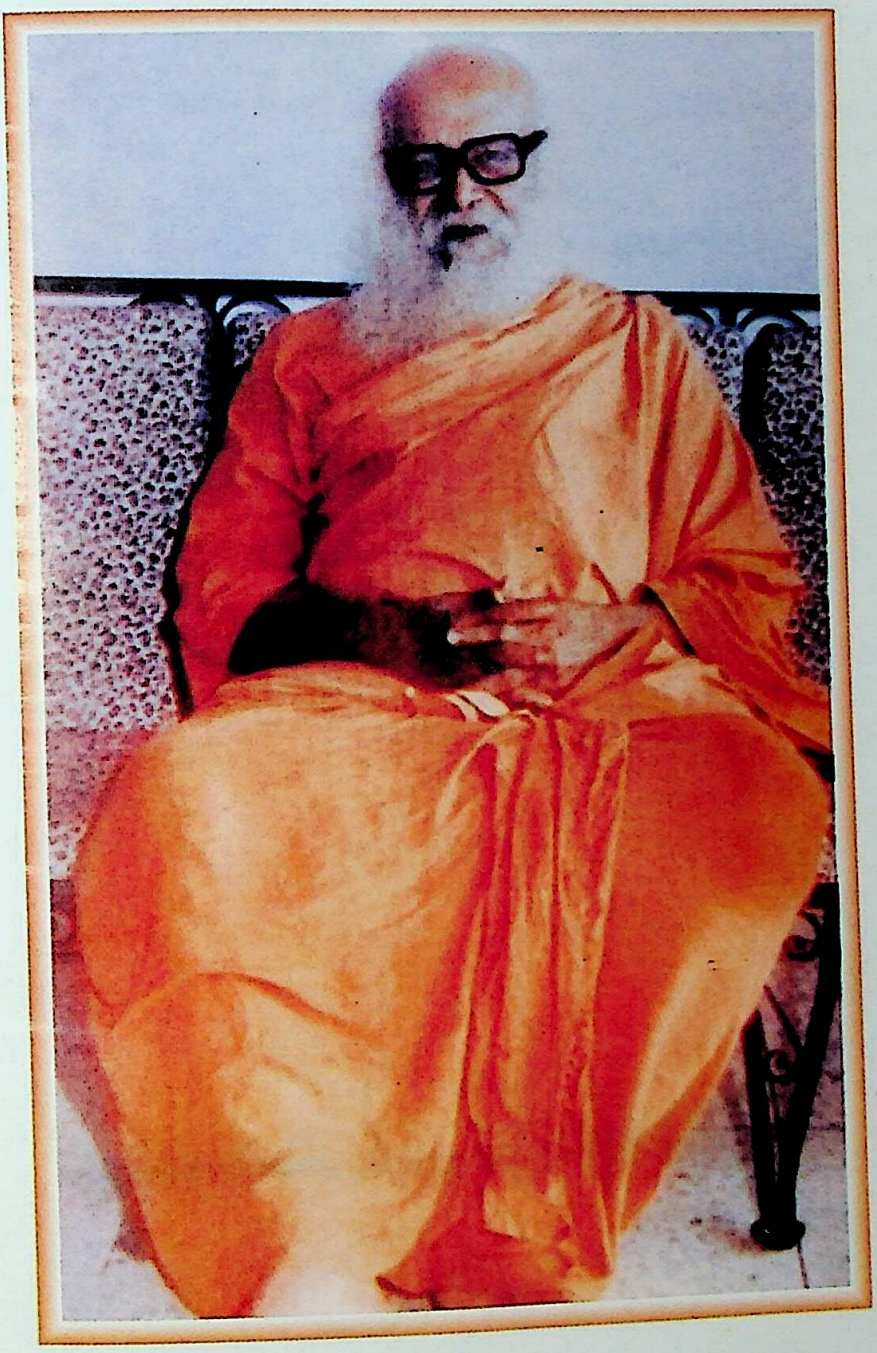

Sri Virajanandaji Maharaj

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীমাকে দৌড়াতে হবে। তারপর নিজেরই মায়ের সঙ্গে তাঁর মধুরলীলা শোনালেন।

একবার কোনও কারণে শ্রীশ্রীমায়ের প্রতি অভিমান করে শ্রীশ্রীমাকে না জানিয়ে তিনি মধ্যপ্রদেশে পঞ্চমরি চলে যান। গুহায় বসে তপস্যায় মন দিলেন। একদিন একজন ভদ্রলোক এসে বিরজানন্দজীকে বললেন, "কোন মহিলা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চান"। তিনি বিরক্ত ভাবেই আপন মনে বললেন, "এখানে কোথা হতে কে এলো? কি করে এলো?" ভদ্রলোক তাঁকে আবার বললেন, "আপনি বাইরে বেরিয়ে দেখুন কে এসেছে"। মহিলা বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন। বিরজানন্দজী ভিতর থেকে গুহার দরজার কাছে আসতেই দেখলেন-শ্রীশ্রী মায়ের সেবিকা উদাস বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন। আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "আরে উদাস, তুমি এখানে কি করে এলে? তোমার সঙ্গে কে এসেছে?" উদাসজী প্রত্যুত্তরে জানালেন, "আপনি বাইরে আসুন আমি সব জানাব"। বিরজানন্দজী বাইরে এসে দেখলেন স্বয়ং শ্রীশ্রী মা তাঁর অপেক্ষায় বাইরে দাঁড়িয়ে। বিরজানন্দজী চমকিত আবার প্রসন্ন মুদ্রায় নতশিরে দাঁড়িয়ে রইলেন। পরে মাকে প্রণাম করলেন। শ্রীশ্রীমা তাঁকে বললেন–"চল"। বিনা প্রতিবাদে যন্ত্রবৎ শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে তিনি চললেন। অপূর্ব আদেশ পালন।

জাগতিক হিসাবে মনে আসে মা কি করে জানলেন-তিনি পঞ্চমরিতে। আর উপস্থিত হলেন সেই স্থানে। স্বাভাবিক ভাবেই মন আলোকিত করে ভেসে ওঠে উপনিষদের সেই উদাত্ত বাণী। "যঃ সর্বজ্ঞঃ সর্ববিৎ যষৈষঃ মহিমা ভুবি"। যিনি সব জানেন, সব দেখেন এবং যার কৃপা করুণা সর্বব্যাপী। যেখানে স্থান কালের অপেক্ষা রাখেনা। মা ও বলেন, "যে যেখানেই উপস্থিত থাকুক না কেন, এ শরীরটা সব সময়ই তাদের কাছেই"।

ভক্ত সনে কত আনন্দ লীলা শ্রীশ্রীমায়ের। তার রস আস্বাদনে কত আগ্রহ সকলের। বিরজানন্দজীর সঙ্গে এই অকথিত লীলা তাই লেখা।

(ক্রমশঃ)

☆

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রী বিরজানন্দজী মহারাজ স্মরণে

—শ্রী সোমেশ বন্দোপাধ্যায়

শ্রীশ্রীআনন্দময়ী সংঘের বয়োবৃদ্ধ সাধুপ্রমুখ শ্রী বিরজানন্দজী মহারাজ গত ১৫ই শ্রাবণ সোমবার, ইংরেজী ১লা আগষ্ট ২০০৫ সালে শ্রীশ্রীমায়ের কনখল আশ্রমে বিকাল ৬.২৫ মিনিটে সজ্ঞানে ব্রহ্মলীন হন। দেহাবসান কালে তাঁর বয়েস প্রায় ১০২ বৎসর হয়েছিল।

ঢাকা বিক্রমপুর নিবাসী বিরজানন্দজী মহারাজের পূর্ব্বাশ্রমের নাম ছিল শ্রীকমল প্রসন্ন ভট্টাচার্য্য। তিনি টাটাতে ইঞ্জিনিয়র ছিলেন। ১৯২৫ সালে ঢাকায় শ্রীশ্রীমায়ের প্রথম সাক্ষাৎ লাভ করেন এবং সেই সময় থেকেই মায়ের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক রক্ষা করছিলেন। ১৯৪২ সালে তিনি গৃহত্যাগ করে আশ্রমে যোগ দেন। তাঁকে ফিরিয়ে নেবার জন্য তাঁর গর্ভধারিণী মা শ্রীশ্রীমায়ের কাছে কাশীতে এলে পরে মা পুত্রকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার অনুমতি দেন। কিন্তু বিরজানন্দজী শ্রীশ্রীমায়ের কাছে প্রাথন. জানান যে তাকে যেন আর ফিরে যেতে না হয়। ঘটনাক্রমে একদিন সরলপ্রাণা বৃদ্ধা মায়ের দ্বারা অসাবধানবশতঃ ঝাড়ুর আঘাতে একটি ইঁদুর সাবকের মৃত্যু হওয়ায় তিনি অত্যধিক বিচলিত হয়ে পড়েন। তাঁকেও যাতে এরূপ পুত্র শোক না পেতে হয় সেই উদ্দেশ্যে প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ বাবা বিশ্বনাথ মন্দিরে পুত্র কমলকে নিয়ে বাবার চরণে চিরতরে সমর্পণ করে এলেন। এইভাবে বিরজানন্দ মহারাজের আর সংসারে ফিরে যেতে হল না এবং শ্রীশ্রীমায়ের কাছেই আশ্রমে থেকে গেলেন। শ্রীশ্রীমা তাঁর বৃদ্ধামাকেও আর ফিরে যেতে দেন নি। কালান্তরে আশ্রমেই তাঁর কাশী প্রাপ্তি হয়।

বিরজানন্দজীর অসাধারণ কার্য্যক্ষমতার জন্য ১৯৫০ সালে শ্রীশ্রীআনন্দময়ী সংঘ স্থাপিত হবার পর তাঁকেই এই সংঘ পরিচালনার কাজের সমুচিত দায়িত্ব দেওয়া হয়। কাশী আশ্রমে গায়ত্রী মহাযজ্ঞ এবং শ্রীশ্রীমায়ের হীরক জয়ন্তী উৎসবের সাফল্যতার পেছনে তাঁরও অবদান যথেষ্ট ছিল। বহুবৎসর আশ্রমের কাজে অক্লান্ত পরিশ্রম করবার পর, আশ্রমের কার্যভার হতে অব্যাহতির জন্য তিনি শ্রীশ্রীমায়ের কাছে প্রার্থনা জানান। মা তাঁর অনুরোধ মেনে নেন এবং পরবর্তীকালে তাঁকে জ্ঞানার্জন ও তপস্যাদি করবার যথেষ্ট সুযোগ সুবিধাও করে দেন। তিনি রাজগীর এবং গুজরাতে নর্মদা নদীর তীরে অবস্থিত বহুতপঃস্থলীতে তপস্যা করেন।

একবার নর্মদা নদীর নির্জন তীর ধরে একাই সাগর সঙ্গমের দিকে যাত্রাকালীন এক মহিলা তাঁকে দূর থেকে নদীর পারে চোরা বালির স্থান দেখিয়ে দূরে সরে যাবার ইঙ্গিত করে সমূহ বিপদ্ থেকে তাঁকে রক্ষা করেন। শ্রীশ্রীমাকে এই বিষয়ে বলা হলে পরে মা বলেন যে নর্মদা মা এই রূপে এসে রক্ষা করেছেন।

রাজগীর থাকাকালীন তিনি প্রায় প্রতিদিন পাহাড়ের উপরে গৌতম বুদ্ধের তপঃস্থলীতে তপস্যা করতে যেতেন। একদিন বিলম্বে ফিরে আসবার সময় সন্ধ্যা হয়ে যায়। পাহাড়ী রাস্তার বাঁকে হঠাৎ এক বিরাট বড় বাঘের সম্মুখীন হন। তিনি থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন এবং শ্রীশ্রীমায়ের শরণাগত হলেন। বাঘটি আক্রমণ করবে ঠিক এমন সময় সেখানে একটি ট্রাক হেড লাইট জ্বালিয়ে এসে উপস্থিত। সেই ট্রাকে তাড়াতাড়ি চড়ে তিনি এই বিপদ থেকে রক্ষা পান। প্রায় এক বৎসর পর শ্রীশ্রীমা যখন রাজগীরে আসেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেই সময় একদিন বিরজানন্দজীকে নিয়ে মোটর গাড়ীতে যাত্রাকালীন গাড়ী যখন উপরোক্ত পাহাড়ের বাঁকে এসে পড়ে তখন মা গাড়ী থামিয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন যে ঐ স্থানটিতেই কি বাঘের ঘটনাটি ঘটেছিল। তিনি বুঝলেন যে শ্রীশ্রীমায়ের বিশ্বায়ত চক্ষুর দৃষ্টিতে অজানা কিছুই নেই এবং মায়ের বিশেষ কৃপাতেই সেদিন বাঘের আক্রমণ থেকে তিনি রক্ষা পেয়েছিলেন। এরূপ আরও ঘটনা তাঁহার জীবনে ঘটিত হয়।

আশ্রমে যোগদান করবার পর থেকেই তিনি শ্রীশ্রীমায়ের শ্রীমুখ হতে যে সমস্ত বাণী নির্গত হত তা যথাযথভাবে ডায়েরীতে লিপিবদ্ধ করে নিতেন। এইভাবে দীর্ঘদিন ধরে নিজ ডায়েরীতে মায়ের বাণী সংগ্রহ করতে থাকেন। একবার প্রসঙ্গবশে ঐ ডায়েরীর কোন এক খণ্ড পরমজ্ঞানী মহামহোপাধ্যায় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়কে দেখতে দেন। কবিরাজ মহাশয় বাণীর অসামান্য মহত্ত্ব দর্শনে আকৃষ্ট হয়ে বাণী সমূহ প্রকাশিত করতে আগ্রহী হন এবং স্বতঃ প্রবৃত্ত হয়ে দুরূহ অংশ সমূহের ব্যাখ্যা লিখে দেন যেগুলি শ্রীশ্রীআনন্দময়ী সংঘের দ্বারা প্রকাশিত ত্রৈমাসিক "আনন্দবার্তায়" ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়। পরে এইগুলিকে সংকলিত করে বিরজানন্দজী "অমর বাণী" পুস্তকটি প্রকাশিত করেন যা সর্ব্বত্র বিশেষভাবে সমাদৃত হয়।

পরবর্তীকালে শ্রীশ্রীমায়ের অনুপ্রেরণায় "স্বক্রিয় স্বরসামৃত" গ্রন্থটিও তিনি ছয়ভাগে প্রকাশিত করেন। এই পরম পবিত্র গ্রন্থমালা শ্রীশ্রীমায়ের খেয়ালে প্রকাশিত, যার নামকরণ মা করেন 'পরম ভাগবত'। এই গ্রন্থের প্রতি অধ্যায়ের বিষয় বস্তু মাতৃমুখ নিঃসৃত, মায়ের স্বসৃষ্ট স্বরূপ ভাষায় স্বপ্রবাহে লিখিত। বিরজানন্দ মহারাজকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে এই গ্রন্থে শ্রীশ্রীমায়ের বাণীর ভাষা সাধারণের পক্ষে বুঝা কঠিন। তিনি বলেন যে এই গ্রন্থে লেখা ভাষা বোঝা সাধকের সাধনা সাপেক্ষ। সাধনার পথে যে যত উন্নত হবে তাঁর কাছে তত বেশী ভাষার অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিক অর্থ প্রকাশিত হতে থাকবে। এই গ্রন্থে শ্রীশ্রীমা অনেক আধ্যাত্মিক গূঢ় তত্ত্ব প্রকাশ করেছেন যা অন্য কোন শাস্ত্রে পাওয়া যায় না বা আভাসমাত্র আছে। এই গ্রন্থ লেখাকালীন তিনি দীর্ঘসময় একান্তে শ্রীশ্রীমায়ের সান্নিধ্য লাভের সুযোগ পান। তিনি বলেন যে আধ্যাত্মিক জগতের মহামূল একমাত্র স্বয়ং শ্রীশ্রীমাই। অনাদিকাল হতে যে সব ধর্ম্ম সৃষ্ট হয়েছে ও বর্ত্তমানে যে সব ধর্ম্ম প্রচলিত এবং ভবিষৎ এ যে সব ধর্ম্ম প্রবর্তিত হবে, সবই শ্রীশ্রীমায়ের মধ্যে সাধনা লীলার সময় পূর্ণরূপে অনুভূতি রূপে প্রকাশ পায়। এরূপটি ইতিপূর্বে কখনও দেখা যায় নি। বিরজানন্দ মহারাজ "স্বক্রিয় স্বরসামৃত" গ্রন্থের প্রতিটি ভাগের যথাযথ ইংরেজী অনুবাদ নিজেই করে গেছেন। ষষ্ঠ ভাগের ইংরাজী অনুবাদ তাঁর জীবনের শেষ কৃতি।

অত্যধিক নিষ্ঠাবান বিরজানন্দ মহারাজ স্বপাকী স্বল্পাহারী ছিলেন। এবং শুধু শেষের দুই বৎসর প্রায় অন্ধ হয়ে পড়ায় এই নিষ্ঠার ব্যতিক্রম হয়। ঐ সময় তিনি নিয়ত শ্রীশ্রীমায়ের সান্নিধ্য বোধে থাকতেন। এইরূপ এক বিরাট জ্ঞানী এবং অনুভূত মহাত্মার দেহাবসানে ভক্ত ও সাধু সমাজের বিশেষ ক্ষতি হল। যদিও তিনি মাতৃভক্তদের মাঝে আর নেই, কিন্তু তিনি 'অমর বাণী' এবং 'স্বক্রিয় স্বরসামৃত' গ্রন্থগুলির মাধ্যমে ভক্তহৃদয়ে চিরকাল বিরাজিত থাকবেন।

জয় মা।

☆

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাতৃবাণী পূজকের স্মরণে

(শ্রদ্ধেয় বিরজানন্দজী মহারাজ)

—ব্রহ্মচারিণী গীতা

১৯৪৬ সাল। গৌরবর্ণ সৌম্য দর্শন কমল ব্রহ্মচারীকে কাশী আশ্রমে সর্বত্র কর্মরত দেখা যায়। এরও বহু আগে রাজসাহীর অতি পুরাতন মাতৃভক্ত শ্রী অটল ভট্টাচার্যের ভাগ্নে শ্রী কমল ভট্টাচার্য মাতৃদর্শন লাভ করেন। শ্রদ্ধেয় গুরুপ্রিয়াদিদি তাঁর অপূর্ব কর্মদক্ষতা দেখে নূতন কাশী আশ্রমের পরিচালনার ভার তাঁর উপর দেন। সাবিত্রী যজ্ঞের সময় টাকা পয়সা, আশ্রমের সব ভার তাঁর উপরই ছিল। ১৯৫০ সালের জানুয়ারী মাসে "শ্রীশ্রী আনন্দময়ী সংঘের" স্থাপনার পর থেকে সংঘের সমস্ত কাজ তিনি সঞ্চালন করেন। ১৯৫৮ সালের জুন মাস পর্যন্ত তিনি এই কর্মভার সুষ্ঠুভাবে বহন করেন। ১৯৫৮ সালের জুন মাস থেকে অবশিষ্ট জীবন সম্পূর্ণ ভাবে সাধন ভজন নিয়ে থাকার জন্য মার চরণে তিনি প্রার্থনা জানান। তিনি কনখলেই ছিলেন শেষদিন পর্যন্ত। "স্বক্রিয় স্বরসামৃত" গ্রন্থ তিনি সম্পাদিত করেন। বিভিন্ন সময়ে মায়ের চরণ তলে বসে ভাইজীর মূলগ্রন্থের উপরে মায়ের সঙ্গে প্রশ্নোত্তরে যে অমূল্য বাণী লাভ করেছেন, তাই তিনি সংকলন করে ৬ ভাগে "স্বক্রিয় স্বরসামৃত" গ্রন্থরূপে সম্পাদন করেছেন।

শ্রদ্ধেয় বিরজানন্দজী সেকালের ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ার ছিলেন। সংঘের স্থাপনার প্রথম দিন থেকেই তিনি সমস্ত সুব্যবস্থিত করে পরিচালনা করেন।

প্রায় দুই বছর ধরে তিনি অসুস্থ ছিলেন, তার আগ পর্যন্ত তিনি বহু বৎসর যাবৎ স্বপাকী ছিলেন। মায়ের অবর্তমানে তিনি বেশীর ভাগ সময় পুণা, ভীমপুরা, বৃন্দাবন, দিল্লী ও কনখল এই পাঁচ জায়গাতে থাকতেন এং অধিকাংশ সময় মার জীবনী, মার কথা সম্পাদন ও প্রকাশন নিয়েই থাকতেন।

গত ১লা আগষ্ট কনখলে শ্রদ্ধেয় বিরজানন্দজী ব্রহ্মলীন হন এবং ২রা আগষ্ট নীল ধারাতে তাঁর জল সমাধি হয়। ১৭ই আগষ্ট তাঁর ষোড়শ ও সাধু ভাণ্ডারা সাড়ম্বরে সম্পন্ন হয়।

"অমরবাণী" ও "স্বক্রিয় স্বরসামৃত" এই অমূল্য গ্রন্থের জন্য তিনি সকলের কাছে চির অমর হয়ে থাকবেন। শ্রদ্ধেয় বিরজানন্দজীকে আমরা শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করছি।

☆

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শোক সংবাদ

কুমারী চিত্রা ঘোষ—

"সহসা দেখিনু নয়ন মেলিয়া এনেছ তোমারি দুয়ারে" ॥

শ্রীশ্রীমায়ের "চিত্রাবন্ধু" আমাদের সকলের আদরের চিত্রাদি মায়ের চরণে লীন হয়েছেন ১লা সেপ্টেম্বর, ২০০৫ বৃহস্পতিবার সকাল প্রায় সাড়ে ৯টায়।

২রা বৈশাখ ১৯৫২ সালে ডাঃ গোপাল দাস গুপ্তের বাড়ীতে তাঁর প্রথম মাতৃ দর্শন হয়। চিত্রাদি অপলক নেত্রে মার দিকে চেয়ে থাকেন। মুখ দিয়ে তাঁর অজান্তে এই কথাটি বের হয়েছিল "She is not of this world" তিনি জগদাতীত। মা তাঁকে বলেছিলেন যে মায়ের সঙ্গে আত্মিক যোগাযোগ বহু আগেই তাঁর হয়েছিল। মা বলেছিলেন, "তোমাকে ৯ বছর যখন তোমার বয়স তখন দেখি। বাঁদিকে সিথি করতে, ফোলা হাত ফ্রক পরা"। চিত্রাদি মাকে জানালেন যে তিনি আমেরিকাতে Ph. D. করতে যাচ্ছেন। মা তাঁকে বললেন, "এ বছরত যাওয়া হবে না"। সত্যিই এর পরের বছর ১৯৫৩ সালে তিনি আমেরিকা যান। চিত্রাদি খুবই মেধামী ছাত্রী ছিলেন। কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বোটানিতে এম.এস.সি.তে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অর্জন করে প্রসিদ্ধ ঈষাণ স্কলারশিপ লাভ করেন।

আমেরিকা যাওযার আগে তিনি একডালিয়া রোডে মায়ের আশ্রমে কয়েকবার মার সঙ্গে দেখা করেন। মার চরণ পাদুকা মায়ের কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। আমেরিকাতে রক্ষা কবচের মত মার এই পাদুকা চিত্রাদি সব সময় নিজের hand bagএ রাখতেন। বিদেশ যাবার আগে মা হাত ধরে চিত্রাদিকে তিন সত্যি করিয়ে নেন, "যেমনটি যাবে ঠিক তেমনটি ফিরে আসবে"। বিয়ে না করার নির্দেশও মা দিয়েছিলেন। ১৯৫৪ সালে তিনি মার চিঠি পান-"শুদ্ধ পবিত্র ফুলটি ভগবানের চরণেইতো পড়ে—নিজকে ভগবানের চরণে অঞ্জলি দেবার জন্য সর্বদা শুদ্ধ পবিত্র ভাবটি বজায় রাখার চেষ্টা। একলাটি? একলা কোথায়? বন্ধু কি আর বন্ধু ছেড়ে?" ১৯৫৪ সালে চিত্রাদি মার চিঠি পান-মা বললেন, "তুমি সম্ভব হলে একবার মার সঙ্গে এসে দেখা কর"। ১৯৫৫র জুন মাসে চিত্রাদি ভারতে ফেরেন। আর তাঁর আমেরিকা যাওয়া হয়নি। মার চিঠির একটি বাণী-"ভগবৎ কর্ম সাধনের জন্যই দেহখানি" তাঁর বিদ্যার্থী জীবনের অবসান ঘটায়। তিনি ভারতে এসে সোলনে মায়ের কাছে যান। পথে তাঁর মনে গুঞ্জরিত হল এই গান-

"করুণা তোমার কোন পথ দিয়ে কোথা নিয়ে যায় কাহারে
সহসা দেখিনু নয়ন মেলিয়া এনেছ তোমারি দুয়ারে।"।

এর কিছু পরে চিত্রাদি সব ছেড়ে মার কাছে চলে এলেন। দীর্ঘ ২৭ বছর তিনি আশ্রমে ছিলেন। যতটা সম্ভব মায়ের সেবা ও ভক্তদের দেখাশুনোর কাছেই ছিলেন। তাঁর সরল উদার বড় মন, সহৃদয়তা সকলের হৃদয়কেই স্পর্শ করত। সকলের সঙ্গে মিষ্টি ব্যবহার মিষ্টি কথায় সকলেরই তিনি প্রিয় ছিলেন। কতলোককে যে তিনি মার কাছে নিয়ে গেছেন, কত গরীবের সাহায্য করেছেন, এ সকলই তাঁর উদার মনের পরিচয়। নৈমিষারণ্যে একবার মাকে বলতে শুনেছি, পরমানন্দ স্বামীজীকে মা বলছেন, "পরমানন্দ, চিত্রার মত একটিও মেয়ে নাই"।

অসুস্থতার জন্য কিছু বছর তিনি কোলকাতাতে তাঁর দাদার কাছে ছিলেন। সেখানেই তাঁর দেহাবসান হল। আজ আমরা চিত্রাদিকে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাই। সকলের হৃদয়ে চিত্রাদি চির অমর হয়ে থাকবেন।

☆

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রখ্যাত সাহিত্যিক ডঃ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য দ্বারা লিখিত কয়েকটি অমূল্য পুস্তক —

আনন্দময়ী মায়ের কথা — শ্রীশ্রী মার জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে প্রকাশিত অসংখ্য চিত্র সম্বলিত বিস্তারিত জীবন আলেখ্য। ভারতের রাষ্ট্রপতি মাননীয় ডঃ শঙ্করদয়াল শর্মার ভূমিকা সহ এক অনন্য-সাধারণ গ্রন্থ। রেক্সিন বাঁধাই। প্রকাশক — শ্রীশ্রী আনন্দময়ী সংঘ, কনখল, হরিদ্বার - ২৪৯ ৪০৮, মূল্য - ৩৫০/- টাকা।

গল্পে মা আনন্দময়ী বাণী — গল্পে ও কথায় শ্রীশ্রী মায়ের অমূল্য উপদেশ এবং এই মহাজীবনের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে আলোচনা ও সংক্ষিপ্ত জীবনী সহ। প্রকাশক - ডি. এম. লাইব্রেরী, ৩২, বিধান সরণী, কলকাতা-৬। দুই খণ্ডে প্রকাশিত। বোর্ড বাঁধাই। মূল্য২৫/- টাকা ও ৪০/- টাকা।

অমৃতের আহ্বান — শ্রীশ্রী মায়ের বিশিষ্ট কিছু বাণীর বিষদ আলোচনা সহ অপূর্ব গ্রন্থ। প্রকাশিকা — শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী সৎসঙ্গ সম্মিলনীর পক্ষে শ্রীমতী অঞ্জলি ভট্টাচার্য্য। এ-বি ১৭৫, সল্টলেক, কলকাতা - ৬৪, সুন্দর প্রচ্ছদপট সহ বোর্ড বাঁধাই। মূল্য - ৫০/- টাকা।

তিন মায়ের কথা — মা সারদা, মা আনন্দময়ী ও শ্রী অরবিন্দ আশ্রমের "মাদারের" অমৃত-জীবনের বিভিন্ন দিক ও তাঁদের সাদৃশ্য সম্পর্কে এক অভিনব পুস্তক। প্রকাশক —সাহিত্য বিহার, ১ বি, মহেন্দ্র শ্রীমানী স্ট্রীট, কলকাতা-৯, বোর্ড বাঁধাই। মূল্য ৩৫/- টাকা। প্রাপ্তি স্থান ঃ সাহিত্য - বিহার ও ওরিয়েন্টাল বুক কোম্পানী। ৫৬ সূর্য্য সেন স্ট্রীট, কলকাতা - ৯।

প্রাপ্তিস্থান ঃ উপরোক্ত সব কয়টি পুস্তকই কলকাতায় স্থানীয় বিভিন্ন প্রকাশক অথবা শ্রীমতী অঞ্জলি ভট্টাচার্য্য, এ-বি ১৭৫, সল্টলেক, কলকাতা - ৬৪ এই ঠিকানায় উপলব্ধ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিশেষ সূচনা

"পরমার্থ প্রসঙ্গে মহামহোপাধ্যায় শ্রী গোপীনাথ কবিরাজ"

পন্ডিতপ্রবর পদ্মবিভূষণ ড০ গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের শ্রীমুখনিঃসৃত শাশ্বত অমৃতবাণীর তত্ত্বে পরিপূর্ণ এই অতুলনীয় গ্রন্থের একাদশ খন্ড সদ্য প্রকাশিত হইয়াছে। পরমার্থ পথের পথিক তথা তত্ত্ব জিজ্ঞাসুর নিকট ইহা এক অমূল্য সম্পদ। প্রতিটি খন্ডই স্বয়ং সম্পূর্ণ। একাদশ খন্ডের মূল্য ৫০ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান :—

১. মহেশ লাইব্রেরী : ২/১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কোলকাতা-৭০
২. সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার : ৩৮, বিধান সরণী, কোলকাতা-৬
৩. সর্বোদয় বুক স্টল : হাওড়া স্টেশন

"মা আছেন কিসের চিন্তা?"

With Best Compliments from :

Amrita Bastralaya

157-C, Rashbehari Avenue, Ballygunje, Calcutta – 700 029.
Phone : 24642217

Suppliers of Quality Sarees, Woolen and Redymade Garments and School Uniforms

WE HAVE NO OTHER BRANCH

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ওঁমা শ্রীমা জয় জয় মা ওঁমা শ্রীমা জয় জয় মা ওঁমা শ্রীমা জয় জয় মা

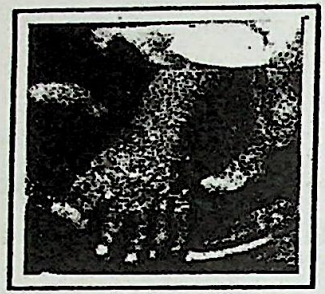

মা আমার আনন্দময়ী, সুখদায়িনী, শান্তিদায়িনী
জন্মদাত্রী মা ত্রিপুরাসুন্দরী, করুণারূপী, কৃপাময়ী,
দয়াময়ী মা আনন্দময়ী, জগৎরূপিনী জগত্তারিণী।

মায়ের শ্রীপাদপদ্মে :—

Every Step with

☎ (0381) 2221975 (O)
2201274 (R)

Anand

Deals in : Footwear, Luggage and Leather products.

2, H.G. Basak Road,
Kaman Chowmuhani,
Agartala - 799 001,
Tripura (W)

ওঁমা শ্রীমা জয় জয় মা ওঁমা শ্রীমা জয় জয় মা ওঁমা শ্রীমা জয় জয় মা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

❁ Branch Ashrams ❁

14. NEW DELHI : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Kalkaji, New Delhi-110019 (Tel : 011-26826813)

15. PUNE : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Ganesh Khind Road, Pune-411007, (Tel : 020-25537835 & 25538903)

16. PURI : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Swargadwar, Puri-752001, Orissa. (Tel : 06752-223258)

17. RAJGIR : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, P.O.Rajgir, Nalanda-803116, Bihar (Tel : 06112-255362)

18. RANCHI : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Main Road,P.O. Ranchi- 834001 (Tel : 0651-2331181)

19. TARAPEETH : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, P.O. Chandipur-Tarapeeth, Birbhum-731233,

20. UTTARKASHI : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Kali Mandir, P.O. Uttarkashi-249193,

21. VARANASI : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Bhadaini, Varanasi-221001, U.P. (Tel : 0542-2310054+2311794)

22. VINDHYACHAL : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Ashtabhuja Hill, P.O. Vindhyachal, Mirzapur-231307, (Tel : 05442-242343)

23. VRINDABAN : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, P.O. Vrindaban, Mathura-281121 U.P. (Tel: 0565-2442024)

*

IN BANGLADESH :

1. DHAKA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, 14, Siddheshwari Lane, Dhaka- 17 (Tel _ 0880-9356594)

2. KHEORA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, P.O. Kheora, Via-Kasba, Brahmanbaria.

*

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS
FOR INDIA AS NO. 65438/97

रत्ना ऑफसेट्स लिमिटेड कमच्छा, वाराणसी,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC-0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi